GOVERNMENT OF TRIPURA

Administrator

Shri U. N. Sarma

MEMBERS OF THE COUNCIL OF MINISTERS

The Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister and Minister in-Chage of Confidential & Cabinet, Home (Excluding Jails), Secretariat Administration, Appointment & Services, Administrative Reforms, Revenue, Law, Food & Civil Supplies, Public Works Department (Excluding Tribal Welfare & Welfare of Scheduled Castes), Industries, Agriculture, Forest, Transport, Printing & Stationery, Statistics and Rehabilitation.

The Hon'ble Tarit Mohan Das Gupta, Minister-in-Charge of Medical & Public Health and Labour.

The Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Minister in-Charge of Education and Finance (Excluding Statistics and Printing & Stationery). The Hon'ble Raj Prasad Chaudhury, Minister-in-Charge of Tribal Welfare and Welfare of Scheduled Castes and Local Self Govt.

The Hon'ble Prafulla Kumar Das, Minister-in-Charge of Animal Husbandry and Veterinary Services and Jails.

DEPUTY MINISTER

Shri Munchor Ali, Deputy Minister for Afforestation and deforestation, construction of forest roads, Soil conservation in forest areas, protection of wild life including birds, demarcation of forest boundaries, forest survey and farest utilisation, Implementation of Schemes relating to the "Grow More Food Campaign", Horticulture, protection against pests and prevention of plant diseases, Administration of various Government farms, General advice to the Agriculturists on 'Improved method of agriculture, All schemes relating to "Minor Irrigation", Community Development and Parliamentary works relating to the above items.

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

Principal Officers and Officials

The Speaker—The Hon'ble Manindra Lal Bhowmic
Deputy Speaker—Sj. Manoranjan Nath.

SECRETARIAT

Secretary to the Assembly—Sj. N. L. Deb Varman.

ALPHABETICAL LIST OF MEMBERS

Name of Member :	Constituency :
(A)	
Shri Abdul Wazid	Kadamtala.
Shri Abhiram Deb Barma	Uttar Debendranagar (ST)
Shri Aghore Deb Barma	Charilam (ST)
Shri Angju Mag	Sabroom (ST)
(B)	
Shri Baju Ban Riyan	Birganj (ST)
Dr. Benode Behari Das	Agartala Sadar I (SC)
Shri Benoy Bhusan Banerjee	Dharmanagar North.
Shri Bidya Chandra Deb Barma	Kalyanpur.
(D)	
Shri Debendra Kishore Choudhuri	Sonamura North.
(E)	
Shri Ershad Ali Choudhury.	Salgarh
(G)	
Shri Ghanashyam Dewan	Kulaihower (ST)
(J)	
Shri Jatindra Kumar Majumder	Old Agartala.
(K)	
Shri Kshitish Chandra Das	Kamalpur (SC)
(M)	
Shri Monomohan Deb Barma	Takarjala (ST)
(N)	
Shri Nishi Kanta Sarkar	Radhakishorepur.
(P)	
Shri Promode Ranjan Das Gupta	Mohanpur.
(R)	
Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal	Dumburnagar (ST)
Shri Radhika Ranjan Gupta	Fatikroy
(S)	
Shri Sunil Chandra Dutta	Khowai
Shri Suresh Chandra Choudhury	Muhuripur.
(U)	
Shri Umesh Lal Singh	Bishalgarh.
Shri Upendra Kumar Roy,	Belonia.

INDEX

Page

Proceedings Of The Tripura Legislative Assembly Assembled Under The Provisions Of The Government Of Union Territories Act, 1963.

14th March, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 14th March, 1967.

PRESENT

Shri Umesh Lal Singh, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Dy. Minister and twenty three Members.

OATH OR AFFIRMATION

Mr. Speaker (U. L. Singh) :— In to-day's business there are two itmes. First, oath or affirmation of the members. Second, election of Speaker.

Hon'ble Members, on this auspicious day of the 14th March, 1967 I have been appointed by the Administrator to administer Oath or Affirmation to the members of the new Legislative Assembly, Tripura. I shall first of all call upon the Leaders of different parties and thereafter the remaining Members alphabetically to subscribe Oath or Affirmation. On the name of the Member being called, he should proceed from his seat to the right side of the dias where a copy of the form of Oath or Affirmation would be made available to him. The Members after taking the Oath or making the Affirmation will please shake hand with the Chair and then he should sign the OATH REGISTER kept for the purpose. After signing the Oath Register, he will take his seat in the House.

First of all I shall call upon Shri S. L. Singh, Leader of the Congress Parliamentary Party.

The following members then subscribed oath or affirmation before Shri Umesh Lal Singh who was authorised by the Administrator in pursuance of section 11 of the Government of Union Territories Act, 1963 to administer Oath or affirmation :—

1. Shri Sachindra Lal Singh.
2. ,, Bidya Chandra Deb Barma.
3. ,, Aghore Deb Barma.

4. ,, Abdul Wazid.
5. ,, Abhiram Deb Barma.
6. ,, Angju Mog.
7. ,, Baju Ban Riyan.
8. ,, Benode Behari Das.
9. ,, Benoy Bhuson Banerjee.
10. ,, Debendra Kishore Chaudhuri.
11. ,, Ershad Ali Choudhury.
12. ,, Ghanasyam Dewan.
13. ,, Jatindra Kumar Majumder.
14. ,, Krishnadas Bhattacharjee.
15. ,, Kshitish Chandra Das.
16. ,, Manindralal Bhowmik.
17. ,, Manoranjan Nath.
18. ,, Monomohan Deb Barma.
19. ,, Munchor Ali
20. ,, Nishi Kanta Sarkar.
21. ,, Prafulla Kumar Das.
22. ,, Promode Ranjan Das Gupta.
23. ,, Rabindra Chandra Deb Rankhal.
24. ,, Radhika Ranjan Gupta.
25. ,, Raj Prasad Choudhury.
26. ,, Sunil Chandra Dutta.
27. ,, Suresh Chandra Choudhury.
28. ,, Tarit Mohan Das Gupta.
29. ,, Upendra Kumar Roy.

Shri Umesh Lal Singh :— Now I am to read **out** a letter here addressed to the Secretary, Tripura Legislative Assembly from Shri N. G. Choudhury, Jdl. Secretary to the Government of Tripura.

"Sir,

I am directed to inform you that Shri Umesh Lal Singh, a Member of the Legislative Assembly, Tripura who was appointed to be the person before whom the Members of the Tripura Legislative Assembly may make and subscribe Oath or Affirmation, vide this Department Notification of even Number dated the 2nd March, 1967, has himself subscribed Oath before the Administrator on the 13th March, 1967

Yours faithfully, "

* * * *

Mr. Speaker—Now our first item is over. Oath or Affirmation has been completed. The second item is Election of Speaker.

Hon'ble Members. I have received the nomination in favour of Shri Manindra Lal Bhowmic submitted by Shri Tarit Mohan Das Gupta, Seconded by Shri Radhika Ranjan Gupta for the election of the Speaker. All the three concerned M. L. As. have subscribed Oath or Affirmation. I would now call upon Shri Tarit Mohan Das Gupta to read out the name of the Member in whose favour he has submitted the nomination and then I would also request Shri Radhika Ranjan Gupta to second it.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— Hon'ble Speaker, Sir, I, the Member of the Tripura Legislative Assembly, propose the name of Shri Manindra Lal Bhowmic, M. L. A., Kailasahar Constituency, for election to the Office of the Speaker of the Tripura Legislative Assembly.

Shri Radhika Ranjan Gupta :—'I second it.

Shri Umesh Lal Singh :— As only one candidate has been nominated, there will be no necessity of ballot. I, therefore, declare Shri Manindra Lal Bhowmic elected Speaker of the House.

(Clap)

Shri U. L. Singh :— I would now request the newly elected Speaker to come and take the Chair.

(Shri M. L. Bhowmic took the Chair).

Shri M. L. Bhowmic (Speaker) :— Any Hon'ble Minister may speak anything, if he so desires. I would request the Chief Minister to speak.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে এই বিধানসভায় আপনার নির্ব্বাচনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমরা আশা করব যে হাউসের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য আপনার প্রতি আনুগত্য এবং আপনার অনুশাসন আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করে যাব, এই আশ্বাস আমি এই হাউসের তরফ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি। আমরা আশা করব যে আমরা যে সাফল্য লাভ করে আজ এখানে এসেছি, জনসাধারণ আমাদিগকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন সেই ক্ষমতাকে আমরা যেন সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করতে পারি। আমরা জানি যে আমাদের কাজ অতি দুরূহ। কিন্তু যতই দুরূহ হোক না কেন, যখন জনসাধারণ আমাদিগকে তৈরী করেছেন তখন আমরা তাদের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য নিয়েই এখানে এসেছি। অতএব তাদের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করব। তবে আমি জানি যে এমন সংকট মুহুর্ত্তে আমরা এখানে এসেছি যখন ভারতের সর্ব্বত্রই খাদ্যসংকট, বেকার সমস্যা, যোগাযোগের সমস্যা, সীমান্তের সমস্যা। যতই দুরূহ সমস্যাই হোক, সেই সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে এবং বিশেষ করে ত্রিপুরার যে খাদ্যের ঘাটতি সেই খাদ্য ঘাটতি এক বৎসরে না হোক, দুই বৎসরে না

হোক, এ বৎসরে আমরা সেই ঘাটতি মেটানোর জন্য প্রাণপন চেষ্টা করব এবং সেই অনুসারে আমাদের কর্মপদ্ধতিকে আমরা রূপায়িত করব। আমরা জানি ত্রিপুরার যে শিল্প সেই শিল্পে ত্রিপুরা অতি অনুন্নত, শিল্প নাই বললেও অত্যুক্তি হবেনা। তাই আজকে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে, ত্রিপুরাকে আমরা কিসের উপর, কোন শিল্পের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত করব। তবে ত্রিপুরার শিল্প বিশেষ করে নির্ভর করবে কৃষির উপর, সেই শিল্প নির্ভর করবে আমাদের বনায়নের উপর। তাই সেই শিল্পকে রূপায়িত করতে হলে ত্রিপুরার যে মাটি সেই মাটিতে আমাদের ফসল ফলাতে হবে। যে আন্দোলনকে আমরা গ্রহণ করেছি সেই আন্দোলনকে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রচারিত এবং প্রসারিত করতে হবে।

জনসাধারণের মধ্যে বিরাট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে হবে, যা তৈরী হয়েছিল ১৯৬২ সালের চাইনীজ এগ্রেশানের সময় পাকিস্তানের আক্রমনের সময়, 'জয় জোয়ান' 'জয় কিষাণ' ধ্বনিতে ত্রিপুরার প্রতিটি জায়গাতে, প্রতিটি লোকও এই সংকল্প করেছিল যে আমরা ত্রিপুরার মাঠে, ত্রিপুরার কলকারখানায় কাজ করব, উৎপাদনের জন্য সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করব, ঠিক সেই অনুসারে আজকে আমরা যে শপথ নিয়েছি সেই শপথের মধ্য দিয়ে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যকে ফসলের দিক দিয়ে যাতে উন্নত করতে পারি, জমিতে এক ফসল হচ্ছে ধান, সেই জমিতে তিন ফসল ফলাতে পারি কিনা তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি ত্রিপুরা বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চল, কাজেই বন্যাকে রোধ করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে এবং ত্রিপুরার ইরিগেশনের ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করে ফসল ফলাও আন্দোলনকে আমাদের জয়যুক্ত করতে হবে। এই ফসল ফলাও আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে গেলে পরে সেই অনুসারে আমাদের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করতে হবে। আমি ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষের কাছে আবেদন রাখব, যারা কৃষক আছেন, যারা শ্রমিক আছেন, যারা মজদুর আছেন, যারা শিক্ষিত আছেন, যুবক যারা আছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি আবেদন করব যে ত্রিপুরাকে আমরা যাতে খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পারি তার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করুন এবং সেই জন্য ফসল ফলাও যে আন্দোলন চলছে তাকে জয়যুক্ত করুন। শাকসবজী ও তরিতরকারী আরও বেশী করে উৎপাদন করুন। যারা অকৃষক আছেন তাদের কাছেও আবেদন থাকবে তাদের যে পতিত জমি থাকবে, এক ইঞ্চি জমিও যাতে আমরা ফেলে না রাখি, তার জন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং আমি পূর্বেও দেখেছি ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ এই ফসল ফলাও আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য প্রানপণ চেষ্টা করেছিল, তাদের বাড়ীর প্রতিটি আনাচে কানাচে তারা শাক-সবজী করেছিল, তাই আমি তাদের সেই প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালীভাবে রূপায়িত করার জন্য আমার আবেদন রাখব তাদের কাছে। আর ধন্যবাদ জানাব সেইজন্য যে তারা যেভাবে পরিশ্রম করে এ আন্দোলনকে জয়যুক্ত করেছিল, আজকে এই সংকটের দিনে আমি আবার আমার ভাই বোনদের কাছে আবেদন রাখব যাতে আমরা এই ফসল ফলাও আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে পারি এবং তার সাথে সাথে চিন্তা করতে হবে যে ফরেন একসচেঞ্জ আর্ণ করতে পারি এইরকম শিল্প আমাদের এখানে গড়ে তুলা চাই। সেই অনুসারে আমাদের রাবারের চাষ সুরু হয়েছে, কেস্থা-

নাটের চাষ সুরু হয়েছে, টেপিওকার চাষ সুরু হয়েছে আর পাটশিল্প আছে, তাকেও আমাদের জোরদার করতে হবে। ফসল ফলিয়ে যাতে ফরেন একসচেঞ্জ আর্ণ করতে পারি তার প্রচেষ্টাও আমাদের করতে হবে।

অতএব সেই দিক দিয়ে চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদের ফরেষ্টের মধ্যে যেসব বাঁশ আছে, ছন আছে, তাকে আমরা সেই কাগজ শিল্পের জন্য নিয়োজিত করতে পারি কিনা এবং প্লাই উড ফ্যাক্টরী করতে পারি কিনা, তারও প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে। কারণ ফরেষ্টের যে জিনিষ উৎপন্ন হচ্ছে সেই জিনিষকে আমাদের শিল্পে পরিণত করার জন্য প্রচেষ্টা করতে হবে এবং কুটির শিল্প আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমি জানি যে কুটির শিল্প গড়ে তুলতে হলে পাওয়ারের দরকার। অতএব সেই পাওয়ার ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। সেই পাওয়ার হল হাইডেল পাওয়ার। সেই পাওয়ার উমিয়াম থেকে আনা হচ্ছে। আমরা আশা করি যে ১৯৬৮ সালে উমিয়ামের যে পাওয়ার আসবে সেই পাওয়ার আমরা আনতে পারব। ১৯৬৯ সালে ডম্বুরের যে স্কীম সেই স্কীমকে আমরা শক্তিশালী করতে পারব এবং শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারলে, ২১ হাজার কিলোওয়াট পাওয়ার আমরা পাব। আমাদের যে পাওয়ার আছে ২ হাজারের উপর কিছু কিলো-ওয়াট আমাদের আছে। অতএব সেই বেসিসে যদি আমাদের প্রতিটি কুটিরশিল্প গড়ে তুলতে হয় তাহলে পরে প্রতি কৃষকের বাড়ীতে গড়ে তুলতে হবে এবং তার মধ্যে দিয়ে টমেটোর সস তৈরী করা যাবে কিনা, যে ফ্রুটস আমাদের এখানে হয় তাকে ক্যান করা চলে কিনা, আনারস আছে, লেমনস আছে, কমলালেবু আছে, বেল আছে, কুমড়ো আছে, তাকে আমরা শিল্পে পরিণত করতে পারি কিনা তার প্রচেষ্টা করতে হবে; তাই আমাদের চিন্তা হল পাওয়ার-টাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় কুটির শিল্পে এবং তার মধ্য দিয়ে যদি বিজ্ঞানসম্মতভাবে কৃষিকে গড়ে তুলতে হয় তাহলে পাওয়ার দরকার এবং সেই পাওয়ার যদি আসে তাহলে আমরা দেখেছি সেই ডম্বুরের পরিকল্পনা জয়যুক্ত হবে এবং তাহলে পরে আমরা দেখব ২০ হাজার একরের মত জমিকে আমরা চাষোপযোগী করতে পারব এবং ইরিগেশনের ব্যবস্থা করতে পারব। এবং ফ্লাড কন্ট্রোল আমাদের কেবল উদয়পুরে নয়, অমরপুরে নয়, সোনামুড়ায় নয়; এমন কি পাকি-স্তানে যে ফ্লাড হচ্ছে সেই গোমতীর জন্য, সেই ফ্লাডকেও আমরা নিয়ন্ত্রিত করতে পারব। আমরা বিশেষ করে ত্রিপুরায় যত নদী আছে সেই নদীকে আমরা ফ্লাড নিয়ন্ত্রনের কাজে লাগিয়ে তার মধ্য থেকে পাওয়ার উৎপাদন করে এবং ইরিগেশনের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে উন্নত করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আমরা জানি যে ত্রিপুরার যোগাযোগের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তুলতে হবে। ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল লাইন আছে। অতএব আমাদের চিন্তা করতে হবে সাব্রুম পর্য্যন্ত সেই রেল লাইনকে প্রসারিত করতে পারা যায় কিনা। যে পর্য্যন্ত তা না হবে ততদিন পর্য্যন্ত যে সমস্ত জায়গাতে রাস্তা এখনও হয়নি সেই সমস্ত জায়গাতে রাস্তা যাতে তৈরী করতে পারি এবং এই রাস্তা যা আছে সেই রাস্তা কলিকাতা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত যাতে আসতে পারে এবং যোগাযোগ আরও উন্নততর হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার কাজ শুরু

হয়েছে প্রতিটি সাবডিভিশনে। যে সমস্ত পুল এখনও তৈরী হয় নি সেই সমস্ত পুলকে আমরা এই পাঁচ বছরের মধ্যে গড়ে তুলে যোগাযোগকে আমাদের আরও উন্নততর করে তোলা চলে কিনা তার দিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর না হলে শিল্প, কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য গড়ে উঠতে পারে না। অতএব সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমাদের আভ্যন্তরীণ যে রাস্তাঘাট আছে তার উন্নতি আমাদের করতে হবে এবং তার সাথে সাথে আমাদের চিন্তা রাখতে হবে, শিক্ষার দিক দিয়ে আমাদের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, ৬ থেকে ১১ বছর পর্য্যন্ত সেন্ট পারসেন্ট শিশুকে আমরা বিদ্যালয়ে নিয়ে যাব এবং হায়ার সেকেণ্ডারীতে আমরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, সেই পরিকল্পনা অনুসারে আমরা তাদিগকেও শিক্ষাদানের প্রতিটি সুযোগ দেব। যারা সিডিউল্ড কাস্ট আছে, যারা ট্রাইবেল আছে যারা ব্যাকওয়ার্ড আছে, লোয়ার ইনকাম গ্রুপের মানুষ যারা আছে, তাদের সন্তান সন্ততি যারা আছে, তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, তার দিক দিয়ে আমাদের সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করতে হবে, যত্ন নিতে হবে। তাই আমাদের এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। তাই আমাদিগকে চিন্তা করতে হবে আরও, যে ভারতের অন্য জায়গা থেকে আমরা যে খাদ্য আনতাম সেই খাদ্য যাতে আমাদের এখানে উৎপাদন করতে পারি। তার জন্য আমাদের সর্ব্বযত্নে এখন থেকেই তৈরী হতে হবে। তাই আমি প্রতিটি লোকের কাছে চাই সাহায্য, সহানুভূতি। সেই হবে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। জয়হিন্দ।

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Leader of the Opposition to speak something on this occasion.

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনার নির্ব্বাচনে, কম্যুনিষ্ট পার্টির মার্কসবাদীর পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি। বিধানসভার বিরোধীদল হিসাবে আমরা আপনার কাছে এই আশা করব যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে আমাদের যে সকল অধিকার স্বীকৃত, আপনি তার পুর্ণ সুযোগ দিতে অগ্রসর হবেন। আমরা এই আশা করব যে ত্রিপুরার কোনও মানুষ যাতে অনাহারে না মরে এবং প্রত্যেকে রীতিমত শিক্ষা যাতে পায় তার পুর্ণ সুযোগের এবং আশা করব আপনার কাছে সেই অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, এইটুকু বলেই আপনার কাছে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Members. I want to express my gratitude in a short written speech here.

Hon'ble Members, to-day, you have elected me to this high and most responsible post of Speaker of this 2nd Legislative Assembly of Tripura, as you may have thought it fit. I want to express my gratitude to you for all the trust you have in me. From my side, I assure you, I shall do my best to discharge the responsibilities of the Speaker of this House in strict compliance with the rules statutorily provided, without any other consideration.

My predecessor, Shri U. K. Roy, who is here amongst us in the House and who enjoyed the honour of being elected Speaker of the First Legislative Assembly, as many of you here may know, had to work hard to give a shape to the working of the Assembly and more so, create a dignified tradition for us now to follow. This has made my task ahead easier, for which I am grateful to Shri U. K. Roy specially.

The Rules of Procedure and Conduet of Business of the House and the directions and rullings of the Speaker made from time to time so far are quite exhaustive to make provisions for rights and privileges of the Hon'ble Members and for conduct of business of the House. As in the case of the Speaker or a Presiding Officer, the Hon'ble Members also hold individual responsibility for smooth conduct of Business of the House, maintaining quite essentially, its proper dignity. It is, therefore, of utmost necessity which I want to impress on the Hon'ble Members that your full co-operations are always made avilable to me so that I can play my part as Speaker in fulfilment of the responsibilities you have entrusted on me.

Thank you.

Mr. Speaker :—Now there is another announcement, here for the Hon'ble Members.

Hon'ble Members are already aware that the Administrator, Tripura will address the House on 15. 3. 67. The Administrator will arrive at the Gate of the Assembly Building where he will be received by the Speaker and the Secretary of the Legislative Assembly. The Administrator will then be conducted to the Assembly Hall in procession. While the procession will move to the entrance behind the Speaker's Chair in the Assembly Hall, the Marshal will announce the Administrator's arrival.

"The Administrator".

The Hon'ble Members will kindly rise in their seats when the procession enters the Hall of the Legislative Assembly and will remain standing till the Administrator has taken his seat. The Administrator will take his seat on the dias with the Speaker on his left.

The Administrator will then address the Assembly and after the address he will leave the Assembly Hall in procession. The Hon'ble Members will kindly again rise in their seats when the Administrator leaves the Hall.

The Hon'ble Members will kindly remain in their seats in the Assembly Hall when the Administrator is addressing the Assembly and untill he has left the Assembly Hall.

There will be no sitting of the House upto 2 P. M. after the address and the sitting will be resumed at 2 P. M.

The House stands adjourned till to-morrow 11 A. M.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

15th March, 1967.

The House met in the Assembly Chamber Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 15th March, 1967.

PRESENT.

The Hon'ble Monindra Lal Bhowmik, Speaker, the Chief Minister, Four Ministers, the Deputy Minister and all the Members

Mr. Speaker and the Secretary to the Legislative Assembly received the Administrator at the entrance of the Assembly Building where a procession was formed in the following order :—

Orderly Orderly
Marshal
Assembly Secretary
Speaker Administrator
Secretary to the Administrator
Orderly Orderly.

All present rose from their seats as the procession entered the Chamber with the Marshal announcing the Administrator and remained standing until the Administrator took his seat.

The Administrator then ascended the dias by the steps on the right and the Speaker occupied seat to the left of the Administrator

The Administrator addressed the Members of the Assembly as follows :—

Hon'ble Speaker and Members of the Tripura Legislative Assembly

I have great pleasure in welcoming you to this first session of the Legislative Assembly as constituted after the Fourth Generel Election. You, who have been returned to this House, carry a very important mandate from the people and I am sure that your counsel and your wisdom during the next five years will have the way for a happier and richer Tripura.

2. The Finance Minister in his budget speech will give you the details of what happened in Tripura during 1966-67 and what is likely to fcllow in the coming months. I shall, however, recapitulate briefly for your benefit the salient features of the developments which took place in this territory and the plans which the Government have in view for the amelioration of the lot of the masses of Tripura.

3. The year 1966-67 has been a difficult year in retrospect. Shocked by the privations resulting from Pak aggression in the year 1965-66, the last year began on a note of cautious optimism which, however, got shaken, as a prolonged drought affected the Aus operations. Closely at its heels, there were heavy rains in Assam resulting in the disruption of rail traffic on the Lumding-Badarpur Section. To add to the problems there were heavy landslides on the Assam-Agartala Road. This unfortunate combination of adverse factors resulted in an acute scarcity of essential commodities and its logical concomitant—a fast-rising spiral of prices. The scarcity psychosis thus, generated led to considerable unrest in some parts of the territory calling for great tact, sympathy and determination on the part of the Government to mainitain peace. Hardly had the first impact of these difficulties been smothered, there were floods in large parts of Tripura particularly in the northern sub-divisions affecting our Aman crop extensively. Unseasonal rains later in the year did further damage to the Rabi crop. Liberal grant of gratuitous relief, sanction of large scale Test Relief works, opening of Fair Price Shops in the distressed areas and import of scarce commodities for sale on subsidised rates were some of the measure which the Government had to take to maintain as much economic normalcy as was possible within the financial limitations of the territory. If the Government could eventually tide over the crisis, it was in no small measure due to the cooperation and patience of the people for which they deserve our congratulations.

4. The last year also witnessed the end of the Third and the ushering-in of the Fourth Five Year Plan. Against a sum of Rs. 30·81 crores for the Fourth Five Year Plan of this territory the Government prepared a defence oriented plan for the year 1966-67 with a total outlay of Rs. 450·00 lakhs. Agriculture being the bedrock of the economy of this territory had to be given the pride of place in the Plan. A revised ceiling of Rs. 78·88 lakhs was approved for this programme which is estimated to have resulted in the additional production of 9042 Tonnes of foodgrains (rice). About 600 Tonnes of paddy seeds have been distributed for saturation of paddy area with improved seeds. 1050 Tonnes of Chemical fertilizer, 3.50 lakhs Tonnes of Rural Compost and 2,500 Tonnes of Urban Compost have been supplied

during the year. Likewise, 48,602 acres have been treated under Plant Protection measure and 20 acres and 506 acres of land brought under Cashewnut and Vegetable cultivation respectively. The targets of Bench-terracing of 240 acres, contour bunding of 120 acres and reclamation of lunga land measuring 150 acres have also been achieved during the year.

5. The Government is, however, conscious that the above programme solves but a fraction of the problems of Tripura and a far more intensive effort is called for if we have to get anywhere near self-sufficiency in food-grains. The Government is convinced that fair yield from the lands, a fair return for the harvest and fair facilities for new inputs alone can ensure a sustained and stable agricultural economy in this territory. It is against this background that a ceiling of Rs. 83.00 lakhs has been approved for Agriculture for the new year embracing, among others, the programme of distribution of 1200 M. T.s of Calcium Ammonium Nitrate, 500 M. T.s of superphosephate and 15 M. T.s of Vegetable seeds at cheaper rates. It is also proposed to provide adequate arrangements for the treatment of an additional area of 1.50 lakh acres for Plant Protection, bringing in another 650 acres under Horticultural Programme, besides continuing on an intensive basis, the implementation of the old programmes such as, development of Cash crop cultivation, saturation of paddy area with improved seeds, expansion of area under Groundnut, establishment of a State Farm in Amarpur Sub-division and establishment of three large-sized seed multiplication Farms etc. Likewise, under Soil Preservation Programme, 680 acres are proposed to be brought under Bench-terracing, 320 acres are under Contour Bunding and 800 acres under Plantations.Similar programmes are under way for Poultry and Fisheries.

6, The Government have no doubt that for radical improvement in the situation, Agricultural Production Programmes must go hand in hand with the Programmes of Minor Irrigation, Flood Control and Drainage. It is well-known that vast stretches of cultivable lands are affected by severe floods every year damaging standing crops and bringing untold miseries to the local people. Accordingly, 14 new Flood Control Schemes are proposed to be taken up for reducing flood hazards and for bringing additional areas under cultivation. Three of these relate to survey, investigation and collection of data in the river basins of Gumti, Khowai and Manu and one to survey and investigation of the Gnmti Irrigation Project. When completed, the Gumti Irrigation Scheme is expected to irrigate about 20,000 acres begining from Nutan Bazar to Udaipur. While these programmes have to go on, simultaneous arrangements have to be made to tackle the twin problems of this territory namely, rising populaticn and growing unemployment. As a step in this direction, Famiiy Planning Programme has been taken up and detailed

plans made for the industrial development of this territory. The remoteness, the isolation and the land-locked nature of the terroitory have impeded the growth of industries in Tripura for a long time. Thanks to intensive road building activities for over a decade, the transport difficulties have ceased to some extent and the Government have now taken up plans for setting up of industrial units. The Government is of the view that a sound economic development of this Territory cannot be left entirely to Government resources and that private sector too has to play a significant role in this regard. The revised outlay of Rs, 25.00 lakhs was approved for the development of various types of industries. The major Schemes relate to :—(a) participation in the share capital ; (b) expansion of Tripura Small Industrtes Corporation ; and (c) establishment of Plywood Factory in the private sector. The Government is also interested in the installation of a jute mill and a paper plant, proposals for both of which are in the preliminary project stage. Feasibility Study reports on Fruit Canning and Cardboard Factory have also been completed and the proposals for establishing such Units approved by the Planning Commission. In addition, a new undertaking under the name of Tripura Small Industries Corporation Ltd. has been floated with a capital of Rs. 10 lakhs to aid, assist, finance and promote the interest of Small Industries in Tripura. In order to facilitate the marketing of finished products of the Industrial Units of this Territory, the Government have also proposed to start Sales Emporium at New Delhi and another at Calcutta, besides continuing the Sales Emporia already in existence. As a stimulus for the growth of Indnstrial potential, the Government have also been exploring for some time past the possibilities of making abundant power available in Tripura at a cheap rate. With this end in view, it has been decided to purchase power in bulk generated from the Umium Hydro-Electric Project in the neighbouring State of Assam at a cost of Rs. 448,16 lakhs. At the same time, the Government have been planning to utilise the internal resources of the territory to the fullest extent. The Gumti Hydro-Electric Project costing Rs. 309.61 lakhs envisages the construction of an Earth-cum-Rock-filled Dam on the Gumti. With the implementation of these Schemes, the number of localities to be electrified by the end of the Fourth Plan is expected to be 106 and the power generation to be 13,661 KW (excluding 8000 KW of power available from Assam) as against the generating capacity of 2393 KW by the end of the Third Plan.

7. The most important feature of the development programme, however, is the Community Development. By implementing this, the Government proposes to affect improvement in all the important sectors of

Rural life such as Agriculture, Arts and Crafts, Water Supply, Education, Medical aid, Sanitation and Village Roads. So far 12 Community Development Blocks, 4 Tribal Development Blocks and 1 Multi-Purpose Block have been opened in this territory. Five more Tribal Development Blocks in different parts of the territory are likely to be opened during the Fourth Plan by bifurcating some of the existing Community Development Blocks.

8. Firm in their resolove to build up the local leadership, the Government have already taken steps in the past to establish Gram Panchayats all over the territory. Already 432 of them have come into being and active steps are now under way for transfer of some of those functions which the Act envisages for them. Before long it will be possible for these Panchayats to take upon themselves the various programmes of development which are at present handled by the Governmental machinery. Our Co-operative Programme also has been proceeding on satisfactory lines and the role being played by the Co-operative Societies in helping the consumers is worth mention.

9. In the Educational sphere also, considerable headway has been made by an additional enrolment of 7,200 children in Classes I to V and 4,200 in Classes VI to VIII. The additional enrolment proposed for Arts, Science and Commerce Courses at University stage is 400. The Government have also started Post-Graduate Classes in the M. B. B. College. Adequate stress has also been laid on the expansion of Physical Education . It is worth mention that our School boys captured 10 out of 11 Gold Medals in All India competitions in Gymnastics. Tripura also annexed the Championship Trophy in School Gymnastics. On the Cultural side, development of the Music College, expansion of Rabindra Sata Barshiki Bhavan and the construction of the Museum are other important projects. Under the Technical Education Programme, provision has been made for the continuance of the development of the existing Engineering College and the Poly-technic Institute. These institutions, it is hoped, will provide the much-needed-training to our youth and produce the skilled man power which would be required to cope with our Industrial Programmes. The Government have also made satisfactory progress in the sphere of Medicine and public Health. Supply of filtered drinking water within the Agartala Municipality is an important landmark. Besides the expansion of Sub-Divisional Hospitals, schemes have been sanctioned for further expansion of the G. B. Hospital, opening of 5 new Dispensaries, 2 Primary Health Centres, construction of a 2o bedded T. B. Ward and the opening of an Ayurvedic Dispensary, This is in addition to National Malaria Eradication and the National Small-Pox Eradication Programmes which are being implemented in this territory.

10. In the sphere of Forestry also 21 new schemes have been taken up for implementation against a total financial outlay of Rs. 163.443 lakhs for the entire Fourth Plan. Forest wealth is one of the scarce valuable assets of Tripura and the Government is anxious that this is conserved and developed to the best advantage. Our Soil Conservation and the Tongiya cultivation programmes are some of the measures in this direction. It must be realised that in the ultimate analysis it is on the Forest that our industrial development would depend. I am also very glad to say that our recent experiment of Rubber plantation has been a very successful one.

11. The achievement of the Government in the sphere of road construction calls for no special mention. Suffice it to say that it has gone a lon he way from only 67 miles of Kutcha road in Tripura at the time of integration to 527 miles of Kutcha Road, 146 miles of Metalled Road, 314 miles of black topped road and approximately 350 miles of fair weather Jeepable road today. All the Sub-Divisional Headquarters and other important places are now connected by roads. Considerable progress has been achieved even in the matter of construction of pucca bridges. Besides, the bridge across the river Howrah at Agartala, 2 more bridges, one on the river Howrah near Champaknagar and another over river Burima at Bishalgar have been lately completed. Construction work of the Gumti bridge on the Agartala – Udaipur Road has also made considerable progess and time is not far when we shall have through Road Communication to Udaipur and beyond from Agartala. Construction of Chebri Ghat bridge over river Khowai, Muhuri Bridge over the river Muhuri, Kumarghat bridge over the river Deo and the Dhalai, Kulai and Juri bridges on the Agartala—Assam Road has also been taken in hand. Preliminary works on the construction of some major bridges have also since been completed. During the comming year, most of these Projects will have covered sufficient ground.

12. The Government is also seized of the problem of Road Transport in this territory which is the only means of internal communication here, Accordingly an integrated plan for Road development of Tripura has been worked out and as a first step, Government proposes to set up a Corporation for both passenger and goods traffic in the Public Sector. All the preliminary steps in this regard have been completed and the final Rules of the Corporation are under the scrutiny of the Government of India. The programme of Road Transport Undertaking has been so worked out as not to smother or throttle the growth of Private Sector. As has already been mentioned earlier, the Government firmly believes in a close and healthy competition between

the Public and Private Sectors. To start with, the Corporation will run a fleet of 12 buses only for passenger traffic.

13. An important stage has also been reached in the Revenue Administration of this Government. Survey and Settlement operations which have been taken up for the first time on a scientific basis require now two more years for final completion. So far all the provisions of the Act except Section 99(1)(c) and those relating to prevention of fragmentation have been enforced in the entire territory. Section 99(1)(c) has also been enforced wholly in certain sub-divisions and partly in others. In keeping with the new provisions of the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, the Government have been actively considering the reorganisation of the Tehsil Administration and it is hoped that in the coming year the first step towards reorgnisation will have been taken.

14. In the sphere of law and order, the year has not been a very smooth one. Following the outbreak of hostile activities in the Mizo District of Assam, our Jampui area became live and as a precaution against depredations of the hostiles in our area, the Government had to deploy an Armed Police Battalion. It is a long-term problem and vigilance will have to be continued unabated for some time to come. The Government is seriously considering measures needed to reinforce the Armed Police strength in this area to ensure against the forages of stray M. N. F. elements who infiltrate into this area under the pressure of operations being carried out in the Mizo District. Our border with Pakistan also gave cause for alarm in the Belonia sector where there has been frequent firing followed each time by abortive talks between the Sector Commanders on either side. What claimed the maximum attention of this Government, however, was the increasing unrest in various sectors of the population owing to the scarcity of commodities and the ever rising spiral of prices.

15. With a view to equipping the Police Organisation better to tackle the numerous problems of law and order which might arise here, the Government have lately sanctioned a reorganisation programme under which new Police Stations are being opened at Bishalgar, Jirania and Chaumonu. The number of outposts in Agartala Town are also being increased from 3 to 5 and 26 Armed Outposts in the various parts of the territory are being converted into Civil Outposts. Likewise, steps are being taken for the augmentation of the strength of the Special Branch and opening of the Enforcement and Crime Investigation Sections The Government have also sanctioned a Police Training College and a Miniature Dog Squad.

16. The most notable event, however, in this regard has been the operational control over the border area being taken over by the Border Security Force of the Government of India. This Force will not only be responsible for the protection of life and property of the people of the area but also for the protection of our border and prevention of smuggling and like offences. Detailed measures have been taken for ensuring complete cooperation between the Border security Force and the local Government.

17. In the sphere of reorganisation of services also the Government can well be proud of some notable achievements. The Tripura Civil Service and the Tripura Police Service Rules have just been promulgated and the Junior Civil Service Rules are in the final stages of scrutiny. Tripura has also found its place in the Union Territories Cadre of the Indian Forest Serv which has come into being lately. Similar proposals are under active co deration for Medical, Education, Engineering and Agricultural Services. Tripura will also have the benefit of sharing in a joint Cadre of the I. A. S. and the I. P. S. for the Union Territories as soon as it is sanctioned by the Government of India.

18. Another important problem of the Government is a human one in regard to the refugees and migrants from East Pakistan, the Tribal Folk of the territory, the members of the Scheduled Castes and the landless. With a view to bringing up the Tribal people and the Scheduled Castes educationally and economically on a level with the general population of the country, the Government have adopted various Schemes which have been in operation since the First Five Year Plan. There are about 27,000 Tribal families accustomed to Jhuming in Tripura of whom about 18,231 families have been settled permanently on land. 47 Model Jhumia Colonies have also been set up. Besides, 1,449 other families beloning to the Scheduled Tribes and 787 families belonging to Scheduled Castes have been settled on land so far. The problem of the rehabilitation of the Tribal people, however, is more than a mere physical problem of settling them on land. The Government is conscious that in its anxiety to accelerate their betterment it should not cause any psychological upset to the people or injure their healthy tribal customs in any way. Your counsel as to how these Jumias can be resettled in larger numbers and more expeditiously without any damage to their traditional values will be very useful indeed.

19. The Government lately have been noticing an alarming increase in the arrival of migrants from East Pakistan. In the month of February, 1967 alone, 176 families covering 1,064 persons entered this territory of whom 48 families consisting of 229 persons had to be admitted in the Camps.

The same heavy rate of influx has continued in the month of March as well. Looking to the fact that this Government have already in its hand a vast mass of distressed humanity moving over to this side from Pakistan over the last decade particularly during the last 3 years and the fact that quite a few of them have yet to receive adequate amount of land, the new influx has been a source of great concern. The Government cannot, however, disown its moral and psychological obligations to the migrants and every effort will have to be made in consultation with the Government of India to see that this problem is tackled with expedition and sympathy without in any way damaging the already frail economy of this territory. The Government is also continuing with their programme of the rehabilitation of the ex-servicemen. With a view to utilising their training and genius for the protection of our border areas, two schemes have been sanctioned by the Government for the rehabilitation of 500 families of ex-servicemen in some of these areas. The first scheme will be implemented in the North and the other in the South.

20. Before concluding, however, I cannot help returning to the vital and urgent problem of food self-sufficiency in this territory on which depends not only the continued well-being and prosperity of this territory, but the very survival of its people. It is a problem which has to be faced squarely by the Government and the people alike. Not only does it imply the extensive and intensive cultivation of all available lands, the investment of heavy inputs of fertilizers, pesticides and improved seeds etc, but also enkindling among the people, a determination and a firm resolve to depend less and less on import of foodgrains from outside and make do with all that is available and can be grown here. It will mean intensive procurement of foodgrains, a judicious and rational distribution of all our foodgrains resources and precaution against wastage. The Government on its side is proposing to purchase 16,200 M. T. of rice and wheat in the year 1967-68, besides raising the bufferstock of essential commodities for the year 1967-68 as an offset against the artificial rise of prices in the local market. On the basis of actual offtake of 1966-67 upto January 1967 (32,988 M. T.), it is estimated that 35,000 M. T. of rice and wheat may ultimately have to be released through fair price shops during the year 1967-68. As an incentive to the grower, the Government have raised the procurement price this year from Rs. 61.50 to Rs. 78.50 per quintal of rice and Rs. 37.00 to Rs. 46.50 per quintal of paddy The Government is anxious that this procurement should not cause hardship to any sector of the population and, therefore, it is proposed to confine this programme only to select surplus pockets where open market price rules within the enhanced procurement price,

21. In conclusion, I would like to say that Tripura has massive problems which require massive efforts on the part of the Government and the people. There is, however, no cause for alarm. As the recent elections have shown, the people are beginning to awaken to the opportunities for a better and fuller life. . What is required is a realistic self-examination and a balanced analysis of the successes and failures ; not a blind frustration which is self-defeating in nature. The Government will always be keen to explore new ways for the release of the dynamism of the people. It is in this direction that your cooperation and your guidance will be most welcome. Our aim is to bring about a better and happier life for the people of Tripura. In this challenging task I wish you Godspeed.

[The Administrator then left the chamber in procession in the same c as he came in. The members dispersed.]

(After Administrator's Address)

CALLINC ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received a Calling Attention Notice from the Hon'ble Member Shri Bidya Chandra Deb Barma on the subject of—

ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর, সদর এবং উদয়পুর, বিভাগে চাউলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রয়োজনমত রেশন সপ খোলা ও সস্তাদরে উপযুক্ত পরিমান রেশন সরবরাহের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের চরম ব্যর্থতা।

I have given consent to the Motion of Shri Bidya Chandra Deb Barma to-day. Shri Bidya Chandra Deb Barma will now please read his Calling Attention.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতা আমাদের হতাশ করেছে। এই বক্তৃতা—

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I would request you to read out the Calling Attention Notice in the House.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—বাংলায় বল্লে সুবিধা হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি যে কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ হাউসে উপস্থাপিত করেছেন সেটা পড়বার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—ধর্ম্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর সদর এবং উদয়পুর বিভাগে চাউলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রয়োজনমত রেশন সপ খোলা ও সস্তাদরে উপযুক্ত পরিমান রেশন সরবরাহের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের চরম ব্যর্থতা।

Mr. Speaker :—I have given consent to the motion of the Hon'ble. Member. Now I would request the Hon'ble Minister in charge of the Department namely Shri S. L. Singh to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীশচী লাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগামী ২১ তারিখে এর উত্তর দেব।

Shri Ershab Ali Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a respectful address in reply be presented to the Admistrator as follows—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়, হাউসের সামনে ডিসকাসনের জন্য যে বিষয় স্থির করা হয়েছে সেটা হবার পরে আডমিনিষ্ট্রেটরের ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব আনলে সেটা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের স্পীচের উপর যে ধন্যবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব আনা হচ্ছে তার উপর আমি সংশোধনী রাখতে চাই।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এখন পর্যন্ত কোন প্রস্তাব আনিনি। আনার পরে আমার মনে হয় উনি বলতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়, এখনও এই মোশনটা হাউসে আনাই হয় নি অতএব এই প্রশ্নটা এখন উঠেনা।

Discussion on Administrator's Address

Mr. Speaker—Now, regarding discussion on Administrator's Address, I would like to inform the Hon'ble Members that the House is at liberty to discuss the matter referred to in the said Address on a motion of thanks to be moved by a member and seconded by another member. Amendments, if any, may be moved to such a motion of thanks.

Motion of thanks

Shri Ersahad Ali Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that a respectful address in reply be presented to the Administrator as follows :—

"We, the members of the Tripura Legislative Assembly assembled in this session beg to offer our humble thanks to the Administrator for the most excellent speech which he has been pleased to deliver to the House on 15. 3. 67.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—আমি ইহা সমর্থন করি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ধন্যবাদজ্ঞাপক প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে তার উপর আমি সংশোধনী প্রস্তাব আনতে চাই। আমার সংশোধনী প্রস্তাব হচ্ছে—

" To
The Speaker,
Tripura Legislative Assembly,
Agartala.

Sir,

I beg to move that the following be added at the end of the address in reply, viz ;

"But regret that the following points have not been mentioned in the speech :

1. Failure of Government to prevent corruption.
2. Failure of Government to take action against the Govt. employees who took active part in the election.
3. Failure to tackle food problem.
4. Failure of Government to implement the Tripura Official Language.
5. Failure to tackle the Tribal Jumias problems.
6. Extension of Railway upto Sabroom.
7. Construction of bridges in the southern part of Tripura.
8. Increase of grants for jumias and landless peasants.
9. Delegation of power to Panchayats.
10. Redemarcation of forest boundary.
11. Fifth schedule.

Yours faithfully,

Aghore Deb Varma.
15/3/67.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—

Mr. Speaker :—Let me first ask the consent of the Leader of the Ruling party. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, এ্যাজ লীডার অব দি রুলিং পার্টি, আপনার কি এই বিষয়ে কোন কিছু বলবার আছে যে এই ডিসকাসনে কতটুকু সময় দেওয়া দরকার।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—হ্যাঁ, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট বা সংশোধনী এনেছেন ওটা এখন আলোচিত হইতে পারে এবং এই আলোচনার সুযোগ আমরা চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার একটা অনুরোধ হল, ঘণ্টা দুয়েক আগে মাননীয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মহোদয় যে বক্তব্য হাউসের সামনে রেখেছেন তার সমস্ত বিষয়বস্তু এই ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে দেখে এবং খুঁটিনাটি পড়ে তার উপর বক্তব্য রাখা অসুবিধাজনক। অতএব আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি যে এই আলোচনার জন্য অন্য কোন দিন সময় ধার্য্য করা হোক।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণকে আমি বলছি যে অ্যামেণ্ডমেণ্টের আলোচনা পরে করতে পারেন। কিন্তু আজকে মে শন অব থ্যান্‌ক্স এর উপর আলোচনা যেটা রেজ্ হয়েছে তার উপর আলোচনা করবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আলোচনা আজকেই করতে হবে এমন কোন ডিরেক্‌শন এখানে নেই। ২১ তারিখে যদি টাইম অ্যালট করেন তাহলে আমাদের সুবিধা হয়।

মিঃ স্পীকার :—আলোচনা চলতে পারে, কোন বাধা নাই। কিন্তু অ্যামেণ্ডমেণ্টে সম্পর্কে আমি বলছি যে এটা আপনি পরবর্তী কোন তারিখে আপনার অ্যামেণ্ডমেণ্ট সম্পর্কে বলতে পারেন।

শ্রীতড়িৎ দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা বলার আছে। আজকে রিজলিউশন এবং অ্যামেণ্ডমেণ্ট দুটোই হাউসের মধ্যে আছে। রিজলিউশনের সংগে যখন অ্যামেণ্ডমেণ্ট এসেছে তখন দুটোই একটার অংগ। কাজেই ডিসকাশন যখন হবে দুটো একসংগেই হবে এবং ডিসকাশনের পর ডিসিসন হবে। সেই হিসাবে ডিসকাশন হবে। তার জন্য সময় কখন দেবেন না দেবেন সেটা মাননীয় অধ্যক্ষের অভিরুচি। অ্যামেণ্ডমেণ্ট এবং রিজলিউশন একসংগেই হাউসে ডিসকাস্ হবে, আমি অন্ততঃ তাই মনে করি।

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আজকে মাননীয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এর ভাষণ সম্পর্কে যে আলোচনা থ্যান্‌কস্ গিভিং মোশনের উপর এবং তার উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব উভয়ের আলোচনা আইনগতভাবে আজকে শেষ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করিনা এবং মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের ভাষণের উপর যে প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব তার সমস্ত আলোচনা আজকে শেষ হওয়ার দরকার নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুলসের মধ্যে আজকেই আলোচনা শেষ করতে হবে এমন কোন ডিরেক্‌শন নাই। তবে এটা মাননীয় অধ্যক্ষের উপর নির্ভর করছে। কাজেই ডিস্‌কাসসন্ যাতে সুষ্ঠভাবে করা যায় সেজন্যই আমি মাননীয় অধ্যক্ষের অনুমতি চাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীতড়িৎ বাবু এবং মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল বাবু যে কথা বলেছেন সে সম্পর্কে আমি একমত। দুটোই একসংগে জড়িত। কাজেই

অ্যামেণ্ডমেন্ট এবং মূল যে মোশন সেগুলির আলোচনা আজকেই শেষ হবে। তবে আমি সময়টা নির্দিষ্ট করে দিতে চাই। আপনার সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে আপনি বলবেন একঘণ্টা এবং পরবর্তী বাকী যে সময়টা থাকবে থ্যানকস্‌-গিভিং মোশন সম্পর্কে সেই একঘণ্টা আলোচনা হবে।

মাননীয় লীডার অব দি রুলিং পার্টির সংগে আমার কথা হল যে আজকে যদি এটার আলোচনা শেষ করতে চাই তাহলে কিভাবে এটা করব সেটা বললে আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আমার মনে হয় যে এখনি আলোচনাটা সুরু করে দেওয়া যায়। তবে অপোজিশান যদি সাফিসিয়েন্ট টাইম চান তবে অপোজিশন শুড বি গিভেন সাফিসিয়েন্ট টাইম। আমাদের লেস টাইম দিলেও চলবে। তাঁরা যত খুশী সময় নিন।

মিঃ স্পীকার ঃ—কতটুকু সময় আপনাদের দেওয়া দরকার ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—অপোজিশন কতটুকু সময় নেবেন তাঁদের সংশোধনীর জন্য সেটা আমাদের জানা দরকার। তারপর আমাদিগকে অল্প সময় দিলেও চলবে। অতএব আমি মনে করি তাঁদিগকে সাফিসিয়েন্ট টাইম দিয়ে আমাদিগকে লেস্‌ টাইম দেওয়া উচিত। তাতে আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় চীফ মিনিষ্টার যে কথাটা বলছেন—এটা সাফিসিয়েন্ট টাইমের প্রশ্ন নয়। বিষয়বস্তুটা খুঁটিনাটি দেখে তারপর বক্তব্য রাখার সুযোগটা চেয়েছিলাম। এই মুহুর্তে এই স্পীচটা পড়ে সমস্ত দেখে তার উপর বক্তব্য রাখা অসুবিধাজনক। সেইজন্য সময়টা আমি চেয়েছিলাম।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য ইতিপূর্ব্বেই তার যা বক্তব্য বলে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন, সেটাতে খুঁটিনাটি উল্লেখ করেই দিয়েছেন। এর উপরেই উনি বক্তৃতা দেবেন সেটা ধরে নেওয়া যায়। তিনি সেই সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। অতএব সেই অ্যামেণ্ডমেন্টের উপরেই তিনি বলবেন। অতএব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি যখন বলেছেন সাতটা আটটা পয়েন্টের উপরেই বলবেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর যেরকমভাবে বক্তৃতা করে গেছেন সেটাতেই বেশ সময় লেগেছে এবং আমরা এই দু'এক ঘণ্টায় মধ্যে কিভাবে বই পড়ে আলোচনা করে সংশোধনী প্রস্তাব আনিতে পারি সেই বিষয়ে চিন্তা করে দেখা দরকার। কাজেই আমাদের অন্ততঃ আলাপ আলোচনা করার জন্য কিছু সময় দেওয়া দরকার বলে আমরা উচিত মনে করি। কাজেই আমি মনে করি একদিন সময় হলেও আমাদের দেওয়া উচিত। এবং এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতার উপর আমার একটা সংশোধনী প্রস্তাব আছে। আশা করি এই সংশোধনী প্রস্তাবটা আপনি সেখানে রাখবেন। প্রস্তাবটা হল—

ইউনিয়ন টেরিটরি অব ত্রিপুরার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শ্রী ইউ, এন, শর্ম্মা ত্রিপুরা বিধানসভায় ১৫-৩-৬৭ তারিখে যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার সহিত নিম্ন বিষয়সমূহ যোগ করা হোক—

"রেল যোগাযোগ বাড়াইয়া সাব্রুম পর্য্যন্ত আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ, পুলসমূহের নির্ম্মাণ ত্বরান্বিত করা, কেন্দ্র হইতে খাদ্য আমদানী বাড়ানো, জুমিয়া, ভূমিহীনদের পুনর্ব্বসতি, সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো, ধেবর কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা, জমি হইতে উচ্ছেদ বন্ধ করা, বকেয়া খাজনা মকুব করা, পুলিশের ব্যয় কমানো, দুর্নীতির তদন্ত, পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দান, উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, চা শ্রমিক, মোটর শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬৬ সালের পুলিশের গুলি চালনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ত্রিপুরার চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের বে-আইনী কার্য্যকলাপ ও দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ"।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য মহোদয়, আপনাদের বক্তব্য আমি শুনলাম। আমি আগেই অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের অ্যাড্রেসের উপর ডিস্কাসান শেষ করব এবং রুলিং পারটির মাননীয় লীডার বলেছেন বেশী সময় আপনাদের দেওয়ার জন্য। আমি সেই অনুসারেই ডিসাইড করলাম যে আজকেই আমরা শেষ করব এই ডিস্কাসান। তবে আপনারা কতটুকু সময় নিতে চান আপনারা বলুন। মাননীয় সদস্য অঘোর দেব বর্ম্মা প্রথমেই বলতে পারেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মহোদয় আমাদের এই হাউসের সামনে যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য পড়ে এর উপর যাতে সুষ্ঠুভাবে বক্তব্য রাখতে পারি তার জন্য আমরা সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সময় দিলেন না এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। যেভাবেই হোক আজকেই বলতে হচ্ছে। তবে আমার বক্তব্য বলার আগে একটা কথা উল্লেখ করতে হয়। এই হাউসের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আমাদের শ্রদ্ধেয় শ্রী ইউ, কে, রায়কে আমি শ্রদ্ধা জানাই। যেভাবেই হোক, পারটির ক্ষুদ্র দৃষ্টিভংগীর কারণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক তিনি আজ এই পদ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করেও বিশেষ লাভ নেই। তবে স্পীকারের দিকে নজর দিলেও তার কীর্তিগুলি ভেসে উঠে। কারণ তিনি অ্যাসেমবলীর সুরু থেকে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। বিভিন্ন দেশের বই পত্র এনে যেভাবে তিনি অ্যাসেমবলীকে দাঁড় করিয়েছিলেন তার জন্য সত্যিই আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তবে আজকে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তব্যের মধ্যে যদিও অনেকগুলি কথা বলা হয়েছে, তবুও তারমধ্যে ভাইটাল একটা জিনিষ এখানে উল্লেখ করা হয় নাই। সেটা হচ্ছে "Failure of the Goverment to prevent corruption".

আজকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বা ডিপার্টমেন্টগুলির মধ্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি ঢুকেছে সেই দুর্নীতি দমন বা উচ্ছেদ করা সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর তাঁর বক্তব্যে কিছুই বলেন নাই তাতে সাধারণ মানুষ এই কথাই বুঝবে যে সরকারী বিভাগগুলির মধ্যে যেন কোন দুর্নীতিই নাই। কিন্তু আজকে যে দুর্নীতি চলছে, এই দুর্নীতির কথা সরকারী যারা কর্ম্মকর্ত্তা আছেন বা যারা সরকার চালান তারাও অস্বীকার করবেন না। কাজেই এই যে একটা ব্যাধি আজকে রনধ্রে রনধ্রে সরকারী বিভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে ঢুকেছে তা যাতে সংশোধন করা যায় সেই সম্বন্ধে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতার মধ্যে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল।

আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—Failure of the Government to take action against the Govt. employees who took active part in the election.

অর্থাৎ ইলেকশান ভারতবর্ষের মধ্যে ফ্রি অ্যাণ্ড ফেয়ার অর্থাৎ গণতন্ত্র সম্মতভাবে হওয়ার কথা, নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। কিন্তু গত নির্ব্বাচন যে ভাবে রুলিং পার্টি চালিয়েছেন সেটা নির্ব্বাচন নয়, নির্ব্বাচনের নামে প্রহসন। আমি উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি।

Mr. Speaker— This is irrelevant.

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা—এই সম্পর্কে বলতে গেলে এইগুলি বলতে হয়। যারা বড় বড় সরকারী কর্ম্মকর্ত্তা রয়েছেন, সরকারের পক্ষ থেকে যেভাবে এই ইলেকশন কণ্ডাক্ট করেছেন বা যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী কংগ্রেসের কর্মী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছেন তাদের শাস্তি দেওয়া সম্পর্কে, তাদেরকে চেক দেওয়া সম্পর্কে যাতে ফ্রী অ্যাণ্ড ফেয়ার ইলেকশান হতে পারে সেদিকে তাদের চেক দেওয়া সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তৃতা নীরব।

(রুলিং পার্টির জনৈক সদস্য)

(সেটাতো করা হচ্ছেই। সেই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন। কাজেই সেই দিক দিয়ে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের যে প্রশাসনিক কর্ত্তব্য সেটার উল্লেখ এখানে নেই।)

আর একটা হল, সংক্ষিপ্তভাবে আমি পয়েন্টগুলি এখানে উল্লেখ করতে চাই। আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে দিনের পর দিন চাউলের দর বা খাদ্যের দর ক্রমশঃ বাড়ছে। এই সমস্যা যে কিভাবে গভর্ণমেণ্ট ফেস করবেন বা কিভাবে জনসাধারণকে খাওয়াবেন অর্থাৎ ফুডের যে প্রবলেম এই প্রবলেম সম্পর্কে এখানে কোন উল্লেখ নাই। এটা দিনের পর দিন খুব সংকটময় হয়ে উঠছে। এই সম্পর্কে অন্ততঃ অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত থাকা উচিত ছিল যে এই সম্পর্কে সরকারের কি নীতি। এই সম্পর্কে ক্যাটাগরিকেল কিছুই নাই। শুধু এই স্পীচের মধ্যে অ্যামিনিষ্ট্রেটর নমঃ নমঃ করে দায়িত্ব খালাস করেছেন আজকে সামগ্রিকভাবে যদি আমরা ত্রিপুরার কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে এখানে কাল্টিভেবল ল্যাণ্ড অনেক কম। টিলাতেও ফসল কম হয়। ত্রিপুরার যে পরিমাণ লোক সংখ্যা সেই পরিমান খাদ্য উৎপাদন হয় না সুতরাং ত্রিপুরাতে যদি আমরা কোন অঞ্চলে প্রকিউর করি তাহলে স্বভাবতঃই বা অনিবার্য্য করেণেই খাদ্যের দর হুহু করে বাড়বে। বর্ত্তমানে প্রায় জায়গার মধ্যে ৫০ টাকার উর্দ্ধে চাউলের দর উঠে গেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এ দিকে কোন নজর সরকারের নেই। বাইরে থেকে খাদ্য আমদানীর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে ত্রিপুরায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই

খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠবে। সেই অবস্থা ত্রিপুরা সরকার কিভাবে ফেস করবেন তার কোন ক্লীয়ার কাট ক্যাটাগরিক্যাল ষ্টেটমেন্ট এই বক্তব্যের মধ্যে নাই। কাজেই এই সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলা উচিত ছিল। কারণ ত্রিপুরার যে কোন এলাকার মধ্যে প্রকিউর করতে গেলেই ধান এবং চাউলের দর হু হু করে বাড়বে, তাতে সংকট আরও বাড়বে। অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির মত অবস্থা হবে। অতএব আমার বক্তব্য হচ্ছে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তব্যের মধ্যে পরিষ্কারভাবে একথা থাকা দরকার। খাদ্য, ফসল উৎপাদন ত্রিপুরাতে কম। জমির পরিমাণও কম। অতএব এখানে ১৫ লক্ষের মত মানুষ যারা বসবাস করে তাদের খাওয়ার জন্য বাইরে থেকে বেশী পরিমাণে যাতে খাদ্য আমদানী করা যায় সেই দিক দিয়ে অন্তত নজর দেওয়া দরকার। কিন্তু অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর এই বক্তৃতার মধ্যে তার কোন ইংগিত নাই, উল্লেখ নাই।

আর একটা আমি উল্লেখ করেছিলাম যে Failure of Government to implement the Tripura official language. এটা সকলেরই জানা আছে যে বিধানসভার মধ্যে আমরা বিরোধী দল এবং রুলিং পার্টি একসংগে যাতে এখানে রাজভাষা বাংলা হয় তার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এই সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতার মধ্যে কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই ত্রিপুরায় আমরা যারা আছি তারা অধিকাংশই বাংলা ভাষাভাষী। বাংলায় আমরা কথা বলি, এখন যদি জোর করে আমার উপর ইংরাজীতে কথা বলতে চাপ দেওয়া হয় তাহলে আমার পক্ষে এটা অসম্ভব হবে। তাছাড়া আমার মত লোকই ত্রিপুরাতে বেশী। আজকে অফিসিয়াল ল্যাংগুয়েজ ত্রিপুরার মধ্যে বাংলা হোক, একথা আমরা বিধানসভার মধ্যেই প্রস্তাব নিয়েছিলাম। কিন্তু এই সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তব্যের মধ্যে কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এটা খুবই পরিতাপের বিষয়। বর্ত্তমানে যে সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, উনারা যে কি করবেন এই সম্পর্কে তার কোন আকার ইংগিত পর্য্যন্ত এই বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না।

আর ৫ নম্বর হল—Falure to tackle the Tribal Jumia problem জুমিয়া সম্পর্কে এখানে অনেক কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মূল প্রশ্ন হল কি, যারা জুমিয়া হিসাবে পুনর্ব্বাসন পেয়েছে তারা জুমিয়া হিসাবে সেই জায়গার মধ্যে আছে কি না? অর্থাৎ জুমিয়ার যে নীতি—একটা কথা আমার জানা আছে যে ট্রাইবেল অ্যাডভাইজরি বোর্ডের মধ্যে পর্য্যন্ত জুমিয়াদের যে গ্র্যান্ট দেওয়া হয় এবং যেভাবে তাদিগকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় সেই টাকা দিয়ে তাতে তাদের পুনর্ব্বাসন হয় না, ফলে এটা একটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে। আজকে সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত যদি আমরা দেখি তাহলে কি চিত্রটা দেখতে পাই। যে সমস্ত জুমিয় কলোনীগুলি হয়েছে সেখানে জুমিয়ারা নাই। তাদের নিয়ে প্রহসন করা হয়। অর্থাৎ জুমিয়া নীতি ব্যর্থ হয়েছে। এই সম্পর্কে সরকারী স্বীকৃতি আছে এবং ট্রাইবেল অ্যাডভাইসরি বোর্ডেও জুমিয়াদের গ্র্যান্ট বেশী করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতার মধ্যে কোন উল্লেখ নাই। জুমিয়া পুনর্বাসন দিয়ে তাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সরকার যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন সেই সিদ্ধান্তমত তারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিনা অথবা সেখানে জুমিয়ারা আছেন কিনা এইগুলি খোঁজখবর করে, অর্থাৎ সেই নীতিটা ঠিক ঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে কিনা এইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে

বিচার বিশ্লেষণ করে অন্ততঃ এই সম্পর্কে নূতন একটা সিদ্ধান্ত করা দরকার। এই সম্পর্কে অ্যাড-মিনিষ্ট্রেটরের বক্তব্যের মধ্যে কোন উল্লেখ নাই। জুমিয়াদের সম্পর্কে অনেক কিছু করতে হবে, এইরকম একটা ভাব শুধু আছে। কাজেই এইভাবে জুমিয়াদের উন্নতি হবে না। তাদের সম্পর্কে নূতনভাবে চিন্তা করতে হবে। কিন্তু তার কোন ইংগিত এই বক্তব্যের মধ্যে নাই।

আর ৬ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, যেটা আমি উল্লেখ করেছিলাম এই হাউসের মধ্যে আমার প্রস্তাবটা ছিল আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করা, কিন্তু রুলিং পার্টি থেকে মাননীয় সদস্য উমেশবাবু এটার উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছিলেন যে এটা আপ টু সাবরুম করা হোক এবং প্রস্তাবটি পাশও হয়ে গিয়েছিল সর্ব্বসম্মতভাবে। ত্রিপুরাকে যদি সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে হয় তাহলে তার প্রথম ও প্রধান কাজ হবে ত্রিপুরার কমিউনিকেশনকে নিশ্চিত করা। অর্থাৎ সাবরুম পর্য্যন্ত যদি আমরা রেল লাইন না করতে পারি তা হলে যে যত বড় কথাই বলুক না কেন তা বাস্তবেরূপায়িত হবে না। আমাদের অর্থ নৈতিক সংকট দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে। কিন্তু অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তব্যের মধ্যে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। এই রেল লাইনের উপরে ত্রিপুরার ভবিষ্যত অগ্রগতি নির্ভর করে। ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে অনেকগুলি কথা হয়েছে, পেপার পাল্প বা বিভিন্ন কুটির শিল্পের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যদি আমরা সামগ্রিকভাবে সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইনের ব্যবস্থা না করতে পারি, তাহলে যদি হাইড্রো ইলেকট্রিক স্কীমও কার্য্যকরী হয় তথাপি ত্রিপুরাকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে পারব না। কারণ এখানে যদি কোন ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলতে হয় তাহলে প্রথমে লোকে দেখবে কমিউনিকেশনটা।

কমিউনিকেশান যদি না থাকে তবে কোন মানুষ সেই সরকারী উদ্যোগেই হউক আর প্রাইভেট সেকটারেই হউক, কেউ ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলার জন্য এখানে এগিয়ে আসবে না। সরকারী প্রচেষ্টায় বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যতগুলি ছোটবড় ইণ্ডাষ্ট্রি হয়েছে, সেইসব ইণ্ডাষ্ট্রি গুলির অবস্থা আমাদের জানা আছে, সমস্তগুলিই প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত। কোনটাই সাকসেস্‌ফুল হয় নাই। কাজেই এই দিক দিয়ে রেল লাইন করা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এই সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তব্যের মধ্যে কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। কেন আমি একথা বলছি কারণ ত্রিপুরার মধ্যে দিনের পর দিন যেভাবে লোকসংখ্যা বাড়ছে, এই লোকসংখ্যার আজকে যদি একটা হিল্লা করতে হয়, তাহলে বড় বড় ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা দরকার এবং ইণ্ডাষ্ট্রি যদি গড়ে তুলতে হয়, কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে এই প্রস্তাবটা হাউসে আমরা গ্রহণ করেছিলাম, সেই প্রস্তাবের ভাগ্যে যে কি হয়েছে বা কতটুকু হয়েছে বা ত্রিপুরা সরকার এই সম্পর্কে পাস্ করেছেন কিনা বা আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আপ টু সাবরুম পর্যন্ত রেল লাইন করবেন কিনা, বর্ত্তমানে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এ সম্পর্কে বক্তব্যের মধ্যে কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। কাজেই এই সম্পর্কে আমি বক্তব্য রাখছি, এটা খুবই ভাইটাল পয়েন্ট, আমার এই বক্তব্য যেন এখানে উদ্ধৃত করা হয়।

আরেকটি কথা হচ্ছে পঞ্চায়েত সম্পর্কে। অবশ্য পঞ্চায়েত সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা করা আছে কিন্তু যেটা মূ জিনিষ সেই মূল জিনিষটার এখানে উল্লেখ নাই। অনেকগুলি পঞ্চায়েত কমিটি নির্ব্বাচন আমরা করেছিলাম। নির্ব্বাচনের প্রায় পাচ বছর কমপ্লিট হয়ে গেল, চৈত্র-বৈশাখ

মাসে হয়ত আবার নির্বাচন হবে কিন্তু এই পাচ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও' এই যে পঞ্চায়েত কমিটিগুলি আমরা করলাম, তার হাতে আজ পর্যান্তও কোন পাওয়ার ডেলিগেট করা হয় নাই। এই সম্পর্কে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন তার মধ্যে উল্লেখটা পর্য্যন্ত নাই। তবে জানিনা সরকার পক্ষ কি শুধু পঞ্চায়েতগুলিকে প্রহসনেই পরিণত করে রাখবেন না জনতার উপর আইনে' যে সমস্ত ক্ষমতাগুলি দেওয়ার কথা আছে সেই ক্ষমত গুলি তাদের হাতে তুলে দেবেন, সরকার আজ পর্য্যন্তও একথা বলেন নাই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মহাশয়, আপনার এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট মোশনটা সেকেণ্ড করা হয়নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—এ্যামেণ্ডমেণ্ট সেকেণ্ড করার প্রয়োজন হয় না।

মিঃ স্পীকার—আণ্ডার রুল ২২'এ আছে এটা সেকেণ্ড করতে হয়।

শ্রী ইউ, কে, রায়—He may be allowed to continue Sir, because he has already been permitted.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমিতো আপনার পার্মিশান নিয়ে অলরেডি আরম্ভ করেছি কাজেই এখন এই প্রশ্নতো উঠে না।

মিঃ স্পীকার—As per rule 22, এটা সেকেণ্ড করতে হয়।

Shri U. K. Roy—Amendment has been allowed. This might have been disallowed.

Mr. Speaker—Yes, amendment has been allowed but it should be seconded under rule 22, when it has not been seconded how it can be allowed.

Mr. U. K. Roy—Any way it has been allowed.

Mr. Sperker—Yes, go on.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—ধেবর কমিশনের রিপোর্টের এগার নাম্বারের মধ্যে আছে যেটা ধেবর কমিশন ফিফথ সিডুলে বলেছেন, উপজাতীয় সিডুল এলাকা ঘোষণা করার কথা, কেন একথা বলেছিলেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের' নিশ্চয়ই এই সম্পর্কে জানা আছে। আজকে এই উপজাতীরা চিন্তায়, চেতনায়, বুদ্ধি, বিবেচনায় অনগ্রসর অন্যান্য অংশ থেকে। কাজেই তাদের আজকে অস্তিত্ব রাখার প্রশ্ন আছে। ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত আমরা দেখতে পাই যে তারা জমি থেকে দিনের পর দিন উচ্ছেদ যে হয়ে যাচ্ছে, তারা থাকতে পারছেনা। এই হাউসের মধ্যে বহুবার এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে এবং ত্রিপুরার উপজাতীর একটা বিরাট অংশ জীবিকার জন্য, তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য' এই রাজ্য ছেড়ে পাকিস্তান মাইনা ফরেস্ট অঞ্চলে এবং আসামের বিভিন্ন এলাকায় যেতে বাধ্য হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে নজর রেখে, উপজাতী সিডুল এলাকা সম্পর্কে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তব্যে উল্লেখ থাকা দরকার ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সম্পর্কে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তব্যের মধ্যে কোন উল্লেখ নাই।

আর ট্রাইবেল ডেভলপমেন্ট ব্লক সম্পর্কে অবশ্য অনেক কথা এখানে বলা হয়েছে যে

ট্রাইবেল ব্লকের মাধ্যমে তারা উপজাতীর উন্নতি অগ্রগতি বিধান করবেন, এটা অভিজ্ঞতার কথা যে সমস্ত এলাকায় টি, ডি ব্লক হয়েছে, সেই সমস্ত এলাকা থেকে ট্রাইবেলরা বেশী করে উচ্ছেদ হয়েছে, সেই সমস্ত এলাকা থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই এই যে পুরানো পদ্ধতি এটা কার্য্যকরী হয় নাই। আজকে ত্রিপুরা সরকারের এই রাজ্যের উপজাতীদের এই রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করবার পরিকল্পনা যদি সরকারের থেকে থাকে, তাহলে আমার বলার কিছু নাই। কিন্তু তারা আজকে চিন্তায়, চেতনায়, বুদ্ধি, বিবেচনায় সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে অনগ্রসর, অতএব তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে এইরকম যদি কোন পরিকল্পনা থেকে থাকে তাহলে এই সম্পর্কে সরকারের গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার এবং দেবর কমিশনের যে সমস্ত রিকম্যানডেশানগুলি আছে, এইগুলি কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা এখানে করা দরকার। সেই সম্পর্কে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তব্যে উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরও কয়েকটি পয়েন্ট আমি এই সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই অর্থাৎ কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে। হাউসের মধ্যে গত পাঁচ বৎসর' এর মধ্যে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে, প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে এখানে কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতনের হারে যে এ্যানামলিজ আছে, অসামঞ্জস্য আছে, একই পোস্টে দুই জন কাজ করছেন, দুইজনের দুই রকম বেতন, এই যে অবস্থা, আজকে এই সম্পর্কে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তব্যে তার কোন উল্লেখ নাই। তদুপরি যারা রিভাইজড পে—স্কেল এখন পর্য্যন্ত পাচ্ছেন না, তাদের সম্পর্কেও এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তব্যে কোন উল্লেখ নাই। তদুপরি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সম্পর্কে আমরা অনেক গালভরা কথা বলতে শুনি কিন্তু আজকে এই দুর্দিনের মধ্যে..........

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এ্যামেণ্ডমেণ্টে যে সমস্ত পয়েন্টস রেখেছেন সেই সম্বন্ধে বলবেন, আর বাইরে আপনি বলছেন—

শ্রী অঘোর দে বর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রুলসএ এমন কোন কথা নাই যে সমস্ত পয়েন্টস লিখে দিতে হবে বা যে সমস্ত পয়েন্টস আমি লিখে দেব আমার আলোচনা সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কাজেই আমার যথেষ্ট লিবার্ট আছে এই সম্পর্কে আলোচনা করবার; কাজেই আমি আলোচনা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য যেই যেই পয়েন্টসের উপর বলবেন তা আগে এ্যামেণ্ডমেণ্ট মোশান যখন মুভ করলেন, তখন বলে দিয়েছেন, কাজেই পয়েন্টসের বাইরে বলবার কোন অধিকার আছে বলে মনে করিনা।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যে এ্যাসেম্বলী রুলস আছে সেই রুলসের মধ্যে এমন কোন কথা নাই যে, যে সমস্ত বক্তব্য আমি রাখব, সেই সমস্ত লিখে দিতে হবে। আমার ডিসকাসন করার লিবার্টি আছে। যে সমস্ত পয়েন্টস লিখে দিয়েছি, তার বাইরে বক্তব্য রাখার আমার অধিকার আছে বলেই আমি মনে করি।

Shri U.K. Roy : —Point of Order. He might have many points still which he could have discussed. This is not exhausted. There is no rule on which he will

limit his discussion.

Mr. Speaker :—No, he has given me eleven points but he is not speaking on those points, He should speak on those points

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে আজকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তৃতা সম্পর্কে যেটা তিনি এখানে রেখেছেন, তার উপর আমার বক্তব্য। এমন কোন কথা নাই যে' সমস্ত পয়েন্টসগুলি আমার এখানে লিখে দিতে হবে। আমার আলোচনার সুবিধার জন্য আমি শুধু কয়েকটা পয়েন্টস মেনশান করে দিয়েছি। কাজেই আমি যে সমস্ত পয়েন্ট রেখেছি তার বাইরে আমি বক্তব্য রাখতে পারি, সেই অধিকার আমার আছে।

আমি চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে বলছিলাম। তাদের বর্ত্তমানে এই সংকটের দিনে যাতে বাঁচার মত সুযোগ সুবিধা তারা পায় এবং তাদের বেতনের হার যাতে বাড়ানো হয়। কারণ মান্দাতার আমলে তাদের বেতন স্থির হয়েছিল, এখন চাউলের দর বলুন, অন্যান্য জিনিষ-পত্রের দর বলুন, প্রত্যেকটি এসেনশ্যাল কমোডিটিজ' এর দাম ক্রমাগত বাড়ছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে পুর্ব্বের নির্দ্ধারিত বেতনে সংসার চালান তাদের দ্বারা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সেই দিক দিয়ে অন্ততঃ এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তব্যে কিছু উল্লেখ থাকা দরকার ছিল, কিন্তু ঐ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে কোন রকম আকার, ইংগিত বা কি করবেন না করবেন সেই সম্পর্কে উল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। এটা অত্যন্ত দুঃখের কারণ এবং মনে করি এই সম্পর্কে সরকারের খুব গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

বর্ত্তমানে এই দুর্দিনের মধ্যে যারা চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী তারাও যাতে বাঁচতে পারে সেজন্য বেতনের হার পুনর্নির্দ্ধারণ করা দরকার। এই বক্তব্য আমি এখানে রাখছি। আর একটা কথা হচ্ছে যে যদিও পুলিশ ফাঁড়ি অনেকগুলি বাড়ানো হয়েছে তথাপি সামগ্রিকভাবে আমরা যদি ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বর্ডারের অবস্থা পর্য্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখব যে, যে হারে পুলিশ আউটপোষ্ট বাড়ানো হয়েছে সেই হারে গরু চুরি বন্ধ হয় নাই বরং এর সংখ্যা আরও বাড়ছে। আমাদের ত্রিপুরার যে লাইফষ্টক আছে তা রাতারাতি পাচার হয়ে যাচ্ছে। কৃষকরা একটা গরু কিনতে হিমসিম খায়। অথচ এই অর্থনৈতিক সংকটের দিনে তাদের এই অবস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একদিন আমি রাজনগর এলাকায় গিয়েছিলাম। সেখানে আমি দেখেছি প্রত্যেক দিন, এমন একটা দিন বাদ যায়না যে দিন গরু চুরি না হয় বা মহিষ চুরি হয় না। সারা রাত্র পাহারা দিতে হয়। এই যে অবস্থাটা চলেছে এই সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতায় কোন উল্লেখ নাই। কাজেই এই দিক দিয়ে যেভাবে পুলিশ ফাঁড়ি বাড়ানো হচ্ছে সেই সঙ্গে বর্ডারের গরু চুরি ও বন্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু তার কোন আশ্বাস এই বক্তৃতায় নাই। ত্রিপুরা থেকে যে গরু পাচার হচ্ছে এই সম্পর্কে তিনি একদম নীরব।

আর ত্রিপুরার ফরেষ্ট বাউণ্ডারী সম্পর্কে পুরাণো কথাই আছে। এই বিধানসভার মধ্যে আমরা উভয় পক্ষই সম্মিলিতভাবে ফরেষ্ট বাউণ্ডারী রিডিমারকেশন করার জন্য একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু সেই প্রস্তাবের ভাগ্যে যে কি ঘটেছে সেই সম্পর্কে এই বক্তৃতায়

কোন ইংগিত দেন নাই। কাজেই আজকে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশন সম্পর্কে আমরা যদি আলোচনা করতে চাই, দফাওয়ারী যে আলোচনা হবে সেখানে অবশ্য বলব, কিন্তু সংক্ষিপ্তভাবে যদি বলতে যাই তাহলে বলতে হয় যে যেখানে মানুষের বাড়ীঘর সেই বাড়ীঘরের সংলগ্ন প্ল্যানটেশনের ঝোঁকটা যেন ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের খুব বেশী। বনরক্ষার কথা বড় নয়, মানুষকে হয়রানি করাটাই তাদের কাছে বড়, মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়াটাই তাদের কাছে ভাল লাগে। কাজেই এর প্রতিকারের জন্য যে রি-ডিমারকেশনের প্রস্তাব আমরা হাউসে গ্রহণ করেছিলাম সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ অ্যাডমিনি- ষ্ট্রেটরের বক্তৃতায় দেখতে পাইনি, এটা খুবই পরিতাপের কথা।

আর একটা হচ্ছে নূতন উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে। আজকে দুর্ভাগ্যবশতঃ যে কারণেই হোক আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে যেভাবে দলে দলে উদ্বাস্তু আসতে আরম্ভ করেছে তার সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুর্গাবাড়ী মণ্ডপে যারা নুতন উদ্বাস্তু আশ্রয় নিয়েছে তারা ছাড়াও যে আরও কত উদ্বাস্তু আসছে তার কোন সংখ্যা নাই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা যদি দুর্গানগরের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান তাহলে দেখবেন লাইন করে, মিছিল করে প্রত্যেক দিন কত উদ্বাস্তু আসছে। তার কোন শেষ নাই। এই যে আসা, এর যে কোথায় শেষ হবে এবং যারা নূতন উদ্বাস্তু আসছে তাদের সম্পর্কে সরকারের কি যে নীতি, কি যে করবেন তাদের নিয়ে, তাদের কি অন্যত্র পাঠাবেন, না পুনর্ব্বাসন দিবেন, না কি এই ভাবে তাদের আসতে দিবেন, এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে পারে সে সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করছেন না। অর্থাৎ তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এই অবস্থার মধ্যে তাদের রাখা হলে এটা অত্যন্ত মারাত্মক হবে। তাতে আমাদের ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও বিপর্যস্ত হবে। কাজেই বিষয়টি এইভাবে ঝুলিয়ে না রেখে একটা কনক্রিট ডিসিসন নেওয়া দরকার। যদি তাদের পুনর্ব্বাসন দিতে হয় তবে তাদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন দেওয়া হোক। আর যদি তাদের অন্যত্র পাঠাতে হয়, তবে তাদের অন্যত্র পাঠান। কিন্তু এই সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন রকম সিদ্ধান্ত সরকার নেন নি। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতার মধ্যেও এই সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। এই নূতন উদ্বাস্তুদের প্রবলেম ত্রিপুরা রাজ্যে সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই সম্পর্কে সরকারের একটা নীতি থাকা দরকার। আর একটা পয়েণ্ট হচ্ছে—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে এই হাউসের মধ্যে একদিন হাউসের অধিবেশন চলা কালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আগরতলায় ২৯শে আগষ্টে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল সেই ঘটনা সম্পর্কে উনি নিজে দাঁড়িয়ে এখানে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতায় কোন উল্লেখ নাই। এটা খুবই পরিতা- পের বিষয়। কাজেই এই সম্পর্কে ক্লীয়ার কাট বক্তব্য সরকারের পক্ষ থেকে রাখা উচিত ছিল, কিন্তু এটা রাখা হয় নি।

আর খাদ্যসংকট সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। চতুর্দিকে চাউলের দর হুহু করে বাড়ছে। চাউলের দর বেড়েছে, অথচ অনেক জায়গায় রেশন দোকানে চাল নাই। এই যে অবস্থাটা এর মধ্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে আটা সরবরাহ করা হয় না। ফলে সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্যন্ত

বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে, যেমন চেলাগাং, বিশ্রামগঞ্জ, উদপুর টাউন, কৈলাসহর টাউন, এইসমস্ত জায়গার মধ্যে হুহু করে চালের দর বেড়ে যাচ্ছে। সেই সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের কোনরকম সিদ্ধান্ত নাই। এখানে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতার মধ্যে লোকাল্য প্রকিউর করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি এটা খুব হাল্কাভাবে দেখানো হয়েছে। জিনিষটা আসলে কিন্তু তা নয়, প্রকিউর করে কি হবে না হবে এটা অনেক চিন্তার কথা। আমরা দেখেছি যে সরকারের যে স্মল ইরিগেশনের মাধ্যমে খাদ্য শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত স্কীম করা হয়েছিল, যে সমস্ত বাঁধ দেওয়া হয়েছিল এই বাঁধগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এক একটা বাঁধে ৩০ হাজার ৪০ হাজার টাকা খরচ করে অপচয় করা হয়েছে, তার মারফতে উৎপাদন বাড়ানোর কোন কাজ হয় নাই। এই রকম বহু ঘটনা, বহু তথ্য এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে, টাকাগুলি সব জলে গেছে এটা সরকার নিজেও স্বীকার করেছেন এবং আমরা এসটিমেট কমিটির মধ্যে এটা আলোচনা করেছি। এই সম্পর্কে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তৃতায় উল্লেখ নাই। লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করা হল অথচ খাদ্যশস্য বাড়লো না। অথচ এই পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি করা হল যে খাদ্য শস্য উৎপাদন বাড়াতে হলে এই এই করতে হবে। আজকে যে ভয়াবহ চিত্র আমাদের সামনে আছে তা ফেস করতে হলে সরকার পক্ষ থেকে একটা নীতি নির্দ্ধারণ করা দরকার আমরা জানি যে ত্রিপুরায় যে উৎপাদন হয় সেই উৎপাদনের দ্বারা চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। কাজেই লোক্যাল্য প্রকিউর না করে বাইরে থেকে যাতে খাদ্য আমদানী বেশী করে করা যায় সেই দিকে জোর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের এই বক্তৃতায় এটার কোন উল্লেখ নাই। কাজেই আমি মনে করি এটা অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক চিত্র এবং সরকার এ সম্পর্কে কি করবেন না করবেন জানি না। কিন্তু যদি এই সম্বন্ধে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ না করা হয় তো হলে সরকার ত্রিপুরার জনসাধারণকে নিশ্চিত মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবেন। কাজেই এই অবস্থার মধে আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণ নিশ্চয়ই না খেয়ে মরতে রাজী হবে না। তার জন্য নিশ্চয়ই খাদ্য আমদানী করতে হবে।

ত্রিপুরার প্রশাসক বা অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর আজকে হাউসের মধ্যে প্রথমবার বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু রাখার মধ্যে আজকে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি ধারার কথা নাই। ত্রিপুরার মানুষ আজকে কোনরকমে মোটা ভাত মোটা কাপড় পড়ে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু তাদের আশা আকঙ্খার কোন উল্লেখ এই বক্তৃতায় নাই। এটা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক চিত্র। কাজেই আমি মনে করি এই যে নীতি রাখা হয়েছে তার পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন দরকার এবং সামাজিক চিত্র এই ভাষণের মাধ্যমে ফুটে উঠা উচিত ছিল। কিন্তু তার মুল সমস্যাগুলির প্রতি নজর দেওয়া হয় নি। অনেকটা মামুলি বা ফর্ম্মালিটি, একটা নিয়ম রক্ষা করা বা মুখ রক্ষা করার মত হয়েছে। কাজেই এটাকে ধন্যবাদ দেওয়ার মত কোন কারণ নাই। এটা যদি আরও সুন্দরভাবে করা হত তাহলে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা চিন্তা করে দেখা যেত।

মিঃ স্পীকার—বিরোধী দলের আর কোন সদস্য কি এই আলোচনায় অংশ/গ্রহণ

করবেন ?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার যে ভাষায় বক্তৃতা করে গেলেন আমরা যারা ইংরেজী জানিনা তাদের কাছে ওঝার মন্ত্র পাঠের মত শুনাল্। কিন্তু যারা ইংরেজী বুঝেন তাদের পক্ষে হয়ত অনেকটা সুবিধা হয়েছে আর যারা বুঝেন না তাদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়েছে। এখানে প্রস্তাব করা আছে যে, সমস্ত কাজ বাংলা ভাষায়, লেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে সমস্ত আলাপ আলোচনা বাংলা ভাষায় আরম্ভ করার। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি বলতে চাই যে যদি উনি বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করতেন তাহলে পরে আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে অত্যন্ত আনন্দিত হতাম। মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তৃতা শুনে আমি যা বুঝেছি, অনেক মনযোগ সহকারে শুনবার পর তাতে মনে হল না সে দেশের বর্ত্তমান সংকটের দিনে আমাদের ত্রিপুরাবাসী যে সকল জরুরী সমস্যার সম্মুখীন, সেই জিনিষের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরার জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন প্রায় গরীব উদ্বাস্তু নতুবা গরীব উপজাতী। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভূমিহীন ও গরীব কৃষকের সংখ্যাই বেশী। গত ১৯ বছরে ত্রিপুরার জনসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫/১৬ লক্ষ হয়েছে এবং উদ্বাস্তু আগমন এখনও অব্যাহত। প্রতিদিন সরকারী হিসাব মতে ২৫/৩০টি পরিবার আশ্রয় শিবিরে স্থান নিচ্ছে, কিন্তু বেসরকারীভাবে আরও বহু পরিবার ইতস্তত: মাথা গুজতেছে সন্দেহ নাই। মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তৃতার মধ্যে কি এই প্রতিশ্রুতি আছে যে এই লক্ষ লক্ষ জুমিয়া, ভূমিহীন, পুরানো ও নবাগত উদ্বাস্তুদের খাদ্য, জমি, চাকুরী ও জীবিকার সংস্থানের সম্যক দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন ? সেই প্রতিশ্রুতি নাই। কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব যাহাতে বহন করেন তাহার জন্য ত্রিপুরা সরকার তাহাদের উপর কতটুকু চাঁপ দিয়াছেন ? আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে দুই বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের খাদ্য ঘাটতি পুরণের জন্য যে পরিমাণ চাউল পাঠাতেন এখন তাহাও পাঠাচ্ছেন না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত সপ্তাহে কলিকাতা সাংবাদিকদের কাছে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় কেন্দ্রীয় সরকার এই বছর ত্রিপুরায় চাউল পাঠাতে মোটেই রাজী নয়। এদিকে ধর্মনগর হইতে সুরু করে উদয়পুর পর্য্যন্ত প্রতিটি বিভাগে চাউলের দর মণ প্রতি ৫০টাকা উঠিয়াছে। সরকারী গুদামে চাউল নাই বলিয়াই নুতন রেশান শপ খোলাত দূরের কথা, অনেক জায়গায় রেশানের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হইতেছে নতুবা চাউলের পরিমাণ কমান হইতেছে।

সরকারী রেশনের দর বাড়িতে বাড়িতে এখন প্রায় চোরাকারবারী দরের সমান হয়ে গিয়েছে। মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার কি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে সরকারী রেশানের দর কমানো হবে ? তাহা দেন নাই বরং আমরা শুনিতেছি যে বর্ত্তমানে রেশানের দর আরও এক দফা বাড়াইবার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এসেছে। কেন মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার গরীব ত্রিপুরাবাসীকে সস্তায় চাউল দিবার জন্য কেন্দ্র হইতে সাবসিডি দাবী করিতেছেন না ? গত বছর আমরা দেখিয়াছি ত্রিপুরায় চাউল-এর ব্যাপারে চোরাকারবারীরা রাম রাজত্ব কায়েমী করিয়া চাউলের দর ১০০ টাকা তুলেছিল। মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার-এর বক্তৃতায় কি আমরা এই

প্রতিশ্রুতি পাইতেছি যে ত্রিপুরা সরকার চোরাকারবারীদের হাতে আরও লাইসেন্স, পারমিট দিয়া জনসাধারণকে ১০০ টাকায় চাউল খাইতে বাধ্য করিবেন না, সেই প্রতিশ্রুতি নাই। বরং আমরা দেখিয়াছি এই চাউল চোরাকারবারীরাই কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন। আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকার তাহাদের যে খাদ্যনীতি ঘোষণা করিয়াছেন তাহাতে খাদ্য লইয়া মুষ্টিমেয় চোরাকারবারী যেন ইচ্ছামতমুনাফা যেন লুট করিতে পারে তাহার পথ সম্পূর্ণ খোলা রাখা হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সস্তা দরে পাওয়া যাইবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি কি মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার দিতে পারিয়াছেন? তা দিতে পারেন নাই। পশ্চিম বাংলা ও অন্যান্য কংগ্রেস-বিরোধী শাসনে জিনিষপত্রের দাম যখন কমিতেছে, চোরা-কারবারীরা প্রাণের দায়ে মজুত মাল বাজারে ছাড়িতেছে, ত্রিপুরা সরকার নির্বাচন শেষ হইতে না হইতেই দেখা গেল চিনির দাম বাড়াইলেন, নির্বাচনের মধ্যে কেরোসিন দুই টাকা করিয়া লিটার। চোরাকারবারীরা পনের দিনের মধ্যে কংগ্রেসের নির্বাচনী তহবিলে কয়েক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিলেন।

খরচ বাড়িতেছে, কিন্তু ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ বেকার কাজ পাইবে এমন প্রতিশ্রুতি বা এমন কোন ভরসা মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তৃতায় কোথাও পাইতেছি না।

আমরা দেখিয়াছি ত্রিপুরা সরকারের বহু বিঘোষিত চট কল সুতা কল, চিনির কল, কিন্তু কোনটাই আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় স্থান পায় নাই। এমন কি ছোট কুটীর শিল্পের নাম করিয়া গত কয়েক বছরে ত্রিপুরা সরকার প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। তাহাও মুষ্টিমেয় কংগ্রেসী দালাল ও সাধু আমলাদের পকেটে গিয়াছে। মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তৃতায় কি আমরা এই প্রতিশ্রুতি পাইতেছি যে সমবায় সমিতিগুলি লইয়া যে কংগ্রেসের দুর্নীতি চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত হইবে। সেই প্রতিশ্রুতি নাই।

যারা কৃষক, যাদের সামান্য জমি আছে, মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার কি তাহাদের কৃষি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবগত আছেন? বক্তৃতা শুনলে তাহা মনে হয় না। কৃষক আজ ঋণভারে জর্জরিত, সমগ্র বর্ডার দিয়া হাজার হাজার গরু পাকিস্তান চালান হইতেছে। হাল, বলদ, বীজ ধান ও সেচের অভাবে কৃষি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাদের কয়জনকে সরকার কৃষিঋণ বা দাদন দিতেছেন এবং খাজানার পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি করিয়া, বকেয়া খাজনার জন্য হাজার রকমের নির্য্যাতন তাদের উপর চালাইয়া কৃষককে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। আর যাহাদের জমি নাই, যারা ভূমিহীন, জুমিয়া, মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার তাহাদের পুনর্ব্বাসন সমস্যাকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়াছেন? অনেক ঢাক ঢোল পিটাইয়া জুমিয়াদের জন্য পাঁচশত টাকা এবং ভূমিহীনদের জন্য তিনশত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহাও আবার কংগ্রেসের টুপি না হইলে দেওয়া হয় না। কিন্তু ঐ টাকার শতকরা ২৫ ভাগ কি জুমিয়া বা ভূমিহীনদের কাজে লাগিয়াছে? তাহা লাগে নাই। দুর্নীতিপরায়ণ আমলা ও কংগ্রেসী দালালরা ঐ টাকার উপরেইত নির্ব্বাচনে কংগ্রেসদের জন্য দান দিয়াছেন। কেন কয়েক কোটি টাকা খরচ করবার পরও শতকরা ১০ জন জুমিয়া, ভূমিহীনদের পুনর্ব্বসতি হয় নাই? মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার তাহার কোন তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন নাই।

খেবর কমিশনের একটা সুপারিশও ত্রিপুরায় কার্য্যকরী হইতেছে না। মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার তাহা স্বীকার করিতে লজ্জিত কেন? ভূমিসংস্কার আইন ভূমিহীনদের জমি দেওয়ার পরিবর্তে জমি হইতে উচ্ছেদ করিতেছে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—পয়েণ্ট অব অর্ডার। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য ইন ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট কিছু পড়ছেন। আমাদের রুলসে আছে ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট কিছু পড়তে পারবেন না। যদি পড়তে হয় তাহলে আমাদের কপি দিতে হয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে আমি এখানে কতগুলি নোট করে এনেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি কি রিটেন স্পীচ পড়ছেন, না পয়েণ্টস লিখে এনেছেন?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—আমি পয়েণ্টস্ নোট করে এনেছি।

মিঃ স্পীকার :—Yes please go on.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—অন্যান্য রাজ্যে যে সময়ে খাজনা প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইতেছে সেই সময়ে ত্রিপুরায় বর্দ্ধিত খাজনা আছে। বর্দ্ধিত খাজনা আদায় করা হয় এবং ত্রিপুরায় আজ শতকরা ৬০ ভাগ জমি বনের রিজার্ভ করিয়া পাহাড়ী বাঙ্গালী সকলকেই বন বিভাগের অত্যাচারের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। হাজার হাজার পাহাড়ীকে তাদের পূর্ব্বপুরুষের বসতবাড়ী ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য করিতেছে। জুম কাটা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া অনাহারে থাকিতে তাদের বাধ্য করিতেছে। এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বক্তৃতায় এই জুমিয়ারা কি কোন সান্ত্বনা পাবে? গত নির্ব্বাচনে ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক কংগ্রেসী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। একটার পর একটা রাজ্যে কংগ্রেসের শাসন হতে মুক্ত হয়েছে। সেই মুক্তির তীব্র আনন্দের জোয়ার আমরা দেখছি পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসী শোষক শ্রেণীর আজ সেখানে ঘুম নাই, দুর্নীতিপরায়ণ আমাদের বুক কাঁপিতেছে, এমনকি কৃষক, মধ্যবিত্ত, গরীব মানুষ আশার আলো দেখিতে পাইতেছে। সারা ভারতে যে সময়ে গণতন্ত্রের শক্তি দুর্জয় হইয়া উঠিয়াছে সেই সময়ে ত্রিপুরায় প্রতিক্রীয়াশীলদের কোন আক্রমণ ত্রিপুরার সংগ্রামী জনসাধারণ মানিয়া লইবে না। মাননীয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর যত শীঘ্র এইকথা উপলব্ধি করেন ত্রিপুরার পক্ষে ততই মংগল এই কামনা আমরা করি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরীকে বলবার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে আমাদের মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর আমাদের এই বিধানসভায় যে বিবৃতি পাঠ করলেন সেটা সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়েছে এবং আমরা এটা সমর্থন করি। ত্রিপুরার যে বাস্তব চিত্র, তার সবটাই এটাতে প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং আমরা আশা করি যে মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মহোদয় যে সমস্ত পরিকল্পনার কথা বলেছেন, যেমন ডুম্বুর পরিকল্পনা, তারপর ইন্ডাষ্ট্রি, তারপর আমাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এইগুলি যদি ত্বরান্বিত হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরাতে সুন্দর এবং একটা সুষ্ঠু পরিবেশের সৃষ্টি হবে এবং আমাদের ত্রিপুরার যে ১৫ লক্ষ অধিবাসী তারা

প্রত্যেকেই সুখী হবে এবং আমাদের ত্রিপুরাকে একটা কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারব। সেটার একটা আশা আমরা পাচ্ছি। তদুপরি পঞ্চায়েতের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। আমার মনে হয় যে পঞ্চায়েতের উপর যদি ক্ষমতাটা সত্বর বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় তাহলে আমাদের পক্ষে এটা বিশেষ শুভ হবে। সেজন্য আমি আজকে যে রিজলিউশন এনেছি তার সমর্থনে আমি আবার এই হাউসের কাছে বলছি যে উনি যে বক্তব্য আজকে এই হাউসে রেখেছেন সেটা একটা বলিষ্ট পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি এবং এটা যাতে সুষ্ঠভাবে রূপায়িত হয় তারজন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আবেদন জানাচ্ছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য প্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে আমাদের বিধানসভায় মাননীয় অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর মহোদয় যে ভাষণ দিয়েছেন তার সমর্থন করছি এবং তার সাথে সাথে আমি এই ভাষণের উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত অঘোর দেববর্মা ও তার সমর্থনে মাননীয় সদস্য বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা যা বলেছেন তার বিরোধিতা করে আমি মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি কয়েকটি দিকে আকর্ষণ করছি। এখানে প্রথমতঃ যে বক্তব্য তিনি আমাদের সামনে রেখেছেন তার মাধ্যমে আমরা এইটুকু পাই যে ত্রিপুরার এই খাদ্য সমস্যা যেটা, তার সমাধানের পথ কিভাবে নিতে হবে। একটা হচ্ছে আশু সমস্যার সমাধান, আর একটা হচ্ছে স্থায়ী সমস্যার সমাধান। কৃষি সম্বন্ধে যদি উৎপাদন আমরা বাড়াতে না পারি, যদি আমরা আরও জমি লাঙলের মধ্যে না আনতে পারি তাহলে আমাদের এই কৃষি সমস্যা, খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে না, কোন দিনই পর নির্ভর হয়ে কোন দেশ উঠতে পারে না। ত্রিপুরারও যদি উন্নতি কামনা করি, তাহলে যে পৌণে দুই কোটি টাকা আমরা প্রতি বৎসর খাদ্য ক্রয় করবার জন্য ব্যয় করি সেই পৌনে দুই কোটি টাকা যদি ত্রিপুরার উন্নতির জন ব্যয় করতে হয় তাহলে প্রথমতঃ আমাদের এই কৃষির উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং সেখানেও আমাদের অ্যাডমিনিষ্টেটর তাঁর ভাষণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং ১৮,৪৮,০০০টাকা সেই সম্বন্ধে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং এই কারণে ১০৪২টন খাদ্য উৎপাদন বেশী হয়েছে এবং আরও উৎপাদনের বাড়ানোর জন্য. আমাদের ফার্টিলাইজারের জন্য এবং পেডী সেডের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এটা জানি যে আমাদের এই কৃষিকে একটা সামরিক দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিতে হবে। যদি সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা কৃষিকে গ্রহণ না করি, কারণ এই সুত্রটাকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে যদি একটা দেশ সামরিক অস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয় তবে সে দেশের স্বাধীনতা, সে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা দুরুহ হয়ে উঠে। ঠিক সেই সময় যদি একটা দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয় তাহলে তার সার্বভৌমত্বর উপরে আঘাত আসতে পারে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরাকেও স্বয়ং সম্পূর্ণ করবার শপথ আমাদের এই নুতন বিধান সভায় নিতে হবে এবং এই নুতন শপথ নিতে গিয়ে আমরা দেখব যে আমরা সাড়ে তিন লক্ষ একর ভূমির উৎপাদন যাতে কানি প্রতি বর্ধিত হয় তার ব্যবস্থা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই ভাষণ রচনা করা হয়েছে।

এখানে মাননীয় সদস্য. আমাদের অঘোর বাবু বলেছেন যে প্রকিওরমেন্টের দিকে দৃষ্টি না রেখে বাহির থেকে খাদ্য ক্রয় করবার এবং আনবার দিকে দৃষ্টি রাখা। এই যে কথাটা, এটা হচ্ছে একটা হতাশার কথা এবং তার মধ্যে তিনি বলেছেন বাহিরে থেকে খাদ্য আনতে হবে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে খাদ্য আনা দরকার। আবার যখন কেন্দ্রীয় সরকার আমেরিকা থকে ৪৮০ পি,এল, মতে খাদ্য আনয়ন করেন তখন ওনারাই আবার চিৎকার করেন যে আমেরিকা থেকে তোমরা খাদ্য আনয়ন কর, আমেরিকা থেকে খাদ্য এনে তোমরা আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব বিক্রি করে দিচ্ছ। কিন্তু এটাতো সত্য কথা নয় এবং সবাই জানেন যে খাদ্যের অভাব সারা তা বিশ্বে এবার খাদ্য ঘাটতি, একমাত্র আমেরিকা ছাড়া আর অন্য কেন দেশ নাই যে খাদ্য দিয়ে ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে পারে। এমন কি রাশিয়া যে দুই লক্ষ টন খাদ্য ভারতবর্ষকে দিয়েছে, তারাও বলেছে যে তার বেশী সাহায্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আজকে কেন্দ্র যদি আমেরিকা থেকে খাদ্য আনেন সেখানে তাদের আপত্তি। আবার ত্রিপুরাতে খাদ্য আনতে হবে কেন্দ্র থেকে কিন্তু কেন্দ্র খাদ্য পাবে কোথা থেকে? তারপর এটা সত্য কথা যে খাদ্য আনতে গিয়ে নিজের স্বাধীনতা এবং নিজের সার্বভৌমত্বকে আমরা বিক্রী করতে পারি না। তাই আজকে ভা তবর্ষ, তার নীতি, তার নিরপেক্ষ নীতি, তার গণতান্ত্রিক নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করে যে সারা বিশ্বের কাছে সাহায্য চাচ্ছে, সেই খাদ্য চাচ্ছে, তার নীতিকে অটুট রেখে, তার জন্যই অনেক সময় খাদ্য তার যা পাওয়ার কথা তা অনেক দেশ দেয় না। তাই আমেরিকা থেকে কি পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যাবে, অষ্ট্রেলিয়া থেকে কি পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যাবে, কানাডা থেকে কি পরিমাণ খাদ্য পাওয়া যাবে তার উপর ভিত্তি করে আমাদের এই খাদ্য নীতিকে রচনা করতে হবে। তাই আজকে দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্র যে রকম খাদ্য পাওয়া যাবে আশা করেছিল সেই রকম খাদ্য পাওয়া যায় নাই এবং সেই অবস্থায় আজকে কেন্দ্র থেকে আমরা খাদ্য এনে ত্রিপুরাকে খাওয়াব এই যে কথটা তার এই যে বক্তৃতায় তার সঙ্গে আমি একমত নই। এটা সত্য কথা যে, যে খাদ্য ত্রিপুরায় এখন উৎপন্ন হয়, আর তার জনসংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যেভাবে উদ্বাস্তু আসছে তাতে এই খাদ্যোৎপাদনের একটা পারসেন্টেজ সেখানে ঘাটতি। কিন্তু এই ঘাটতি পারসেন্টেজকে পূরণ করতে হবে। কিন্তু তার সাথে সাথে ঐ দৃষ্টিভঙ্গি রাখতে হবে। যারা বড় বড় জোতদার, যারা খাদ্য মজুত রাখছে, পাহাড়ে, গ্রামাঞ্চলে হাজার হাজার মজুতদার যারা খাদ্য মজুত রাখছে তা সেই সব ধনী কৃষক থেকে খাদ্য আনবার চেষ্টা করতে হবে এবং সেই চেষ্টা সম্বন্ধে এই ভাষণে পরিষ্কারভাবে লিখে দেওয়া হয়েছে যে যেখানে সারপ্লাস পকেট আছে, যেখানে উদ্বৃত্ত আছে— পত্র পত্রিকায় অনেক সময় আমরা দেখি যে ঋষ্যমুখ এবং বিলোনীয়ার অন্যান্য অঞ্চলে ধানের দাম আমাদের গভর্ণমেণ্টে এর যে প্রাইস্, সেই প্রাইসের থেকে অনেক কম, সেই সব জায়গা থেকে ধান প্রকিউর করা হবে। এই রকম জায়গা থেকে ধান প্রকিউর করা হবে না যেটা ঘাটতি অঞ্চল, সেই কথাটা পরিষ্কার এই ভাষণে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব এতে আতংকের কোন কারণ নাই। আতংক তাদের থাকে যদি কোন দল বড় বড় জোতদারদের দানের উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকে এবং বড় বড় জোতদার যদি তাদের চৌকির পায়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই দলের এই

আতঙ্ক থাকতে পারে যে বড় বড় জোতদাররা যদি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে মুস্কিল, অতএব বড় বড় জোতদারদের আমাদের রক্ষা করতে হবে, কারণ তারা আমাদে নির্বাচনের খরচ দিচ্ছে এই সর্ত্তে যে আমরা তাদের সবসময়ে, সব অবস্থায় প্রটেকশান দেব। একমাত্র সেই কারণ ছাড়া আর কোন কারণ থাকতে পারে না। গ্রামের বড় বড় জোতদার থেকে খাদ্য প্রকিউর করা বা উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে খাদ্য প্রকিউর করা, যেখানে দাম কম, সেখানে আমাদের মনে হয় সাধারণ কৃষকদের সাহায্যই করা হয় এবং সেটা করা কর্ত্তব্য। আরেকটা কথা হচ্ছে এই যে ওনারা বলেছেন, তাদের বক্তৃতার মধ্যে এই জিনিষটা এসেছে যে বড় বড় জোতদাররা ধান মজুত করে, চাউল মজুত করে, এবং খোলা বাজারে বিক্রি করে তারা দর বাড়াচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সংকার কোন স্টেপ নিচ্ছেন না। কিন্তু ঐ মজুতদাররা কোথা থেকে সেই ধান পাচ্ছে, ঐ মজুতদারদের ধান নেবার সুযোগ কি আমরা করে দেব, না সেই যে ধান কৃষক যখন বিক্রি করছে মজুতদারদের কাছে যখন বড় বড় জোতদারদের ধান নিয়ে আসছে মজুতদাররা, তাদের থেকে মজুতদারদের ধান নেওয়ার পথ করে দেব, না সেই ধান সরকার উপযুক্ত মূল্য কৃষককে দিয়ে গুদামজাত করে আমাদের ফেয়ার প্রাইস শপ মারফত জনসাধারণকে বিতরণ করব? মজুতের বিরুদ্ধে তারা ক্রাই তুলছে, তারা এই সত্যটুকু বলছেন যে মজুতদাররা ধান মজুত করছে। ধান, চাউল আর মাটি দিয়ে তৈরী হয় না কল কারখানায় তাহলে যেখানে মজুত হচ্ছে, সেই সব পকেট নিশ্চয়ই সারপ্লাস পকেট, যেখানে ধান অল্প দরে বিক্রি হচ্ছে সেই সব পকেট থেকে মজুত-দার। ধান নিয়ে মজুত করে তারপর ব্ল্যাক মার্কেটে বিক্রি করছে। তাকে যদ বাধা দিতে হয় তাহলে আমাদের প্রকিউর করতে হবে যাতে কৃষক ধানের উপযুক্ত মূল্য পায় এবং দ্বিতীয় হচ্ছে উপযুক্ত মূল্যে ধান যাতে আমরা বাজারে ছাড়তে পারি সেই দিক দিয়ে এই হাউসে যে খাদ্যের উপর যে নীতি এবং যে ভাষণ দিয়েছেন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার সেটাকে আমি সমর্থন করি। তবে আমার আবেদন হচ্ছে এই যে কৃষি বিভাগ, অর্থাৎ এ্যাগ্রি-কালচার যে ডিপার্টমেণ্ট তার উপর যে ডিরেক্টার অব এ্যাগ্রিকালচার থাকবেন, একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে এখনই সেই পদে নিয়ে যাওয়া উচিত। আমি একথা বলছিনা যে বর্ত্তমানে যিনি আছেন—ডিরেক্টার অব এ্যাগ্রিকালচার তিনি অযোগ্য, তবে কথা হচ্ছে তিনি একাধারে ডিরেক্টার অব এ্যাগ্রিকালচার এবং চীফ ফরেস্ট অফিসার, সেখানে যখন আমরা কৃষির উপর, উৎপাদনের উপর, এত গুরুত্ব দিচ্ছি, সেখানে আমাদের এখনই উচিত একজন উপযুক্ত ডিরেক্টার মারফত এই কৃষি বিভাগকে পরিচালনা করা যাতে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি এই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

দ্বিতীয় হচ্ছে আমি ফিফথ সিড্যুল সম্পর্কে বলছি। আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু এবং বিদ্যাচন্দ্র বাবু দুইজনেই বলেছেন যে এই সম্পর্কে অর্থাৎ ফিফথ সিড্যুলের উপর কোন বক্তব্য নাই। ধেবর কমিশনের কথাটা অবশ্য উল্লেখ নাই কিন্তু ধেবর কমিশনের বিকল্প যে রিকম্যানডেশন সেই রিকম্যানডেশনের ভিত্তিতে যে কাজ হচ্ছে আমরা এই ভাষণের মধ্যে তার কিছুটা আভাস প চ্ছি এবং সেটা হচ্ছে টি, ডি, ব্লক এবং জুমিয়া কলোনি। এখন কথা হচ্ছে যে ফিফথ সিড্যুল বলে

এবং তার ভিত্তিতে যে বক্তৃতা তারা রাখছেন সেটা হচ্ছে তারা বাস্তব অবস্থার চিন্তা না করে যে কথা তাঁরা বলেছেন সেই কথাটা হচ্ছে যে ত্রিপুরার একটা অংশকে উপজাতি সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করা এবং সেটাকে (১৯১০ বঃ মাঃ) এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করা, তার মধ্যে আঞ্চলিক সায়ত্ব শাসন দেওয়া, এই যে প্রস্তাব তাঁরা রেখেছেন এবং তারা বাইরেও সেই বক্তৃতা রেখেছিলেন, জনতা ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে তাদের উত্তর ভালভাবে দিয়েছেন এবং সেই উত্তর মারফত তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে বাস্তবের সাথে সঙ্গতি না রেখে যদি কোন প্রস্তাব কিংবা কোন বক্তব্য জনসাধারণের কাছে রাখা হয় তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণ এখন এত পশ্চাদপদ বা এত ফ্যানাটিক নয় যে দলকে দল বলেই সমর্থন করতে হবে, আজকে বিচার বুদ্ধি দিয়ে তারা সমর্থন করে, দেখে, ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে তারা তা বলে দিয়েছে যে ফিফথ সিডিউল এর বক্তব্য এবং ধেবর কমিশনারের যে বিকল্প প্রস্তাব যা আজকে কংগ্রেস রেখেছে। যা কংগ্রেস আজকে বাস্তবে কার্য্যকরী করছেন সেটাকে জনতা গ্রহণ করেছেন আর তাদের প্রস্তাবকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছেন।

আজকে ত্রিপুরার শতকরা ৭৫ জন হচ্ছে বাঙ্গালী এবং শতকরা ২৫ জন হচ্ছে উপজাতি এবং যে এগার লক্ষের উপর পপুলেশান আছে, তার মধ্যে আজ প্রায় তিন লক্ষ ষাট হাজার হচ্ছে উপজাতি আর বাকী সব হচ্ছে অন্যান্য জাতি—বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে কৈলাসহরে শতকরা ৬৭ জন হচ্ছে বাঙ্গালী এবং অন্যান্য জাতি, খোয়াইয়ে যেখানে শতকরা ৫৭ জন, কমলপুরে শতকরা ৬৭ জন এবং এমন কি সাব্রুমে শতকরা ৫০ জনের কম এবং একমাত্র অমরপুরে শতকরা ৩০ জন এই অবস্থায় মহারাজার ১৯৪০ সালের ঘোষণাকে এখন একটা বিজ্ঞান সম্মত আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত যে দল তা সেই দল এখন এই প্রস্তাবকে ১৯৬৭ সালে এনে দাঁড় করানো এটা আমার মনে হয় যে একটা বাস্তবহীন প্রস্তাব বলেই সবাই গণ্য করবে এবং ধেবর কমিশনের যে নির্দেশ, যে রিকমেনডেশন সেটা হচ্ছে এই যে, যেখানে উপজাতির সংখ্যা কম সেখানে ব্লকের মাধ্যমে এই উপজাতিকে উন্নততর করতে হবে এবং এই কথা স্বীকৃত এবং এই কথা কংগ্রেস মেনে নিয়েছে এবং কংগ্রেস তার কর্ত্তব্যবোধে মেনে নিয়েছে যে এই যে উপজাতি, এই যে পিছিয়ে পড়া উপজাতি সেই উপজাতিকে শিক্ষা, তাদের আর্থিক অবস্থা, সমস্ত দিকেই তাদের উন্নত করতে হবে এবং উন্নত জাতির সমপর্য্যায়ে যতদিন পর্যন্ত তাদের আনা না যায় ততদিন পর্যন্ত কংগ্রেস শপথ নিয়েছে যে এই পিছিয়ে পড়া জাতিকে সর্বরকমে সাহায্য করে উন্নততর করতে হবে এবং সেই আদর্শ, সেই নীতিকে সামনে রেখে এই ব্লক করা হয়েছে এবং ব্লকের মাধ্যমে জুমিয়া কলোনী করে এই উপজাতিকে পুনর্বাসন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ২৭ হাজার উপজাতির মধ্যে ১৮ হাজার উপজাতির পুনর্বাসন এখনি দেওয়া হয়েছে। আর ৯ হাজার এখনও বাকী। অতএব সরকার কিছুই করে নাই উপজাতির জন্য, এই ভাষণের মধ্যে তার কিছুই নাই তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়, তা সত্যের অপলাপ এবং ধেবর কমিশনের প্রস্তাবকে গ্রহণ করেনি এটাও সত্যের অপলাপ। কারণ ধেবর কমিশনের বিকল্প প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছেন। আজকে সারা ভারতবর্ষের সংহতি বিপন্ন।

সংহতিকে বিপন্ন করা মা ন ভারত্বেতর সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত হানা। আজকে ত্রিপুরার যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি, ভালবাসা তাকে আমাদের রক্ষা কর ত হবে সমস্ত শক্তি দিয়ে এবং তাই আজকে সমস্ত উপজাতি, বাঙ্গালী, হিন্দুস্তানী যারাই আসুক সে সমস্ত জাতির প্রতি ভালবাসা রক্ষা করতে হবে এবং ভাই ভাই হিসাবে তারা যা ত পাশাপাশি থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ফিফ্‌থ সিডিউলের যে পরিকল্পনা এই বিরোধী দল রেখেছেন সেই পরিকল্পনার অর্থ হচ্ছে ত্রিপুরাকে দুইভাগ করা এবং ত্রিপুরার এক একটা অঞ্চল, কৈলাসহর, কমলপুর এবং সাব্রুম, খোয়াই, অমরপুর এই অঞ্চলগুলিকে যদি আমরা সংরক্ষিত উপজাতি এলাকা করি তাহলে সেখানে যারা শতকরা ৬২ জন অন্য জাতির লোক আছে তাদের অবস্থা কি হবে? আবার এই সদর, সোনামুড়া, ধর্মনগর এর মধ্যে যারা উপজাতি আছে তাদের মধ্যে এবং বাঙ্গালীর প্রীতি এবং সদ ৷ব থাকবে কিনা তাও বিবেচনা করে দেখতে হবে যখন একটা প্রস্তাব সামনে আনেন। আজকে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে প্রীতি এবং ভালবাসা নষ্ট হয়ে গেছে এবং একে অন কে সন্দেহের চোখে দেখে। তার কারণ হচ্ছে কি? তার কারণ হচ্ছে দেশ বিভাগ। আজকে যদি আমরা এইভাবে দেশকে বা ত্রিপুরাকে আবার দুইভাগ করি এবং ত্রিপুরার মধ্যে যদি আমরা উপজাতি, বাঙ্গালী এবং অন্যান্য জাতি সাম্প্রদায়িক হানাহানি এবং দাঙ্গার পথ প্রশস্ত করি তাহলে আমাদের জাতির প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকা করব, তাহলে আমরা কোন অবস্থাতেই এই ফিফ্‌থ সিডিউলকে গ্রহণ করতে পারি না। ধেবর কমিশনের বিকল্প প্রস্তাবকে এই কংগ্রেস কার্য্যকরী করছে এবং কংগ্রেস তার আপ্রাণ চেষ্টা করবে ত্রিপুরার সংহতিকে রক্ষা করতে। কংগ্রেস আপ্রাণ চেষ্টা করবে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি রক্ষা করতে এবং সেই ভালবাসা সম্প্রীতি রক্ষা হবে না যদি অঘোর বাবুর প্রস্তাব, এই ফিফ্‌থ সিডিউলের যে মারাত্মকতা ধ্বংসাত্মক যে পরিকল্পনা তিনি বাইরে যা বলেছেন এবং সেই প্রস্তাব এখানেও রাখছেন তাতে সেই সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যাবে। আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে যে (নয়েজ) তিনি একটু মুখ বুজে কথা শুনলেই ভাল হয়। ময়নাকে রাধা কৃষ্ণ বললে ময়না রাধা কৃষ্ণ বলে। সেই রকম তাকে যা বলে দেওয়া হয়েছে তিনি সেই রকম বলছেন। তিনি যদি পড়ে থাকতেন তাহলে বিকল্প প্রস্তাব সম্বন্ধেও তিনি বক্তব্য রাখতেন। অতএব ওনার চুপ করে থাকাই স্বাভাবিক। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আরও অন্যান্যরা বলবেন। ফরেষ্ট সম্বন্ধে আমি দুয়েকটি কথা বলছি। ফরেষ্টের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং দেশের শস্য যদি উৎপাদন করতে হয় ফরেষ্টের প্রয়োজনীয়তা সেই দিকে খুব বেশী। কারণ বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে। বৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা থাকলে অ্যাফরেষ্টেশন দরকার। অতএব সেই দিক দিয়ে ফরেষ্টের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যে আমাদের শিল্প যে ভিত্তিতেই হোক না কেন মূল্যবান বৃক্ষ একটা দেশের সম্পদ।

ত্রিপুরার মত এত পশ্চাদপদ যে দেশ, এই ত্রিপুরার মধ্যে ফরেষ্ট একটা বিরাট সম্পদ। কারণ আমি জানি যে ত্রিপুরার সফট উড যা আছে বিলোনীয়া এইসব অঞ্চলে তা দিয়ে বেশ বড় রকমের প্লাই উড কারখানা হতে পারে এবং সেই প্লাই উড কারখানা যদি হয় তাহলে বেকার সমস্যারও

কিছু সমাধান হবে এবং ত্রিপুরার যে টি প্ল্যাণ্টেশান আছে তারাও অল্প দরে এই প্লাই উড পেতে পারে এবং তার জন্য ত্রিপুরায় বেশ চাহিদা এবং সেই দিক থেকে ত্রিপুরা উপকৃত হবে এবং ত্রিপুরার টি ইণ্ডাষ্ট্রিও উপকৃত হবে। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই প্লাই উড কারখানা যাতে হয় এবং প্লাই উড কারখানা গড়তে যে ইণ্ডাষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট এবং ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টএর মধ্যে একটা কো-অপারেশান যাতে থাকে এবং যাতে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট এই ইণ্ডাষ্ট্রিটা গড়তে সুযোগ দেয় সেটা আমার আবেদন এবং তার সাথে সাথে আমি বলব যে ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট দরকার। তবে ফরেষ্ট ডেভেলাপমেণ্ট করতে যেয়ে যাতে সাধারণ অধিবাসীদের কদাপি উচ্ছেদ করতে না হয় এবং এমনভাবে করা হয় যাতে জনসাধারণ তাতে উচ্ছেদের মুখে চলে না যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে ফরেষ্ট ডেভলাপমেণ্ট হওয়া উচিত। ফরেষ্টের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তা আমাদের বাড়াতে হবে এবং সেই সম্পর্কে আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে তা বাড়াব এবং আমাদের মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের ভাষণে ফরেষ্ট সম্বন্ধে যা বলেছেন তা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি।

তারপর মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার তার ভাষণে ইলেকশান সম্বন্ধে, ইলেকশানে দুর্নীতি হয়েছে, ইলেকশান ঠিকমত হয়নি এই সব কথা তার ভাষণে আসবার যে কি কারণ আছে আমি ঠিকমত বুঝতে পারি না। কারণ নির্ব্বাচিত হয়ে আমরা এখানে এসেছি, নির্ব্বাচন ইলেকশান কমিশন মাধ্যমে হয়েছে। যদি কোন ডিসপ্যুট থাকে, কোনকিছু বক্তব্য থাকে ইলেকশান কমিশন আছে, কোর্ট আছে, সেখানে যেতে পারেন। মাননীয় এ্যাড্মিনিষ্ট্রেটার মহোদয়—তিনি তার ভাষণে, ইলেকশানে দুর্নীতি হয়েছে এইসব বলবে· এইরকম আশা করা আমার মনে হয়—নবাগত সম্বন্ধে আমি বলছিনা, চার চারবার নির্ব্বাচিত সদস্যের পক্ষে এই রকম বক্তব্য রাখা ঠিক নয় এবং তিনি জানেন যে এই ভাষণে এই জিনিষটা থাকে না। কোনকিছু উদাহরণ দিয়ে বলতে পারবেন না, কোন পার্লামেণ্টে বা কোন এ্যাসেম্বলীতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের ভাষণে ইলেকশানের উপর এই রকম বক্তব্য রেখেছে, আমরা অন্ততঃ দেখিনা। অন্যান্য বক্তব্য সম্বন্ধে অন্যান্য সদস্যরা বলবেন, তবে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে ওনাদের বক্তব্যের মধ্যে কোন ডাটা নেই, এই বলছেন কৃষি উৎপাদন হচ্ছে না, খাদ্য বাইরে থেকে আনা হচ্ছেনা কিন্তু কত আনা হচ্ছে না কত ঘাটতি, উৎপাদন এই সম্বন্ধে কোন ডাটা নেই, শুধু আছে একটা উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য খুব বেশী রাখা যায় না, তাই আমি মাননীয় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার মহোদয়ের ভাষণকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Any other member of the Ruling party may please take part in the discussion.

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় চীফ কমিশনার মহাশয়ের ভাষণকে আমি আমার অভিনন্দন জানাই আর বিরোধী দলের যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট, সংশোধনী প্রস্তাব তার আমি বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা, বিরোধিতার জন্য নয়। বিরোধিতা হল—প্রথমে তারা এখানে চেষ্টা করেছেন যে ইলেকশান ফেয়ার হয় নাই, ফ্রী হয় নাই, সেটাই হল একমাত্র বক্তব্য। ভারতবর্ষের ইলেকশান যারা পরিচালনা করেছেন, ইলেকশান কমিশনার

সেটা তার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য। তাদের এই কর্ত্তব্যে ইন্টারফিয়ার করতে পারে এমন কোন লোক ভারতবর্ষে নেই। অতএব তারা যা বলেছেন তার উত্তরে আমি বলব যে ত্রিপুরার ইলেকশান ফেয়ার, ফ্রী হয়েছে, জনসাধারণ যে রায় দিয়েছে সেই রায়কে আমরা মাথায় তুলে নিয়েছি এবং এখানে সেই অনুসারে শপথ গ্রহণ করে আমরা আমাদের কার্য্যভার গ্রহণ করেছি। অতএব যদি কোন লোকের অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে, সেখানে কোর্ট আছে, মামলা, মোকদ্দমা করবে এটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক নয়। এটা করার কারণ হল, এই যে একটা বিরাট পরাজয়, সেই পরাজয়ের মুখ থেকে পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পরে আজেবাজে অনেক কথা বলতে হয়। অতএব সেই উৎসাহকে, সেই উদ্দীপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পরে, পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে পরে অকসিজেন দিতে হয়, সেই অকসিজেন দেওয়ার জন্যই মুমূর্ষু প্রায় দলকে, যুক্তফ্রন্টকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা স্বরূপ এই অলৌকিক কথাগুলি বলা হয়েছে। এছাড়া আর কিছু এর পিছনে আছে বলে আমি মনে করি না। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা তা করেছে। একটা উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ কোন কথা বলে না। অতএব উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে তারা এটা করেন নি।

তারপর বলা হয়েছে যে এখানে চীফ কমিশনারের ভাষণে ২৮।২।৬৭শে তারিখের যে ঘটনা হয়েছিল, তার কোন উল্লেখ নাই।

তবে এই ভাষণ হল আমার। আমি এই এ্যাসেম্বলীর ফ্লোরে এই ভাষণ দিয়েছি, অতএব সেটার কোন কিছু বলার যদি থাকে সেটা বলার দায়িত্ব আমার। এই সম্পর্কে উনি যে কি বলবেন তা আমি বলতে পারিনা। কারণ এসেম্বলীর ফ্লোরে দাড়িয়ে আমি এই ভাষণ দিয়েছি যে সেটার তদন্ত হবে। কিন্তু এই জায়গাতে তদন্তের পূর্বেই, হত্যাকাণ্ড হয়ে গেল এই বলে যে কে নিয়ে কতকগুলি কথা বলা হচ্ছে, ইলেকশানের সময়েও তারা তা বলেছেন, এখন আবার সেটাকে ইনিয়ে বিনিয়ে বলা হচ্ছে, মুমূর্ষু প্রায় দলকে অকসিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই তা করা হচ্ছে, এই ছাড়া আর কোন কিছু নাই।

তারপর আরেকটা কথা বলা হয়েছে যে ফিপথ সিডুলে আছে উপজাতী এলাকা ঘোষণা করার কথা। ১৯৬২ সালে তারা পার্টির তরফ থেকে এই ফিপথ সিডুলের কথা বলে তারা জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা করেছিল। এই চতুর্থ নির্বাচনে ত্রিপুরার জনসাধারণ ১৯৬২ সালের এই যে প্রস্তাব, যার দ্বারা ত্রিপুরার জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত করে, ইনটিগ্রেশানকে নষ্ট করার যে প্রচেষ্টা করেছিল তার প্রকৃত জবাব ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ জনতা তাদেরকে দিয়েছেন। তাদের আইন যেটা তারা রাখতে চান সেটা হচ্ছে মহারাজার আমলের আইন তাতে বলা হইয়াছিল যে পাঁচটি মাত্র আদিবাসী জাতি সেই জায়গাতে বসতি করতে পারবে, তারা হচ্ছে, ত্রিপুরি, নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং এবং হালাম, আর অন্যান্য যে উপজাতি আছে তাদের সেই ত্রিপুরা রাজ্যে বসতি করার কোন অধিকার নাই, তা কি মাননীয় সদস্যরা অবগত নন? তারা চেয়েছিল যে মহারাজার যে আইন ছিল তা দিয়ে ট্রাইবেল এবং বাঙালীর মধ্যে একটা ঝগড়া ঝাটি লাগিয়ে, তাদের যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, ফিউডাল—সামন্ত তন্ত্র প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রচেষ্টা তা তারা করছেন। আজকে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন ত্রিপুরার জনসাধারণ, কেবল তাই নয়,

আদিবাসী অঞ্চল থেকে আমরা ছয়টি আসন লাভ করেছি। ত্রিপুরার আদিবাসী ভাইরা জানিয়ে দিয়েছেন সমাজতন্ত্রে একমাত্র অধিকার থাকবে তাদের those who are landless people, economically distressed and oppressed, they will take the possession of the state and also the economic part of the society. এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক সমাজবাদী জনতা সেই রায় দিয়েছে যে কাষ্ট-ইজম এবং সেক্ট ইজমের স্থান সেই সমাজবাদে নেই। তাই দৃঢ়, দৃপ্ত কণ্ঠে ত্রিপুরার জনসাধারণ আদিবাসী বাঙ্গালী এবং ভূমিহীন মানুষেরা জানিয়ে দিয়েছে এই যে আমরা তোমাদের সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষে এই কাষ্ট-ইজম এবং সেক্ট-ইজমের স্থান দেব না। তাই ত্রিপুরার জনসাধারণ তাকে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে তাদিগকে জানিয়ে দিয়েছে। এই রায়েতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ তারা প্রতি-নিয়তই বলতেন যে আমরা দেখব এইবার কোথায় যায় ত্রিপুরার সেই জনপ্রিয় সরকার। চল সেই মাঠে সেই মাঠেই প্রমাণ করেছে, ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ জনতা এই রায় দিয়েছে যে ফিফথ সিডিউল বর্ত্তমান ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে ত্রিপুরাতে সেটা সচল কিনা। আমরা দেখেছি যে সেটা অচল। মহারাজার এই প্রতিক্রিয়াশীল আইনকে ত্রিপুরার জনসাধারণ, গণতান্ত্রিক সমাজবাদী জনতা গ্রহণ করতে পারেনি। তারপর তারা বলেছেন ত্রিপুরাতে খাদ্য সমস্যার সমাধান কল্পে আমদানী কর। আমদানী আমরা করছি। আবার তারাই বলছেন আমেরিকা থেকে চাল, বিদেশ থেকে চাল আমদানী বন্ধ কর। এখানে বলেছেন আমদানী কর, আবার পার্লামেন্টেই সেই বিরোধীদল বলছে খবরদার, চাল আমদানী করা হবে না, ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাল আছে। তাহলে তারা কি বলতে চান যে ত্রিপুরাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চাল আছে" ? তাও তারা বলছেন না। আবার তারা বলছেন ঘাটতি। তারপরে বলছেন আমদানী কর। চীফকমিশনারের সুনির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ আছে যে আমাদের অ্যাগ্রিকালচার হল এক্সটেন্সিভ অ্যাগ্রিকালচার, তাকে ইনটেনসিভ করতে হবে। মানে যেখানে এক ফসল হয় সেখানে তিন ফসল করা চলে কিনা এবং তার জন্য উপায় উদ্ভাবন করেছেন। সেই উপায় হল বার্থ কনট্রোল করা, সায়েন্টিফিক ম্যানিউরের দরকার, ইরিগেশানের সাহায্যে আমাদের স্কীম নেওয়া হয়েছে, গাইডেল স্কীম, উমিয়াম এবং গোমতী থেকে এবং তার পরিমাণ কি হবে তাও ঘোষণা করা হয়েছে সাথে সাথে। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা একমাত্র বলেছেন আমদানী কর আর দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে মন্ত্রীসভার হওয়ার সাথে সাথে। সেই ওয়েষ্ট বেঙ্গলে চাল এখনও দেড় টাকা কিলো। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় দেড় টাকা কিলো নয়। অতএব চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব মাননীয় সদস্যদিগকে। যখন আমরা অ্যাসেম্বলীতে আসি তখন আমরা বিশ্বাস করব কো-অপারেশনের ভিতর দিয়ে, সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে, আমাদের যদি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তবে তা দেখিয়ে দিয়ে ত্রিপুরাকে খাদ্যে যাতে উন্নত করতে পারি তার প্রচেষ্টা আমরা করব। তার জন্য উনি বলেছেন এই যে ল্যাণ্ডলেস পিপল যারা তাদিগকে ভূমিতে বসাতে হবে, জুমিয়া পুনর্বাসন চাই।

সেটা নেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুসারে ল্যাণ্ড রিফর্ম করা হয়েছে। টিলার্স যাতে ওউনার্স হতে পারে সেই ভিত্তি নিয়ে আমরা চিন্তা করছি। আমাদের ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টে যারা বর্গাদার সে যেই হোক না, যে কোন জায়গাতেই থাকুক না কেন সেই ল্যাণ্ডলেস যারা থাকবে, বর্গাদার যারা থাকবে তারা ভূমির অংশীদারী হবে। তাদের উচ্ছেদ করা চলবেনা। পার্লামেন্ট থেকেই এই আইন করা হয়েছে এবং মাননীয় সদস্যরাও সেটা জানেন এবং সেই অনুসারে তখন তাদের মাননীয় দুইজন সদস্য বর্ত্তমান ছিলেন এবং সেটা আলোচনাও হয়েছে এবং বলেছেন এই, যে যারা বর্গাদার তাদের জমির অধিকার দিতে হবে। আমি একজনের জমি চাষ করব, আমি জমির মালিকানা নব না, তাহলে তারা মেইন ফাণ্ডামেন্টাল প্রিন্সিপল্ পর্যন্ত ডিনাই করছেন। তাহলে তারা কি চান যে একদল পরিশ্রম করবে আর একদল বসে থাকবে, একদল মেহনত করবে, গতর খাটাবে আর তারা হবে না জমির মালিক? কিন্তু ত্রিপুরার ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টে ঘোষণা করা হয়েছে জমিদারী থাকবে না, তালুকদারী থাকবে না। যারা নিজের হাতে জমি চাষ করবেন তারা জমির মালিক হতে পারবেন, যারা বর্গাদার তারা জমির মালিক হবে। তাহলে সেই নীতিকে তারা উপেক্ষা করছেন ফিফথ সিডিউলকে চালু করবার কথা বলে। তাই আমি বলব যে সেই দিক দিয়ে যেন আমরা চিন্তা করি, ভাবি। মুখে বলছি যে আমরা সমাজবাদ চাই আর যখন সেই জিনিষটার আবির্ভাব হবে এবং তার সাথে সাথে যখন ল্যাণ্ড টু দি টিলার্স দেওয়া হবে, বর্গাদারকে দেওয়া হবে—তখন দেখবে খোয়াইয়েই আমি দেখেছি জোতদারের, তালুকদারের পক্ষ সমর্থন তারা করেছেন। যারা সংগ্রাম করেছিলেন ত্রিপুরার জনসাধারণ, তারা রায় দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে ল্যাণ্ড টু দি টিলার্স, বর্গাদার হবে জমির মালিক। সেই মালিকানার ভিত্তি নিয়ে আমরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম, সেই অনুসারে আইন গঠন হয়েছে। তাই সেই জায়গাতে আমি দেখেছি ভূমিহীন মানুষ যারা, সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাদিগকে ভূমি থেকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, বর্গাদারকে জমি থেকে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, জমিদার, তালুকদার, বড় বড় জোতদারের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, তাদিগকে জনসাধারণ রায় দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে এই সমাজবাদী রাষ্ট্রে এক্সপ্লয়টেশান আমরা ত্রিপুরার বুকে চলতে দেব না, দিতে পারি না। তাই তাদের পরাজয়ের কারণ হয়েছে এবং সেই অনুসারে পরাজিত হয়ে আজকে চিন্তা হচ্ছে আবার। তাই আমি অনুরোধ করব যে আমরা যেন সেই দিক দিয়ে যারা বর্গাদার, যারা টিলার্স, তারা যাতে ওউনার্স অব দি সয়েল হয় এবং যদি না হয় তাহলে উৎপাদন হবে না, উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে না। জমির মালিক হলাম, জমি পতিত রাখলাম, কোন লোককে দেব না সেই জমিতে কোন অধিকার তাহলে, কেন সে খাটবে আমার জমিতে? আজকে সেই দিন আর নাই। তাই আজকে চিন্তা করতে হবে যারা পরিশ্রম করবে ক্ষেত খামারে, মাঠে, তারা যাতে সেই ইনষ্ট্রুমেন্টের মালিক হতে পারে তা চিন্তা করার দিন আজকে ভারতবর্ষে এসেছে এবং সেই চিন্তা নিয়েই আজ আমাদিগকে চলতে হবে। কিন্তু সেই উনবিংশ শতাব্দি, অষ্টাদশ শতাব্দি বা ষোড়শ শতাব্দির চিন্তাধারা নিয়ে কৃষি সমস্যার সমাধান, উৎপাদন সমস্যার সমাধান করা চলবে না বা চলতে পারে না তাই আমি

অনুরোধ করব এই যে, ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে যেন আমরা চিন্তা করি বা ভাবি এবং সেই অনুসারে আমরা অলটারনেটিভ যে সাজেস্‌শন, সেই ধেবর কমিশনের সাজেস্‌শন আমরা গ্রহণ করেছি এবং সেই অনুসারে টি, ডি, ব্লক ওপেন করা হয়েছে এবং সেই অনুসারে সেই কার্য্যকে আমরা পরিচালিত করছি।

তারপর বলা হয়েছে জুমিয়া সেটেলমেণ্টের ব্যাপারে কোন টাকার অংক বৃদ্ধি করা হল কিনা। আমি আগেই বলেছি যে সেণ্টারে প্রস্তাব করা হয়েছে ১৯১০ টাকা, যাতে আমাদের জুমিয়া সেটেলমেণ্টে ল্যাণ্ডলেস এবং সিডিউল কাস্‌টে সমান হয়। কারণ ল্যাণ্ডলেস যারা তাদিগকে আমরা ইকনমিক দিক দিয়ে চিন্তা করে প্রত্যেককে ১০ টাকা দেওয়া যায় কিনা সেই অনুসারে প্রস্তাব করে পাঠিয়েছি। আমরা আশা করি সেই প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করবেন। অতএব আমি মাননীয় সদস্যকে সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব. ভাবতে বলব।

ফরেষ্ট সম্বন্ধেও আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে। মানুষের জন্যই বন এবং বনের জন্যই মানুষ। উভয়েরই সহাবস্থান নীতি নিয়ে চলতে হবে। মানুষ থাকবে আর ফরেষ্ট উচ্ছেদ করে দেব, তা হয় না। ফরেষ্টকে দিয়ে নানা প্রকারে আমাদের অমূল্য সম্পদ এখানে গড়ে উঠতে পারে এবং নানা ধরণের পশুপাখী এখানে বসবাস করছে। কেবল কৃষিকার্যেই নয় ভূমি সংরক্ষণকে সাহায্য করছে, কনজারভেশন অব সয়েলকে সাহায্য করছে। অতএব সেই দিক দিয়ে আমরা চিন্তা করব এবং সেই অনুসারে সেই বনানীতে এমন কিছু করতে হবে যাতে আমরা ফরেন একচেঞ্জ আর্ণ করতে পারি। তারও পরিকল্পনা এখানে রাখা হয়েছে। কারণ এই ত্রিপুরার সম্পদকে বৃদ্ধি করতে হবে। সেই অনুসারে পাটের চাষ, চায়ের চাষ, রবারের চাষ এবং কেস্থ্যনাটের চাষ চলছে। যাতে ফরেন একচেঞ্জ আর্ণ করতে পারি ত্রিপুরায়। সেই পরিকল্পনা নিয়েই ফরেষ্টকে রূপায়িত করব এবং সেই অনুসারে পরিকল্পনা এখানে রাখা হয়েছে। তার সাথে সাথে কনজার্ভেশান অব সয়েল এবং ওয়াইলড্‌ বীস্ট যা আছে তাদের সংরক্ষণ করতে হবে। আমরা যদি নির্বিকার চিত্তে জুম করতে থাকি, তাহলে পরে সয়েল নষ্ট হয়ে যাবে। মাটির উপর যে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ মাটি আছে সেই লতা পাতা হাজার হাজার বছর ধরে যে সয়েল গ্রো করেছে সেই সয়েল নষ্ট হয়ে যদি যায় তাহলে ত্রিপুরা মরুভূমিতে পর্য্যবসিত হবে, অতএব সেই দিক দিয়েও আমাদের চিন্তা করতে হবে। আজকে আমাদের বেকার সমস্যাকে সমাধান করতে হবে। পেপার মিল প্রভৃতি মিল আমাদের গড়ে তুলতে হবে। তার জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে যে ত্রিপুরায় আমরা রাবারের চাষ করতে পারি কিনা, ক্যাস্থ্যনাটের চাষ করতে পারি কিনা, টেপিওকার চাষ করতে পারি কিনা এবং প্লাই উডের চাষ করতে পারি কিনা ? বনকে যদি আমরা ধ্বংস করে ফেলি, তাহলে পেপার মিল এবং প্লাই উড আমরা পাব কোথা থেকে ? কেবল তাই নয়। আমাদের হাজার হাজার ব্রীজ করতে হচ্ছে, স্কুল, কলেজ তৈরী করতে হচ্ছে, সেই সমস্ত জিনিষপত্র, আসবাবপত্রের যোগান দিতে গেলে পরে, কোথা থেকে সেই সব যোগান আসবে ? অতএব আমাদের সায়েন্টিফিক্যালি

চিন্তা করতে হবে, বিজ্ঞান সম্মতভাবে চিন্তাধারাকে উদ্ভূত করে আমাদের কার্য্যকে পরিচালনা করার জন্য আমাদের মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের চিন্তা করতে বলব, ভাবতে বলব ত্রিপুরাকে আমরা কি করে উন্নত করতে পারি সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে যাতে আমরা একযোগে, এক সাথে ত্রিপুরাকে এই চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে খাদ্যের দিক দিয়ে, রাস্তাঘাটের দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে, ল্যাণ্ডলেস সেটেলমেণ্টের দিক দিয়ে এবং আমাদের ফ্রন্টিয়ারকে সংরক্ষণের জন্য আমরা যাতে চিন্তা করি, ভাবি। আমাদের আরও চিন্তা করতে হবে যে আমাদের প্রায় ৮০।৮৬ লক্ষ সংখ্যালঘু ভাই পূর্ব্ব বঙ্গে আছেন, অতএব সেই সমস্ত উদ্বাস্তু ভাইয়েরা বাংলা, ত্রিপুরা এবং আসামে আসছেন। আজকে আমাদের সে কথা ভাবতে হচ্ছে, চিন্তা করতে হচ্ছে যে আমরা তাদেরকে কি করে এখানে রাখতে পারি, বা অন্য জায়গায় পাঠাতে পারি কিনা? কারণ উদ্বাস্তু ভাইয়েরা আসবে, তাদের জন্য ক্যাম্প করতে হয়, সেখানে তাদের রাখতে হয়, রেখে তাদের মেডিক্যাল এইড্ থেকে আরম্ভ করে, খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দিয়ে তাদের সাহায্য করে তাদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সরকারের এবং সেই অনুসারে সরকার চিন্তা করেন। কারণ পার্টিশানের পূর্ব্বে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে পূর্ব বাঙলায় যারা অত্যাচারিত হবে, মাইনরিটি, তাদের আমরা প্রটেকশান দেব, তাদের আমরা নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলব এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্যে তাদেরকে নাগরিক করে গড়ে তোলা হয়েছে এবং গড়ে তোলা হচ্ছে। ত্রিপুরাতে যদি স্থান না হয়, তাহলে অন্যান্য ষ্টেটে তাদেরকে পাঠান হবে। অতএব সেটা হল পরিকল্পনার ব্যাপার, চিন্তার ব্যাপার। কিন্তু বর্ত্তমানে যারা আসছেন তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, খাদ্য দিতে হবে, বস্ত্র দিতে হবে, মেডিক্যাল এইড দিতে হবে এবং সেই অনুসারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তার উল্লেখ এডমিনিষ্ট্রেটার এই হাউসের সামনে করেছেন। অতএব মাননীয় সদস্যদের সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব।

ইলেকশানের কথাও উনি প্রথম প্যারাটাতেই ভালভাবে বলেছেন যে জনসাধারণের রায়ে যারা এখানে এসেছেন তাদের প্রত্যেককে আমার অভিনন্দন জানাই। ফেয়ার ইলেকশান হয়েছে, সেই জন্যই আজকে এখানে আমরা যারা নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছি তাদেরকে অভিনন্দন জানান হয়েছে। তবে আমরা জানি এই, যারা পরাজিত হয়, তাদের মনে কষ্ট হয়, দুঃখ থাকে, ব্যাথা থাকে, অতএব ব্যাথার ধ্বনি তারা ধ্বনিত করবেন সেটা অস্বাভাবিক নয়. তা স্বাভাবিক। তবে আমি জানি এই যে. কিছু সময় অতিবাহিত হলে পরে সেই ব্যাথাটার উপশম হবে। অতএব এখন সেটাকে জীয়িয়ে রাখা দরকার। কারণ পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নানা রকম ধূয়া তুলে, অমূলক কথা বলে, অলৌকিক কথা বলে জনসাধারণকে—যারা তাদেরকে সাপোর্ট করতেন তাদের মুখ চাপা দিতে হবে, কাজেই এই সমস্ত অলৌকিক গল্প. গুজব অক্‌সিজেন স্বরূপ তারা বলছেন কিন্তু এইসব কথা বলে বেশীদিন পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখা চলেনা। কাজেই এই সমস্ত যে মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করেছেন তার আমি বিরোধিতা করি. এ্যামেণ্ডমেণ্টের বিরোধিতা করি, আর এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার যে ভাষণ দিয়েছেন তাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

Mr. Speaker :— Now, Member of the Opposition has got the right of reply. He will be allowed only five minutes.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লীডার অব দি হাউস অর্থাৎ চীফ মিনিষ্টার ওনার স্বভাব সুলভ ভঙ্গীতে অনেক আবোল তাবোল চেঁচালেন, আমরা শুনে ধন্য হলাম। কিন্তু যে সমস্ত মূল্যবান—

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, 'আবোল তাবোল' ইজ আন পার্লামেন্টারী।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মেম্বার ইজ টু উইদ ড্র ইট।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—আই উইদ ড্র ইট।

একটা জিনিষ যেটা আমি উল্লেখ করেছিলাম—করাপশান আজকে সরকারী যন্ত্রগুলির মধ্যে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ঢুকেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রিপ্লাইর মধ্যে তার কোন উল্লেখ নাই আমি শুধু কয়েকটা পয়েন্টের কথা এখানে উল্লেখ করব।

আমরা এই হাউসের মধ্যে সাব্রুম পর্য্যন্ত যে রেল লাইন এক্সটেনশনের প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছিলাম তার ভাগ্যে যে কি ঘটল সেই সম্পর্কে তিনি নীরব।

তদুপরি ফরেষ্ট বাউণ্ডারি ডিমার্কেশান সম্পর্কে—এটাও আমরা হাউসের মাধ্যমে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু এই সম্পর্কে ওনার বক্তব্যের মধ্যে কিছু নাই, এটার কাছ দিয়েও তিনি যান নাই ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান করতে হবে, ভূমি সংরক্ষণ করতে হবে, অনেক বড় বড় কথা তিনি বললেন, কিন্তু তার সাথে সাথে এই হাউসের মধ্যে যে প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছিলাম, সেই সম্পর্কে তিনি কোন উত্তর বা তার কাছ দিয়ে যান নাই। তিনি নিশ্চয়ই জানেন যে এই ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান করতে গিয়ে জনসাধারণের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন বিভিন্নভাবে হচ্ছে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন জায়গায় যখন তিনি যান, তখন নিশ্চয়ই এই সমস্ত অভিযোগগুলি পান, অনেক সময়ে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতিও দিয়ে আসেন কিন্তু তারপর আর কোন খোঁজখবর নেন না। এমনকি হাউসে আমরা একবাক্যে স্বীকার করলাম, প্রস্তাব গ্রহণ করলাম, তার কাছ দিয়েও উনি গেলেন না।

পঞ্চায়েতের পাওয়ার সম্পর্কে যেটা আমি উল্লেখ করেছিলাম যে পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, আবার ইলেকশানের সময় এসে গেল, কিন্তু পঞ্চায়েত কমিটিগুলির মধ্যে যে সমস্ত পাওয়ার দেওয়ার কথা ছিল আইনের মধ্যে, এইগুলি দেওয়া হবে কি হবে না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে সেইগুলির উল্লেখ করা হয় নাই।

আরেকটা কথা হচ্ছে যেটা বক্তব্যের মধ্যে উনি জোরদারভাবে রেখেছেন সেটা হল ফিফথ সিডুল সম্পর্কে। উনি বলতে চান, আমরা অবশ্য আগেও শুনেছি যে ধেবর কমিশনারের অলটারনেটিভ যে সাজেশন সেটা গ্রহণ করা হয়েছে। ভাল কথা; আমরা গত কয়েক বছরে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সমস্ত টি, ডি, ব্লক হয়েছে, সেই

ব্লকগুলি আমরা দেখেছি। কিন্তু আমাদের যে অভিজ্ঞতা, সরকার নিজেও স্বীকার করেছেন যে, যে সমস্ত এলাকাতে টি, ডি ব্লক—অর্থাৎ উপজাতীদের এক জায়গায় কনসেনট্রেট করে তাদের উন্নতি, অগ্রগতি বিধান করবেন, এই হল কথা, কিন্তু যে বিকল্প সুপারিশ ওনারা গ্রহণ করেছেন, যার মাধ্যমে উপজাতীর উন্নতি, অগ্রগতির কথা চিন্তা করছেন, এই যে বিকল্প প্রস্তাব—এই যে টি, ডি, ব্লক সেটা আজকে ব্যর্থ হয়েছে, সরকার সে কথা জানেন। কাজেই সেই দিক থেকে আজকে একথা বলতে বাধ্য যে, যে সমস্ত এলাকাতে টি, ডি, ব্লক গঠন করা হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়েই গঠন করা হয়ে থাকুক সেই সমস্ত এলাকা থেকে ট্রাইবেল বেশী রকম উচ্ছেদ হয়েছে এবং এমন কি ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। যদি রুলিং পার্টি মনে করেন যে সমস্ত ট্রাইবেলদেব উৎখাত করে, অন্যত্র সরিয়ে দেব, নূতন লোক সব এখানে এনে বসাব, এই যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে বিকল্প প্রস্তাবের নামে এই টি, ডি, ব্লক চালাতে পারেন, কিন্তু টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে এই উপজাতীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, অগ্রগতি ঘটেছে এমন কোন নজির, এমন কোন প্রমাণ দেখানোর কোন কারণ নাই। আজকে কাঞ্চন-বাড়ী এলাকায় টি, ডি, ব্লক আছে। আমি জানি সেই সমস্ত এলাকা থেকে ট্রাইবেল বেশী করে অন্যত্র যেতে বাধ্য হচ্ছে — এটা বাস্তব কথা। এমনকি বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে যে কয়টা অধিবেশন হয়েছে, সেই অধিবেশনগুলির মধ্যে মাননীয় মন্ত্রীরা নিজেরা পর্যান্ত একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কাজেই আজকে মূল কথা হল রুলিং পার্টি উপজাতিদের অস্তিত্ব রাখতে চান কিনা ? যদি রাখতে চান তাহলে এই যে পুরানো সুপারিশ এর কথাটা বাদ দিয়ে কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে কি ভাবে তাদের অস্তিত্ব রাখা যায় নিশ্চয়ই সেটা তারা চিন্তা করবেন।

আর জুমিয়াদের সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে যে জুমিয়া গ্র্যাণ্ট এবং যে সমস্ত এলাকায় জুমিয়া পুনর্বাসন করা হয়েছে, আমি পরিষ্কারভাবে জানি এইগুলি অনেকটা প্রহসন। জুমিয়ারা জুমিয়া হিসাবে পুনর্ব্বাসন পায় নাই এবং সরকারীভাবে এটা স্বীকৃত আছে যে যদি সুষ্ঠভাবে পুনর্ব্বাসন দিতে হয় তা হলে টাকার পরিমাণ বা অ্যামাউণ্ট বাড়াতে হবে। তা সত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর বিপ্লাইয়ের মধ্যে এই সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নাই, এই সম্পর্কে কোন কিছু বলতেও চান না।

আর যে সমস্ত বড় বড় কথা উনি বলেছেন, কথার সঙ্গে অপ্রাসংগিক কথা অনেক উল্লেখ করেছেন কিন্তু রিপ্লাইয়ের মধ্যে কোনটাই নাই। যেমন ত্রিপুরার কাজের কথা, দক্ষিণাঞ্চল সেখানে সামান্য বৃষ্টি হলেই সেটা জলমগ্ন হয়ে যায়। কিন্তু এই সম্পর্কে ওনার বক্তব্যের মধ্যে কোন কিছু ক্লীয়ার নাই। কোন ক্লীয়ার বক্তব্য উনি রাখেন নাই। যদিও অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের বক্তব্যের মধ্যে গোমতী নদীর কথা খানিকটা উল্লেখ আছে। এটা শুধু হচ্ছেই। একবার আরম্ভ হয় আব একবার বন্ধ হয়ে যায়। কবে যে শেষ হবে তার কোন স্থিরতা নাই। মুহুরীপুর-কলকলিয়া ঘাটের মধ্যে একটা ব্রীজ হওয়া দরকার তারপর মনু নদীর উপর ব্রীজ হওয়া দরকার। (এ ভয়েস—কাজ আরম্ভ হয়েছে) কাজ তো কবে থেকেই আরম্ভ হয়েছে। ২০ বছর আমরা দেখেই কাটিয়ে দিয়েছি। আর অমরপুর বিভাগের মধ্যে কালিয়া ঘাট আছে, তারপর নূতনবাজার

আছে, এই সমস্ত পুল সম্পর্কে কোন কথা নাই। অর্থাৎ কনষ্ট্রাকটিভ কাজ সম্পর্কে কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত তিনি করেন নাই।

আর একটা কথা হল আগরতলায় ছাত্র হত্যা সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন এই হাউসের মধ্যে সে সম্পর্কে তিনি কোন কিছু করবেন কি করবেন না এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য তিনি রাখেন নাই। যদি না করেন তা হলে সাফ না করে দিন।

মিঃ স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কাজেই যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট আমি এখানে মুভ করেছি সেই অ্যামেণ্ডমেণ্টে আমি ষ্টিক করছি।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা আর কেউ বলবেন ?

Mr. Speaker :— Now the discussion is over. I put the amendment one by one to vote. First the question before the House is that the amendment moved by Shri Aghore Deb Barma that the following be added at the end of the address in reply, viz :—

"But regret that the following points have not been mentioned in the speech :

1. Failure of the Government to prevent corruption.
2. Failure of the Government to take action against the Govt. employees who took active part in the election.
3. Failure to tackle food problem.
4. Failure of Government to implement the Tripura Official Language.
5. Failure to tackle the Tribal Jumias problems.
6. Extension of Railway upto Sabroom,
7. Construction of bridges in the southern part of Tripura.
8. Increase of grants for jumias and landless peasants.
9. Delegation of power to Panchayats.
10. Redemarcation of forest boundary.
11. Fifth schedule.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices :— Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'-

(Voices Noes)

I think NOES have it; NOES have it, NOES have it.

The amendment is lost.

Then the question befor the House is the amendment moved by Shri Bidya Chandra Deb Barma that the following be added at the end of the address in reply, viz : –

'রেল যোগাযোগ বাড়াইয়া সাব্রুম পর্য্যন্ত আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ, পুল সমূহের নির্মাণ ত্বরান্বিত করা, কেন্দ্র হইতে খাদ্য আমদানী বাড়ানো, জুমিয়া, ভূমিহীনদের

পুনর্ব্বসতি সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো, ধেবর কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা, জমি হইতে উচ্ছেদ বন্ধ করা, রাজস্ব প্রথা বাতিল করা ও বকেয়া খাজনা মকুব করা, পুলিশের ব্যয় কমানো, দুর্নীতির তদন্ত, পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দান, উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, চা শ্রমিক, মোটর শ্রমিক, বিড়ি ও অন্যান্য শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬৬ সালের পুলিশের গুলি চালনার বিষয়ের উপর বিচার বিভাগীয় তদন্ত, ত্রিপুরার চতুর্থ সাধারণ নির্ব্বাচনের বে-আইনী কার্যাকলাপ ও দুর্নীতি সম্পর্কে তদন্ত এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংরক্ষণ।"

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices :— AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(Voices :— NOES)

I think NOES have it. NOES have it, NOES have it.

The amendment is lost

Now I put the main motion of thanks moved by Shri Ershad Ali Choudhury to vote. The question before the House is that the motion of thanks moved by Shri Ershad Ali Choudhury that "We the members of the Tripura Legislative Assembly assembled in this Session beg to offer our humble thanks to the Administrator for the most excellent speech which he has been pleased to deliver to the House on 15.3.67.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice).

I think AYES have it, AYES have it, AYES have it.

The motion is adopted.

The House stands adjourned till 11 A. M. of 16th March, 1967 i. e, tomorrow.

Proceedings of The Tripura Legislative Assembly Assembled Under The Provisions of The Government of Union Territories Act : 1963

16th March, 1967

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M, on Thursday, the 16th March, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Dy. Minister, and twenty three Members.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker—There is no question to-day. So we take up next item. Calling Attention Notice.

I have received a Calling Attention Notice from Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. on the subjeet—"the starving condition of the refugees residing in Durgabari, Agartala and steps taken to grant them doles and to send them in the camps with a view to rehabilitate them in near future."

I have given consent to the Motion of Shri Aghore Deb Barma to-day. Shri Aghore Deb Barma will now please read his Calling Attention.

Shri Aghore Deb Barma--Hon'ble Speaker Sir, my Calling Attention Notice is "Starving condition of the refugees residing in Durgabari, Agartala and steps taken to grant them doles and to send them in the camps with a view to rehabilitate them in near future."

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Sri S. L. Singh—(Chief Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এ্যাটেনশন নোটিশ যে উনি দিয়েছেন তাতে বলেছেন যে—

"starving condition of the refugees residing in Durgabari, Agartala and steps taken to grant them doles"

তার উত্তরে আমি বলছি যে যারা পাকিস্তান থেকে আসছেন, আফটার প্রপার স্ক্রুটিনি আমরা তাদেরকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেই এবং তাদের সমস্ত প্রকার খাদ্য থেকে আরম্ভ করে বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সেখানে দেখা হয় অতএব সেই সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যের ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ দেখছি না। আর "to send them in the camps with a view to rehabilitate them in near future"

সেই সম্পর্কে আমি বলছি যে তাদেরকে ট্রানজিট ক্যাম্প থেকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং সেখানে বা অন্য জায়গায় সংস্থা পেলে পরে আমরা তাদেরকে রিহেবিলিটেট করার বন্দোবস্ত করছি এবং করে যাচ্ছি।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—ফর ক্ল্যারিফিকেশন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে পারেন যে গত দুইদিন, যে সমস্ত রিফিউজি বর্ত্তমানে দুর্গাবাড়ীতে আছে তাদের খাওয়ানোর কোন ব্যবস্থা সরকারী পক্ষ থেকে করা হয়েছে কিনা।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উনার প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে সেখানে ট্রানজিট ক্যাম্প আছে, আফটার প্রপার স্ক্রুটিনি তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। অনবরতই লোক সেখানে আসছে এবং অনবরতই সেই কার্য্য পরিচালনা করে যাচ্ছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—আমার প্রশ্নের জবাব ঠিক পরিস্কার হল না।

Mr. Speaker—Yes, question has been clarified.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে বর্ত্তমানে যারা আছেন, যাদের এখন পর্য্যন্ত ট্র্যানজিট ক্যাম্পে পাঠান হয় নাই, এই সমস্ত লোকদের সরকার পক্ষ থেকে খাওয়ানোর কোন ব্যাবস্থা হয়েছে কিনা। গত দুই দিন তারা উপবাস আছে আমি খবর পেয়েছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি আফটার প্রপার স্ক্রুটিনি আমরা তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছি, অনবরত সেখানে রিফিউজী আসছে এবং এখন পর্য্যন্ত ১২৫০টি পরিবার এখানে এসেছে, এটা কন্টিনিউয়াস ফ্লো অতএব যে সমস্ত ডোল, খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দেওয়ার নিয়ম আছে, তার সমস্ত রকমের ব্যবস্থাই সেখানে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—আমার প্রশ্নটা অত্যন্ত কনক্রীট। নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা আমার প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে গত দুই দিন যাবত তাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তার উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা—কনক্রীট কিছু বলেন নি।

মিঃ স্পীকার—উত্তর দিয়েছেন। please take your seat.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যারা বর্ত্তমানে দুর্গাবাড়ীতে আছেন, তাদের মাথাপিছু কত করে ডোল দেওয়া হয় ডেইলি তা বলতে পারেন কি।

Shri S. L. Singh :—It is a question so I can give it afterwards. All on a sudden I cannot give it.

মিঃ স্পীকার :—অনারএ্যাবল মেম্বার আপনি ষ্টেটমেন্ট ক্ল্যারিফিকেশান করতে চাইতে পারেন কিন্তু আপনি ক্ল্যারিফিকেশন ছাড়া অন্য প্রশ্ন করেছেন। that I cannot allow.

Shri Aghore Deb Barma :—আমার কোয়েশ্চন হচ্ছে তাদের ডোল দেওয়া হয় কিনা। কাজেই এটা ইরালিভেন্ট প্রশ্ন নয়। অতএব আমি ক্ল্যারিফাই করতে চাই যে যারা দুর্গাবাড়ীতে আছে তারা মাথাপিছু কত করে ডোল ডেইলি পাচ্ছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুর্গাবাড়ীতে যারা থাকেন তাদেরকে আমরা ডোল দেই না। আফটার প্রপার স্ক্রুটিনি আমরা তাদেরকে ক্যাম্পে নিয়ে যাই, আমি সেটা আগেই বলেছি। এখানে যারা আছেন তাদের আমরা খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি দিচ্ছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমানে দুর্গাবাড়ীতে কি পরিমাণ রিফিউজি আছে বলতে পারেন কি ?

Mr. Speaker :—That is also a question. This is not the clarification of the Calling Attention Notice. আপনার কলিং এ্যাটেনশন নোটিশে সংখ্যার কথা ছিলনা। So I cannot allow it.

GOVERNMENT BUSINESS (Financial)

Mr. Speaker :—Now Government Business (Financial). Presentation of Budget Estimates for 1967-68 and Supplementary Estimates for 1966-67.

To-day in the list of Business is the presentation of Budget Estimates for 1967-68 and Supplemantary Estimates for 1966-67.

Now I call on Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Minister in-charge of Finance Department to present the Budget Estimates for 1967-68 and Supplementary Estimates for 1966-67.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—অধ্যক্ষ মহোদয়, ইউনিয়ন টেরিটরিজ এ্যাক্ট এর ২৭ ধারা অনুযায়ী আমি এই সভায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত ১৯৬৭-৬৮ সালের বার্ষিক অর্থনৈতিক বিবৃতি পেশ করিতেছি।

অধ্যক্ষ মহোদয়,

ইউনিয়ন টেরিটরিজ এ্যাক্ট এর ২৭ ধারা অনুযায়ী আমি এই সভায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত ১৯৬৭-৬৮ সালের বার্ষিক অর্থনৈতিক বিবৃতি পেশ করিতেছি।

প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, এই বিবৃতিতে ১৯৬৫-৬৬ সালের প্রকৃত ব্যয় এবং চলিত বৎসরের বাজেট হিসাব ও সংশোধিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

২। বাজেট হিসাবের তুলনায় চলিত বৎসরের সংশোধিত হিসাবে দেখা যায় যে সাহার্য্য ও ঋণ বাদে মোট আদায় হইতে ১৬৫·৬১ লক্ষ টাকা এবং মোট খরচ ৮৩.১৯ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে।

৩। ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট হিসাবে বর্ণিত আদায় চলিত বৎসরের সংশোধিত হিসাবের প্রায় সমান রহিয়াছে ; অপর দিকে দেখা যায় খরচ ৭৪·৫২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য কয়েকটি খাতে ইহার ব্যতিক্রমও আছে।

আদায়

রাজস্ব খাতে	বৃদ্ধি	হ্রাস
	(লক্ষ টাকার হিসাবে)	
সামাজিক এবং উন্নয়ন মূলক কাজ	১·২২	—
বৈদ্যুতিক প্রকল্প	১·৭৫	—
বিবিধ—	—	২·০০

মূলধনী খাতে	বৃদ্ধি	হ্রাস
বৈদ্যুতিক প্রকল্প (নামে খরচ)	—	৩৪·৫০
অন্যান্য কাজে মূলধন নিয়োগ—	৬·৩৫	—
সরকারী ব্যবসায় প্রকল্প—	৩৭·০০	—
ঋণ হিসাবে—	—	৭·১৪

ব্যয়

রাজস্ব খাতে	বৃদ্ধি	হ্রাস
	(লক্ষ টাকার হিসাবে)	
কর আদায় ইত্যাদি—	২'৪৭	—
ঋণ কার্য্যের খরচ—	৫'৮১	—
প্রশাসনিক কার্য্য—	—	৫০'১৬
সামাজিক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প—	১১২'১৪	—
বৈদ্যুতিক পরিকল্প—	২'০৯	—
পূর্ত্ত—	১'৮৯	—
রাজস্ব খাতের অন্তর্ভুক্ত পূর্ত্ত বিভাগীয় মূলধনী হিসাব	২'১৬	—
বিবিধ—	—	৩৯'৬৮
সাহায্য—	—	১'০০
মূলধনী খাতে		
জন স্বাস্থ্যের উন্নতি—	—	২'৮০
কৃষি উন্নয়ন এবং গবেষণা—	৩'৫৫	—
শিল্প এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন—	—	১০'০০
সেচ ও জল নিষ্কাশন—	১'০০	—
বিদ্যুৎ প্রকল্প—	৫'৮৮	—
পূর্ত্ত—	—	৩'৯১
অন্যান্য—	৩'৩৫	—
সরকারী ব্যবসায়—	৪২'০০	
ঋণ পরিশোধ—	১২'৩২	—
ঋণ—	—	১৪'২১

৪। মোট ব্যয় ১৯৭'৮৯২ লক্ষ টাকা হইতে রাজস্ব খাতে ব্যয় হইয়াছে ১২৮৮'৫২ লক্ষটাকা; আর, বাকী ৬৯০'৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে মূলধনী খাতে। ইহার মধ্যে প্রত্যাশিত আয় হইতেছে—

রাজস্ব খাতে—

রাজস্ব—	১২৫'০৬ লক্ষটাকা
লভ্যাংশ	০'০৫ ,,
আদায়	১৫৪'৩৫ ,,
মূলধনী খাতে	
আদায়	৩৫১'৪৮ ,,
মোট—	৬৩০'৯৪ ,,

ইহাতে দেখা যায় যে রাজস্ব খাতে ঘাটতি হয় ১০০৯.০৬ লক্ষ টাকা এবং মূলধনী খাতে ঘাটতি হয় ৩৩৮.৯২ লক্ষ টাকা। এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য ও ঋণ হইতে।

৫। ১৯৬৭-৬৮ সনে পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রকল্পগুলির ব্যয় বাবদ ৫ কোটি টাকা অনু-মোদিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে আয় ব্যয়ের হিসাবে ৪ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে। ইহাতে রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৯১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা এবং মূলধনী খাতে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা আছে।

৬। শ্রদ্ধেয় সভাগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে চলিত ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেট পেশ করার সময় মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ১৯৬৫ সনের পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের যে ঝড় উঠিয়াছিল তাহার সমাপ্তির পর আমরা নিশ্চয়ই সাধারণ অবস্থায় প্রকৃতির নিয়মানুসারেই শান্তির আশা করিতে পারি। তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের কতকগুলি কারণে তাহা হইয়া উঠে নাই।

তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরও পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারই ফলে রেলপথ বা নদীপথে ঐ দেশের মধ্যদিয়া মালামাল আনয়নে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ আমাদিগকে ঘোর পথে ও সর্ব্বভারতীয় স্থল পথে মালামাল আনয়ন করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই অবস্থা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক দিয়া অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই রাজ্যে বন্যা এবং খরার ফলে বর্ত্তমান বৎসরে পরিবহনের পথগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং বহুদিনের জন্য ঐ পথগুলি ব্যবহার করা অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়। আর এক সময় আমাদিগকে বিমান পথেও অত্যাবশ্যক সামগ্রীগুলি আনয়ন করিতে হয়; তবে উহার পরিমাণ খুব বেশী নয়। এই অবস্থা সত্বেও এই সমস্ত সমস্যাগুলি অত্যন্ত দ্রুততার সংগে এবং যথেস্ট আন্তরিকতার সহিত সমাধানের চেষ্টা করা হয়। ইহাতে দুর্গতদিগকে সাহায্য করা সম্ভব হয়। আশার কথা যে কোন সময়েই অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে দেওয়া হয় নাই। তবে এর ফলে আবশ্যক উন্নয়নমূলক কার্য্যসূচীগুলি রূপায়ণের জন্য পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার পক্ষে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়।

৭। এখন আমি আপনাদিগকে উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত কাজগুলি সম্বন্ধে এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্ম ব্যবস্থা সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।

কৃষি

৮। খাদ্যশস্য উৎপাদন, মৎস্য ও ফল উৎপাদন বাড়াইবার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হইতেছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ২০,০০০ টন। ইহার মধ্যে ২৩,১৫৫ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হইয়াছে। আশা করা যায় যে চলিত বৎসরে—বাড়তি উৎপাদন ৯০৪২ টনে দাঁড়াইবে। চাউলের ভিত্তিতে ১৯৬৭-৬৮ সনের লক্ষ্য

১০,৬৬০ টন ধরা হইয়াছে। ১৯৬৭-৬৮ সনের প্রকল্পের মধ্যে মৎস্যের চাষ, ফল উৎপাদন এবং অতিরিক্ত ভূমি সংরক্ষণ ধরা হইয়াছে। আগামী বৎসরে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইবে এবং এই জন্য পর্য্যাপ্ত বরাদ্দ করা হইবে।

পশু পালন

৯। ১৯৬৭-৬৮ সনে নিম্নলিখিত নূতন প্রকল্পগুলি নেওয়া হইবে :—

১। রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণ।

২। রীণ্ডার পেষ্ট রোগ নিবারণ এবং তাহার নিরীক্ষা।

৩। ত্রিপুরায় ম্যাস্‌টি টাইট নিয়ন্ত্রণ।

৪। ফাউল টাইফয়েড এবং পোলোরাম রোগের সহিত সম্পৃক্ত সোল-মোনেলসিস ফাউল টাইফয়েড রোগ সম্পর্কে সমীক্ষা।

৫। পাচটি ভেটারীনারীকে হাসপাতালে উন্নীত করা।

৬। আগরতলা ভেটারীনারী হাসপাতালটির সম্প্রসারণ।

৭। পাঁচটি ভেটারীনারী ডিসপেনসারী এবং কুড়িটি ষ্টকম্যান সেণ্টার চালু করা।

৮। ক্লিনিকেল লেবরেটারীটি সম্প্রসারণ।

৯। পাঁচটি ভেটারীনারী ডিসপেন্‌সারী এবং কর্ম্মচারীদের আবাসগৃহ নির্ম্মাণ।

১০। পশু চিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। ইহার ফলে বিভিন্ন পর্য্যায়ে আরও কর্ম্মচারী নিয়োগ আবশ্যক হইবে।

দুগ্ধ সরবরাহ উন্নয়ন

১০। প্রায় তিন হাজার লিটার দুধ প্রতিদিন সরবরাহ করা হয়। গবেষণাগার, অফিস ও নুতন শাখা তৈয়ারী করার জন্য জমি অধিকার করার কাজ আংশিকভাবে শেষ হইয়াছে। একটি প্রায় স্বয়ংক্রিয় বোতল পরিষ্কারক যন্ত্রও ক্রয় করা হইয়াছে। দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রার শতকরা ৮০% ভাগ সম্পাদিত হইয়াছে। দুগ্ধের যোগান এবং যোগ্য স্থানে ঘি জ্বাল দেওয়ার কেন্দ্র স্থাপন সম্পর্কে ১৫০টি পল্লী এলাকা জরীপের কাজ শেষ হইয়াছে। আগামী বৎসরে তিনটি মহকুমা সহরে দুগ্ধ সরবরাহের প্রাথমিক কাজ সুরু করা হইবে।

১১। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হয়।

১। রাধাকিশোরনগরে একটি পশু কলোনী স্থাপন করা হইয়াছে।

২। দুগ্ধ উৎপাদনকারিগণ যাহাতে দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারেন এবং তাহার ফলে তাহারা যাহাতে তাহাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া আরও লাভবান হইতে পারেন সেই জন্য উৎপাদক সমবায় সংস্থা গঠনের নিমিত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারীগণকে সাহায্য দান।

উৎপাদনকারীগণ যাহাতে তাহাদের গোসম্পদ আরও উন্নত জাতের করিয়া তুলিতে পারেন তাহার জন্য উন্নত ধরণের মুড়া জাতীয় ষাঁড়ের বীজ তাহারা পাইবেন। এই পরিকল্পনাটি রাইমা-শর্ম্মা এলাকায় চালু করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

৩। ক্রয়মূল্যে বহুল পরিমাণে পশুখাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিতরণ।

খাদ্য ও জনসংভরণ

১২। আবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রীর ঘাটতি দেশ জুড়িয়াই উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আর ঐ খাদ্যসামগ্রী সর্ব্বভারতীয় স্থলপথে পরিবহন করার জন্য যে অতিরিক্ত সময় লাগে তাহাই এই অবস্থাকে আরও আশংকাজনক করিয়া তোলে। যদিও প্রতি বৎসর স্থানীয়ভাবে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগতই চেস্টা চালানো হইতেছে তথাপি প্রাকৃতিক কারণে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পাকিস্তানের অসৌজন্যমূলক আচরণের ফলে এই রাজ্যে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তুর আগমন চলিতে থাকায় আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দিক দিয়া ক্রমাগতই ঘাটতির পরিমাণ সমতা ছাড়াইয়া যাইতেছে। আধুনিক বিশ্বে খাদ্যশস্য সরবরাহ সম্পর্কে মাননীয় সভ্যগণ নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল; এবং আপনারা আরও নিশ্চয়ই জানেন যে দেশের খাদ্য পরিস্থিতিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার কাজ বিশ্বের বাজার হইতে কত পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায় তাহার উপরই নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতির উপর সকল সময়েই তীক্ষ্ণভাবে নজর রাখা যাইতেছে এবং সময়ে সময়ে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। বিশেষ করিয়া এই বিষয়ে সকলের সহযোগিতা ও সমমর্মিতার প্রয়োজন; এবং তাহা হইলেই এই সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব হইবে।

পূর্ত্ত

১৩। উদয়পুরের নিকট গোমতী নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণের কাজ যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা ছিল সে সময়ের মধ্যে তাহা সম্পাদিত হয় নাই। কারণ, ভিত্তি স্থাপনের জন্য কূপ খননের সময় দেখা যায় যে ঐ স্থানের মাটির অবস্থা অনুকূল ছিল না। এই সেতুটী এবং চম্পকনগরের নিকট হাওড়ার উপরের সেতু, এবং কুলাইছেড়া, ধলাই, জুরী ও দেও নদীর সেতুগুলির কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তাহা ছাড়াও, মুহুরী নদী ও চেবরী ঘাটে খোয়াই নদীর উপর স্থায়ী সেতু নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে।

১৪। আসাম-আগরতলা রাস্তার উন্নতির কাজ ছাড়াও অন্যান্য রাস্তাগুলিতে অস্থায়ী সেতু এবং কালভার্ট নির্ম্মাণের কাজ লওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে কতিপয় গ্রাম্যপথের উন্নয়নের কাজও লওয়া হয়।

১৫। আগামী বৎসরের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় কলেজগৃহ নির্মাণ ও ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ হোষ্টেল নির্মাণ কাজ লওয়া হইয়াছে; তাহা ছাড়াও রাধাকিশোরপুরে ভেটেরিনারী ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট এবং কিছু হাঁস-মুরগী পালন কেন্দ্রের নির্ম্মাণ কাজ ও লওয়া হইয়াছে।

১৬। গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্প চালু করার জন্য আগামী বৎসরের ব্যয় বরাদ্দে অর্থ রাখা হইয়াছে। আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রকল্পাধীনে আসাম সীমান্তে চোরাইবাড়ী কেন্দ্র হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত ট্রান্সমিশন লাইনে বসানো এবং বৈদ্যুতিক টাওয়ার স্থাপনের জন্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। ৫৪০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র আগরতলায় বসানো হইয়াছে ইহার ফলে ঐ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটির বিদ্যুৎ উৎপাদনেব পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৬১ কিলোওয়াট হইয়াছে আরও দুইটি ৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র স্থাপন করাব কার্য্যসূচী লওয়া হইয়াছে। কমলপুর, কুমারঘাট এবং অন্যান্য কয়েকটি লোকালয়ে বৈদ্যুতিকরণের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

শিল্প

১৭। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের জন্য আর্থিক ঋণদান, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি এবং কাঁচামালের সরবরাহ, উৎপাদিত দ্রব্যের উপযুক্ত বাজার, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ব্যবস্থাপনা ও প্রায়োগিক সহযোগিতামূলক প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তাহার ফলে এই রাজ্যে বিভিন্ন অংশে ১০ হাজার হস্তচালিত তাঁতের কাজ চলিতেছে। এক হাজার তাঁতের জন্য কার্য্যকরী ঋণ দেওয়া হইয়াছে। তা'ছাড়াও ৫০০ নূতন তাঁত আনয়নের জন্য সমবায় পর্য্যায়ে অংশতাত ঋণ প্রদান করা হয়; তাঁত সমবায় সমিতিগুলিকেও ৮৫,০০০ কিলোগ্রাম রঙ্গীন সূতা সরবরাহ করা হইয়াছে। শিল্প বিভাগ পরিচালিত কেন্দ্রীয় বিপনন সংস্থার বহু সংখ্যক বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প ইউনিট ও তাঁত সমবায়গুলিতে উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বিক্রয় হইতেছে। নয়া দিল্লীতে একটি বিপনি খোলার প্রস্তাব হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি জায়গারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এরির উপর ২টি নূতন প্রদর্শনী কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত ৭ শতাধিক পরিবার ইতিমধ্যেই রেশম শিল্পের কাজ গ্রহণ করিয়াছে। ডিজাইন একস্টেন্সন কেন্দ্রের সম্প্রসারণ করা হইয়াছে এবং এখন উহা হইতে নূতন নূতন ডিজাইনের সৃষ্টি হইতেছে। কৈলাসহরে ৬৪টি সিট সমন্বিত একটি নূতন শিল্প শিক্ষণ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে।

১৮। ১৯৬৭—৬৮ সালের চালু পরিকল্পনাগুলিকে চালাইয়া যাওয়ার এবং তদুপরি ক্যালেণ্ডারিং ও সাইজিং প্লাণ্ট প্রভৃতি যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে সেগুলি কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

ত্রিপুরা খাদি এবং ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিস বোর্ড শীঘ্রই বিধিসম্মত সংস্থা হিসাবে কার্য্যকরী হইবে। একটি সূতার কল শীঘ্রই খোলার প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল

ট্রেণিং ইনষ্টিটিউটে ছাত্র ভর্ত্তির সংখ্যা ৪৪ পর্য্যন্ত বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আগরতলার সন্নিকটে শিল্প কর্মীদের বাসস্থানের জন্য একটি উপনিবেশ স্থাপনের এক পরিকল্পনাও গৃহীত হইয়াছে।

বিদ্যুৎ চালিত তাঁতের কাজে প্রশিক্ষণ দিবার জন্য একটি কেন্দ্র শীঘ্রই খোলা হইবে।

বন

১৯। বন বিভাগ তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ইতিমধ্যে অতিক্রম করিয়াছে। এই বিভাগের প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নূতন রেঞ্জ অফিস ও বিট অফিস খুলিয়া কার্য্যধারাকে নূতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলিয়াছে।

একটি নূতন মৃত্তিকা সংরক্ষণ বিভাগও খোলা হইয়াছে।

রবার চাষের উজ্বল ভবিষ্যৎ দৃষ্টে এই চাষের কাজে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

২০। স্থানীয় বাসিন্দা ও পার্বত্য আদিবাসী ও জুমিয়ারা বন সম্পদ ব্যবহারের বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছেন; এসব সুবিধাগুলি এখনও চলিতেছে। এই রাজ্যে লোকসংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই জন্য এই রকম সুবিধা দান বনজ সম্পদ ক্ষয়ের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী। খাজনার হার রাজ আমলের মত একরূপই আছে। বনজ সম্পদের বাজার মূল্যের অনুপাতের সহিত সমান পাতে এই হার করিতে হইবে। এই সমস্যাগুলিকে সমাধান করিতে এখনও বাকী রহিয়াছে।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য

২১। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আগরতলায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জি, বি, হাসপাতালে এবং ৫০ শয্যা বিশিষ্ট যক্ষা হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। তদুপরি ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। মহকুমা সহরের ৪টী ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয় এবং ৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বাড়াইয়া প্রত্যেকটিকে ৬ হইতে ১০ পর্য্যন্ত করা হইয়াছে। একটি বক্ষ রোগ পরীক্ষা কেন্দ্র, একটি রক্তদান কেন্দ্র, একটি ভ্রাম্যমান কুষ্ঠ ইউনিট এবং ২২টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ৪টি মহকুমা হাসপাতাল নির্ম্মাণের কাজ এবং উদয়পুরে একটি যক্ষা কেন্দ্রের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। কৈলাসহরে একটি এক্সরে ইউনিট স্থাপন করা হইয়াছে। স্যানিটারী পায়খানা নির্ম্মাণের জন্য ১৫৫০টি ওয়াটার সীল সমেত স্কোয়াটিং প্লেট তৈরী হইয়াছে এবং গ্রামবাসীকে বিতরণ করা হইয়াছে। তাছাড়াও ট্রেণিং এবং অন্যান্য প্রকল্পের কাজ চলিতেছে।

২২। নূতন নির্ম্মাণ কাজ লওয়া ছাড়াও ১৯৬৭-৬৮ সালে বর্ত্তমান ট্রেনিং ও অন্যান্য প্রকল্পাধীন কাজগুলি চালাইবার প্রস্তাব নেওয়া হইয়াছে। তদুপরি নিম্নলিখিতগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে :--

১। ২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ৫টি ডিস্‌পেন্‌সারী চালু করা।

২। ১৯৬৮ সনের মধ্যে হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ইহার মধ্যে জি, বি, হাসপাতালের ৪০টি শয্যাও ধরা হইয়াছে। আরও ৪০টি শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনাও বিবেচনাধীন আছে।

৩। নয়টি মহকুমা হাসপাতালে এম্বুলেন্স সার্ভিসের প্রচলন। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ এবং জন্ম মৃত্যুর নিবন্ধীকরণের জন্য একটি মুখ্য পরিসংখ্যান খোলা।

৪। খাদ্যসামগ্রী পরীক্ষার জন্য গবেষণাগার স্থাপন।

৫। আয়ুর্ব্বেদীক ঔষধ প্রস্তুতি।

৬। আয়ুর্ব্বেদীক ডিস্‌পেন্‌সারী স্থাপন।

৭। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির প্রসার।

শিক্ষা

২৩। শিক্ষা দপ্তর তৃতীয় পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য মাত্রা স্থির করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণভাবেই পূর্ণ করিয়াছেন ; ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী কলেজ স্থাপন এবং একটি পৃথক মহিলা কলেজ স্থাপন ; তদুপরি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম চালু করার ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের শতকরা একশত জনকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান পাঠ্য বর্ষ হইতে স্নাতকোত্তর ক্লাস সমূহ শুরু হইয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের জন্য কলেজ ভবন নির্ম্মাণ প্রস্তুতির পথে ; তাছাড়া মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ অঙ্গনে বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য শিক্ষা ভবন অনতিবিলম্বেই প্রস্তুত হইবে। সাহায্যপুষ্ট এবং সরকারী কলেজের শিক্ষকদের বেতনের হার সমপর্য্যায়ে আনা হইয়াছে।

২৪। শরীর শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি করা হইয়াছে। অধুনা আয়োজিত জাতীয় বিদ্যালয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেয় ; আমাদের টীমটি ১১টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ১০টি অর্জ্জন করিয়াছে।

যানবাহন

২৫। যাত্রী এবং জিনিষপত্রাদির চলাচলের জন্য একটি রোড্‌ ট্রেন্সপোর্ট কর্পোরেশন চালু করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। সত্বরই একটি ট্রেন্সপোর্ট সার্ভে দপ্তর স্থাপন করা হইতেছে।

ডাক, টেলিফোন ও টেলিগ্রামের সুযোগ সুবিধা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রসারিত হইতেছে। অধিকাংশ নূতন অফিস বিনা পারিশ্রমিকে খোলা হইয়াছে এবং ইহা ডাক বিভাগের সাহায্য মারফৎ করা হইয়াছে।

সমষ্টি উন্নয়ন

২৫। ১৮৬৭-৬৮ সালে আরও একটি উপজাতি উন্নয়ন ব্লক চালু করা হইবে। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পে প্রধান বিষয় হইল গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা। নলকূপ ও পাতকুয়া নিম্মাণের মাধ্যমে এই কার্য্যসূচী রূপায়ণের ক্রমশঃ অগ্রগতি হইতেছে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে অবশিষ্ট উন্নয়ন ব্লকে জনশক্তি সদ্ব্যবহারের পথিকৃৎ প্রকল্পটি সম্প্রসারিত হইবে। বিভিন্ন গৃহ নির্ম্মাণ প্রকল্প চালু রহিয়াছে।

তফশিলী উপজাতি ও তপশিলীজাতি কল্যাণ

২৭। ১৯৬৭-৬৮ সালে ভূমিহীন তফশিলী উপজাতির ২০০টি পরিবার এবং তফশিলী কৃষক জাতির ২০০টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব রহিয়াছে। আদিবাসীদের জন্য একটি ফলচাষ উন্নয়ন প্রকল্পের প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

পঞ্চায়েৎ

২৮। এ পর্য্যন্ত ৪৩২টি গাঁওপঞ্চায়েৎ ১২৭টি ন্যায় পঞ্চায়েৎ ১৬টি উন্নয়ন ব্লকে স্থাপন করা হইয়াছে। কেবল মাত্র ডুম্বুরনগর উপজাতি উন্নয়ন ব্লকে পঞ্চায়েৎ গঠন কার্য্য বাকী রহিয়াছে। উক্ত ব্লকে খুব শীঘ্রই পঞ্চায়েৎ গঠন করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পঞ্চায়েতের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প চালু রহিয়াছে। এই পর্য্যন্ত ৩৭৮ জন পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারী এবং ৭৮ জন বেসরকারী কর্মী প্রশিক্ষণ লাভ করিয়াছেন।

সমবায়

২৯। ৬৬৮টি সমবায় সমিতির মধ্যে ৪২০টি হইল ঋণদান সমিতি। এই ঋণদান সমিতিগুলি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্প সুদে কৃষকগদিকে ঋণ সরবরাহ করেন। সমগ্র জনসাধারণের এক তৃতীয়াংশ ইহাতে উপকৃত হইতেছেন। কৃষকেরা যাহাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাইতে পারেন সেইজন্য ১৫টি বিপনন সমবায় সমিতি রহিয়াছে। ন্যায্য মূল্যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য ৫টি শাখার একটি হোলসেল ষ্টোর সহ ব্যবহারিক সমবায় সমিতিগুলি চালু করা হইয়াছে।

৩০। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে গ্রামবাসীদিগকে কর্ম্মসংস্থান সম্পর্কিত সাহায্য ও তথ্য সরবরাহের জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে দুইটি রুর‌্যাল ম্যান পাওয়ার এম্পপ্লয়মেন্ট ইনফরমেশন এণ্ড য়্যাসিসটেন্স বিউরো খোলার কার্য্যসূচী রহিয়াছে। ইতিমধ্যে খোয়াইয়ে একটি বিউরো খোলা আছে। আগামী বৎসরে অপরটি খোলা হইবে।

পুনর্ব্বাসন

৩১। ১৯৬৪ সাল হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে এক লক্ষের উপর লোকের ২৭ হাজারটি পরিবার এই রাজ্যে আসিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ হাজার ৬ শত ৭৯ জন লোকের ৪৪০টি পরিবার এখন পর্যান্ত তিনটি ক্যাম্পে বসবাস করিতেছেন। অন্যান্যদিগকে পুনর্ব্বাসনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে। নবাগত শরণার্থীদের ব্যবস্থা সরকার খুব তাড়াতাড়ি করিতেছেন।

প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন

৩২। কর্বাঙ্গছড়াতে যে সমস্ত প্রাক্তন সৈনিকদের পরিবারবর্গকে পুনর্ব্বসতি দেওয়া হইতেছে তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য ও ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্রাথমিক পর্য্যায়ে জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল ও প্রতিরক্ষা বাজেট হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থার জন্য একটি নূতন বিশেষ সেবা তহবিল গঠন করা হইয়াছে। ইহা পরিচালনার জন্য একটি উচ্চ পর্য্যায়ের রাজ্য কমিটি গঠিত হইয়াছে।

সীমান্তবর্ত্তী ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের সাহায্য

৩৩। পাকিস্তানী দুর্বৃত্তদল কর্তৃক লাঞ্ছিত সীমান্তবর্ত্তী ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের জন্য ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট হিসাবে ১০০০০ হাজার টাকা ধরা হইয়াছে।

জরীপ ও বন্দোবস্ত

৩৪। গত বাজেট বক্তৃতায় যাহা বলা হইয়াছিল তাহার উপরে ১৯৬৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি এই বিভাগে আরো যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে তাহা এবং ১৯৬৭-৬৮ সালের কার্যসূচী নিম্নে দেওয়া গেল :—

কার্য্যক্রম	১৯৬৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সম্পাদিত কার্য্য	১৯৬৭-৬৮ সালের অনুক্রম
অ্যাটেষ্টেশন ও জমাবন্দী	৭৫৫·৭০ বর্গমাইল	২৫·৭২ বর্গমাইল
ক্ষতি পূরণের তালিকা প্রস্তুতি	৪৫৩·১৭ ,,	৬০৮·৯৪ ,,
স্বত্বলিপির খসরার প্রকাশন	১০৪১·৭২ ,,	১১৩·৯৭ ,,
আপত্তি মিমাংসা	১৩৮৪·৩৬ ,,	৫০৫·৭৩ ,,
চূড়ান্ত প্রকাশন	১০৯৬·৫৪ ,,	৬৬২·৩৭ ,,
নামজারী	১৮,৫৮১ ঘটনা	—
ত্রি-রার ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনেব ১৫ নং ধারা অধীন বিরোধ নিষ্পত্তি	৪৯৮১ ,,	—
চূড়ান্ত পরীক্ষা	৫৯১·৬০ বঃ মাঃ	৬৭৭·৯৮ বঃ মাঃ

৩৫। জরীপ ও বন্দোবস্তের কাজ আশানুরূপভাবে হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ হইল—

(ক) কমলপুরে কিছু পরিমাণ কাজ শেষ হওয়ার পর মাননীয় জুডিশিয়াল কমিশনারেব আদালতের ১টি মোকর্দ্দমার রায় অনুযায়ী কাজ পুনরায় নতুনভাবে করিতে হইয়াছিল।

খ) কোন কোন সীমান্ত এলাকায় বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমানদেব সহিত সম্পত্তি বিনিময় করার ফলে নথীপত্র মানচিত্রের পুরাপুরি সংশোধন করিতে হইয়াছে।

গ) ত্রিপুরা ও পূর্ব্ব পাকিস্থানের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখা চিহ্নিত করন চূড়ান্ত না হওয়ায় এখনও ১৭৫টি রাজস্ব মৌজাব মানচিত্র ও নথীপত্র নিষ্পন্ন করা যায় নাই।

ঘ) ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কাব ১৩৭ (২) ধারা অনুযায়ী ন্যাসস্বত্বভোগীরা যে পরিমাণ জমি তাহাদের নিকট রাখিবে তাহার কোন হিসাব দাখিল করে নাই। দেখা গিয়াছে যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাহাদের উপস্থিতিতে উদাসীন এবং এরই ফলে কাজের অগ্রগতিতে বিলম্ব হইতেছে।

আগরতলা পৌর সংস্থা

৩৬। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি, এই রাজ্যের একমাত্র পৌর সংস্থা, সরকাব দ্বারা চালিত হইতেছে ও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করাব পর হইতেই আজ পর্য্যন্ত ইহা সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। জল সরবরাহ প্রকল্পেব বেশীর ভাগ কাজই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবং ১৯৬৬ সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি হইতে পানীয় জল সরবরাহ করা হইতেছে। জল নিষ্কাশন প্রকল্পের কাজও অগ্রসর হইতেছে এবং অর্দ্ধেকের বেশী কাজ সম্পাদিত হইয়াছে। বটতলাতে বাস দাঁড়াইবার জায়গা এবং হরিজনদের জন্য অতিরিক্ত ১৫টি অস্থায়ীগৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য আগামী বৎসর গ্রহণ করা হইবে।

সহর ও গ্রাম পরিকল্পনা সংস্থা

৩৭। আগরতলা শহরের জন্য একটি 'মাষ্টার প্লান' তৈয়ারীর প্রাথমিক কাজ শেষ হইয়াছে। এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, সহরে বিশৃঙ্খলভাবে যেরূপ নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ।

প্রচার বিভাগ

৩৮। এখন পর্য্যন্ত খুব অল্প সংখ্যক কর্ম্মচারী থাকা সত্বেও এই রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় প্রচার বিভাগের কাজ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিভাগটিকে পুনঃসংগঠিত এবং শক্তিশালী করা হইতেছে।

মুদ্রণ এবং লেখন সামগ্রী বিভাগ

৩৯। কেন্দ্রীয় সরকারের গুদাম হইতে যে পরিমাণ লেখন সামগ্রী এবং ফরম সরবরাহ করা হয় তাহা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। স্থানীয়ভাবে ছাপাইয়া এবং সংগ্রহ করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইতেছে।

সরকারী ছাপাখানার চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও ৯৬১ সালে ইহার আকার বৃদ্ধির কার্য্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কাজ শেষ হইয়াছে তথাপি ছাপাখানার জন্য একটি উপযুক্ত বাড়ী তৈয়ারীর কাজে খুব বেশী অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। এই বাড়ী তৈয়ারীর জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গা খুব শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আরক্ষা

৪০। ১৯৬৫-৬৬ সালের অপরাধমূলক কার্য্যাবলীর একটি তুলনামূলক তালিকা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

বৎসর	ডাকাতি	দস্যুতা	সিদ কাটিয়া চুরি	চুরি	খুন	বলপূর্ব্বক ও ফুসলাইয়া অপহরণ	অন্যান্য	মোট
১৯৬৫	৩৩	২১	৩৮১	৭৫৩	২৩	১৭	১১৮৭	২৪৫৫
১৯৬৬	২৯	১৬	৪৩৮	১,০০৫	২৫	৭১	১০৫৯	২৬৪৩

অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদি আইনে ৬১টি মোকদ্দমা নিবন্ধভূক্ত ছাড়াও ১৯৬৭ সালে ৩টি লাইসেন্স বিহীন বন্দুক এবং একটি পিস্তল উদ্ধার করা হইয়াছে। অপরাধের মোট সংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরক্ষা বাহিনীর দক্ষতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য এই বিভাগটিকে পুনঃসংঘটিত করা হইতেছে।

৪১। মোট ২৭০০ গৃহরক্ষীকে প্রশিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৮৪৫ জনকে বিভিন্ন স্থায়ী বিভাগে কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে। গৃহরক্ষীদের এই শূন্যস্থানগুলিকে নবনিযুক্তদের প্রশিক্ষণ দিয়া পূর্ণ করা হইতেছে।

কারা

৪২। রাজ্যের বাকি অংশে শিক্ষানবীশই পদ্ধতি বিস্তারের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। আগরতলাস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তবে একটি ছোট ছাপাখানা স্থাপন করা হইয়াছে।

৪৩। মহকুমার কারাগারগুলিকে শুকনা খাদ্য সরবরাহ করার জন্য আগরতলার কারাগারে একটি কেন্দ্রীয় গুদাম খুলিবার প্রস্তাব করা হইতেছে।

অগ্নি নির্ব্বাপক সংস্থা

৪৪। বিলোনীয়াতে ক্রমাগত পাকিস্তানী হামলার জন্য ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাস হইতে সেখানে একটি পাম্প ইউনিট স্থাপন করা হইয়াছে। অতিরিক্ত কতকগুলি যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইতেছে। এইগুলি আগামী বৎসর সংগ্রহ করা হইবে। ১৯৬৬ সালে ত্রিপুরার তিনটি অগ্নি নিৰ্ব্বাপক কেন্দ্র ১৭২টি আহ্বানে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ৫৯টি ছিল বন্যা এবং একটি মোটর দুর্ঘটনা জনিত। এই সমস্ত দুর্ঘটনায় ৪ লক্ষ টাকার উপর আর্থিক ক্ষতি এবং দুইটি পশুর জীবন হানি ঘটে।

৪৫। পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে, অভ্রান্তভাবে আমাদের উপর ক্রমাগত আস্থা স্থাপন করার জন্য আমি আমাদের তরফ হইতে ত্রিপুরার জনগণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের অতীতের কার্য্যাবলীতে তাঁহাদের যে পূর্ণ সমর্থন ছিল—ইহা তাহারই বাস্তব প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নহে। আমাদের দ্বারা তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষা হইবে, এ বিষয়েও তাহারা সুনিশ্চিত। আমার সহকর্ম্মীদের পক্ষ হইতেও ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং এই আশ্বাস দিতেছি যে, যে সেবার সুযোগ আজ তাঁহারা আমাদের দিয়াছেন আমরা অন্তরের সহিত সেই কাজে আত্মনিয়োগ করিব এবং পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাদের সদিচ্ছা, সহযোগিতা ও সাহচর্য্যকে অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে আরও ভাল ফল লাভের জন্য আমরা প্রানপণ চেষ্টা করিয়া যাইব।

॥ জয়হিন্দ ॥

PRESENTATION OF BUDGET

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—With this I present before the House Budget Estimate for 1967-68 and Supplementary Estimates for 1966-67.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, you are requested to submit your Cut Motions, if any, on Demands for Supplemantary Estimates for 1966-67 within 5 p. m. on Friday, the 17th March, 1967 and those on Demands for 1967-68 within 5 p. m. on Friday, the 24th March, 1967.

(Copies of Motion on Vote on Account were then distributed to all members).

Members are requested to collect their copies of the following from the Notice Office :—

1, Budget for 1967-68 and Demands for Grants relating thereto,
2. Supplementary Demands for Grants for 1966-67.
3. Memorandum Explanatory of the Budget for 1967-68,
4. Budget Speeah of Finance Minister.

MOTION ON VOTE ON ACCOUNT

Mr. Speaker :—Next business of the House is motion on Vote on Account. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Minister in-charges of Finance Department to move his motion on Vote on Account.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,84, 38,500/-, exclusive of Charged Expenditure of Rs. 10,34,500/-, be granted, on account, for or towards defraying the charges for the following services and purposes during the year ending 31st March, 1968, namely :—

Demand No.	Services and Purposes :	Sums not exceeding : Rs.
1.	4—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax. ...	2,000
2.	9—Land Revenue. ...	7,48,000
3.	10—State Excise Duties. ...	21,000
4.	11—Taxes on Vehicles. . .	16,200
5.	13—Other Taxes and Duties. ...	200
6.	14—Stamps.	5,000
7.	15—Registration Fees.	34,500
8.	18—Parliament, State/Union Territory Legislature. ...	1,21,500
9.	19 -General Administration. ..	10,93,500
10.	21—Administration of Justice. ...	1,20,000
11.	22—Jails.	1,34,400
12.	23—Police.	31,57,000
13.	27—Miscellaneous Departments. ...	1,38,000
14.	28—E ucation.	81,45,000
15.	29 Medical.	15,30,700
16.	30—Public Health.	5,96,500
17.	31—Agriculture.	13,67,000
18.	33—Animal Husbandry. ...	6,47,800
19.	34—Co-operation. ...	2,19,200
20.	35—Industries. ...	8;47,500
21.	37—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.	7,10,500
22.	38—Labour and Employment. ...	2,29,800
23.	39—Miscellaneous, Social and Developmental Organisation.	12,95,000
24.	44 Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).	1,71,500
25.	45—Electricity Schemes. ..	7,24,500
26.	50—Public Works (including Roads).	62,85,500

Demand No.	Services and Purposes :	Sums not exceeding : Rs.
27.	52 Capital Outlay on Public Works.	65,500
28.	57—Road & Water Transport Schemes.	12,500
29.	64—Famine Relief. ...	32,500
30.	65—Pension and Other Retirement Benefits. ...	1,73,000
31.	67—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers. ...	58,800
32.	68—Stationery and Printing. ...	3,04,500
33.	70—Forest. ...	10,18,000
34.	71—Miscellaneous. ...	10,30,700
35.	76—Other Miscellaneous, Compensation and Assignments. ...	1,12,500
36.	78A—Expenditure connected with the National Emergency. ..	2,700
37.	94 Capital Outlay on Improvement of Public Health. ...	62,500
38.	95—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research. ...	2,10,000
39.	95—Capital Outlay on Industrial and Economic Development. ...	2,00,000
40.	100—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).	1,75,500
41.	101—Capital Outlay on Electricity Schemes. ...	22,75,000
42.	103—Capital Outlay on Public Works.	37,46,200
43.	109—Capital Outlay on Other Works.	96,300
44.	120—Payment of Commuted Value of Pensions. ...	7,500

Demand No.	Services and Purposes.	Sums not exceeding : Rs.
45.	124—Capital Outlay on Schemes of Government Trading. ...	92,50,000
46.	Q—Loans and Advances by the State/Union Territory Governments. ...	9,01,800
47.	Charges on account of Re-Payment of Debt. ...	3,35,700
	GRAND TOTAL :	4,84,38,500

আমাদের যে মুল বাজেট সেটা সময়ের স্বল্পতা হেতু ৩১ শে মার্চের মধ্যে পাশ করা সম্ভব হচ্ছে না তাই ৩ মাসের খরচ চালাবার জন্য একটা গ্র্যান্ট আমরা নিয়েছি এই ভোট অন এ্যাকাউনটে। ৪,৮৪,৩৮,৫০০ টাকা এই এ্যাকাউনটে আমরা নিয়েছি।

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion on Vote on Account moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Minister in-charge of Finance Department that a sum not exceeding Rs. 4,84,38,500/-, exclusive of Charged Expenditure of Rs. 10,34,500/- be granted, on account for or towards defraying the charges for different services and purposes during the year ending on 31st March, 1968.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices— YES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(no voice)

AYES have it, AYES have it, The motion is carried.

GOVERNMENT BUSINESS (Legislation)

Introduction of Appropriation (Vote on Account)

Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967)

Mr. Speaker :—Next business of the House, the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill no. 1 of 1967) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee Minister in-charge of Finance Department to move his motion for leave to introduce the Bill.

The Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee :—Mr, Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill no. 1 of 1967).

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Minister-in-charge of Finance Department for leave to introduce the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill no. 1 of 1967).

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices :—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(no voice)

Mr. Speaker :—AYES have it, AYES have it.

The leave to introduce the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill no. 1 of 1967) is granted.

(The Secretary read the long title of the bill)

Mr. Speaker :—I shall call Hon'ble Krishnadas Bhatracharjee to move his motion to introduce the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill no. 1 of 1967.

The Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to introduce the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No: 1 of 1967).

Mr. Speaker :—The question is that the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill no, 1 of 1967) be introduced.

As many as are of that opinion willl please say 'AYES'

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice)

AYES have it, AYES have it. The Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill no. 1 of 1967) is introduced.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Friday, the 17th March, 1967.

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly Assembled under the Provisions of the Government of Union Territories Act : 1963.

17th March, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 17th March, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister four Ministers, the Deputy Minister and twenty three Members.

Intimation regarding President's Assent to Bills.

Mr. Speaker :—There is no question to-day. So we take up the next item. Here is an announcement. The following Bills, received the Assent of the President on dates as mentioned against each—

1) The Appropriation (No. 4) Bill, 1966 (Bill No. 6 of 1966) ......on 6th Oct., 1966.
2) The Tripura General Clauses Bill, 1966 (Bill No. 5 of 1966) ......on 8th Oct., 1966.

These are for information of all members.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Mr. Speaker—Next item in the List of Business is the laying of Amendment to the Tripura Motor Vehicles Rules, 1954. Now I shall request the Secretary, Tripura Legislative Assembly to lay before the House the Amendment to the Tripura Motor Vehicles Rules, 1954.

Hon'ble Members may have their copies, if so desired from the Library of the Assembly Secretariat.

GOVERNMENT BUSINESS
(LEGISLATION)

Consideration & Passing of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967)

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business, the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967) is to be taken into consideration.

Mr. Speaker :—I call on the Hon'ble Minister in-charge of Finance Department to move his motion for consideration of the Bill.

The Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker :—Now any member can speak.

(No member spoke)

Mr. Speaker :—Then there is no member to speak. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Minister in-charge of Finance Department that the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices :—"AYES")

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

"AYES" have it, AYES have it. The motion is carried.

Clause 2. do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES',

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

AYES have it, AYES have it.

Clause 3. do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices—AYES)

As may as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

AYES have it, AYES have it.

Mr. Speaker :—Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

AYES have it, AYES have it.

Clause 1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice)

AYES have it, AYES have it.

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

AYES have it, AYES have it.

Mr. Speaker :—Next business before the House is the Passing of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967). I shall now request the Hon'ble Minister in-charge of Finance Department to move his motion for Passing of the Bill.

Hon'ble The Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is that the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1967 (Bill No. 1 of 1967) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Mr. Speaker :—Ayes have it, Ayes have it.

The Bill is passed.

The House stands ajourned till 11 A. M. on Monday, the 20th March, 1967.

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly Assembled Under The Provisions of The Government of Union Territories Act : 1963.

20th March, 1967.

The House met in the Assembly Chamber Agartala at 11 A. M. on Monday, the 20th March, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister four Ministers, the Deputy Minister and eighteen members.

Mr. Speaker :— There is no question to-day, so we take up next item.

CALLING ATTENTION

Hon'ble S. L. Shingh —Hon'ble Speaker, Sir, there is one Calling attention Notice.

Mr. Speaker :— Yes, I have received a Calling Attention Notice from Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. on the subject "Acute scarcity of Baby food and steps taken to meet the situation". I have given consent to the Motion of Shri Aghore Deb Barma to-day. Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. will now please read his Calling Attention.

Shri Agore Deb Barma :— Hon'ble Speaker, Sir, my calling attention Notice is that "Acute scarcity of baby food and steps taken to meet the situation."

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Minister incharge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

The Hon'ble S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, the statement will be given on 28th March, 1967.

Mr. Speaker :— The statement will be given on 28th March, 1967.

Government Business (Financial).

General Discussion on Snpplementary Estimates for 1966-67.

Mr. Speaker :— I would like to draw the attention of the Hon'ble Members to the scope of dabate on the Supplementary Estimates which is to be confined to the items constituting the same and no discussion is permitted to be raised on the original grants nor policy underlying them save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

When the Supplementary demand does not refer to any new service, there cannot be any discussion of principle or policy.

Before the discussion begins I would request the Members to give me their names who would like to participate in the debate so that I shall be able to arrange the time schedule for them.

Hon'ble Members, to-day this House is to dispose of 27 Demands for Grants along with the 13 cut motions. Besides, there will be general discussion on the Supplementary Grants forthe year 1966-67. The Programme of the Assembly being tight to-day I will be in a position to allot very little time to the members, but urgency of the matter is such as we will have to dispose of all the Demands to-day. Members' therefore, are requested to be very brief in their discussion. On the original grants under these demands, detailed discussions were allowed during the Budget Session of the last year. Besides, this scope for discussions on the Supplementary Grants being very limited I have decided to allot 1½ hours for general discussion and remaining hours I will utilise for the Demands for Grants and cut motions and introduction of Appropriation Bill. I hope, the Members will co-operate with me. Allotment of time will be as follows :—

General discussion—90 minutes,

Demand for grants with
cut motions—200 ,,

Appropriation Bill. 10 ,,

Opposition will get 100 minutes for 13 Cut Motions.

— 13 X 6 = 78 minutes.

Right of reply = 22 ,,

100 ,,

Ruling Party

for 11 group of Demands 11 x 7 77 ,,

Right of Reply (Finance Minister) — 23 ,,

100 ,,

মিঃ স্পীকার :—জেনারেল ডিস্কাশন হবে আধাদের ৭০ঘ. মিনিট এবং ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্টস উইদ কাট মোশান হবে ২৭৩ মিনিট। এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান বিলের উপর ডিবেট হবে ১৮ মিনিট। বিরোধী পক্ষ পাবেন ১০০ মিনিট, ১৩টি কাট মোশানের জন্য, রাইট অব রিপ্লাই থাকবে ৫৫ মিনিট। রুলিং পার্টি এগারটি গ্রুপের জন্য পাবেন ৭৭ মিনিট এবং রাইট অব রিপ্লাই, ফিনান্স মিনিস্টার পাবেন ২৩ মিনিট।

মাননীয় সদস্যদের ইনফরমেশানের জন্য আরেকটি বিষয় আমি জানাচ্ছি যে জেনারেল ডিস্কাশান হবে ৯০ মিনিট, তার মধ্যে ৪৫ মিনিট পাবেন রুলিং পার্টি এবং ৪৫ মিনিট পাবেন বিরোধী দল।

Now I would call on Shri Bidya Chandra Deb Barma, Leader of the Opposition to open the discussion on Supplementary Estimates.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—মাননীয় Speaker Sir, এই বাজেটে যে সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ ভূমি রাজস্ব খাতে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এই দপ্তরের প্রধান কাজ হল জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের কাজ এবং তাদের জমি বণ্টন ও এই কাজগুলি অতিসত্বর তরান্বিত করা এবং যাদের সিলিং এর উপর জমি আছে তাদের জমিগুলি সরকারের হাতে লইয়া গিয়া জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের মধ্যে যে বিলি বণ্টন করা দরকার তার জন্য ব্যবস্থা করা। ১৯৬৪ সালের ১৩ মার্চ্চ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে সরকারের হাতে খাস জমি ছয় লক্ষ একরের মত আছে। যদি সেই জমিগুলি আমরা অন্ততঃ ছয় একর করে প্রতি জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের দিতে পারি তাহলে পরে এক শত পরিবার সেখানে পুনর্ব্বাসন পাইতে পারে। কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এখানে ভূমিহীন এবং জুমিয়াদের সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ হাজার এরও বেশী দাঁড়াইয়াছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ দিনের পর দিন বাড়তির দিকে চলেছে। কমপক্ষে ৯ হাজার জুমিয়া ভূমিহীন ইতিমধ্যে পুনর্ব্বাসনের জন্য দরখাস্ত করেছে এবং আমরা এখন দেখছি যে রাজনৈতিক স্বার্থের জন্যই তাদের ক্ষুধাকে নিবারণ করতে গিয়ে আমাদের এই নির্ব্বাচনের মারফতে ভূমিহীনদের বিরুদ্ধে ভূমিহীনদের লেলাইয়া দিয়া একটা সংগ্রামের সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারা যায়, খোয়াইয়ে একটা এলাকায় ভূমিহীনদের বিরুদ্ধে ভূমিহীনদের লেলিয়ে দিয়ে ঠিক সেই রকমেই দাঙ্গা হাঙ্গামা চলেছে। ঠিক সেই রকম নির্ব্বাচনের আগে মোহনপুরে ভূমিহীনদের মিটিংএ বলা হয়েছে যে বিজয়নগরে জমি আছে, সেখানে বিজয়নগরে জমি দেওয়া হবে। কিন্তু বিজয়নগরে জমি কোথায়? আজ পর্য্যন্ত বিজয়নগরে ভূমিহীনদের কোন পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় নাই এই নির্ব্বাচনের পর। ১৯৬৪ সালের ৫ই ডিসেম্বর এই বিধান সভায় বলা হইয়াছিল জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের বেলায় কোন রকম নজরানা নেওয়া হবে না। তাই আমরা এখানে দাবী করছি সেই নজরানাটা কিছুটা কমিয়ে অন্ততঃ অর্দ্ধেক পরিমাণে তাদের নজরানা সংশোধন করার জন্য।

তারপর এখানে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা সেই টাকা গুলির ব্যাপারে আমি অন্ততঃ এই কথা বলি যে নির্ব্বাচনের ব্যয়ের টাকা পুরণের জন্য এই ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজেই ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের প্রয়োজনে যদি সেই টাকা কাজে লাগানো হত তাহলে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। কিন্তু এই টাকা ভূমিহীনদের কাজে লাগবে বলে আমার মনে হয় না। কাজেই অন্য কাজে ব্যয় না করে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে এই টাকাগুলি পুনর্ব্বাসনের কাজে লাগে তার জন্য আমি দাবী করছি। এই হল আমার বক্তব্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা বলে যে অ্যাড্রেস করা হয়েছে তাতে আমি আপত্তি করছি। কারণ বিদ্যা দেববর্ম্মা মার্কসবাদী এবং তাকে বিরোধী দলের নেতা হিসাবে মানতে আমার কোন সম্মতি নাই এবং স্বীকৃতি নাই। কাজেই বিরোধী দলের নেতা বিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা হতে পারেন না।

Mr. Speaker :—I shall give my ruling afterwards. You may please go on.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রাখা হয়েছে এই হাউসের সামনে, এটা মোটামুটিভাবে খরচ প্রায় হয়ে গেছে এবং শুধু ফর্মালিটি মেন্টেন করার জন্যই এই বাজেট রাখা হয়েছে। তবে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার একটা কথা হাউসের সামনে রাখতে হয় যেটা খুব মূল্যবান। কারণ ত্রিপুরা সামগ্রিকভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। এখন পর্য্যন্ত তার সমস্ত কিছু কৃষির উপর নির্ভর করছে। সেই দিক দিয়ে যদি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব যদিও সরকারী পক্ষ থেকে কৃষির উপর জোর দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি অনেক কথা আমরা শুনছি কিন্তু কার্য্যতঃ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে সেইরকমভাবে কোন রকম ব্যয় বরাদ্দ করা হয় নাই। যা করা হয়েছে তা অনেকটা ফর্মালিটির মত। কাজেই মোটামুটিভাবে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের যে পলিসি ষ্টেটমেন্ট হাউসে রাখা হয়েছে তার মধ্যেই উল্লেখ আছে যে কারেন্ট ফিনান্সিয়াল ইয়ারে বন্যার এবং অনাবৃষ্টির এবং অতিবৃষ্টির ফলে বহু জায়গায় ত্রিপুরার ফসল নষ্ট হয়েছে। যদি তাই সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই কথা আজকে বলতে বাধ্য যে ত্রিপুরার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এবং কৃষকদের সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে অন্ততঃ সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে তার ব্যয় বরাদ্দ বেশী থাকা প্রয়োজন ছিল। এটা নাই।

আর রেভিনিউ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে যদি অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির ফলে ফসল ইত্যাদি নষ্ট হয়ে থাকে তাহলে সেখানে কৃষকদের যথোপযুক্ত সাহায্যের এবং বকেয়া খাজনা ইত্যাদি মকুব করার প্রশ্ন আছে। কিন্তু সেখানে সেটা নাই। তবে এখানে ফর মেন্টেনিং এক্সপেণ্ডিচার অনেক জুমিয়া সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট অব ল্যাণ্ডলেস ট্রাইবেল ইত্যাদি একটা রুজ আছে। যেটা ডিমাণ্ড নাম্বার ২এর মধ্যে আছে, ল্যাণ্ড রেভিনিউ এর

মধ্যে। সেটা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে সরকার যে স্কীম বা পরিকল্পনা বা প্রকল্প নিয়েছেন তার মাধ্যমে জুমিয়া এবং ল্যাণ্ডলেস পেজেন্টস্‌দের ভূমিতে বসানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। সেগুলি যদি যথাযথভাবে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। কারণ যে পরিমাণ তাদের সাহায্য দেওয়া হয় সেই পরিমাণ জুমিয়া এবং ল্যাণ্ডলেস এর যে গ্র্যান্ট সেই গ্র্যান্ট দিয়ে তাদের অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। এই কথা সরকার স্বীকার করেছেন। কিন্তু কার্যতঃ যেভাবে করা হয়েছিল সেইভাবেই আছে। অতএব তাদের গ্র্যান্ট বা অর্থ সাহায্য যদি বাড়ানো না হয় তাহলে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আজ পর্যন্ত যে নিয়মের মাধ্যমে তাদিগকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে ঠিক সেইভাবে কাগজপত্রে পুনর্বাসন হবে কার্যতঃ তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বসন হবে না। ফলে ত্রিপুরার যে উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়ানোর দরকার, তার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সেটা অনেকটা প্রহসনে পরিণত হয়েছে এবং হতে বাধ্য।

আর নাম্বার ৮—পার্লামেন্ট, ষ্টেট অব ইউনিয়ন টেরিটরী এবং লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী সম্পর্কে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে যেমন ২,৩১,৯০০ টাকা, এটা আমাদের রুলিং পার্টি দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন বলে আমি এখানে অভিযোগ করতে বাধ্য। কারণ যে ফ্রি অ্যাণ্ড ফেয়ার ইলেকশান হওয়ার কথা ছিল তার মধ্যে আমরা দেখেছি কিভাবে সরকারীপক্ষ এই সরকারী টাকাকে নির্বাচনের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছেন। তার নজীর হয়ত দিয়ে শেষ করা যাবে না। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যে সমস্ত মিটিং মুখ্যমন্ত্রী করতে গিয়েছিলেন তার আগে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট গিয়েছে। অনেক সময় এস, ডি, ও, ও যেতেন। পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে সিনেমা দেখানো হয় প্রথম, তারপরে লোক সমাগম হলে মিটিং আরম্ভ হয়। এইভাবে সরকারী অফিসার এবং সরকারের বিভিন্ন ইন্‌ষ্ট্রুমেন্টকে নির্বাচনের পক্ষে উনারা ব্যবহার করেছেন। কাজেই এই যে টাকা এটা অনেকটা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

গত নির্বাচনের ছয় মাস আগে রিলিফ খাতে যেসমস্ত টাকা ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছিল, যখন ত্রিপুরাতে বিভিন্ন কারণে—ফ্লাডের কারণে বা অনাবৃষ্টির কারণে যেখানে যেখানে রিলিফ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল সেই সমস্ত জায়গায় রিলিফ দেওয়া হয় নাই। সেই টাকাগুলিকে নির্বাচনের পার্পাসে ব্যয় করার জন্য রাখা হয়েছিল। যথাসময়ে অর্থাৎ নির্বাচনের সময়ে, যখন টেষ্ট রিলিফের সময় ছিল না, সেই সময়ে টাকাগুলিকে যেখানে সেখানে টেষ্ট রিলিফের কার্যে খরচ করা হয়েছে। তদুপরি চীফ মিনিষ্টারের নিজস্ব একটা তহবিল ছিল সেই টাকাগুলিও নিজের নির্বাচনের ব্যাপারে ব্যয় করেছেন। এইভাবে শুধু একটি দুইটি নয়, আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, সমগ্র এলাকার কথা আমি বলছি না, শুধু আমার এলাকার ঘটনা দিয়ে আমি হাউসের সামনে কয়েকটা ঘটনা আলোচনা করতে চাই। আমার এলাকায় কংগ্রেস পক্ষ থেকে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন তার কথায় যেখানে যেখানে জমিয়াদের নামের লিস্ট করা যায়, সেইভাবে রাস্তার কাজগুলি দেওয়া হয়,

পুকুরের কাজগুলি দেওয়া হয়। যেখানে ব্লকের মধ্যে রেডিওর কোনদিন মঞ্জুর ছিল না, মঞ্জুর ছিল কিনা জানতাম না, সেখানে রাতারাতি একটা এলাকার মধ্যে ছয় সাতটি করে রেডিও বিলি করা হয়েছে। রাস্তার কাজের জন্য যেখানে দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করার কথা, সেখানে মাত্র দুই হাজার টাকা খরচ করে বাদ বাকী যারা কংগ্রেস পাণ্ডা, যারা কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে খেটেছেন, তাদের উপহার দেওয়া হয়েছে, এই চলছে অবস্থা। এইভাবে সরকারী টাকগুলি অপচয় করা হয়েছে, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। তদুপরি নির্ব্বাচনের সময় আমরা আরও দেখি, যে সমস্ত সরকারী বড় বড় অফিসার, যেমন আমাদের এ, ডি, এম, সিভিল সাপ্লাই কনেট্রোলার মানিক গাঙ্গুলী একজন আছেন, তদুপরি আরেকজন এস, আর, চক্রবর্ত্তী উনি সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে এই কংগ্রেসের নির্ব্বাচনের পক্ষে প্রচার প্রপাগাণ্ডা করেছেন। এস, আর, চক্রবর্ত্তীকে সকলেই জানেন সরাসরি তিনি কংগ্রেস কর্মী বললেই চলে। প্রায় রাত্রিতেই মিটিং ডেকে কংগ্রেসের নির্ব্বাচনের কাজে অংশ গ্রহণ করেছেন। আর এই নির্ব্বাচনে পি, ডব্লিউ, ডি, হউক, এগ্রিকালচারই হউক বা বিভিন্ন ইনডাষ্ট্রি হউক, যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের আণ্ডারে ব্যয় বরাদ্দ ছিল, সমস্ত টাকাটা এক সঙ্গে নির্ব্বাচনের সময় খরচ করে ভোটারদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে নির্ব্বাচনে যাতে কংগ্রেস জয়লাভ করতে পারে সেইভাবে টাকাগুলি ব্যয় করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন জায়গার মধ্যে কাকে কাকে কৃষি দাদন দিতে হবে, কার নামে পুকুর কাটাতে হবে, কার বাড়াতে রিং ওয়েল-টিউব ওয়েল মঞ্জুর করা হবে, সেই এলাকার যে কংগ্রেস নির্ব্বাচন প্রার্থী, তার ইনষ্ট্রাকশান মতে বা তাদের কথায় সমস্ত কিছু হয়েছে। কাজেই আমি মনে করি সাপ্লীমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর এ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে ভাষণ দিয়েছেন সেটা অনেকটা কংগ্রেসের নিজস্ব নির্ব্বাচনায় ভাষণ, * সেই সমস্ত টাকা নির্ব্বাচনে ব্যয় করেছেন, কাজেই এই ব্যয়বরাদ্দ আমি অন্ততঃ সমর্থন করতে পারিনা।

তদুপরি আজকে আমরা আরও দেখতে পাই সরকারী অফিসাররা জীপ বা অন্যান্য যে সমস্ত সরকারী যন্ত্রপাতি, এগুলি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে ব্যবহার করার পরেও আমরা আরও দেখতে পাই, হয়ত রুলিং পার্টি বা কংগ্রেস পক্ষ তারা ২৭টি সীট পেয়ে খুব আনন্দে উৎফুল্ল, কিন্তু একটা জিনিষ আজকে যদি লক্ষ্য করতে হয়, তাহলে দেখতে হবে যে আজকে উনারা যে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এখানে জয়যুক্ত হয়েছেন, তা সত্যই আগামী দিনের এই রুলিং পার্টিকে আস্তাকুঁড়ের নর্দ্দমায় ফেলে দেবে। এই সম্ভাবনা আজকে সত্যই খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। একথা আমি কেন বলছি, কারণ নির্ব্বাচনের সময় রুলিং পার্টি হিসাবে যে রকম নিরপেক্ষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার তাদের ছিল উনারা তা করেন নাই। বিভিন্ন এলাকার মধ্যে গুণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছেন। আমার এলাকার ঘটনা সম্পর্কে আমি নিজে জানি। কংগ্রেস সেখানে কিছু গুণ্ডা লাগিয়ে আমাকে মারার সেখানে চক্রান্ত করেছিল। আমরা যখন মিটিং করছিলাম, তখন জোরজবরদস্তি করে এবং পাটকেল ছোঁড়ে মিটিং পণ্ড করে দেয় এবং আমাদের অফিস ঘর এবং আসবাবপত্র ভেঙ্গে চুড়মার করে দেয়। সেখানে পুলিশ,

আর্ম্ম পুলিশ বাধা দেওয়া সত্বেও তারা বাধা মানে নাই, কিন্তু কার্যাত দেখা গেল যারা গুণ্ডামি করেছিল বা অত্যাচার, উৎপীড়ন করেছিল তাদেরকে পুলিশ কিছুই করলেন না কারণ কংগ্রেস'এর টুপি মাথায় দিলেই তারা সাত খুন করলেও তাদের কোন কিছু হয়না, অর্থাৎ পুলিশ সরকার, যদি কেউ অন্যায় করে এবং সে যদি কংগ্রেস পক্ষ হয় তবে তার কোন রকম বিচার নাই, যারা অন্যায় করলেন তাদের এ্যারেস্ট পর্য্যন্ত করলেন না, এই হচ্ছে অবস্থা। শুধু তাই নয়, আমরা আরও দেখছি কংগ্রেস পক্ষ থেকে এইবার নির্ব্বাচনে যে দুর্নীতি এবং যে নীতি তারা আশ্রয় নিয়েছেন অর্থাৎ অনেকগুলি লীফলেটে—সাম্প্রদায়িক প্রথার ভিত্তিতে নির্ব্বাচন পরিচালনা করার চেষ্টা তারা করছেন। আমি আমার এলাকার কথা দিয়েই বলছি। আমার এলাকায় কংগ্রেস পক্ষ থেকে বাঙ্গালী সেন্টিমেন্টকে আঘাত করার জন্য বলেছেন যে "অঘোরের জয় অর্থ টিপরার জয়"। ঠিক এইভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে যেটা সংবিধান বিরোধি, যেটা নির্ব্বাচন ফেয়ার এবং ফ্রী হওয়ার ব্যপারে অত্যন্ত মারাত্মক অন্যায়, সেই ভিত্তিতে আজকে কংগ্রেস পার্টি এই ত্রিপুরার নির্ব্বাচনে জয়ী হয়েছেন। এমনকি নৃপেন চক্রবর্ত্তী, বীরেন দত্ত বাঙ্গালী হয়েও বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ করতে চান, এইভাবে হাজার হাজার লীফলেট তারা ছেড়েছেন। এবং বাঙ্গালীর সেন্টিমেন্টকে বিষাক্ত করে তুলেছেন, আমাদের যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী সেন্টিমেন্টকে উত্তেজিত করে তুলেছেন। এই সমস্ত অন্যায় কাজ আজকে তারা করেছেন। তদুপরি নির্ব্বাচনের সময় আমরা তিন তিনটি নির্ব্বাচন দেখেছি। অনেক ক্ষেত্রে নির্ব্বাচনের সময় আমরা দেখতে পাই যে পোলিং সেন্টারে যে সমস্ত অফিসার, অবশ্য সমস্ত অফিসার যারা পোলিং ষ্টেশানে ছিলেন যেমন পোলিং অফিসার, রিটার্নিং অফিসার, প্রীসাইডিং অফিসার তারা সকলেই খারাপ, একথা আমি অবশ্য বলবনা, কিন্তু কতকগুলি অফিসার এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে যে..........

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, Gundami in your speech is unparliamentary. please withdraw it.

Shri Aghore Deb Barma :—Yes, withdrawn.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিটেলস আলোচনার সময় এটা বিষদভাবে বলার চেষ্টা করব, এইভাবে এইবারে ত্রিপুরার নির্ব্বাচনকে রুলিং পার্টি অর্থাৎ কংগ্রেস পক্ষ প্রায় প্রহসনে পরিণত করে দিয়েছেন। পোলিং সেন্টারগুলিতে যে সমস্ত ভোট হয়েছে, কাউন্টিং'এর সময় দেখা যায়—একটা দুইটা জায়গা নয়, অনেক জায়গায় দেখা যায় ব্যালট পেপার'এর কোন হিসাব নাই। প্রায় জায়গাতে পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, ক্রমেশাই ব্যালট পেপার'এর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে এই দুর্নীতির মাধ্যমে কংগ্রেস পক্ষ ত্রিপুরার বিধান সভায় আসন গ্রহণে সক্ষম হয়েছেন, এই হচ্ছে আমার ধারণা। তদুপরি আর একটা ঘটনা হচ্ছে জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের মধ্যে, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২২—এখানে ত্রিপুরার সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে কিছু বক্তব্য রাখতে হয়, আর এ রিভাইজড পে—স্কেল অনেক দিন থেকে চালু হয়ে গেছে। কিন্তু

এখন পর্য্যন্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের একটা অংশকে রিভাইজ্‌ড পে স্কেল এর হারে কোন বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে না। তদুপরি অ্যানমেলিস্‌ তো আছেই। একই পোষ্টে চাকরী করে অথচ দুই রকমের বেতনের হার আছে। এটা যে সরকার কি করবেন না করবেন এই সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে কিছুই বলা হচ্ছে না। এইগুলি করা দরকার। তাছাড়া বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টর মধ্যে যে সমস্ত কর্ম্মচারী আছে ৮/১০ বছর ধরে চাকরী করছেন অথচ তাদের কোয়াসী পার্ম্মানেন্ট, পার্ম্মানেন্ট তো দূরের কথা কোয়াসী পার্ম্মানেন্ট পর্য্যন্ত ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে না, তাদের ভেরিফিকেশন হচ্ছে না এইরকম বহু কেস্‌ আছে। সরকার তরফ থেকে বড় বড় কথা বলেন কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করা হচ্ছে না। তাছাড়া সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেক পক্ষপাতিত্ব আছে। একই ডিপার্টমেন্টে চাকরী করে, বিভিন্ন পোষ্ট বা ক্যাটাগরী থাকতে পারে, কিন্তু সকলেই কর্ম্মচারী। কেউ মেডিক্যাল রি-ইমবার্সমেন্ট পায়, আবার কেউ পায় না। যারা পায় না তাদের যে কি অপরাধ এই সম্পর্কে সরকারের কোন বক্তব্য নাই। এই সম্পর্কে তারা কিছু করছেন না। আর হাউস রেন্ট সম্পর্কেও তাই। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে অনেকে হাউস রেন্ট পায়, আবার অনেকে পায় না। এগুলি সরকারের খুব বিবেচনা করা দরকার যাতে সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা পায়। একই ডিপার্টমেন্টে চাকরী করবে; সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী, কেউ সুযোগ সুবিধা পাবে আর কেউ পাবে না এইরকম একটা আইন থাকা উচিত নয়। এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এইগুলি রেগুলেরাইজ করা হয়।

Demand No 9 (a)—For meeting the miscellaneous expenditure meant for schemes under Welfare of Backward classes, provision for which exists under Demand No. 34—Miscellaneous. Suplementary Grant is necessary as re-appropriation cannot be made from one Grant to another. এই সম্পর্কে যে একটা হেড আছে সে সম্পর্কে আমার একটা বক্তব্য আছে। সেটা হল ত্রিপুরার মধ্যে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস্‌ বা সিডিউল্ড কাষ্ট এই শ্রেণীর অংশ মোটেই কম নয়। আজকে যদি সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরাকে উন্নত করতে হয় তাহলে যে সমস্ত তফশীলি সম্প্রদায় বা অনুন্নত সম্প্রদায় আছে তাদিগকে সমানভাবে উন্নতির, অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা দরকার। যদিও সরকারীভাবে অনেক প্রকল্প আছে কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখছি, অভিজ্ঞতার দিক থেকে আমরা দেখি যে তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। বরঞ্চ আজকে কংগ্রেসের রাজত্বে এটা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। যারা ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস, যারা সিডিউল্ড কাষ্ট তাদের অর্থনৈতিক যে অবস্থা, তা আজকে দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। অনেক সময় আমরা শুনি যে গ্রামাঞ্চলে তাদের অনাহারে মৃত্যু ঘটছে। এই অবস্থার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে টাকাগুলি খরচ করা হয়েছে তাদের উপকারের বা উন্নতির জন্য সেই টাকাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় নি। অনেকটা প্রহসনের মতই এইগুলি ব্যয় করা হয়েছে। যদি এই টাকাগুলি ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হত

তা লে তাদের অনেকে অর্থনৈতিকভাবে এস্টাব্লিশড্ হতে পারত। কিন্তু দিনের পর দিন তাদের অবস্থা আরও খারাপের দিকে চলেছে। আজকে ভাল করে বাজেটের টাকাগুলি খরচ করা দরকার নতুবা ত্রিপুরার একটা বিরাট অংশ যদি দিনের পর দিন অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির কথা হয়ত কংগ্রেসী বন্ধুরা যদিও ঢাকঢোল পিটিয়ে অনেক সময় বলতে পারেন। কিন্তু কার্য্যতঃ উন্নতি হইবেই না বরঞ্চ তাদের অভাব দিনের পর দিন বেড়েই চলবে। এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র। কাজেই যে ব্যয় বরাদ্দ এই খাতে রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয় এবং বাস্তবিকই যদি তাদের উন্নতি করার ইচ্ছা রুলিং পার্টির থেকে থাকে তাহলে বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করেই তাদের ব্যয় বরাদ্দ করা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১০—অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাস্টিস্। এই সম্পর্কে আমরা গত ৫ বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাব এনেছি, কাটমোশন এনেও আমরা বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি। ত্রিপুরার যে বিচার বিভাগ তাকে যাতে আলাদা করা হয় সে সম্পর্কে আমরা বিভিন্নভাবে বক্তব্য রেখেছি। তদুপরি ত্রিপুরার মধ্যে একজন পার্মানেন্ট জুডিসিয়াল কমিশনার থাকা দরকার, সেই সম্পর্কেও বলা হয়েছে। কিন্তু অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাস্টিস্ এর মধ্যে বর্তমানে যে অবস্থা চলছে এই অবস্থার অবসান ঘটানো দরকার এবং আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে সরকারের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করছি।

আর একটা কথা হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার—১২ (পুলিশ) হোম। এখানে

(i) deputation of Andrah Pradesh Special Police in this Territory

and

(ii) increase in re-imbursement Cost of Bihar and Uttar Pradesh Governments for deputation of B. M. P. and P. A. C. in Tripura.

অর্থাৎ ত্রিপুরার জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তার জন্য বা সীমান্ত রক্ষার জন্য আজকে তাদের এখানে আনা হয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু আজকে বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে আমরা কি দেখতে পাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যদিও এই রাজ্যে পুলিশ বাহিনী বাড়ানো হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—আপনার আর আট মিনিট সময় আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—আমি তাড়াতাড়ি শেষ করছি। আমার এখানে বক্তব্য ত্রিপুরায় বহু বেকার আছে যারা কোন কাজ পাচ্ছে না যার ফলে তাদের যে কি অবস্থা তা বলার নয়। সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরাকে অন্ততঃ যে সমস্ত পুলিশ বাইরে থেকে আনতে হয় সেগুলিতে অন্ততঃ ত্রিপুরা থেকে রিক্রুট করা দরকার। আর একটা দিক হল পুলিশ যদিও বাড়ানো হচ্ছে, বর্ডার থেকে গরু পাচারের সংখ্যা ততই দিন দিন বাড়ছে। আজকে যদি সরকারের এই উদ্দেশ্য হয় যে বর্ডার রক্ষা করবেন তাহলে যে সমস্ত মূল্যবান গরুবাছুর, মালপত্র পাচার হয় রক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তার জন্যই যদি পুলিশ প্রয়োজনীয় হয়ে থাকে এবং তার জন্যই যদি আজকে পুলিশ ফোর্স বাড়ানো হয়ে থাকে তাহলে এই দিনের পর দিন গরু পাচার বাড়ছে কেন? এই কথাটা ভালভাবে আলোচনা হওয়া দরকার। আমি উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি যে গত দুই মাসের মধ্যে

যে গরু চুরি হয়েছে তার সম্পর্কে আমি পড়ে বিরাট লিষ্ট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি পড়ে শুনাতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এখন এটা পড়ছি না। হ্যাজামারা নামে একটা জায়গা থেকে গত দুই বছরের মধ্যে পাঁচ শতাধিক গরু চুরি হয়ে গেছে।

তা-ছাড়াও এই আগরতলা টাউনের সংলগ্ন অনেক যায়গায় বহু চুরি হচ্ছে। রামনগরের মধ্যে কিছু দিন আগে ১২।৩।৬৭ ইংরেজী তারিখে রাত্রি দুইটার সময় পশ্চিম রামনগরবাসী শ্রীসুরেশ চন্দ্র ভৌমিকের বাড়ী থেকে তিনটি গরু চুরি হয়ে গেছে, আরেকজন জীতেন্দ্র সুতার—বেলা প্রায় আড়াইটার সময় তার গরু চরি হয়ে যায়, প্রফুল্ল দেবনাথের চারটি গরু চুরি হয়ে যায়, এইভাবে অনেকগুলি গরু রামনগর টাউন প্রপার থেকে পর্য্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায়। কাজেই আমি শুধু হাজামারার কথা বলছি না, শুধু টাউন রামনগরের কথা বলছি না, ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত—বিশালগড় দক্ষিণ, রাঙ্গাপানীয়া বা রামনগর প্রভৃতি এলাকা আছে, সাব্রুমের বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত বর্ডার এলাকা, এই এলাকার মধ্যে আজকে গরু পাচার যে ভাবে হচ্ছে এটা যদি রোধ করা না যায়, ত্রিপুরার ভবিষ্যত অন্ধকার বলতে হবে। বর্ত্তমান দুর্দিনের সময় একটা গরু কিনতে কৃষকের জান বেরিয়ে যায়, এই অবস্থার মধ্যে যদি দিনের পর দিন সমস্ত কৃষকের গরু চরি হয়ে যায়, সেটা যদি সরকার রক্ষা করিতে না পারেন, তাহলে আজকে কৃষকের দুর্দিন এবং ত্রিপুরার ভবিষ্যত অন্ধকার। খাদ্যোৎপাদন কিভাবে যে বাড়বে, সরকার পক্ষ যে কি ভাবে এই সব বড় বড় স্বপনের কথা বা প্রকল্পের কথা বলেন আমি বুঝতে পারি না। সাধারণ একটা গরু চুরি পর্য্যন্ত বন্ধ করতে পারেন না অথচ পুলিশ দিনের পর দিন বাড়ান হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে গরু যে হারে পাচার হচ্ছে তার সঙ্গে কম্পিটিশান করে পুলিশ বাড়ান হচ্ছে। কাজেই এই ভাবে পুলিশ বাড়ানর যে কি অর্থ আমি বুঝি না। যদি বাড়াইয়াই থাকি, তাহলে জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তা, সম্পত্তির নিরাপত্তা করা দরকার। কিন্তু তাদের ব্যর্থতার দিকটাই বড়। কাজেই এইভাবে পুলিশ বাইরে থেকে আনয়ন করে ত্রিপুরার বর্ডার রক্ষার নামে যে টাকাগুলি খরচ করা—আমি মনে করি একটা অপচয় করা।

যাহা হউক, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি খুব ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না, মোটামুটি ভাবে আজকে সরকার যে সাপ্লীমেন্টারী বাজেট এখানে রেখেছেন সেটা অবশ্য পাশ করবে, হয়ত খরচও হয়ে গেছে কিন্তু জনসাধারণের জন্য বা যে উদ্দেশ্য নিয়ে সাপ্লীমেন্টারী বাজেট পাশ করা হবে, সেই উদ্দেশ্যকে যদি যথাযথভাবে কার্য্যকরী করা না হয়, ঠিক ঠিকভাবে খরচ না করা হয় সেটা অনেকটা অপচয়ই হবে। কাজেই আজকে বিভিন্ন ডিমার্টমেন্টের মধ্যে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার উপর আমার অবশ্য অনেকগুলি বক্তব্য ছিল, আমি অবশ্য এখন বলছিনা, মেইন বাজেট আলোচনার মধ্যে আমি আলোচনা করতে চেষ্টা করব। তবে এখানে বিভিন্ন ডিমার্টমেন্ট খাতে যে সমস্ত টাকার ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে সেটা যাতে ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হয় এবং জনতার ঠিক ঠিক উপকারে আসে, যাতে ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক উন্নতি এবং

অগ্রগতি বিধানের পক্ষে সহায়ক হয়, সেকথা অবশ্য আমি বলব। কিন্তু রুলিং পার্টি আজকে তা না করে যাতে দলীয় স্বার্থ ভারি হয় এবং দলীয় ক্ষমতা বাড়ে এবং দলের মধ্যে অর্থ নৈতিক সাহায্য দেওয়া যায় সেই ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যে এই টাকাগুলি খরচ করেছেন, সেই অবস্থা যদি ত্রিপুরাতে চলতে থাকে তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতি দূরের কথা, ত্রিপুরাকে অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের মুখেই পরতে হবে। কাজেই এই সাপ্লীমেন্টারী বাজেট কস্তৃতার মধ্যে আমি একথাই বলতে চাই, যাতে রুলিং পার্টি তাদের দৃষ্টিভংগী পরিবর্ত্তন করেন নতুবা আজকে ভারতবর্ষের যে চেহারা, আজ যে অবস্থা চলছে, ত্রিপুরার যে রুলিং পার্টি, কংগ্রেস বন্ধুগণ, উনাদেরও একদিন আজকেই হউক, দুইদিন পরেই হউক, আস্তাকুড়ের নর্দ্দমার মধ্যে যেতে হবে। তার জন্য আপনারা যদি প্রস্তুত থাকেন তাহলে আমার বলার কিছু নাই। ইতিমধ্যে কিছুই যদি পরিবর্ত্তন না করতে পারেন তাহলে আপনাদের সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে যে অবস্থা ঘটেছে, আপনাদেরও তাই হবে, এই কথা আমার বক্তব্যের মধ্যে আমি রাখছি।

Mr. Speaker :—Now the term of Ruling Party comming. Any member from the Ruling Party may speak.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সাপ্লীমেন্টারী বাজেটে বিগত বৎসরের বিভিন্ন বিভাগের যে সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থের প্রয়োজন হয়েছে তাই চাওয়া হয়েছে, সেগুলো ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগের জনকল্যাণমূলক এবং অন্যান্য কাজ করতে গিয়ে দরকার হয়েছে, সেটার চেহারা বাজেটের মধ্যে সুস্পষ্ট করে তোলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বাজেট বরাদ্দকে সমালোচনা করতে গিয়ে বিরোধি দলের সদস্য যে কয়টি কথা বলেছেন, আমি তার উত্তর দিতে চাই। তারা বাজেটে যে উদ্বৃত্ত অর্থ নেওয়া হয়েছে, অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেস দল তাদের নির্ব্বাচনের সুবিধার জন্য এই অর্থ নিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আপনি যদি ত্রিপুরার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাজেটগুলি দেখেন যে পূর্ব্ব বৎসরে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের জন্য সাপ্লীমেন্টারী বাজেট যে করা হয়েছে তার সঙ্গে যদি এইবারের যে সাপলিমেন্টারী বাজেট সেটা যদি একসঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয় অন্যান্য বছরের সঙ্গে যে প্রপোর্শনে করা হয়েছিল, এইবার ঠিক সেই ধরণের, সেই প্রপোর্শনেই ব্যয় বরাদ্দ হচ্ছে। কারণ আমরা যখন বাজেট করি তখন কতকগুলি আনফোরসিন—যার ব্যয়গুলি পূর্ব্বাহ্নে ঠিক চিন্তা করা যায় না যে কি হবে না হবে, কাজেই কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত অসুবিধা হয়, যে উদ্বৃত্ত অর্থের প্রয়োজন হয়, পূর্ব্ব বৎসরেও তার জন্য সাপলিমেন্টারী বাজেট করে সেই ব্যয় বরাদ্দগুলি নেওয়া হয়েছে। কাজেই এইবার নির্ব্বাচনের বছর বলেই, টাকাগুলি নেওয়া হয়েছে তার অভিযোগ যে তারা করেছেন তার প্রমাণ তারা দিতে পারবেন না, কিন্তু অভিযোগ করেছেন যে নির্ব্বাচনের জন্য করা হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরায় যা করা হচ্ছে—শিক্ষার ক্ষেত্রে, মেডিক্যালের ক্ষেত্রে, পুলিশের ক্ষেত্রে, এইগুলি ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্যই করা হচ্ছে, নির্ব্বাচনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সাপলিমেন্টারী বাজেট আসেনি। এরপরেও যেকথা

বলেছেন—এই নিয়ে মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের জায়গায় কোনদিন সিনেমা দেখান হয়েছে এবং সেটা নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়েছে, আমি তার যৌক্তিকতা বুঝতে পারছি না। তার কারণ হচ্ছে যে সিনেমা ইউনিট আছে সেটা জায়গায় জায়গায় ঘুরে এবং বিশেষ করে শীতের সময়, ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ষা অত্যন্ত বেশী হয়, এ সময় যে সমস্ত সিনেমা ইউনিট, সিনেমা দেখানোর জন্য, লোকশিক্ষার জন্য সেটা বর্ষাকালে ততটা সম্ভব হয় না, শীতের সময় প্রতি বৎসর তারা ঘুরে ঘুরে দেখায়, কোন জায়গায় হয়ত এ্যাকসিডেন্টলী দুইটার সঙ্গে মিল থাকতে পারে, এর সঙ্গে নির্ব্বাচনের কোন যোগাযোগ নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে সেখানকার জনসাধারণ হয়ত চায় এবং তাদের দাবীর সঙ্গে সংগতি রেখে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট তাদের প্রোগ্রাম ইত্যাদি ঠিক করেন। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত মিলে যেতে পারে। কিন্তু সেটা নির্ব্বাচনের জন্য নয়। সিনেমা জনশিক্ষা ইত্যাদির জন্য। এইবার যেহেতু ভোট আসছে, সিনেমার ভিতর দিয়ে কি করে, কিভাবে ভোট ইত্যাদি দিতে হয় এটাও সরকারের শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্যের মধ্যে। কাজেই যেখানে জনসমাগম হয়, সেখানে পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট সেই সমস্ত অঞ্চলে দেখাতে পারে এবং সেই হিসাবে দেখান হয়েছে। কাজেই এই যে একটি অভিযোগ এনেছেন আমি তার যৌক্তিকতার সারবত্তা স্বীকার করতে পারছি না। তারা রিভাইজড বাজেট বলতে যেয়ে বলেছেন কংগ্রেস সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছেন, এই রকম কোন কিছু প্রমাণ তারা দেখাতে পারবেন না যে কংগ্রেস অফিস তার নিজস্ব লিটারেচারের মধ্য দিয়ে সেই জিনিষ নিয়েছেন, অন্তত আমার নিজের জানা মতে আমি জানি না। কংগ্রেস তার নীতির উপর এবং আদর্শের উপর বিশ্বাসী এবং এবার যে নির্ব্বাচন হয়েছে তার মধ্যে তারা তাদের নীতির কথা, তাদের কার্য্যক্রমের কথাই বলেছেন ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে। কোন সাম্প্রদায়িকতা হয়েছে বলি আমি জানি না। অন্যদিক থেকে এটা দেখাতে পারতাম। কিন্তু যেহেতু আমরা বাজেট ডিসকাশন করছি, আমি নুতন করে অভিযোগ জানাতে চাই না। আজকে নির্ব্বাচন শেষ হয়ে গেছে, আজকে আর সেকথা নাই। কিন্তু এমন উদাহরণ আমি এখনও জানি যে ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলে বাজার বন্ধ করে রাখা হয়েছে, বাজার বয়কোট করে রাখা হয়েছে এবং তাদের বলা হচ্ছে যে যেহেতু নির্ব্বাচনে আমাদের যুক্তফ্রন্টকে ভোট দাওনি, তোমাদের বাজার বয়কোট করা হচ্ছে, এইরকম আজ নির্ব্বাচন শেষ হয়ে গেছে তার পরেও বলা হচ্ছে, এইরকম অভিযোগও আসছে।

সেইরকম অভিযোগ সকলের বিরুদ্ধেই করা যায়। কিন্তু আমরা এখানে যেটার আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে বাজেট যে বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতি অগ্রগতির কাজ আমরা হাতে নিচ্ছি। সেই সমস্ত কাজের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেইগুলিকে নিয়ে এই বাজেট তৈরী হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Any other Hon'ble Member from the Ruling side

শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের উপর জেনারেল ডিস্কাসনে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় এই সাপ্লিমেণ্টারী

বাজেটে যে অর্থের ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটাকে একেবারেই সমর্থন করতে পারছেন না। কারণ তিনি বলেছেন যে এই টাকাটা প্রায় সম্পূর্ণটাই নির্বাচনকে ইনফ্লুয়েন্স করার জন্য ব্যয়িত হয়েছে। এটা কতটুকু অসত্য সেটা যদি সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডগুলি দেখা যায় তাহলেই বুঝা যাবে। একদিকে রয়েছে জুমিয়া পুনর্বাসন ইত্যাদি আর এক দিকে রয়েছে Excess amount is required due to enhancement of rate of Dearness Allowance and sanction of House Rent Allowance w. e. f. 1.1.67. এইগুলি আমাদের প্রয়োজন ছিল। তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ রাখা এবং বিশেষ করে এইগুলির জন্যই এই অর্থ ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। হাউসরেন্ট অ্যালাউন্স কর্মচারীদের দেওয়াটা, ইনক্রীজ ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স দেওয়াটা যদি তিনি সমর্থন না করেন তবে তিনি সেটা করতে পারেন। কিন্তু আমরা সেটা সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমরা জানি যে অ্যাজ ফার অ্যাজ পসিবল্ এবং অ্যাজ ফার আজ প্র্যাকটিকেব্‌ল আমরা সেটা দিতে বাধ্য এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার বেসিসে যাতে পায় কর্মচারীরা—তাদিগকে আমরা যতটুকু সম্ভব তা আমরা নিশ্চয়ই দিব। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে আরও অনেক খরচ রয়েছে যেগুলি না করলে সরকারের চলে না। বিরোধী দলের সদস্য যদি সরকারে থাকতেন তাহলেও তিনি তাই করতেন, জনসাধারণও তাই করতে চান। এমন সব খরচ রয়েছে এবং যে খরচগুলি না করলে জনসাধারণের কাজ, ডেভেলাপমেন্টের কাজ ব্যহত হবে। সুতরাং সেগুলি বাধ্য হয়েই আমাদের করতে হচ্ছে। এখন সেগুলি যদি তিনি সমর্থন না করতে পারেন তাহলে আমাদের কিছু আসে যায় না। এইগুলি আমাদের দলীয় স্বার্থে নয়, জনস্বার্থেই রাখা হয়েছে। কোন দলীয় স্বার্থে নয় এবং কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ নয় এবং সেটা তিনি মনে রাখতে পারেন। বাকী যেসমস্ত পয়েন্ট তিনি বলেছেন সেগুলির উত্তর আমার পূর্ববর্তী বক্তা দিয়েছেন এবং সেগুলি বলেছেন এবং বারবারেই একটি কথা বলেছেন যে আবার গিয়ে আস্তাকুঁড়ে পড়তে হবে, যদি এইভাবে কাজ করি বা এইভাবে আমরা এক্‌জিকিউট করি অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে। তিনি আশঙ্কা করতে পারেন। এই আশঙ্কাটা হয়ত পরাজয়ের গ্লানি থেকে আসতে পারে। কিন্তু এটা ঠিক যে গত ৫ বছরে আমরা যে কাজ করেছি, গত ৫ বছরে আমাদের মন্ত্রিসভা, আমাদের এই সরকার যে কাজ করেছেন সেটা আস্তাকুঁড়ে যাওয়ার মত নয়। তার প্রমাণ তারা নিশ্চয়ই পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও আমরা যে কাজ করব সেটাও যে আস্তাকুঁড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হবে না সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবে আত্মতুষ্টি লাভ করার জন্য ৫ বছর তিনি হয়ত এই আশা নিয়েই থাকতে পারেন যে তারা আস্তাকুঁড়ে যাবে। এটা যদি ৫ বছর যাবত তিনি মনের একটা সন্তুষ্টি লাভ করতে চান এবং তার থেকে যদি তাদের পরাজয়ের গ্লানিটা কিছু কমে তবে সেটা তিনি মনে করতে পারেন। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তাই আমি এইটুকু বলব যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যে অর্থ ব্যয়বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা ন্যায়সংগত এবং এটা প্রতি বছর যে প্রিন্সিপালে করা হয়, যে বেসিসে করা হয়, এবারও সেই প্রিন্সিপালে, সেই বেসিসে এই অর্থ ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এর মধ্যে বলার

কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না এবং আমি আশা করব এই জিনিষটা মাননীয় সদস্য অনুভব করবেন।

Mr. Speaker—Any other from the Ruling Party.

Shri Sachindra Lal Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্য এখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে যে অভূতপূর্ব যুক্তি প্রদর্শন করেছেন সেটার প্রতিবাদস্বরূপ আমার কিছু বলতে হচ্ছে। তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করা এই ত্রিপুরা রাজ্যে উচিত নয়। যেখানে বাজেট আছে সেখানে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট থাকতে বাধ্য। যেমন ধরুন আমরা কতগুলি জাপানী টিলার্স মেসিন কিনেছি, তার দাম বেড়ে গেছে। এতএব তাকে মিট করতে হবে। মিট্ করে টিলার্স মেসিনকে ইউটিলাইজ করতে হবে। একদিকে বলছেন গ্রোমোর ফুড ক্যামপেন কর, আর এক দিকে বলছেন টিলার্স মেসিনের দাম যে বাড়ল সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে তাকে বরবাদ কর। তার মানেই হল এই, গ্রোমোর ফুড ক্যাম্পেনকে বানচাল কর। একদিকে বলছেন ট্রাইবেল রিহেবিলিটেশন স্কীমকে জয়যুক্ত করার জন্য, গ্রোমোর ফুড ক্যাম্পেনকে জয়যুক্ত করার জন্য তোমরা শক্তি দাও, তাহলে সেই জায়গাতে ট্রাইবেল, ব্যাকওয়ার্ড, সিডিউল্ড কাষ্ট ও ল্যাণ্ডলেসদের অর্থের বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে গেলেই দেখা গেল এই, যে বরবাদ হয়ে গেছে। তবে আমরা বদ্ধপরিকর এই সমস্যা সমাধান করার জন্য। আমরা অর্থ ব্যয় করব, জুমিয়া সেটেলমেণ্ট দেব, ল্যাণ্ডলেসকে সেটেলমেন্ট দেব। তারা তাদের ফিলসফি অনুসারে বলেছেন। তাদের ফিলসফি হল এই যে মানুষের মুখ থেকে খাদ্য ছিনিয়ে নাও তাহলেই এই লোকেরাও তোমাদের সাথে থাকবে, তাদেরকে দাসের মত, গোলামের মত খাটাতে পারবে। এই আশাতেই যখন বাদ হানছে। ইকনমিক ডেভলাপমেণ্ট করার জন্য এবং তাদের উন্নতির কাজ যেখানে প্রসারিত করা হচ্ছে সেখানেই দেখা গেছে সেই জায়গাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা। কারণ খোয়াইর কথা বলব। খোয়াই যখন ল্যাণ্ডলেস জুমিয়াকে তারা তাদের হাতের ক্রীড়নক করে রেখেছিল, দাসে পর্যবসিত করে রেখেছিল, তারা জোতদারদের জমিতে খাটত। কারণ তারা জানত, এই লোক যদি রিহ্যাবিলিটেটেড হয়ে যায় তাহলে পরে তাদেরকে প্রসেশানে, মিটিং'এ খাটাতে পারবে না। যা খুশি' তাদেরকে দিয়ে করাতে পারবে না। তাই জুমিয়া. ল্যাণ্ডলেস রিহ্যাবিলিটেশনের কার্য্য সুরু হল খোয়াই এ্যাকরডিং টু ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট অব ত্রিপুরা। সেই অনুসারে বর্গাদার যারা তাদেরকে দিতে হবে দখলি সত্ব। সেই সত্ব নিয়ে যখন তাদেরকে সেই সমস্ত জায়গাতে বসাবার প্রচেষ্টা হল, সেই দলের এ' যে নীতি তাদের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নাও. সেই সমস্ত কার্য্যই সেই সমস্ত জায়গায় সুরু হয়েছিল। কিন্তু যারা আইন বলে বলীয়ান, সেই বর্গাদাররা, জুমিয়া ল্যাণ্ডলেসরা তাদের ন্যায় সংগত অধিকার বলেই সেখানে দাবী ঘোষণা করেছেন। সরকার সেই জায়গাতে সেই দাবী অনুসারে সেখানে তাদের রাইটকে পূরণ করার প্রচেষ্টা করেছেন আইনানুগ ভাবে। ঠিক তদ্রূপ হয়েছে মোহনপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। ঐ সমস্ত জায়গাতে যারা ল্যাণ্ডলেস ছিল, জুমিয়া ছিল

তাদের পুনর্ব্বাসন হয়েছে এবং ত্রিপুরার সর্ব্বত্র পুনর্ব্বাসনের কাজ সুরু হয়েছে। যখন জুমিয়া পুনর্ব্বাসন'এ সমস্ত লোককে জায়গা দিতে সুরু করল তখন তারা প্রমাদ গুনল এবং তাই তারা আবার সুর পাল্টাল যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হচ্ছে না। এমন কি অনেক জায়গাতে তারা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে দলগত ভিত্তি নিয়ে। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ, যারা ল্যাণ্ডলেস, যারা জুমিয়া এবং উদ্বাস্তু ভাইয়েরা আছেন, তাদের রায় আজকে ত্রিপুরায় ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে আজকে তাদের বিড়ম্বনা সুচিত হয়েছে। তার কারণ হল, মানুষকে যখন তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা করতে যাবে কোন মানুষ, কোন দল, তাদের অস্তিত্বকে গণতান্ত্রিক ভারত স্বীকার করবে না, ত্রিপুরায়ও স্বীকার পাবে না, তাই প্রতি উত্তর স্বরূপ দিয়েছে। আজকে এই যে কথাগুলি বলা হচ্ছে বিরোধী পক্ষ থেকে, তাও একটা উদ্দেশ্যমুলক। সেই উদ্দেশ্য হল এই দলকে জীয়িয়ে রাখা। কারণ এতবড় বিড়ম্বনার সম্মুখীন হয়ে দলের আজ নাভিশ্বাস ' রু হয়েছে। তাই দলের মধ্য থেকে পুথি পুস্তক প্রচারিত করে সেই দলকে অকসিজেন দেওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে। যেমন বাইরে পুথি পুস্তক মারফত প্রচার করা হচ্ছে, ঠিক তদরূপ এই এসেম্বলিতেও সেই ধ্বনি আমরা পাচ্ছি। কোথায় পাচ্ছি ? যখন সাপলিমেণ্টারী বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। তারাও জানেন বাজেট করলেই সাপলিমেণ্টারী বাজেট আনতে হয়। অতএব সাপলিমেণ্টারী বাজেটের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তারা প্রতিবাদ করেছন কোথায় না যেখানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য সাপলিমেণ্টারী বাজেটে টাকা চাওয়া হয়েছে, তা তুমি দিতে পারবে না, ডিয়ারনেসের জন্য, হাউস রেণ্টের জন্য চাওয়া হয়েছে টাকা, সেই টাকা দিতে পারবে না। কারণ আমি আগেই বলেছি এই, মানুষের মুখের থেকে গ্রাস ছিনিয়ে নাও এবং সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আজকে এই সাপলিমেণ্টারী বাজেটের প্রতিবাদ ঘোষণা করা হচ্ছে। থার্মল প্রজেক্ট করতে হবে তার জন্য টাকা চাই, অর্থ চাই। তা'ক বানচাল করার মানে হল গ্রোমোর ফুড কেম্পেন'ক বানচাল করা। এদিকে বলছেন লিফ্ট ইরিগেশনের জন্য, লিফ্ট ইরিগেশনের জন্য সাপলিমেণ্টারী বাজেটে টাকা রাখা হয়েছে। ফ্লাড ডেমেজ হচ্ছে, রাস্তা ধ্বংস হচ্ছে, তাকে তৈরী কোরো না। কারণ এই ে আসাম-আগরতলা রোড হার্ট লাইন অব ত্রিপুরা এবং তার জন্য অর্থ এই জায়গাতে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, রাস্তা মেরামত করো না। এই রাস্তা ধ্বংসোম্মুখ থাকুক তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মালামাল কোন কিছু এখানে আসতে পারবে না। তাতে তাদের লাভ থাকবে। তবে আমরা জানি তাদের সেই আশাতে ছাই পড়েছে, অনবরত ছাই পড়বে। কারণ মানুষের চলাচল, গতিবিধির যদি কোনরকম, কোন-ভাবে প্রতিবন্ধকতা কেউ সৃষ্টি করতে চায়, স্বাধীন গণতান্ত্রিক মানুষ তা কখনও সহ্য করবে না।

ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশান প্রগ্রাম-সেখানে টাকা রাখা হয়েছে বাজেটে। অতএব ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশান প্রগ্রাম তোমরা গ্রহণ করো না। কারণ এটা তোমাদের দলগত ভিত্তিতে প্রচারের জন্য করা হচ্ছে। এখন ম্যালেরিয়া কম্যুনিষ্টের হয়, কংগ্রেসেরও ম্যালেরিয়া হয়, আবার তাদের যুক্তফণ্টেরও ম্যালেরিয়া হয়, সকলেরই ম্যালেরিয়া হয়। অতএব ম্যালেরিয়া

যাদেরই হউক না কেন, তাদের জন্যই এই জায়গাতে এই অর্থ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে, তাতেও আতঙ্কগ্রস্থ। আতঙ্কগ্রস্থ এই জন্য, জনসাধারণের কষ্ট, দুঃখ সৃষ্টি করে তাদেরকে আগুনের মুখে ঠেলে দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য। আজকে জনসাধারণের স্বার্থের খাতিরে পাবলিসিটি থেকে সুরু করে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন, ম্যালেরিয়া ,ট্রেন্সপোর্ট, কম্যুনিকেশান খাতে অর্থ বরাদ্দ আমরা রেখেছি সেই অর্থ জনসাধারণের সংরক্ষণের জন্য। এটা তাদের ন্যায় সংগত দাবী, সেই দাবী অনুসারে এটা রাখা হয়েছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি ন্যায়সঙ্গত দাবীকে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক সরকার মানবে এবং ফলপ্রসূ করার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করবে। তাদের পুঁথি পুস্তকের মারফত বাইরে এবং পার্লামেন্টের ভিতর যে প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে প্রচার করা হচ্ছে তাদের এই প্রচারে আমরা কান দিব না, তা দিতে আমরা পারবনা এবং সেটাকে আমল দিতে পারব না। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য সাধু, সাধু উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আমরা তা করে যাচ্ছি। ইলেকশনের জন্য যে খরচ হয়েছে সেটার বরাদ্দ বাতিল করে দাও। গণতান্ত্রিক যে প্রথা সেই প্রথাকে ধ্বংস করে দাও। এই হল তাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের সমালোচনা। মাননীয় সদস্যকে আমি সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলব যে ইলেকশানের জন্য যে টাকা লাগে, পোলিং সেন্টারে যে লোক যাবে, যে ভোটার যাবে তাদের জন্য খরচ হবে। কিন্তু তিনি বলতে চান যে, তাদের জন্য কোন খরচ দিতে পারব না। কারণ আমরা হেরে গেছি। অতএব আমরা আর তাকে অনুমোদন করতে পারব না। আমি তাঁকে অনুধাবন করতে বলব যে যেসমস্ত আনফোরসীন চার্জেস্ আগের বাজেটে ছিল না সেই সমস্তকে কার্যকরী করার জন্যই আমরা তা করেছি। ত্রিপুরার উন্নতির জন্য, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য এটা করেছি। উনি একটা ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। আমরা ১৯৫২ সাল থেকেই ভবিষ্যৎ বাণী শুনে আসছি। আমরা আরও ভবিষ্যৎ বাণী শুনব। অতএব এখানে জনস্বার্থ প্রণোদিত হয়ে আমি তাদের কাছে আবেদন করব যে ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রাখা হয়েছে, জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য, ফরেষ্টের উন্নতির জন্য, ম্যালেরিয়া ইরাডিকেশনের জন্য, ইলেকশানের জন্য যে অর্থ রাখা হয়েছে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্যই সে অর্থ রাখা হয়েছে। কমিউনিকেশনকে ডেভেলাপ করার জন্যই সে অর্থ রাখা হয়েছে, পাবলিসিটির জন্য রাখা হয়েছে। অতএব আমরা আশা করব ত্রিপুরার উন্নতির জন্যই এই অর্থ এখানে মঞ্জুরীর জন্য হাউসের সামনে রাখা হয়েছে। হাউস এটা সর্ব্বসম্মতিরূপে গ্রহণ করবেন এই আশা করি।

Mr. Speaker .—Will any other member of the Ruling Party participate ? Now the general discussion is over. I take the next item. Voting on Demands for Grants for Supplementary Estimates for 1966-67.

To-day in the List of Business 27 Demands viz. Demand No. 2—Land Revenue, 4—Taxes on Vehicles, 7—Registration Fees, 8—Parliament State/ Union Territory Legislature, 9—General Administration, 11—Jails, 12—Police.

13—Miscellaneous Departments, 23—Misc., Social and Developmental Organisation, 32—Stationery & Printing, 34—Miscellaneous, 35—Other Misc Compensation and Assigments, 43—Payments of Commuted Value of Pensions, 15—Medical, 16—Public Health, 17—Agriculture, 18—Animal Husbandry, 22—Labour and Employment, 19—Co-operation, 20—Industries, 25—Electricity Schemes, 27—Public Works (including roads), 40—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Vorks (Non-Commercial), 41—Capital Outlay on Electricity Schemes, 33—Forest, 45 Loans & Advances by the State/Union Territory Governments, and 46—Charges on account of Re-payment of Debt, are to be disposed of.

Members have received list of Business along with the APPENDIX showing Demands to be moved by the Minister in Charge of Finance Department and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions. Thereafter, when the debate is closed I shall dispose of them one ofter another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 4 & 7 together, Demand Nos. 8 & 9 together, Demand Nos. 11 & 12 together, Demand Nos. 13, 23, 32, 34, 35 & 43 together. Demand Nos. 15 & 16 together, Demand Nos. 17, 18 & 22 together, Demand Nos. 19 & 20 together, Demand Nos. 25. 27, 40 & 41 together and Demand Nos. 45 & 46 together respectively and I shall have one general debate on these Demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 2—Land Revenue.

The Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 5,58,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in cource of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967, in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

এই যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দটি, এটার প্রয়োজন জুমিয়া সেটেলমেণ্টের জন্য এবং উপজাতি এবং তফশীলি উপজাতি যে পরিবার তাদের সেটেলমেণ্টের জন্য এই অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আশা করব যে হাউস এটা মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :—Mr. Aghore Deb Barma is to move his cut motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাটমোশন হল—

"To discuss on inadequacy of provision for Jumia settlement and settlement of landless tribal and scheduled caste families which are included in the scheme for welfare of backward classes,"

আমার এই কাটমোশন মুভ করার মূলে বক্তব্য হল যে আজকে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত প্রলাপ করেছেন তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে তিনি আমার বক্তব্য বুঝতে পেরেছেন কিনা। কারণ যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেটাকে নাকচ করে দিচ্ছি না। কাজেই অফিসারদের বা কর্মচারীদের যে সমস্ত গ্রাণ্ট এই সমস্ত বাদ দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে আমার কাটমোশনে যেটা আমি বক্তব্য রাখতে চাই সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা আজকে খাদ্য ঘাটতি এলাকা। দিনের পর দিন আজকে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমরা উত্তীর্ণ হয়ে এলাম। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বাড়ে নাই, বরং কমেছে। ফলে বিভিন্ন বাজারে আমরা দেখেছি এইরকম সময়ে ত্রিপুরার সর্ব্বত্রই অন্যান্য বছরে চাউলের মণ ৫০ টাকার উর্দ্ধে উঠে নাই। কিন্তু এই বছর সর্ব্বত্র চাউলের মণ ৫০ টাকার উর্দ্ধে উঠেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রেশন সপ খোলা হয় নাই, কেন এই অবস্থা ?

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এটা হল জুমিয়া সেটেলমেন্টের সম্বন্ধে কাটমোশন। কিন্তু সেই কথা না বলে এখানে খাদ্যের কথা বলা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Hon'able Member, it is not related with your out motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—জুমিয়ার কথা বলতে গেলে খাদ্যের কথাও এসে পড়ে। যাই হোক, আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে আজকে জুমিয়া, ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বা ল্যান্ডলেস্ পিজেন্টি আছে তাদিগকে যদি আমরা ঠিক ঠিকভাবে পুনর্বাসন না দিতে পারি তাহলে খাদ্য উৎপাদন বাড়তে পারে না। আর খাদ্য উৎপাদন না বাড়লে দিনের পর দিন খাদ্যের দাম বাড়তেই থাকবে। কাজেই সেজন্যই আমি বলতে চাই যে আজকে ত্রিপুরাতে যে বিরাট সংখ্যক উপজাতি আছে, যে সমস্ত অনুন্নত বা পশ্চাদপদ জাতি আছে তাদের জমি নাই, কিছুই নাই। এই সমস্ত লোকের যাতে অতি শীঘ্রই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। বাজেটে তাদের পুনর্বাসনের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেই ব্যয় বরাদ্দ তাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পুনর্বাসন দেয়য়ার জন্য সাফিসিয়েন্ট নয়, এই হচ্ছে আমরা বক্তব্য। কাজেই সেই দিক দিয়ে এই ব্যয় বরাদ্দটি বাড়ানো দরকার। যদি আমরা তা না করি, প্রত্যেক বছর যে ভাবে রাখা হয় সেই ভাবেই যদি এবারও রাখা হয় তাহলে কোন সমস্যার সমাধান হবে না, ট্রাইবেলদের জুমিয়াদের পুনর্বাসন হবে না। এটা অনেকটা প্রহসনে পরিণত

হবে। অতএব আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে, যে গ্র্যাণ্ট বর্তমানে আছে সেই গ্র্যাণ্টটা বাড়াতে হবে যাতে জুমিয়া ল্যাণ্ডলেস বা আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস যারা আছে তাদের পুনর্বাসনটা অর্থনৈতিক ভাবে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করতে হবে এবং টাকার পরিমাণ বাড়াতে হবে। যদি তা না করা হয় এবং শুধু আমরা বাজেটে ব্যয়বরাদ্দ যেমন প্রত্যেক বছরে রাখি এবারও যদি সেই হিসাবে রাখি তাহলে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। জুমিয়াদের, ল্যানডলেসদের পুনর্বাসন হবে না। কারণ ৫০-আর ৩০০ টাকা দিয়ে কোন অর্থনৈতিক পুনর্বাসন অন্ততঃ এই দুর্দিনের সময়ে কেউ আশা করতে পারে না। কাজেই ত্রিপুরায় অর্থনৈতিক অবস্থা অথাৎ খাদ্য উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় তাহলে জুমিয়া ল্যাণ্ডলেস পিজেন্টিদের পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। তাদের ল্যাণ্ডে বসানো দরকার।

তাদের যদি জমিতে বসান যায়, ঠিক ঠিক ভাবে পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা যায় তবে খাদ্যোত্পাদন এর ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হবে, সেই দৃষ্টি ভংগী থেকেই আমি এই কাট মোশানটা মুভ করেছি। মাননীয় সদস্য রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে একজন পয়েন্ট অব অর্ডার আনার যে চেষ্টা করেছেন আমার বক্তব্যের মধ্যে. আমি সেই সম্পর্কে বলব যে আমার পয়েণ্টটা অত্যন্ত রিলিভেন্ট, জুমিয়াদের ল্যাণ্ডলেসদের সংগে খাদ্যোত্পাদনের সামঞ্জস্য আছে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I have already given my ruling. Any other Member from **the** Opposition ? Now Hon'ble Minister concerned is to give reply.

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কাট মোশানের বিরোধিতা করছি এই জন্য যে ডিসকাশনে যে অসংগতি এবং কাটমোশানের যে ভাবের অভিব্যাক্তি সেই জন্য। প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে জুমিয়া সেটেলমেণ্টের যে কাজ এটা নির্বাচনের কাজে লাগান হয়েছে দলগত সার্থকে চরিতার্থ করার জন্য। আবার এখন বলা হচ্ছে প্রতি বৎসর গতানুগতিক ভাবে যাহা রাখা হয়েছে, তাহাই এখানে রাখা হয়েছে। পূর্বমুহূর্তে বলেছেন এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট দলগত সার্থের খাতিরে নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য রাখা হয়েছে। আবার এখন বলা হচ্ছে পূর্ব্ব বৎসর সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে যাহা রাখা হয়েছে, ইহাই রাখা হলে দেশের উন্নতি হবে না। আমি জানি যে সত্যের প্রকাশ হবেই, তাকে ঢেকে রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব এখানে স্যাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে যে অর্থ ৫,৫৮,০০০ টাকা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে জুমিয়া 'রিহ্যাবিলিটেশানকে জয়যুক্ত করার জন্য এবং সেটাকে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যে পরিচালিত করে জুমিয়া এবং ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস এবং সিড্যুলড্ কাস্ট, ল্যাণ্ডলেস যারা আছেন তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য এই প্ল্যান

নেওয়া হয়েছে এবং সেই প্ল্যান অনুসারে সেখানে অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। তাদের এ্যাগ্রিকালচারেল ডেভেলাপমেন্টের জন্য, জুমিয়া সেটেলমেন্টে জন্য জুমিয়া কলোনির জন্য, এই সমস্ত বিভিন্ন কার্যকে সুসম্পন্ন করার জন্য এই অর্থ এখানে রাখা হয়েছে। স্কীম ফর ডেভেলাপমেন্ট অব হর্টিকালচার, ডিষ্ট্রিবিউশান অব ইম্প্রুভড প্যাডি, পটেটো সীডস, স্কীম ফর কালটীভেশান অব টিলাল্যান্ড, কালটিভেশান অব নিউ ক্রপ, পালসেস, সিরিয়েলস, এসটাব্লিশমেন্ট অব নিউ পিগারি, ফিডিং ফার্ম, এই সমস্ত কাজে আমরা এই অর্থকে নিয়োজিত করে তাদের অর্থনৈতিক মান—কে উন্নত করার প্রচেষ্টার ভিত্তিতে এখানে অর্থের বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। অতএব আমি আশা করব যে হাউস এই অর্থের বরাদ্দকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের এই ডিমান্ড ফর গ্রান্ট নাম্বার ২তে আমরা যে অর্থ চেয়েছি এই অর্থ বরাদ্দকে মঞ্জুর করে এই স্কীমকে জয়যুক্ত করবেন।

Mr. Speaker :—I am now puting the Cut Motion to vote. The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100 to discuss on inadequacy of provision for jumia settlement and settlement of landless tribal and Scheduled caste families which are included in the scheme for welfare of backward classes

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

Mr. Speaker :—I think Noes have it. Noes have it, Noes have it. The Motion is lost.

Now I am puting the original Motion to vote, The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 5.58,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 2—Land Revenue.

Mr. Speaker :—As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voices—'Ayes'

As may as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Mr. Speaker :—I think—Ayes have it : Ayes have it : Ayes have it ; The Demand is passed.

I now call on Hon'ble Minister in-charge of the Finance to move his next Demand, Demand for Grant No. 4.

The Hon'ble Krishanadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 12,000/-, be granted to defray the additonal charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 4 Taxes on Vehicles.

Mr, Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 19,000/- be granted to defray the additional eharges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 7 Registration Fees,

এই যে ডিমাণ্ড নাম্বার ফোরে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা ইনস্পেক্টার এবং সাব ইনস্পেক্টারের পে স্কেল ইনক্রীজের দরুণ এবং রি-ইনস্টেটমেণ্ট অব সাব-ইনস্পেক্টারের দরুণ এবং ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স বৃদ্ধির জন্য এবং হাউসরেণ্ট অ্যালাউন্স স্যাংশনের জন্য এবং অফিস ফার্নিচারের জন্য আর ডিমাণ্ড নং ৭এ increse of rate of Dearness Allowance and sanction of House Rent Allowance w, e, f, 1, 1, 67. and purchase of furniture and payment of remuneration to extra Moharars and Contingeney staff. তার জন্যই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

Mr, Speakr—Will any of the member of the opposition speak ?

Shir Aghore Deb Barma—Demand No. 4 Taxes on vehicles. এই সম্পর্কে আমার একটা ছোট বক্তব্য রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে নির্ব্বাচনের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এস, এল, সিংহ মহোদয় যখন চড়িলামে যান তখন উনি নাকি সেখানে একটা বাস স্টেশন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। চড়িলাম একটা বিরাট এলাকা, তহশীল কাছারী আছে, স্কুল আছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে সেটা একটা ঘনবসতি এলাকা। উদয়পুর বা সোনামুড়া থেকে লোক ভর্তি হয়ে আসে। কাজেই সেখানে লোক বাসে উঠতে পারে না। সেই দিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নাকি একাধিক বার বলা হয়েছে। কিন্তু উনার প্রতিশ্রুতি মত আজ পর্যন্ত সেখানে বাস স্টেশন হয় নাই। কাজেই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মুখমন্ত্রীর কাছে আবার অনুরোধ করছি সেখানে একটা বাস স্টেশন তাড়াতাড়ি করতে।

আর একটা কথা হচ্ছে আগরতলা থেকে উদয়পুর বাস সার্ভিসের ব্যাপারে। আগরতলা থেকে মোটর সার্ভিসের বাস উদয়পুর মোটর স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাওয়ার কথা। কিন্তু সেই বাসগুলি গোমতী নদীর এপার থেকে যায়। ফলে মালামাল নিয়ে পার হয়ে ওপরে যেতে প্যাসেঞ্জারদের অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হয়। এছাড়া তাদের খেয়া ভাড়াও আলাদা দিতে হয়। এইভাবে অনেক সময় বৃষ্টি বাদলের দিনে অনেক অসুবিধা হয় যাত্রীদের। সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে যদি আগরতলা থেকে উদয়পুর বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাওয়ার কথা থাকে তাহলে অবশ্যই তা

করা উচিত। সেই বিষয়ে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ বিলোনীয় বা সাব্রুমের যে বাস সার্ভিস আছে সেগুলি খেয়াঘাট পার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানে খেয়াঘাট পার হয়ে না যাওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

আর এই ডিমাণ্ডের মধ্যে আমার আর একটা বক্তব্য হচ্ছে যে সরকারী মোটরগুলি যখন নস্ট হয় তখন তার রিপেয়ারের জন্য একটা সরকারী ওয়ার্কস সপ আছে যেখানে এগুলিকে পাঠিয়ে রিপেয়ার করার নিয়ম। কিন্তু দেখা যায় যে মাঝে মাঝে প্রাইভেট ওয়ার্ক সপে ও এইগুলি রিপেয়ার করা হয়। সরকারী ওয়ার্ক সপ থাকা সত্বেও কেন যে প্রাইভেট ওয়ার্ক সপে এইগুলি রিপেয়ার করা হয় তার কোন কারণ আমি বুঝতে পারি না। এর বিলগুলিই বা কি করে পেমেণ্ট করা হয় তাও বুঝা যায় না। সরকারী ওয়ার্ক সপে যদি কাজ নাই করা যেতে পারে তা হলে অনর্থক এই ওয়ার্কসপ রেখে কতগুলি টাকা অপচয় করার কি হেতু থাকতে পারে? কাজেই সেই দিক দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি যাতে তিনি এর একটা ব্যবস্থা করেন।

আর রেজিষ্ট্রেশন ফি সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আজকে যে অর্থনৈতিক দুর্দিন চলছে, জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে সেই জন্য ফি যাতে সেই দিকে বিবেচনা করে কমানো হয় সেই দিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার ফোর এবং সেভেন আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন যে বাসগুলি উদয়পুর পর্য্যন্ত যায় না কেন? খেয়াঘাট পার হয়ে বাসগুলি যেতে পারে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু উদয়পুর খেয়াঘাটে যে ভাড় থাকে তাতে বাসগুলি পার করতে গিয়ে অনেক সময় নেয়। আগরতলা থেকে উদয়পুর কোন লোক গেলে বা সোনামুড়া থেকে কোন লোক বাসে গেলে বাসটা সেখানে গিয়ে থামার পর তাকে যদি খেয়া পারাপারের জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাহলে তার পক্ষে অসুবিধা হয়। কারণ যে গাড়ীর আগে পার হওয়ার কথা তাকে পাশ না দিয়ে এটাকে পাশ দেওয়া যায় না। ফলে অনেক দেরী হয়। তাতে এক ঘণ্টা বা তিন ঘণ্টাও লেগে যেতে পারে। এতে অনেক যাত্রীর অসুবিধা হয়। সেজন্য এই বাসষ্ট্যাণ্ডটাকে খেয়া ঘাটে এই পার অবধি করা হয়েছে। আর যাত্রীরা অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি খেয়া পার হয়ে অন্য পারে চলে যায়। এটা যাত্রীদের সুবিধার জন্যই করা হয়েছে। অবশ্য গোমতীর উপর ব্রীজ হয়ে গেল তখন এই ব্যবস্থাটা পরিবর্ত্তন করা হবে।

আরেকটা কথা বলেছেন, সরকারী ওয়ার্কশপ থাকা সত্বেও প্রাইভেট ওয়ার্কশপে কাজ করান হয়। এখন গাড়ী কয়টা কখন খারাপ হবে সেটা ঠিক নির্দ্দিষ্ট করে বলা মুসকিল। কখনও হয়ত দুইটা, কখনও হয়ত পাঁচটা খারাপ হতে পারে। এক সঙ্গে যখন চাঁপ বেশী পরে সরকারী ওয়ার্কশপে, তারা যদি সেটা তাড়াতাড়ি

দিতে না পারে তখন প্রয়োজনের খাতিরে, কার্যের তাগিদে সেই গাড়ীটা তাড়াতাড়ি করে অন্য জায়গা থেকে মেরামত করিয়ে নিতে হয় এবং সেটা না করলে পরে হয়ত সেই গাড়ীর জন্য অনেকদিন বসে থাকতে হয় তাতে কাজের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, তার জন্য যখন বাস হয় সরকারী ওয়ার্কশপে তখন কিছু কিছু গাড়ী প্রাইভেট ওয়ার্কশপ থেকে মেরামত করিয়ে নিতে হয়। সেটা অন্যায় বলে আমার মনে হয় না, সেটা খুব যুক্তিসঙ্গত এবং ন্যায় সংগত বলেই আমার মনে হয়।

রেজিষ্ট্রেশান ফী সম্বন্ধে যে আইন প্রবর্তন হয়েছে, সেই আইন সম্বন্ধে পূর্ব্বও বহুবার আলোচনা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। তবে যে আইনটা করা হয়েছে সেই আইনটা আমাদের এখানে চালু আছে এবং সেটা চালু থাকবে, সেই সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য নাই। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I am puting two Demands to vote separately.

Mr. S. L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, I want to speak some words about the allegation brought against me by one Member of the Opposition, if Chair permits me.

Mr. Speaker :— Yes.

শ্রী এস, এল. সিংহ ঃ— মাননীয় দেববম্মা মহাশয়, উনি বলেছেন কেবল মাত্র চড়িলামে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি যে আমি একটা বাস ষ্টার্ট করব। আমার প্রতিশ্রুতি ত্রিপুরার প্রত্যেক জায়গায়। যদি বাস আমরা এভেলএবল করতে পারি, আমরা পাই, উপযুক্ত পরিমাণে বাস পেলে পরেই আমরা যে সমস্ত জায়গায় ভীড় বেশী হবে, জনসাধারণের অসুবিধা হবে, সেই অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা এই বাস সার্বিস চালু করব। আমরা আশা করছি এ্যাজ স্যুন এ্যাজ উই উইল গেট দি বাস ইন্ সাফিশ্যান্ট কোয়ান্টিটি—প্রচুর পরিমাণে বাস পাওয়ার সাথে সাথে আমরা যেই যেই জায়গায় জনসাধারণের অসুবিধা বেশী হবে, যাত্রী বেশী হবে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সমস্ত জায়গায় আমরা বাস চালু করব।

তারপর আরও কতকগুলি কথা বলা হয়েছে সেটা হল রেজিষ্ট্রেশান সম্বন্ধে। সেখানে বলা হচ্ছে যে চাউল, ডাল প্রত্যেকটি আসবাব পত্রের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে রেজিষ্ট্রেশান ফী বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই কথাটার আমি প্রতিবাদ করছি। কারণ সেই দিকে দৃষ্টি রেখে তা আমরা করিনি। অনেকদিন আগেই রেজিষ্ট্রেশান ফী বৃদ্ধি করতে হয়েছে। পুনরায় বৃদ্ধি করা হয় নি। তবে এখানে চাওয়া হয়েছে কর্ম্মচারীদের ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স'এর স্যাংশান, হাউসরেন্ট এ্যালাউয়েন্স, ডিউ টু পার্চেজ অব ফার্নিচার ইত্যাদির জন্য যে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, এই সমস্ত অংককে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এবং তার মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ধর্মনগরের বাস সার্ভিস সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই।

Mr. Speaker :— I can not allow you, because reply has already been given.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— আমরা হাউসে নূতন, কাজেই সেই দিক থেকে যদি কিছুটা বিবেচনা করা হয়—

Mr. Speaker :— But reply has already been given, so I can not allow.

Now I am taking up Demand No. 4. The question before the House is the Demand for Grant No. 4 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 12,000, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 4—Taxes on Vehicles.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

(Voices—Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

No voice—

Mr. Speaker :— I think, Ayes have it ; Ayes have it. Ayes have it. The Demand is passed.

Now I am taking up the Demand No. 7. The question before the House is the Demand No. 7 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 19000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 7—Registration Fees.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

(Voices—Ayes.)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

No voice—

I think, Ayes have it ; Ayes have it ; Ayes have it.

The Demand is passed.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Motion on Demand For Grant Nos. 8 & 9 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2,21,900/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 8—Parliament, State/Union Territory Legislature.

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 5,64,000/- be granted to defray the addittonal charges which will come in course of paymenι during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 9-General Administration.

এই দুইটি ডিমাণ্ডের মধ্যে কর্মচারীদের যে ডিয়ারনেস এ্যালাউন্স বৃদ্ধি এবং হাউস রেণ্ট এ্যালাউন্স স্যাংশান করা হয়েছে তার জন্য এক্সপেন্সেস এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ৮এ ইলেকশানের খরচ সেটা রয়েছে এবং ডিমাণ্ড নাম্বার—৯এ কতকগুলি রয়েছে to meet the cost of liveries for Class IV staff, Law charges of Govt. cases, cost of petrol for Govt. jeeps, Flood protection materials, porter charge for carrying Govt. goods, compensation of land acquired for construction of Block Headquarters at Mohanpur and Bishalgarh, maintenance charge of ten Govt. Jeeps. এই সমস্ত। আমি আশা করব হাউস এই অতিরিক্ত ব্যায়বরাদ্দকে মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :—Now I would request the Hon'ble Member, Shri Aghore Deb Barma to move his Cut Motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৮-এ এখানে আমার কাটমোশন আছে। সেটা হল—"Heavy expenditure incurred for transport charges etc. in connection with General Election held on 18. 2. 67." যে বক্তব্য আমি রাখতে চাই সেটা হচ্ছে এই খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল বা আছে এই টাকাগুলি সম্পূর্ণতঃ রুলিং পার্টি তাদের নির্বাচনের জয়লাভ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহার করেছেন। সেটা হচ্ছে আমার অভিযোগ। কেন আমি এইকথা বলছি, তার কারণ সরকারী যে সমস্ত বড় বড় অফিসার—আমি দুচারটি নাম এখানে করব। যেমন * * *

এইভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার মধ্যে যে সব টপ র‍্যাঙ্কিং অফিসার আছে, তারা ঘুরে ঘুরে টিউবওয়েল দেওয়ার লোভ দেখিয়েছেন, রাস্তাঘাটের লোভ দেখিয়েছেন এবং কংগ্রেসের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন। তাদের বাবদে টি. এ. ইত্যাদির মধ্যে টাকা

(* * *) expunged by order of the speaker in the House on a point of order raised by Shri Ershad Ali Choudhury and Shri Krishnadas Bhattacharjee).

পয়সা খরচ হয়েছে। এটা প্রধানত: কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী কাজে করা হয়েছে। আর এখানে কেন আমি একথাটা বলছি? কারণ নির্ব্বাচনের সময়ে রুলিং পার্টি যেহেতু তখন মিনিষ্ট্রিতে ছিল এবং অ্যাসেম্বলী ছিল না, অ্যাসেম্বলী যথা সময়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মিনিষ্ট্রি থেকেই গেল যাতে নির্ব্বাচনে তারা জয় সিউর করতে পারেন এবং যেভাবে সরকারী ক্ষমতাকে তারা নিজেদের নির্ব্বাচনের পক্ষে ব্যবহার করেছেন তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত আমি হাউসের সামনে রাখতে চাই। সেটা হচ্ছে, ঐ সময়টাতে সরকারী ট্রেজারীতে অনিয়মিতভাবে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের খাতে যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ ছিল সেই সমস্ত টাকা প্রায় এক্সজস্টেড অর্থাৎ শেষ করে দিয়েছেন, কোন নিয়ম কানুনের বালাই না মেনে। ৬ মাস আগে এইগুলি অবশ্য আমি উল্লেখ করেছিলাম। নির্ব্বাচনের ৬ মাস আগে কিন্তু এইগুলি খরচ করা হয় নাই। যথাসময়ে, নির্ব্বাচনে সেইগুলি খরচ করা হয়েছে। অর্থাৎ নির্ব্বাচনে এইগুলি অপব্যয় করা হয়েছে। এইভাবে একটা দুইটা ঘটনা নয়, প্রায় সব এলাকাতেই কোথায় রাস্তা হবে, কার বাড়ীতে টিউবওয়েল দেওয়া হবে, কাকে ব্লক থেকে সাহায্য দেওয়া হবে এইগুলি প্রত্যেকটির স্যাংশন কংগ্রেস প্রার্থীর কথায় করা হয়। কাজেই রুলিং পার্টি নির্ব্বাচনের সময়ে তাদের সরকারী ক্ষমতাকে অপব্যবহার করেছেন। এমনকি বিভিন্ন জায়গার মধ্যে অ্যাগ্রিকালচার লোন, দাদন বা কম্বল ইত্যাদি সরকারী অফিসাররা সরকারীভাবে বিলি বন্টন না করে কংগ্রেস প্রার্থীদের মাধ্যমে এইগুলি বিলি করা হয়েছে গোপনে।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—পয়েন্ট অব অর্ডার। যে কাটমোশন রেজ করা হয়েছে সেটা হল পার্লামেন্ট ষ্টেট এবং ইউনিয়ন টেরিটরী লেজিসলেচারের উপর। এখানে কম্বল কাপড় বলে কোন কিছু নাই। আমি এদিকে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আপনার এইসব উক্তির সংগে এটার কোন সামঞ্জস্য নাই।

Your cutmotion is on "Heavy expenditure incurred for transport charges etc. in connection with General Election held on 18. 2. 67."

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—আমার কাটমোশনের মধ্যে আছে ট্রান্সপোর্ট চার্জেস এক্সেটেরা। তার মানে ইত্যাদি। ইত্যাদির মধ্যে এটা পড়ে।

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I draw your attention. Some expenditure incurred on this head on account of cost of materials and contingencies in connection with the General Election. কত কাপড়, কম্বল বিলি করা হয়েছে এইগুলি এটাতে নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে পরিষ্কার আছে যে—"heavy expenditure incurred for transport charges etc."

Mr. Speaker :—No, this expenditure which you have mentioned is not connected with that. কাপড় কম্বল যেগুলি আপনি বলছেন সেগুলি এখানে পড়ে না।

Shri S. L. Singh :—This expenditure required exclusively in connection with cost of general election.

Mr. Speaker :—Yes, you restrict your speech on this. I have given my ruling.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—রুলিংটা কি আমি বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :—আপনার কাট মোশন হচ্ছে—heavy expenditure incurred for transport charges etc. in connection with General Election held on 18.2.67" আপনাকে এটার উপর বলতে হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যাই হোক যেটা আমার বক্তব্য আমি অলরেডি বলে ফেলেছি। ইলেকশান সম্পর্কে কর্ম্মচারীরা যেভাবে প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে অর্থাৎ পোলিং ষ্টেশনে যাওয়ার কথা হচ্ছে না, অফিসাররা কংগ্রেসের পক্ষে যে প্রচার করছেন তার জন্যই আমার বক্তব্য রাখা। এটাই হল আমার মুল বিষয়বস্তু। তবে এইভাবে ইলেকশানের টাকা ব্যবহার করে সরকারী কর্ম্মচারীরা অর্থাৎ রুলিং পার্টি তখন তাদের মিনিষ্ট্রী ছিল, সেই ক্ষমতার জোরে তারা এটাকা খরচ করেছেন।

Mr. Speaker :—You may move your cut motion on Demand No. 9 also.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের উপর কাট মোশান হচ্ছে— i) "inadequacy of provision to the grant of house rent allowance to the officers and employees".

Mr. Speaker :—The House now stands adjourned till 2 P. M. to-day. The member speaking will have the floor.

After lunch.

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I am just giving my ruling on the point raised by Shri Aghore Deb Barma

According to the Parliamentary Convention a Party in the House is formed only when each Political Party has at least one tenth of the total number of the House. In absence of the individual entity, the political view of member is their only introduction in this House.

There cannot be any question of leader of the opposition of the House in that Context. As to my naming Shri Bidya Chandra Deb Barma as the Leader of the opposition I may mention that there are only three members in the opposition Block and it has been informed by the Secretary, Marxist Communist that he is the Leader of that Party. But now as Shri Aghore Deb Barma, M. L. A opposes that Shri Bidya Chandra Deb Barma is not the Leader of the opposition, I am of opinion that there is no Leader of the opposition of this House.

Mr. Speaker :—Now Hon'ble Member Shri Aghore Chandra Deb Barma may go on with his speech.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 9 এ আমার Token cut হ'ল inedquacy of provision to the grant of House Rent Allowance to the officers and employees.

এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য হ'ল বিভিন্ন Deptt. এ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ House Rent পান আবার কেউ কেউ পান না। এই যে anomalies আছে সে সম্পর্কে সরকারের চিন্তা করা দরকার যাতে সকলে একই প্রকার সুযোগ সুবিধা পায়। এ সম্পর্কে উদাহরণ স্বরূপ আমি কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই, যেমন কিছু অফিসার যারা সরকারী বাসভবনে থাকেন তাদের থেকে House rent বাবত বেতন থেকে 10% কেটে রাখা হয়। অথচ এই Catagory র অন্য employee যারা নিজের বাড়ীতে থাকেন বা সরকারী কোয়াটারে থাকেন না তারা কিন্তু একটা Percentage House rent allowance হিসাবে পান, অর্থাৎ যারা সরকারী বাসভবনে থাকেন তাদের বেতন থেকে টাকা কর্তন হয় আর যারা থাকেন না তারা House rent allowance পান। তার ফলে কি হল? যারা সরকারী বাসভবনে থাকেন তাদের বেতন থেকে একটি অংশ কেটে রাখা হল কিন্তু House rent বাবদ অন্যান্য কর্মচারা যে সুযোগ সুবিধা পেতেন বা পাচ্ছেন সেই সুযোগ সুবিধা থেকে সেই কর্মচারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তদুপরি তার House rent পাওয়া তো দূরের কথা, তার basic Pay থেকে একটা percentage কেটে নেওয়া হচ্ছে। এই হল অবস্থা। কাজেই এই anomaly যাতে না হয় তার জন্য সরকারের চিন্তা করা দরকার এবং যাতে সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা পায় সেইদিকে বিবেচনা করা দরকার।

আর একটি কথা যেমন Department হিসাবে বলতে গেলে Education এবং Survey Settlement ছাড়া আর অন্যান্য যে সকল Deptt. এ কেউ পায়, কেউ পায়না বা কর্তৃপক্ষ দেই দিচ্ছি বলছে, এ সম্পর্কে সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নাই। কাজেই হাউস রেণ্ট যাতে সকলেই পায় তার বিচার বিবেচনা করা দরকার।

আর একটি হল inadeqaucy of provision for flood protection materials, Compensation of land acquired for construction of Mohanpur & Bishalgarh Block Head quarters etc.

অর্থাৎ এই যে বিশালগড় এবং মোহনপুর ব্লক অনেকদিন হল গঠিত হয়েছে। তারপর আমি নিজেও B. D. C. member। Block এ house construction এর জন্য বহুদিন পূর্ব্বে বা Block যে বছর হয় সে বছরই Block Committee থেকে এ বিষয়ে আবেদন করেছিলাম এবং refer করে উপরে পাঠিয়ে দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন construction

হচ্ছেই না। অর্থাৎ যে সমস্ত লোকের জমি acquire করে এই construction হবে তাদের যথাযথ ভাবে যাতে compensation দেওয়া হয় এবং construction এর কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হয় সে দিকে নজর রাখা দরকার। একটা প্রবাদ আছে, সবাই বলে, সরকারী ব্যাপার কোন সময় কি হয় না হয় বলা যায় না। এই যে একটা রেওয়াজ অর্থাৎ কাজ সুরু করলে কত দিনে যে শেষ হবে তার কোন স্থিরতা নাই। এ একটা বদনাম সবসময়ই আছে। যাতে এ অবস্থা না হয়, promptly কাজগুলি করা হয় তার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Demand No. 9 এ আমার আর একটা Economy cut আছে। সেটা হ'ল Law charges of Govt. cases. অর্থাৎ সরকারী কর্মচারীদের ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন case এ জড়িয়ে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা, বা suspension করা হয়েছে। যার ফলে যারা Deptt.এ কোন বিচার না পেয়ে court এর আশ্রয় নিতে বাধ্য হইয়াছেন। Court এ আশ্রয় নেওয়ার পর যতগুলি Case আমরা দেখেছি, তার মধ্যে অনেক Officer ও আছেন, যে সমস্ত অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তাদের উপর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল সেটা আদালত থেকে নাকচ হয়ে যায়। অর্থাৎ আদালত এগুলি অগ্রাহ্য করে। যার ফলে যে সমস্ত অফিসারকে যে দিন থেকে বরখাস্ত, suspension বা চাকুরী থেকে dismiss করা হল সে দিন থেকে তার ঐ রায়ের দিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ Period এর জন্য তাকে বেতনের টাকা ও সমস্ত ক্ষতি পুরণ দিতে হয়। এই ভাবে সরকারী বাজেটের একটা বিরাট অঙ্ক প্রতি বছরই খরচ হয়। কিন্তু আইনে কোন অফিসার কোন কর্মচারীকে suspend অথবা বরখাস্ত করলে সে কর্মচারী যদি court caseএ জয়লাভ করে তবে সেই কর্মচারীর সমস্ত বকেয়া পাওনা উক্ত অফিসারের নিজের বহন করতে হয়। কিন্তু কার্য্যত: দেখা যায় তা হয় না, সরকারী তহবিল থেকেই দেওয়া হয়। কাজেই এটা সরকারের একটা বিরাট loss. কাজেই আমার কথা হল এ সমস্ত case এ উক্ত অফিসারের পকেট থেকেই যেন সমস্ত টাকা কেটে নেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। নতুবা এইভাবে সরকারের টাকা অপচয় করার কোন অর্থ হয় না।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার cut motion গুলির মধ্যে Demand No. 8 এ আছে economy cut. অর্থাৎ টাকাটা যে খরচ হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এই খরচটা আরও কমানো দরকার। আরেকটা হলো Token cut. supplementary budget এ যে provision আছে, প্রয়োজনের তুলনায় সেটা অত্যন্ত কম। আরেকটা economy cut আছে। সেটা হ'ল "Law charges of Government cases, এই খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ আছে সেটা কমিয়ে Production বাড়াবার জন্য খরচ করলে ভাল। Grow more Food campaign যেটা আছে তাতে খরচ করলে ভাল হয়। অর্থাৎ যে খাতে টাকা ব্যয় করলে দেশের উন্নতি অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হয় সেই খাতেই টাকা খরচ করা দরকার এবং এই খাতে এই টাকার পরিমান কমানো দরকার।

Mr. Speaker —Will any our member of the opposition speak ? Now any member of the Ruling party ?

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য cut motion এনেছেন Demand No. 8 এবং 9 এ। Demand No, 8. এ cut motion আনতে গিয়ে কতগুলি কথা এখানে বলা হয়েছে যেগুলি সম্পূর্ণ সত্যের বিপরীত, নির্ব্বাচন একদিনে হয়েছে এবং একদিনে নির্ব্বাচন পরিচালনা করতে গেলে যে expenditure এখানে হয়েছে তাই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে এই supplementary budget এ। Travelling allowance, Dearness allowance এবং House rent allowance এইগুলি Govt. of India sanction করেছেন 1967 র ১লা জানুয়ারীতে। এইগুলির ব্যয় বরাদ্দের জন্য House এর কাছে মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে। এখানে বিপক্ষ যে cut motion এনেছেন সেগুলি সত্যের বিপরীত বলেই আমি মনে করি। Fair & free election চালাতে গেলে পরে এই খরচের প্রয়োজন আছে। Polling officer রা Polling Station এ যাবেন তাদের ব্যয় বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে।

তারপর বলা হয়েছে House rent যেটা দেওয়া হয় সেটা ৩০০৲ টাকা বেতন পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্মচারী তাদেরকে 10% হিসাবে দেওয়া হয়ে থাকে Govt. এর আইন অনুযায়ী। সেটাতে কোন তারতম্য করা হয় না। সেইটা সেই অনুসারেই দেওয়া হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারেই সেটা ধরা হয়েছে। বিশালগড় ও মোহনপুরের Head quarters এর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছিল সেই টাকাই এখানে রাখা হয়েছে। এবং আমাদের দেশের যে প্রচলিত নিয়ম কানুন সেই অনুসারেই ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। Law charges এর জন্য এই জায়গাতে আরেকটি কথা বলা হয়েছে। কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে যে Govt. case হয়ে থাকে সেই caseএ যদি রায় তার বিপরীত হয় তবে সেই টাকা কর্ম্মচারী থেকে কেটে নেওয়া হোক আইন অনুসারে। কিন্তু এমন কোন আইন নেই। এতএব Service conduct Rule এ যে Protection আছে কর্ম্মচারীদের জন্য, সেই Protection এর মধ্যে তারা পড়ে থাকেন। অতএব সেটাকে রদবদল করার ক্ষমতা আমাদের নাই। অতএব যদি কেউ assess করে তাদের উপর ধার্য্য করতেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা তাদের নিকট থেকে আমরা আদায় করতে পারতাম। আমাদের খুশীমত আমরা আদায় করতে পারি না। সেটা আইনানুগও হবে না এবং বৈধও হবে না। যেটা বৈধ নয় সে কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার কোন অধিকার কোন মানুষের নাই। তাই আমি এই Cut motionগুলো অবৈধ বলে মনে করি এবং ডিমাণ্ড নং ৮ ও ৯ এর সমর্থন জানাচ্ছি এবং হাউসের কাছে নিবেদন করছি যে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে হাউস এই ডিমাণ্ডগুলো সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—Any other member.

অনারেবল শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য (অর্থমন্ত্রী) ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ৮ ও ৯ সম্বন্ধে বিরোধীপক্ষ যা বলেছেন তা সত্য নয়। কারণ, এর মধ্যে নির্ব্বাচনে জয়লাভের জন্য কোন প্রয়াস আছে বলে মনে হয় না। পোলিং সম্পর্কিত এ্যারেঞ্জমেণ্ট করার জন্যই এটা ধরা হয়েছে। তাছাড়া আরও কতগুলো খরচ আছে যেমন হাউসরেণ্ট ইত্যাদি সেগুলো অল ইণ্ডিয়া বেসিসে এবং Ballot Box ও অন্যান্য সরঞ্জাম সেখানে নিয়ে যেতে খরচ হয়েছে, সেই খরচই এখানে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। Demand No. 9 এ আরেকটি কথা বলা হয়েছে। এখানেও এই যে খরচ করা হয়েছে—Liveries for the class IV staff, Law charges of Govt. Cases, cost of Petrol for Govt. Jeeps, Flood Protection materials, Water Charges, Compensation of land acqired for the Construction of Headquarters at Mohanpur & Bisalgarh, Maintenance charges of Govt. Jeeps, for meeting additional expenditure on welfare of backward class, provision for which exists under Demand No. 34—Miscellaneous.

অতএব এখানে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে flood protection এ কম টাকা ধরা হয়েছে। অতএব এখানে Cut motion আনা হলো। আমরা এমন কথা বলছি না যে flood protection এর materials এর জনা যা দরকার সেইটাই রাখা হবে। যে নিয়ম, সে নিয়ম অনুসারেই এখানে তা দেওয়া হয়। সুতরাং এর মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। তাই আমার মনে হয়, আমার যে ডিমাণ্ডগুলো তা মঞ্জুর হওয়া প্রয়োজন এবং আশা করি হাউস সেটা মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :—The debate on Demand Nos. 8 & 9 is over. Now I am putting the Demands to vote separately. Of course, I shall first put to vote the cut motions relating to the aforesaid Demands.

Now the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on Heavy expenditure incurred for transport charges etc., in connection with General Election held on 18. 2. 67.

(The Cut motion was put to vote & lost.)

I now put the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 2,21,900/-, be granted to defray the additional Charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 8—Parliament, State/Union Territory Legislature.

The motion was put to vote & carried.

The question before the House is cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on (1) inadequacy of provission to the grant of House Rent Allowance to the officers and employees. (2) To discuss on "inadequacy of provision for flood protec-

tion, materials compensation of land acquired for construction of Mohanpur and Bishalgarh Block Head-quarters etc. (3) That the Demand be reduced by Rs. 1000/- to discuss on "law charges of Government cases"

The cut motions were put to vote and lost.

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,64,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 9 General Administration.

The motion was put to vote and carried.

Mr. Speaker :—Now I will call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion on Demand for grant No. 11 & 12.

Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :— অনারেবল স্পীকার, স্যার, On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,30.000/, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 11-Jails.

On the recemmendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 22,78.000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 12—Police.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ১১ হ'ল জেইল সম্পর্কে। এমপ্লয়িজদের ডিয়ারনেস এলাউয়েন্স এর রেইট বেড়ে যাওয়াতে এবং হাউস রেন্ট এলাউয়েন্স সেংশন হওয়াতে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, ঔষধ ইত্যাদির মূল্য বেড়ে যাওয়ায় এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আর একটি ডিমাণ্ড হল পুলিশ সম্পর্কে, ডিমাণ্ড নং ১২। ইমারজেন্সী এক্সপেণ্ডিচার ইন সিক্রেট সার্ভিস, অন্ধ্র প্রদেশের স্পেসিয়েল পুলিশের ডেপুটেশন খরচ বর্দ্ধিত হওয়ায় এবং বি. এম, পি. ও পি. এ, সি, যারা বিহার এবং উত্তর প্রদেশ থেকে এখানে ডেপুটেশনে এসেছেন তাদের ডেপুটেশন খরচ বেড়ে যাওয়ায় এই খাতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আশা করি এই হাউস আমার এই ডিমাণ্ড দুটোকে সমর্থন করবেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :—There is one cut motion on Demand No. 12. I will call on Shri Aghore Deb Barma to move his motion.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 12 এর উপর আমার Cut Motionটি হ'ল Feconony cut— "That the Demand be reduced by Rs 15,000/- to discuss on Deputation of Andhra, Pradesh Special Police in this Territory and B.M.P. and P.A.C..

একথা আমি পূর্ব্বেও বলেছি যে, এই অন্ধ, বি, এস, পি ও পি, এ. সি কে যে কারণে এখানে আনা হয়েছে তা হ'ল ত্রিপুরার সীমান্ত সুরক্ষিত করার জন্য এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের নিরাপত্তার জনাই। কিন্তু আজ যেভাবে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরাবাসীদের গবাদি পশু পাচার হয়ে যাচ্ছে তাতে এই সব পুলিশ বাহিনীকে এখানে রাখার কি স্বার্থকতা তা আমি বুঝিনা। তদুপরি, সকলেই জানেন যে, ত্রিপুরায় দিনের পর দিন বেকার সমস্যা বেড়েই চলছে। যদি এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে হয় তাহ'লে আজ সীমান্তরক্ষা পুলিশ বাহিনীতে ত্রিপুরার লোক নেওয়া দরকার। যেভাবে আজ বাইরে থেকে পুলিশ বাহিনী আনা হয়েছে তাতে একটা প্রশ্ন মনে জাগে যে. ত্রিপুরার রুলিং পার্টি কি মনে করেন যে, ত্রিপুরার জোয়ানদের দ্বারা গঠিত পুলিশ বাহিনী ত্রিপুরার সামান্ত রক্ষা করতে পারবেনা? যদি তারা মনে করেন যে ত্রিপুরার জোয়ানদের দ্বারা সীমান্ত রক্ষা করা সম্ভব, তাহলে আমি বলব, ত্রিপুরার জোয়ানদের এই সীমান্ত পুলিশ বাহিনীতে গ্রহণ করা উচিত। কারণ, আজ সকলেই জানেন যে, ত্রিপুরা একটা ঘাটতি এলাকা এবং অর্থনৈতিক সংকট এখানে প্রকটাকার ধারণ করেছে। প্রতিটী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন অগ্নিমূল্য হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে আজ চাল, ডাইল. মাছ ও তরি,-তরকারী ইত্যাদি। এই অবস্থায় ত্রিপুরায় বেকার সমস্যার যদি সমাধান না করা যায় তা হ'লে দিনের পর দিন অর্থনৈতিক সংকট আরও বাড়বে। সেই দিক চিন্তা করে ত্রিপুরার মানুষকে সামান্তরক্ষা পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করা উচিত এবং বাইরে থেকে পুলিশ বাহিনী আনা বন্ধ করা উচিত।

আর একটা কথা হল এই যে, রুলিং পার্টী হামেশাই বড় বড় কথা বলে থাকেন যে, আমরা হেন করছি, তেন করছি, কিন্তু বর্ডারের আসল চেহারাটা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, আজ গরু থেকে আরম্ভ করে হামেশাই এই সীমান্ত দিয়ে ধান পর্য্যন্ত ত্রিপুরা থেকে পাকিস্তানে পাচার হয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত রক্ষা করা বা পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি এই বিরাট পুলিশ বাহিনীকে আনা হয়ে থাকে, তবে সামান্ত সুরক্ষিত হচ্ছে না কেন? প্রতিদিন রাত্রে এইভাবে যে large numbers of cattle চুরি হয়ে যাচ্ছে, তাকি ruling party দেখতে পাচ্ছেন না? তাই অবস্থাটা প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি এখানে economy cutটা রেখেছি যাতে করে বাহির থেকে এই বাহিনী আনা বন্ধ করে স্থানীয় লোকদিগকে recruit করা হয়। তাহলে আমার মনে হয় আমরা অর্থনৈতিক বিপর্য্যায় থেকে অনেকটা রেহাই পাব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও cut motion এর আওতার মধ্যে আসেনা তথাপি এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমি কিছু বলব।.

Mr. Speaker—Your speech must be related to your cut motion. Please be brief as the time is short.

Shri Aghore Deb Barma—ত্রিপুরার প্রশাসন ব্যবস্থার কয়েকটা নমুনা আমি এখানে রাখতে চাই। সেটা হ'ল যে সব কর্মচারী senior এবং qualified তারা যদি Head of the Dept. এর কর্ত্তা ব্যক্তির সুনজরে না আসেন, তাহ'লে তাদের প্রমোশনের কোন scope থাকে না।

সেজন্য আমি Police Dept. এর কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে চাই —যেমন Dy. S. P. Rank এর মধ্যে রথীন্দ্র রক্ষিত, অমরেন্দ্র বিহারী বোস এবং রামানুজ ভট্টাচার্য জুনিয়ার হয়েও তাদের Senior দিগকে ডিঙ্গাইয়া Dy. S P. হইলেন। আর যারা Senior ও qualified প্রমোশন পাননি তারা হলেন জিতেন্দ্র তলাপাত্র, সত্যগুপ্ত, আশুদেব। রথীন্দ্র রক্ষিত, অমরেন্দ্র বিহারী বোস, রামানুজ ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি যদিও Junior তবু তারা Senior দের ডিঙ্গাইয়া রাতারাতি Dy. S P. হয়ে গেল। আর যারা Senior ও qualified যেমন জিতেন্দ্র তলাপাত্র, সত্যগুপ্ত, আশুদেব, আশু চৌধুরী তারা যদিও বহুদিন যাবত Police Dept. এ কাজ করতেছেন, কর্ত্তৃপক্ষ কি কারণে জানিনা, তাদের প্রমোশন দেন নাই। এইটা যে শুধু Police Dept. হচ্ছে এমন কথা নয়, শুধু উদাহরণ স্বরূপ এইটা আমি দেখালাম। এই হল ত্রিপুরা সরকারের একটা চরিত্র। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত খুব মেলামেশা যাদের বেশী, তাদেরই প্রমোশন হয়, Senior বা Junior এর কোন প্রশ্ন নাই।

Police এর Ration সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে P. A. C. ও B. M. P. এমনকি এখানকার 2nd Battalion কেও Free ration দেওয়া হয়, অথচ 1st Battalion কে Free ration দেওয়া হয় না। এইটা যে কি রকম পক্ষপাতিত্ব তা বুঝলাম না। এই রকম যে anamoly বা পক্ষপাতিত্ব আজকে সব department এই চলছে তার অবসান করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ জানাইতেছি যে এই বিষয়ে তারা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

Mr. Speaker :—Will any member of the opposition speak ?

Shri Bidya Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাহিরে থেকে যে সমস্ত পুলিশ এখানে আনা হয়েছে, তাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভূগোল সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই। সেইদিক থেকে বিচার করে যদি আমরা স্থানীয় যুবকদের recruit করতে পারি তাহা হইলে বেকার সমস্যা অনেকটা কমে যায়। কাজেই সেইদিক থেকে বিবেচনা করেই আমি আমার প্রস্তাব এখানে রাখছি।

Mr. Speaker—Now from the ruling Party.

S. L. Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ১১-১২ ডিমাণ্ড নম্বরের সমর্থনে এবং cut motion এর বিরোধীতা করে বলছি। আমি শুনে খুব আনন্দিত হলাম যে Police বিভাগে qualified Senior এবং efficient কর্মচারী আছেন। এইকথা মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা মেনে নিয়েছেন। প্রথম কথা হল Promotion.

Promotion D.P.C-র মাধ্যমে আইনানুগ ভাবেই দেওয়া হয়ে থাকে। আইনমত না হলে পরে appeal করতে পারে এবং সেই appeal শুনা হয় এবং সেই অনুসারে কার্য্য করা হয়। তারপর বলা হয়েছে border এ যারা আছেন সেই B.M.P, P.A.C তাদের আনার ফলে চাউলের দুর্মূল্য হয়েছে। ভালকথা, ভালভাল যুক্তি এখানে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্থানের সহিত আমাদের border ৩০০ মাইল। সেই গুলিকে সুরক্ষিত করা দরকার। সব জায়গাতেই border security force Central থেকে রাখা হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই scope না আসবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সীমান্তকে খুলে রাখা চলেনা। তাকে সুরক্ষিত করতে হবে অতএব সেই প্রয়োজনে ইহা করা হইয়াছে।

আর একজন সদস্য বলেছেন যে এদের ত্রিপুরার ভৌগলিক জ্ঞান খুব কম এবং যারা new recruit হবে তাবের জ্ঞান খুব প্রবল। এখানকার লোক যারা Police এ recruit হবে তারা রাতারাতি কি করে ভৌগলিক জ্ঞান আয়ত্ব করবে তা আমি বুঝিনা। এইখানে বাহিরে থেকে যারা আসেন তারা ধীরে ধীরে ভৌগালিক জ্ঞান অর্জন করেন এবং সেই অনুসারে তারা তাদের কার্য্য পরিচালনা করেন। Ration বিলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে এখানে সব forceকেই ration দেওয়া হচ্ছে, কেবলমাত্র Tripura Battalion কে দেওয়া হচ্ছেনা। মাননীয় সদস্য হয়ত অবগত নন্ যে border এর কাযে। যারা নিযুক্ত কেবলমাত্র তাদেরকেই এই allowanceটা দেওয়া হয়ে থাকে। অতএব সেই অনুসারে ইহা দেওয়া হচ্ছে। ইহাতে কোন তারতম্য করা হয় না। তারপর বলা হয়েছে যে cattlelift হয় এবং মাননীয় সদস্য ইহা দেখেছেন। দেখে তিনি যে কি করে চুপ করে রইলেন তা আমি বুঝতে পারছিনা। Border force কেবল Catte lifting এর smuggling এর জনাই না। Border sceurity র জন্য এবং সেই অনুসারে তাহাদিগকে রাখা হয়। অতএব cattle lifting এবং smuggling যদি হয় তাহলে আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব এই ব্যাপার যেন আমরা পুলিশকে সাহায্য করি। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় সদস্যদের সহানুভূতি এবং Co-oparation আশা করি। অতএব আমি বিশ্বাস করব যে তারা সক্রিয় হয়ে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। এই বলেই আমি মূল demand ১১-১২ কে সমর্থন করছি এবং cut motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I would Call on the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to give his reply.

Sri Krishnadas Bhattacharjee (Minister)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই Cut motion এর বিরোধিতা করছি এবং Demand এর সমর্থনে বলছি। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যা বলছেন সেটা আমি সমর্থন করি না। এখানে border scurity এর জন্য একটা Border security Force central থেকে রাখা হয়েছে। সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন। এমতবস্থায় আমাদের ত্রিপুরার

ছেলেদের Security Force এ নিয়োগ করার পর যখন Border Security Force এসে যাবে তখন এদের বিদায় করে দেওয়া উচিত বলে মনে হয় না। কাজেই যারা deputationএ এসেছেন, Border Security Force এসে গেলে এদেরকে আবার মূল জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। তাছাড়া ত্রিপুরার ছেলেদের Police Forceএ নিয়োগ করা হয় না এটা ঠিক নয়। Police Forceএ সকলকেই সুযোগ দেওয়া হয় এবং ত্রিপুরার ছেলেদেরও যোগ্যতা অনুসারে সুযোগ দেওয়া হয়। তারাও Police Forceএ যথেষ্ট সুযোগ পায় এটা আপনারা জানেন। কাজেই আমার মনে হয় Border Security Force না আসা পর্যন্ত B. M. P., P. A. C. এবং Andhra Police যারা রয়েছেন তাদের খরচটা চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং তার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা মঞ্জুর হওয়া উচিত।

Mr. Speaker :—There is no cut motion against Demand No. 11. I am giving the motion to vote. The question before the House is the Demand for Grant No. 11 moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,30,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 11—Jails.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'--

Voices—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

(No voice)

I think, Ayes have it. 'Ayes' have it. So the demand is passed.

There is a cut motion against Demand No. 12. I am giving the cut motion first to vote. The question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 15,000/- to discuss on "Deputation of Andhra Pradesh Special Police in this Territory and B. M. P. and P. A. C."

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voiee—'Ayes'

As many as are of Contiary opinion will please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think 'Noes' have it, "Noes" have it. So the cut motion is lost.

Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is the Demand for grant No. 12 moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 22,78,000/- be granted to defray the additional charges which will come in couise of payment during

the period from 1st April 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 12—Police.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

Voices—'Ayes'

As may as are of Contrary opinion will please say 'Noes'

(No voice)

I think Ayes have it, Ayes have it. So the Demand is passed.

I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move his next motion.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—Demand for grant No. 13. Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 64,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Departments.

Next is Demand No. 23. Mr. Speaker Sir, On the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 3,77,200/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 23--Miscellaneous, Social and Development Organisation.

Next is Demand No. 32. Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 90 000/- be granted to defray the Additional charges which will come in course of payment during the period from 1st Aprll, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 32—Stationery and Printing.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,33,700/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of demand No. 34—Miscellaneous.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,57,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 35—Other Miscellaneous Compensation and Assignments.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding 17,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 43 – Payments of Commuted Value of Pensions.

Mr. Speaker :—Now I would ask the hon'ble members of the opposition to speak.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No: 23—Miscellaneous, Social and Developmental Organisation সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এই Demand এ ৩,১১,২০০ টাকা grant চাওয়া হয়েছে। আজকে ১ম ও ২য় ও ৩য় পরিকল্পনা শেষ হয়ে যাবার পরেও বহু প্রকল্প আমরা দেখছি এবং অনেক উদ্দেশ্যই ঐ পরিকল্পনাতে ছিল কিন্তু বাজেটের টাকাগুলি কার্যাতঃ যে ভাবে খরচ করা হয়, তা ঠিকঠিকভাবে কাজে লাগে না, অর্থাৎ তিনটি পরিকল্পনাতে যে টাকা খরচ করা হয়েছে তা যদি যথাযথ ভাবে খরচ করা হয়, তাহলে মানুষের আর্থিক উন্নতি কিছুটা হত কিন্তু কার্যাতঃ যদিও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে তবু জনসাধারণের অর্থনৈতিক মানের কোন উন্নতি হয় নাই। পরন্তু দিনের পর দিন সমাজ অর্থনৈতিক বিপর্যায়ের দিকে যাচ্ছে। কাজেই যে পরিমাণ টাকা এইখাতে রাখা হয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা কম, অর্থাৎ আরও বেশী টাকা ঐ খাতে বরাদ্দ করা উচিত ছিল। তা ছাড়া আমরা দেখি যে Ruling Party দলীয় স্বার্থের খাতিরে ঐ টাকা খরচ করে থাকেন। কোন broad outlook নিয়ে ঐ টাকা খরচ করা হয় না। কাজেই বাজেটের বরাদ্দকৃত টাকা জনসাধারণের কোন উপকারে আসে না, অর্থাৎ অপচয় ঘটে। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হল, এই Demand এর যে টাকা তা জনসাধারণের সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে যাতে খরচ করা হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখা। এমনও দেখা যায় যে নামে মাত্র একটা স্কুল কোন স্থানে আছে, সেখানে কোন জনমানব নাই। মাসে মাসে শুধু বেতন খরচ করা হচ্ছে। সেখানে কোন ছাত্র আছে কিনা তার কোন খোঁজ নেওয়া হয় না। কোন কাজ হচ্ছে কিনা তাও দেখা হয় না, অর্থাৎ গৌরীসেনের টাকা খরচ করতে হবে, তাই খরচ করা হয়। ঐভাবে চললে পরে এখানে ৩ লক্ষ কেন আরো বেশী টাকা খরচ করলেও মানুষের কোন কল্যাণ হবে না। কাজেই বরাদ্দকৃত টাকা যাহাতে ঠিক ঠিকভাবে খরচ করা হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

আর Demand No. 34 এ আমার cut motion হল—Inedequacy of Provision on New migrants from East Pakistan আর একটা cut motion হল—Inadequacy of Provision for Grant to distressed unemployed Goldsmith and their families. এই দুইটির উপর আমার বক্তব্য রাখতে চাই, একটা হল পাকিস্থান থেকে যে পরিমাণে লোক আসছে তা বিনিময় করেই হউক বা অন্য ভাবেই হউক, প্রথমতঃ তারা এখানে এসেই অর্থনৈতিক

প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। কারণ পাকিস্তান থেকে যারা আসেন তারা টাকা পয়সা দূরের কথা, গরুবাছুর এমন কি, পিতৃপুরুষের জমানো সৌখিন জিনিষপত্রও ফেলে আসতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ শূন্য হাতেই তাদের আসতে হয়। হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে কেউ কেউ কিছু জমি বিনিময় করতে পেরেছেন। কাজেই কৃষক যারা আসেন তাদের কৃষি যন্ত্রপাতি, হালের গরু, জমি ইত্যাদি দিয়া যাহাতে কৃষক হিসাবে তারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তার জন্য চেষ্টা করা দরকার। যে পরিমাণ লোক এখানে আসছেন, তাদের প্রত্যেক পরিবারকে যদি equipped করে তুলতে হয়, তাহলে অনেক পরিমাণে তাদের অর্থ সাহায্য করা দরকার। কাজেই সেই পরিমাণ অর্থ সাহায্য যদি আমরা না দেই তাহলে উৎপাদনের দিকে তারা তেমন সাহায্য করতে পারবে না। অতএব এই খাতে বরাদ্দ আরো বাড়ানো দরকার।

গত কয়েক বৎসর আগে স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন যখন চালু হল, সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের স্বর্ণ শিল্পীরা উপোষ করে দিন কাটান, এমনকি খোয়াই এবং অন্যান্য কয়েক জায়গায় আত্মহত্যা করে কিছু লোক মারা যান, এরকম ঘটনাও ঘটেছে। অনেক লোক বেকার হতে বাধ্য হন, তাদের জন্য এই Supplementary Grantএ যে টাকা রাখা হয়েছে, সেটা অনেকটা উপহাসের বস্তু, কারণ যে পরিমাণ লোক বেকার হয়েছে, তাদের যদি অর্থনৈতিক সাহায্য না দেওয়া হয়, তবে আইন করে দেশের মধ্যে শুধু সমস্যাই সৃষ্টি করা হল, সমাধান কিছু হল না। বাজেটের এই টাকা দিয়ে স্বর্ণশিল্পীদের সমস্যা সমাধানের কোন পথ আমি দেখি না। কাজেই বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে যাতে তাদের পুনর্ব্বাসন করা যায়, তার জন্য অর্থের বরাদ্দ বেশী করে রাখার প্রয়োজন আছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 35—Other Miscellaneous compensation and assignments এই headএ টাকার অঙ্ক অবশ্য বড়ই রাখা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাই, অনেক দিন আগে ত্রিপুরার যে সমস্ত তালুকদারী ছিল, ঐসব ভূমি সংস্কার আইনমূলে খাস করে নেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐসব তালুকদারার Compensation দেওয়া হয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে Compensation এখনো পায় নাই। ঐসব Compensation যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার, কারণ সরকার যখন Compensation দেবে বলে স্থির করেছেন তখন যত শীঘ্র দেওয়া যায় তাই ভাল।

আর Demand No. 43—Payments of Commuted value of pensions সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। এটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, অনেক দিন হয়, মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে জিতেন্দ্র দেববর্ম্মা নামে জনৈক ভদ্রলোক Amarpur Sub-division এর S.D.O ছিলেন। তিনি বহু দিন হয় অসুস্থতার জন্য কাজ ছেড়ে দেন শেষ পর্য্যন্ত অসুখে ভুগতে ভুগতে তিনি মারা গেলেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার pensionএর কোন benefit পান নাই। এই যে একটা খামখেয়ালী— একটা মানুষ অসুখে মরে গেল এবং তার বহুদিন পরও

pensionএর কোন ব্যবস্থা হলনা এই যে একটা কেলেংকারী ব্যাপার, যে মানুষ মরে যাবার পরও pension পাবার কোন সুরাহা হলনা—এইটা কি ইচ্ছাকৃত না সরকারী depttএর irregularityর জন্য, তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার। যাতে ভবিষ্যতে এই রকম কোন ঘটনা না ঘটে তার জন্য সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Now. is there any other Member from the opposition ? Now any member from the Ruling Party ?

Shri S. L. Singh (Chief Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে Demandগুলি Finance Minister এই হাউসে উত্থাপন করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং cut motion এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। বিরোধী পক্ষ থেকে উদ্বাস্তুদের সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে এবং স্বর্ণ শিল্পীদের সম্পর্কে cut motion আনা হয়েছে। Supplementary Budgetএ যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাকে unforeseen বলা চলে। কারণ কখন কত সংখ্যক উদ্বাস্তু আসবে, কিভাবে আসবে তার সংখ্যাতত্ব আমাদের হাতে থাকে না। তারা আসলে পরেই সেই সংখ্যাতত্ব অবগত হই এবং সেই অনুসারেই তাদের Campএ রাখা, dole দেওয়া, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা হয়। তারপর অন্যান্য stateএ তাদের পাঠাবার জন্য আমরা চেষ্টা করি। পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসার ফলে ত্রিপুরার সঙ্কট বাড়ে, এবং তা এড়াবার কোন ক্ষমতা আমাদের নেই। কারণ আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আসলে পরে আমরা তাদের আশ্রয় দেব, নাগরিক করে গড়ে তুলব। অতএব সেই ভিত্তির মূলেই আমরা তাদের আশ্রয় দিয়ে থাকি। তারপর স্বর্ণ শিল্পীদের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে কেউ কেউ suicide করেছে। Suicide এর ঘটনা সব জায়গায়ই ঘটে, মানুষ Mental equilibrium যখন হারিয়ে ফেলে তখনই suicide করে। মাননীয় অধ্যক্ষ হয়ত অবগত আছেন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে মনে হয় তাকে যেন জানিয়েই উনি আত্মহত্যা করেছিলেন। অতএব তাকে যদি আগেই জানানো হয়ে থাকে তবে তাকে নিবৃত্ত করা উচিত ছিল অথবা পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল। উনি suicide এর খবর জানার পরও যদি পুলিশে জানিয়ে না থাকেন তবে অত্যন্ত আইন বিরোধী কার্য্য হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই ভাবে কোন লোক আত্মহত্যা করবে বলে যদি বিরোধী দলের সদস্যকে জানান তাহলে মাননীয় সদস্য সংবাদটা পুলিশে জানালে পরে এই লোকটাকে বাঁচানো যেতো। অতএব আমি আশা করব ভবিষ্যতে তিনি যদি সেইভাবে চিন্তা করে কার্য্য করেন। তাহলে আত্মহত্যা জনিত যেসব অপরাধ তার থেকে আমরা মানুষকে রক্ষা করতে পারব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Finance Minister to give his reply.

Shri Krishnadas Bhattacherjee—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই demand গুলির মধ্যে যে Cut motion আছে তার বিরোধিতা করে এবং আমার Demand এর সমর্থনে বক্তব্য রাখছি। Demand Nos. 13, 23, 32, 34, 35, and 43 গুলিতে যে provision রাখা হয়েছে তা প্রয়োজন অনুপাতে রাখা হয়েছে। স্বর্ণশিল্পীদের মধ্যে যারা unemployed তাদেরকে rehabilitation দেওয়ার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু যারা নাকি স্বর্ণ আইনের ফলে বেকার হয়েছিল পরে তাদেরকে ঐ ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার জন্য certificate দেওয়া হয়েছে। তার পরে যখন ঐ আইনটিকে relaxation করা হয়, তখন তারা স্বর্ণের ব্যবসা করার জন্য eligible হন। তবে এখন মাত্র ২১১টি Case আছে যারা স্বর্ণের ব্যবসা করতে চান না এবং তারা তাদের certificate গুলি surrender করেছেন। আর বাকীরা তাদের স্বর্ণের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই যারা স্বর্ণশিল্পী তাদের সবাইকে un-employed বলে ধরা উচিত নয়, সম্ভবও নয়। আর শুধু যারা certificate surrender করেছেন তাদের বেকার বলে ধরা হবে এবং তাদের পুর্নবাসন দেওয়ার জন্য scheme গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তাদেরকে ex-gratuitious payment দেওয়ার জন্য এই বাজেটে token provision রাখা হয়েছে। আমি আশা করব এখানে যে কয়টি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে হাউস তা মঞ্জুর করবে।

Mr. Speaker:—There is no cut motion against Demand No. 13. I am putting the main motion to vote. The question before the House is that the Demand for Grant No. 13 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 64,000/- , be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Departments.

As many as are of that opinion will please say "Ayes" (voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" (No voice).

I think "Ayes" have it. "Ayes" have it. Ayes have it. The Demand is passed.

As there is no cut motion against Demand No. 23. I am putting the Main Motion to Vote.

The question before the House is that the Demand for Grant No. 23 moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 3,77,200/- be granted to defray the additional charges which will come

in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 23—Misc., Social & Developmental Organisation.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

(Voices—"Ayes")

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"

(No voice)

I think "Ayes" have it, "Ayes" have it, "Ayes" have it.

The demand is passed.

There is no cut motion against Demand No. 32. I am putting the main motion to vote. The question before the House is that the demand for grant No. 32 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 90,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April. 1966 to 31st March, 1967 in respect of demand No. 32-Stationery & Printing.

As many as are of that opinion will please say "AYES"

(Voices—"AYES')

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"

(No voice)

I think "AYES" have it. "AYES" have it, AYES" have it.

The demand is passed.

There is one cut motion on demand No. 34. First, I am putting the cut motion to vote. The question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision on new migrants from East Pakistan.

(ii) To discuss on inadequacy of provision for grant to distressed unemployed goldsmiths and their families.

As many as are of that opinion will please say "AYES"

Voices—AYES.

As many as are of contrary opinion will please say "NOES"

Voices—" NOES "

I think "NOES" have it—"NOES" have it, "NOES" have it.

The motion is lost.

Now I am putting the main motion to vote. The question before the House is that the demand for grant No. 34 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,33,700 be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 34-Misc.

As many as are of that opinion will please say "AYES,'

(Vocies - "Ayes")

As many as are of contrary opinion will please say "Noes',

(No voice)

I think "Ayes" have it, ' Ayes" have it, "Ayes" have it.

The demand is passed.

There is no cut motion against demand No. 35. I am putting the main motion to vote. The question before the House is that the Demand for Grant No. 35 moved by Hon"ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,57,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of demand No. 35-Other Misc. Compensation and Assignments.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

(Voice—"Ayes")

As many as are of contrary opinion will please say " Noes"

(No. voice)

I think "Ayes" have it — " Ayes" have it, "Ayes" have it.

The demand is passed.

There is no cut motion against demand No. 43. I am putting the main motion to vote. The question before the House is that the demand for grant No. 43 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 17,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of demand No. 43-- Payment of Commuted Value of Pensions.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

(Voices- "Ayes")

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"

(No voice)

I think "Ayes" have it—"Ayes" have it, "Ayes" have it.

The demand is passed.

Mr. Speaker :—Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 15 & 16, together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2,07,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of demand No. 15—Medical.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 7,45,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No 16—Public Health.

Mr. Speaker :—Any one from the left to speak,

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের কথা মহাভারতের মত অনেক বড়। অনেক কিছুই আছে। তবে আমি এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু রাখতে চাই না। তবে মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের মধ্যে এবং হাসপাতালের মধ্যে যে অবস্থা চলছে তার কয়েকটি ঘটনার কথা আমি বলছি। ঘটনা সত্যি কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবশ্য তদন্ত করে দেখবেন। গত T. T. C. এর আমলে যে Central Medical Store করা হয়েছিল, আজকে বিধানসভার আমলেও তা maintain করা হচ্ছে। বিভিন্ন Company থেকে যে সমস্ত Medicine গুলি কেনা হয় তা নাকি Stock Register এ entry করা হয় না। এভাবে বহুরকম দুর্নীতি Medical Dept. এর নামে শুনা যায়। Medicine indent করে যে সমস্ত ঔষধ আনা হয় সেগুলি নাকি Stock Register এ entry করা হয় না। তাছাড়া Nurse, Midwife যারা আছেন তাদের মধ্যে কেহ কেহ washing allowance পান আবার অনেকে পান না। এরকম অনেক ব্যাপার আছে। Ambulance গাড়ী যেগুলি আছে সেগুলি রোগী আনা নেওয়ার জন্য ব্যবহার না করে Hospital Staff দের আনা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এবিষয়ে আমি আর বিশেষ কিছু বলতে চাই না।

Demand for Grant No. 16 সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে পূর্বে temporary staff থাকার সময়ে গ্রামাঞ্চলে যেভাবে টিকা দেওয়া হত, বর্তমানে permanent staff থাকা সত্বেও রীতিমত টিকা দেওয়া হয় না। কোন কোন স্থানে যেখানে ভাল কর্মচারী ১।১ জন আছেন তারা কিছু কাজ করেন আর কোন স্থানে কর্মচারীরা বসে বসে শুধু বেতন নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেন না। আর গ্রামাঞ্চলের লোকেরা, বিশেষ করে interior এ যারা বাস করেন তারা সাধারণতঃ টিকা নিতে চান না, ভয় পান, এবং এইটাই কর্মচারীরা একটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেন।

যার ফলে এবার ভুষু নগর এবং নূতন বাজারের নিকট যে বসন্ত দেখা দেয়, টিকা দিলে বোধ হয় তা মহামারীর মত হত না। Public Health Deptt. থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা পানীয় জলের জন্য ব্যয় করা হয়, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে টাকা ব্যয় করিয়া Ring well বা Tube well বসানো হয়েছে তার যে কি অবস্থা তার খোঁজ কেহ নেন না। যেখানে Ring well দেওয়া হয়েছে তা সেখানে আছে কিনা, জনসাধারণ ঐ পানীয় জল পান কিনা, তার তদন্ত করা দরকার। কাজেই যথেষ্টভাবে রুলিং পার্টি নিজেদের ব্যক্তিগত দল বা স্বজন পুষ্ট করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে বহু টাকা অপচয় করছেন ; কিন্তু এখন পর্য্যন্ত এসম্পর্কে কিছুই করা হয় নাই। ইদানিংও বিশালগড় এলাকায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজনের নামে Ring well মঞ্জুর হলো, কি করে যেন অনুমান করা হ'ল সে কংগ্রেসকে ভোট দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে Ring wellটি উঠিয়া নিয়ে আসা হলো। এমনও খবর পাওয়া যায় বিশালগড় D. V. C. Block থেকে যে সমস্ত Tube well দেওয়ার জন্য মঞ্জুর হয়েছিল সেগুলি নাকি ত্রিপুরায় ব্লেকে বিক্রি হয়। কাজেই এই সমস্ত ঘটনাগুলি তদন্ত করা দরকার। এবং কলগুলি ঠিক ঠিকমত দেওয়া হয় কিনা তাও দেখা দরকার। এই সমস্ত ব্যাপারে আজকে পানীয় জলের দিক দিয়ে এগুলি দেখা অত্যন্ত দরকার। মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে হলে সত্যি বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করা দরকার। একথা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। অতএব সেইদিক দিয়ে টাকার ব্যয় বরাদ্দ যে পরিমাণ দরকার অর্থাৎ মানুষকে বিশুদ্ধ জল সরবরাহ করতে গেলে যে পরিমাণ Ring well, কুয়া বা Tube well দরকার তার পরিমাণগতভাবে এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ Supplementary Budget এ ধরা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। তথাপি এই কথা বলতে বাধ্য যে, যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা যদি ঠিক ঠিকভাবে ব্যয়িত হয় তাহলেও পানীয় জলের দিক থেকে অনেকটা নিরাপদে হবে। আর Sanitation এর কথা তো বলা বাহুল্য। এইগুলি অবশ্য item ভুক্ত আছে, টাকারও ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয় বছর বছর। কিন্তু কার্য্যত শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলেই অনুমান করা যায় যে কোন স্তরে আমরা এখনো আছি। রাস্তার একমাথা থেকে আরেক মাথা পর্য্যন্ত হাঁটলেই এটা টের পাওয়া যায়। অর্থাৎ রাস্তার কিছুদূর পরপর একেকটা ময়লার ডিপো জমাইয়া রাখা হয়। এগুলি এভাবে রাখলে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে কি না সে বিষয়ে ওনারা চিন্তা করেন কিনা জানি না। এমন ঘটনাও হয় কোন কোন সময় রীতিমত পরিষ্কারও হয় না জমা পড়ে থাকে। সময় সময় এমনও হয় যে রাস্তার পাশে ময়লাটা ঢেলে দিয়ে চলে যায়। কাজেই সেই দিক দিয়ে যথারীতি নজর রাখা উচিৎ। যে টাকা এখানে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা ঠিক ঠিকভাবে ব্যয় করে যাতে আমরা জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারি সে চেষ্টা করা দরকার। এবং সে দিক দিয়ে অন্ততঃ মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would call on Hon'ble Health Minister to give his reply.

Shri Tarit Mohan Das Gupta—(Health Minister):—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই Supplementary Demandএর 15 এবং 16র সমর্থনে আমি বলছি, এখানে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, Central Medical Store যেটা আছে সেখানে ঔষধপত্র জমা হয় না। আমি মাননীয় সদস্যকে বলবো যে তাঁর কাছে যদি এ ধরণের কোন প্রমাণ থাকে সেটা যদি তিনি পেশ করেন তাহলে সেটা দিয়ে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে। শুধু কথার ছলে বললেই চলে না। বরঞ্চ আজকে ত্রিপুরারাজ্যে যতগুলি Hospital এবং Dispensaries আছে, প্রত্যেক জায়গাতেই ঔষধ পেঁ ৗছিয়ে দিতে হয়। কোন কোন জায়গায় ঔষধ পেঁ ৗছেনি বলে অভিযোগ শুনা যায়। কিন্তু Storeএ জমা হয়নি এ রকম অভিযোগ শুনা যায় নি। তাঁর কাছে যদি কোন Specific অভিযোগ থাকে তিনি সেটা আমাদের কাছে দিলে পরে তার উপযুক্ত তদন্ত করা হবে। সে সম্বন্ধে আমি মাননীয় সদস্যকে আশ্বাস দিতে পারি। এখানে যে সমস্ত ঔষধ আসে তা রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিলি করা হয় বলেই আমরা জানি। তারপর তিনি Tubewell সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, এখানে দেখলেই দেখবেন Plan এর মধ্যে পূর্বে যে Tubewell ছিল তার চাইতেও বেশী Tube wellএর বরাদ্দ হয়েছে। এ থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে আরো জল সরবরাহের চেষ্টা হচ্ছে। তিনি Ring wellএর কথা বলেছেন। Ring well সব জায়গায় দেওয়া হয়তো সম্ভবপর হয় না এবং Ring well দিলেও সমস্যা থেকে যায় এই যে, ত্রিপুরায় যে গ্রাম আছে সে গ্রামগুলি খুব ছড়ানো। একটি Ring well দিতে যত টাকা লাগে তার থেকে যত লোকের benifit পাওয়া উচিৎ—কারণ একটি Ring well দিতে তিন হাজার টাকার উপর লাগে, তার দ্বারা যতগুলি লোকের benifit পাওয়া দরকার বা লাভবান হওয়া উচিৎ তা হয় না। কাজেই যেখানে পাড়ার অবস্থা ছড়ানো থাকে, স্বভাবতই সেই অঞ্চলে জল সরবরাহ করার জন্য Tubewell এর দিকে আসতে হয়। কারণ Tube well করলে পর কিছু আংশিক পরিমাণ কম টাকা দিয়ে অধিক পরিমাণ লোকের মধ্যে পাণীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। সেই দিক দিয়েই বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে Tube well দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এবং তার জন্য ও তার maintenance ইত্যাদির জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। Permanent Staff আছে, তা ছাড়া কণ্ট্রাকটর আছে। যদি ছোট খাট ধরণের repair এর প্রয়োজন হয় তাহ'লে permanent staff তা করে দেন। যদি একেবারে নস্ট হয়ে যায়, তার জন্যে maintenance contractor আছে। কাজেই এ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ পেঁ ৗছলে পর repair এবং maintenance এর ব্যবস্থা করা হয়। আর তিনি যে অভিযোগ করেছেন, আমার মনে হয় তার কোন যৌক্তিকতা নেই এই জন্যে যে কোন Tube well বা Ring well রাজনৈতিক কারণে বা উদ্দেশ্য সাধনে দেওয়া হয়না। তিনি বলেছেন যে, বিশালগড়ে কোন এক কংগ্রেসীর বাড়ীতে Tube well দেওয়া হয়েছে। এবং জানতে পারা গেছে যে কংগ্রেসকে ভোট দেবেনা। ভোট দেওয়ার আগে কেউ ঢোল পিটিয়ে বলেনা যে, কংগ্রেসকে বা অমুক পার্টিকে ভোট দিবে। কেউ ভোট দিয়ে ও বলেনা যে

সে এই দলকে ভোট দিয়েছে বা দেয়নি। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, যেহেতু সেই ভদ্রলোক কংগ্রেসকে ভোট দেবেনা সেই কারণেই তার বাড়ীর নিকট হতে Tube wellটি অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই সেই এলাকার অন্যান্য জনসাধারণ বলেছেন যে Tube wellটি সরিয়ে অন্য যায়গায় দিলে তাদের অনেকের উপকার হবে। তাই Tube wellটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই ঐ Tube wellটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কাজেই তার এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি নিজেই বলেছেন যে সেখানে পাণীয় জলের অভাব। কাজেই যার বাড়ীর সামনে সেই Tube wellটি বসাতে গিয়েছিল তার চাইতে হয়তো আর একজনের বাড়ীর সামনে দেওয়ার প্রয়োজন বেশী। কারণ সেখানে পাড়া আছে। কাজেই কোন রাজনৈতিক কারণে তা সরিয়ে দেওয়া হয়নি। কাজেই তিনি আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন আমি তার উত্তর দিতে পেরেছি বলে মনে করি। তাই আমি এই ডিমাণ্ড সমর্থন করি।

Mr. Speaker :—Now I would call on the Hon'ble Finance Minister,

The Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee (Finance Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং 15 এবং 16 সম্বন্ধে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য পেশ করলেন তা আমি সমর্থন করছি। এবং তারজন্যই আমি হাউসের নিকট আবেদন করব যেন এই হাউস সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আমার এই ডিমাণ্ড দুটো মঞ্জুর করেন।

Mr. Speaker :—As there is no cut motion on Demand No. 15, I am putting the main Motion to vote.

The question before the House is that the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 2,07,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 15—Medical.

The motion was put to vote & carried.

As there is no cut motion on Demand No.16, I am putting the main Motion to Vote.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Financc Minister that a further sum not exceeding Rs. 7,45,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 16—Public Health.

The motion was put to vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his motions on Demands No. 17, 18 & 22 together.

The Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee (Finance Minister) :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,30,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 7,50,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 18-Animal Husbandry.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 4,300/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 22—Labour and Employment.

Mr. Speaker :—I would now call on the Hon'ble Member to discuss on his cut motion. I request the Hon'ble Member to be brief in his speech, because the time at our disposal is very short.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং 17 এ মোট অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ১,৩০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি কার্য্যের জন্য যন্ত্রপাতি কেনার ও provision আছে। প্রতি বছরই আমরা এইরকম provision রাখি। এখন কথা হল এই যে এর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের উৎপাদন বাড়ছে কিনা। যেমন আমরা দেখি যে গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় জাপানী প্রথায় চাষ হয়। কিন্তু কোন ক্ষেতে আজ পর্য্যন্ত বেশী ফসল ফলানো যায় নাই। এই অবস্থা আজ ত্রিপুরা রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত। যত রকমের প্রথাই চালু করা হউক না কেন, ভাল সেচের অভাবে ক্ষেতের ধান গাছ মরে শুকিয়ে যায়। কাজেই ভাল ব্যবস্থা না করলে কোন প্রথাই সাকসেসফুল হবে না। জলের ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্নে না করে যত যন্ত্রপাতিই আনা হউক না কেন কোন সুফল হবে না। আজকে খাদ্য উৎপাদন যদি আমাদের বাড়াতে হয়, তাহ'লে জল সেচের জন্য বিভিন্ন ছরায় বাঁধ দিয়ে যাতে এক ফসলের যায়গায় দু ফসল এবং দু ফসলের যায়গায় তিন ফসল করা যায় তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে। কিন্তু দুঃখের কথা আজ পর্য্যন্ত যত বাঁধ দেওয়া হয়েছে তার বেশীর ভাগই অকেজো হয়ে আছে। ফসল উৎপাদনের কাজে লাগছে না। এভাবে অনেক টাকা পয়সা নষ্ট হয়েছে বাজেটের। কিন্তু

কার্য্যতঃ উৎপাদন মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। কাজেই প্রথাটার উপর জোর না দিয়ে, যেভাবে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি পেতে পারে তার দিকে নজর দেওয়া দরকার। একটি ক্ষেতে জাপানী প্রথায় লাইন করে ধান গাছ লাগানো হল অথচ সে ক্ষেতে কোন আইল নাই বা জল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই এবং দেখা গেল ধান গাছগুলো শুকিয়ে মরে গেছে। সমস্ত পরিশ্রমটাই সেখানে পণ্ড হ'ল। জাপানী প্রথায় চাষ করলেই যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, এই যে একটা formula এটা ঠিক নয়। theoryটি এক জিনিস এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অন্য জিনিষ; এই দুটি জিনিষই পাশা পাশি থাকা দরকার। এদিকে যদি আমরা নজর না দেই তা'হলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে না। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তাই। কাজেই খাদ্য উৎপাদন যাতে বাড়ে সেদিকে নজর রেখেই বাজেট করা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং 18 এ আমার Cut Motion আছে। তা'হল inadequacy of provision to meet the cost of more quantity of milk to cope with the increasing demand of milk etc. অর্থাৎ আগরতলার মধ্যে আজ দিনের পর দিন দুধের চাহিদা মিটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে, সরকারী দুগ্ধ সরবরাহ অনেক সময় ঠিক মত দিতে পারে না। লোক সংখ্যা যে অনুপাতে বেড়েছে তদনুযায়ী দুগ্ধ সরবরাহও বাড়ানো দরকার। যেমন, রেশম বাগানের কাছে যেভাবে একটা গো-পালনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, ডেয়ারী ফার্ম করা হয়েছে অনুরূপভাবে যদি অন্যত্র ও এ রকম ডেয়ারী ফারম আরও করা হয় তা'হলে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদাও মিটানো যাবে অনেকাংশে। কিন্তু এভাবে দু একটা করে যদি আমরা আত্মসন্তুষ্টির মনো-ভাব নিয়ে থাকি তা'হলে এ সমস্যার সমাধান কোন কালেই হবে না বলে আমি মনে করি। যদিও Animal Husbandry খাতে ৭,৫০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে তবুও আমি মনে করি প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকার অঙ্ক অত্যন্ত কম। এইটা শুধু Milk supply এর ব্যাপার নয়। Animal Husbandry Deptt এর মধ্যে Veterinary feld service, গরু মহিষ ইত্যাদির উন্নতি বিধান প্রভৃতি নানা রকম কাজ আছে। ঐ সব কাজ যাতে সুষ্ঠু ভাবে চলে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এই সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই যে গত বৎসর আমাদের এলাকায় গরুর নানা রকম ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এই বিষয়ে Report করার পর. ঐ Deptt থেকে যথারীতি ঔষধ পত্র এবং Veterinary Doctorদের ব্যবস্থা করায় সেটাকে Check দেওয়া সম্ভব হয়। সেই জন্য আমি তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। এইবারও কোন কোন গ্রামাঞ্চলে গরু, মহিষ. শুকর, হাঁস, মুরগ ইত্যাদির সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল এবং এই ধরণের বহু জীব জন্তু মারা গিয়েছিল। বিশালগড়ে একটি Veterinary Extension Service Unit আছে কিন্তু তাদের পক্ষে বিশালগড়, টাকারজলা, বিশ্রামগঞ্জ

তেরিখোলা এই বিরাট এলেকায় Service দেওয়া practically সম্ভব নয়। টাকারজলা একটা দুর্গম এলাকা, যাবার কোন ভাল রাস্তাঘাট নাই। এই অবস্থায় টাকারজলা একটা Centre খোলার ব্যবস্থা করা দরকার। এইভাবে সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত যে সব দুর্গম এলাকা আছে। সেই সব এলাকায় Veterinary service দেওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

Labour and Employment সম্বন্ধে (Demand) No. 22. আমি বলতে চাই যে এই রাজ্যে অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য বেকার সমস্যা ক্রমশই বেড়ে চলছে। সরকারী একটা Deptt. থাকা স্বত্বেও এই সম্পর্কে কি কাজ করা হচ্ছে সেই বিষয়ে আমি খুব ওয়াকিবহাল নই। অবশ্য প্রত্যেক বৎসরই এই Demand এ আমরা টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখছি কিন্তু কার্য্যতঃ সে ভাবে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে তার জন্য স্থায়ীভাবে আমাদের কিছু একটা করা দরকার। বটতলা গেলেই আমরা দেখতে পাই যে Labourদের একটা বাজার সেখানে জমেছে। কোন ভদ্রলোক একজন Labourকে ডাক দিলে দশজন এসে হাজির হয়। কাজেই ভদ্রলোক কাকে নেবেন তা নিয়ে মহা সমস্যায় পড়েন। এই যে বেদাবীর একটা অবস্থা এখানে চলেছে, তার একটা সুষ্ঠু সমাধান আমাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং এই দিকে সরকারের একটু দৃষ্টি দেওয়া দরকার, কারণ পরিণামে এই সমস্যা একটা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। কোন কোন সময়ে কোন কোন অঞ্চলে অন্নাভাবে লোক না খেয়ে মারা যান, তখন সরকার হয়ত ঐ এলাকায় Test Relief এর কাজ সুরু করেন; কিন্তু এভাবে ত্রিপুরার স্থায়ী বেকার সমস্যার সমাধান হয় না।

কাজেই একটা কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। এই demand এ যে টাকা রাখা হয়েছে দেখে মনে হয় যেন এইটা উপহাস করার জন্যই রাখা হয়েছে। এই দিকে আরো সুষ্ঠুভাবে যাতে কিছু করা যায় তার দিকে দৃষ্টি দিবার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব। আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Is there any member from the opposition ? I would request the Hon'ble member to be brief.

Shri Bidya Chandra Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand No. 22 সম্পর্কে বলছি। সরকারের বাজেটে যে সব প্রস্তাব আছে সেই সব প্রস্তাব যদি যথারীতি কার্য্যকরী হোত, তা হলে এ রাজ্যে এই রকম বেকার সমসা থাকত না। কারণ একদিকে প্রস্তাব করা আছে চিনির মিল, সুতার কল ইত্যাদি বসানোর জন্য আর একদিক দিয়া syndicate এর মারফতে যে fountainpen এর কারখানা গড়ে তোলার কথা ছিল, তাও আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। যদি সেটা হত বেকার লোক কিছু কাজ পেত। জুম কাটা নিষিদ্ধ করার ফলে বহু লোক বেকার হয়ে পড়ছে এবং তারা অনাহারে দিন

কাটাচ্ছে। কাজেই যে মিল ইত্যাদি করার কথা ছিল, সেইগুলি যদি চালু করা হত তা হলে বেকার সমস্যার কিছুটা সুরাহা হত। তাছাড়া কি কি পদ্ধতি ও কার্যক্রম অবলম্বন করলে আমাদের ত্রিপুরায় বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে তার একটা প্রস্তাব আমাদের সকলকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তার implementation যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে হতে পারে তার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আর ভারত সরকারের ১৯৫৬ সালের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় ক্রমশঃ লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে এবং এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান ও অন্যতম কারণ পূর্ব্ব পাকিস্তান এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হতে বেশী পরিমাণে উদ্বাস্তুর ত্রিপুরায় আগমন। কাজেই যে সমস্ত উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় এসেছে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়ার কর্ত্তৃত্ব হ'ল ভারত সরকারের। অতএব ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার আলোচনাক্রমে ত্রিপুরায় যাতে বেশ কয়েকটি ছোট ও মাঝারী ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি এভাবে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান সম্ভব হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble member from the Ruling Party.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে Demand এনেছেন, তা সমর্থন করে এবং বিরোধীপক্ষ থেকে যে cut motion রাখা হয়েছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। যদিও ১৭নং ডিমাণ্ডে কোন cut motion নেই, অথচ কিছু কিছু বলতে হবে, তাই তারা বলে গেছেন বলে মনে হয়। জাপানী প্রথা—জাপানী প্রথার চাষ ত্রিপুরার সর্ব্বত্র চালু হয়নি, কোন কোন জায়গায়—experimental wayতে adopt করা হয়েছে এবং গ্রহণও করা হয়েছে। ত্রিপুরাতে বৈশাখ থেকে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই কয়েকটি মাসে প্রচুর বৃষ্টি হয় এবং এই সময়ে আমন ও আউশ এই দুটি ফসলের চাষ হয়। তখন গড়ে ৮০" পর্য্যন্ত rainfall হয়ে থাকে। অতএব জলের অপ্রচুরতা এই সময়ে হয় না। মাঘ ও ফাল্গুন মাস নাগাদ জলের অপ্রচুরতা দেখা দেয়। যদিও আমরা বলতে পারছি না যে ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বত্র সব রকম জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করেছি। তবে এটাও ঠিক যে আমরা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষ করার process চালু করেছি। সেখানে Japanee tiller আনা হয়েছে, এবং তার জন্য কিছুটা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে এখানে অতিরিক্ত খরচ ধরা হয়েছে। আপনারা Japanees tractor দেখে যদি জাপানী প্রথা মনে করেন, তা হলে ভুল করেছেন। জাপানী tractor যে সমস্ত জায়গাতে utilized হচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। যে সমস্ত জায়গাতে গরুর অভাব আছে, সেখানে যদি আমরা tractor ব্যবহার করতে পারি, তাহলে তাড়াতাড়ি আমরা intensive agriculture করতে পারি। লাইন চাষ করলেই যে জাপানী প্রথায় চাষ হবে, তা উনি যে কি করে জানলেন, তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। লাইন চাষে দেখা গেছে যে প্রচুর ফলন হয় এবং চারাগাছও কম লাগে। তাছাড়া এই প্রথায় নিড়ানোরও সুবিধা হয়, ঘাস কম হয়। অতএব কৃষকেরা সেখানে যা লাভজনক

মনে করবেন, তাই সেখানে চালু করা হবে। তাই মনে হচ্ছে এই প্রথা অত্যন্ত লাভজনক ও সুবিধাজনক হওয়ায় কৃষকেরা তাকে জয়যুক্ত করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। অতএব যেখানেই প্রচেষ্টা হবে সেখানেই এমন একটি কথা opposition বলবেন যাতে তাকে বাধা দেওয়া হয়। জিনিষটার ভালমন্দ দেখে যদি বাধা দেওয়ার মত হয় তাহলে তাকে নিশ্চয়ই বাধা দেবে এবং কোন প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে তাকে সংশোধন করতে হবে কিন্তু কারণে অকারণে বিরোধীপক্ষের এই বাধা দেওয়ার কোন যুক্তি থাকে না। গঠনমূলক পদ্ধতি যদি কিছু থাকে তাহলে তা আমরা গ্রহণ করব।

তারপর উনারা বলেছেন যে দুগ্ধের চাহিদা দিনের পর দিনই বর্দ্ধিত হচ্ছে, তা বর্দ্ধিত হবেই কারণ plan এর নিয়মই হল অভাব অনুভূতির একটা সুপরিকল্পিতভাবে সমাধান করা। ত্রিপুরা রাজ্যে অভাবের কোন অনুভূতি ছিল না। Paln এর নিয়মই হল যে মানুষের মধ্যে অভাবের অনুভূতি। বিরোধীপক্ষ Animal Husbandry Deptt.কে আরো সম্প্রসারণের কথা বলেছেন, যাতে পশুপালন ইত্যাদি আরো সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করা যায় তাদের এই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সব কাজ আরো ভালভাবে যাতে করা যায় তার জন্য যন্ত্রপাতি কেনা হচ্ছে এবং এর জন্য ব্যয় বরাদ্দও রাখা হয়েছে। আজকে মানুষের চাহিদা বেড়েছে, সেই চাহিদা আমাদের পুরণ করতে হবে এবং plan এর মাধ্যমে আমাদের নিয়োজিত করে তাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হবে।

বেকারদের মধ্যে আমাদের দেখতে হবে যে যারা Day Labourer তাদের অভাব আছে। মাননীয় সদস্য যদি আমাদের Day Labourer দিতে পারেন তাহলে Labour Supply Agency উনি নিতে পারেন। আমাদের P. W. D. Deptt.এ অনেক কাজ আছে, আমরা তাদের সেখানে নিয়ে কাজ দিতে বলব। তবে half educated যারা তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক বেকার আছে তাদের জন্য Industry মারফতে নানাবিধ কাজের ব্যবস্থা আছে এই plan এ। তাছাড়া কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিভাগেও নানারকম কাজের ব্যবস্থা আছে। অতএব আমি আবেদন করব এই planকে সার্থক করে তোলার জন্য যেন তারা ঐ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসেন।

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble Finance Minister to give reply.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Demand Nos. 17, 18 ও 22 এর সমর্থনে এই কথা রাখছি ও cut motion এর বিরোধিতা করছি। মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য যে সমস্ত অভাব অভিযোগের কথা বলছেন, এগুলি মেটানোর জন্যই বাজেটে এই ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। কৃষি production যাতে বৃদ্ধি পায় সেই জন্য এই Supplementary বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে এবং পরবর্ত্তী বাজেটেও planএ কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট টাকা ধরা আছে। আমি আশা করব যে এই House এই demand গুলি মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :—The debate on Demand Nos 17, 18 & 22 in over. Now I am putting the Demands to vote separately. Of coure, I will first put to vote the cut motion if any relating to the aforsaid demand. There is no cut motion against Demand No. 17. I am putting the main motion to vote. The question before the House is that the Demand for Grant No. 17 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 1,30,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of Payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 17—Agriculture.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'
(Voice—'Ayes')

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'. I think Ayes have it. 'Ayes have it'. Ayes have it'. The Demand is passed.

There is a cut motion against Demand No. 18. I am putting the cut motion to vote. The question before the House is that the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discussion "Inadequacy of Provision to meet the cost of more quantity of milk to cope with the increasing demand of milk etc." As many as are of that opinion will please say Ayes (voice—Ayes). As many as are of Contraiy opinion will please say—'Noes' (voice 'Noes') I think 'Noes have it' Noes have it, Noes have it. The motion is lost. Now I put the main motion to vote. The question before the House is that the Demand for Grant No. 18. moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 7,50,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 18—Animal Husbandry. As many as are of that opinion will please say 'Ayes' (voice—Ayes') As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'. I think 'Ayes have it' 'Ayes have it' Ayes have it. The Demand is passed.

There is no cut motion against Demand No. 22. I am now putting the main motion to vote. The question before the House is that the Demand for Grant No. 22 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 4,300/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 22—Labour and Employment. As many as are of that opinion will piease say—'Ayes'. (Voice—Ayes) As may as are of Contray opinion will please say—'Noes'. I think 'Ayes have it', 'Ayes have it', Ayes have it. The Demand is passed.

Now I call on Hon'ble Minister to move his Demand No. 19 and 20 together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2,56,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in repect of Demand No. 19—Co-operation. Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 3,98,000/- be granted to defray the additional charges which will come in cause of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 20—Industries.

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member of the opposition to speak.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 19—Co-operationএ ২,৫৬,০০০৲ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে কিন্তু সরকার যদি উদার দৃষ্টি ভঙ্গি ও সুষ্ঠুভাবে এই department এর কার্য্য পরিচালনা করতে পারতেন তা জন সাধারণের অর্থ নৈতিক মান কিছুটা উন্নতি হত। এই জন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Demand No. 20তে আমার একটা cut motion আছে, সেটা হচ্ছে "Participation in the Annual Plan week exhibition held at Agartala. কথা হচ্ছে কাজ যতটুকুই হউক প্রচারটা খুব বেশী হওয়া চাই অর্থাৎ বর্ত্তমান সরকার জনসাধারণের উপকার যতটুকু করতে না পারেন তার চেয়ে মেলার মাধ্যমে বেশী করে প্রচার করার ঝোক্‌টাই বেশী। এই Exhibition এর জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয় তা যদি জনসাধারণের উপকারের জন্য বা রাস্তাঘাট ইত্যাদির জন্য খরচ করা হত সেটা প্রচারের ক্ষেত্রে সহায়ক হত। যেমন Bisalgarh Bridge বা হাওড়া নদীর উপর যে Bridge তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে এবং তার উপর দিয়ে শত শত লোক আসা যাওয়া করছে এইটাই ত প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু plan exhibition এর মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য়, পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় কি কাজ করা হয়েছে, সেগুলি দেখাবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে জনসাধারণের সামগ্রিক কোন্ উপকার হতে পারে না। মেলার মাধ্যমে এই যে প্রচারের ব্যবস্থা এইটা মোটেই সমীচিন নয়। তাছাড়া এই মেলায় এইবার জুয়াড়ীর যে আড্ডা হয়েছিল তা একটা মারাত্মক ব্যাপার। সারা সহরে তা নিয়ে একটা রব উঠেছে। সভ্য সমাজের মধ্যে এই রকম যে ঘটনা হতে পারে তা কল্পনাতীত। সরকার কতগুলি মানুষের একটা আয়ের পথ খুললেন বটে কিন্তু সেটা খুব লজ্জাকর ব্যাপার এবং এইটা বিচার বিবেচনা করে দেখা দরকার। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Now I call on Hon'ble Tarit Mohan Das Gupta.

Shri Hon'ble T. M. Das Gupta :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে মূল প্রস্তাব আছে আমি তা সমর্থন করছি, এখানে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ব্যয়ের দরকার আছে তার কথা এখানে বলা হয়েছে। তবে Industry র বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে plan exhibition এর সমালোচনা করেছেন মাননীয় সদস্য। আমি তার উত্তর দেব। তিনি বলেছেন যে ব্যয়গুলো করা হচ্ছে সেটা বাজে ব্যয় হচ্ছে। যেখানে পুল হওয়ার, রাস্তাঘাট হওয়ার, সেগুলো হচ্ছে। আজকে plan exhibition করার ও একটা উদ্দেশ্য আছে, এখানে যে ব্যয়গুলো হচ্ছে, মাননীয় সদস্য যদি লক্ষ করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে তিনি এর আগের একটি প্রস্তাবে বলেছিলেন যে এখানকার কর্মীদের কর্ম সংস্থানের প্রয়োজন। যেখানে মেলা হয়েছে সেখানে ঘর তোলা হয়েছে, বাঁশ আনা হয়েছে, কাঠ ইত্যাদি আনা হয়েছে এবং তার পিছনে একদল বিরাট শ্রমিক সংঘ টাকা উপার্জ্জন করেছে। কাজেই এর দ্বারা অর্থের একটা চলাচল হয়েছে যার ফলে যারা কর্মী এ কাজগুলো না হলে পর তারা বেকার থাকত। তাদের একটা কর্মের সংস্থান হয়েছে। কাজেই এই যে একটা plan week তার ভিতর দিয়ে যেমন একটা জানার দিক আছে অন্য দিক দিয়ে এর ভিতর দিয়ে বাড়ী ঘর করতে গিয়ে বহু লোকের তার দ্বারা কর্ম সংস্থান হচ্ছে। এই ধরণের কাজের মধ্যে একদিকে যেমন জানার জিনিষও আছে, এটা অর্থ নীতিরও একটা বড় কথা, এই ধরণের মেলাগুলোর মারফতে বহু লোকের কর্ম সংস্থান হয়েছে এবং এখানে যে টাকা ব্যয় হয়েছে আপনারা যদি হিসাব করে প্রত্যেকটা ঘাটিয়ে দেখেন. যারা শিল্পী ছিল তারা শিল্পের জন্য, যারা ছবি আঁকতে জানে তারা তার জন্য পয়সা পেয়েছে, যারা দৈনিক মজুর তারা মজুরীর জন্য পয়সা পেয়েছে তারা তাদের স্কিলড লেবারের জন্য পয়সা পেয়েছে। কাজেই এর যা মূল উদ্দেশ্য এখানে সে অর্থটি ব্যয় হয়েছে সেটা অপব্যয় নয়, কিছু লোকের মধ্যে, যারা আদারওয়েজ কোন কাজের সংস্থান করতে পারতনা, তাদের অনেকেরই এই ধরণের একটা ব্যয়ের মাধ্যম দিয়ে কাজের সংস্থান হয়ে গেছে। কাজেই ব্যয় হিসাবে এটা কে অপব্যয় বলা যেতে পারে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে, দরিদ্র লোকরাই এতে বেনিফিটেড হয়েছে। এবং তার মধ্যে যে সমস্ত জিনিষগুলো দেখানো হয়েছে সেটা শুধু সরকারের ঢাক পেটাবার জন্যে নয়, আজকে দেশের মধ্যে যে জিনিষ হচ্ছে, মানুষের যে সম্মিলিত একটা জীবন এবং এই ধরণের যে মেলা বা একজিবিশন ভারতবর্ষে নতুন নয়। আমরা যদি অতীতের দিকেও তাকাই তাহলেও দেখতে পাব যে গ্রামে গ্রামে এ ধরণের মেলা হত। আজকেও যদি দেখা যায় তাহলে দেখতে পাই যে ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলেও জনসাধারণ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত চেষ্টার দ্বারা মেলা করছে যাতে তাদের কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের বেচাকেনা

হয় ও কিছু কিছু কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য দেখান হয়। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে স্বাধীনতালাভের পর সরকারের অন্যান্য কর্ত্তব্যের মধ্যে এটাও একটা কর্ত্তব্য। এই ধরনের মেলার মাধ্যমে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে এবং পাহাড়ঞ্চলে কি ধরণের শিল্প গড়ে উঠছে, তাদের জীবন ধারা ও কৃষিপদ্ধতি, মণিপুরী শিল্পের কি রকম উন্নতি হচ্ছে তা দেখান হয় এবং মেলায় শহর গ্রাম ও পাহাড় অঞ্চলের মানুষের সমাবেশ হয়। এসব দেখে মানুষের রুচির একটা পরিবর্ত্তন সাধিত হয় এবং এসকল গ্রাম্য শিল্পজাত দ্রব্য কেনার প্রতি নজর হয়। এই মেলা শুধু প্রচারের জন্যই নয়। এখানে Poultry র ডেমনষ্ট্রেশন, এগ্রিকালচার ডেমনষ্ট্রেশন দেওয়া হয়। সেগুলো সাধারণতঃ মানুষ আদার ওয়াইজ দেখতে পেতনা। এই মেলার মাধ্যমে তারা এগুলো চাক্ষুস দেখে আনন্দও পায় এবং জ্ঞান আহরন করে। এটা লোকশিক্ষার একটা মস্তবড় মাধ্যম এবং সেই জন্যেই এই ধরণের মেলা বসে। এটা যে শুধু ত্রিপুরায় হচ্ছে তা নয়। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এ ধরণের বহু মেলা বসছে। তার কারণ হচ্ছে, এতে শিল্পজাত দ্রব্যের বেচা কেনা হয় এবং বিভিন্নধরণের শিল্প কি রকম হচ্ছে, তার দ্বারা যারা শিল্পী তাদেরও রুচির পরিবর্ত্তন হয়, তারা এগুলো দেখে আরও নূতন design সৃষ্টি করতে পারে। সব দিক দিয়েই এই ধরণের Exhibition এর বড় প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেই দিকে লক্ষ্য করে সেটা করা হচ্ছে। সেটা সরকারের ঢাক পিটানো নয়। লোকশিক্ষার জন্য এবং তার সঙ্গে লোক রঞ্জনের জন্য এই ধরণের exhibition এর প্রয়োজনীয়তা আছে এবং তারজন্য লোক শিক্ষা এবং লোকরঞ্জনের ভাল হয় বলে আমরা মনে করি। কাজেই আমি মনে করি মাননীয় সদস্যের এতে যে ভুল আছে তা সংশোধন হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I would call on Hon'ble Finance Minister.

Hon'ble **Krishnadas Bhattacharjee**—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 19 এবং 20, সেখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটার সমর্থনে এবং Cut motion এর বিরুদ্ধে আমি দুই একটি কথা বলছি। এই দুটি motionএ বিশেষ প্রয়োজনীয় খরচ ধরা হয়েছে। বিশেষ করে Demand No. 20তে দেখতে পাবেন যে Arundhutinagarএ যে Industrial Estate রয়েছে তার Production যাতে চালিয়ে যাওয়া যায় তার জন্য খরচ ধরা হয়েছে। এবং তার জন্য যে raw materials এবং যন্ত্রপাতি দরকার তার খরচের জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে। Exhibition এর প্রয়োজনীয়তা আধুনিক জগতে কেউ অস্বীকার করতে পারে এটা আমি কল্পনা করতে পারিনা। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য Exhibition এর প্রয়োজনীয়তা ও অস্বীকার করেছেন। এটা আশ্চর্য্যের বিষয়, কোন শিক্ষিত ব্যক্তি এটা করতে পারেন বলে মনে হয় না। তার পর বলা হয়েছে যে কৈলাশহর I. T. I এর Hostel building তৈরীর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

Mr. Speaker—I request you to be very brief in your speech.

Hon'ble K. Bhattacharjee—Welfare of backward classes in Tripura. সেটারও কিছু অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে। সেটাও আবশ্যকীয় খরচ, প্রয়োজনীয় খরচ। তারজন্য সেই ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর জন্য রাখা হয়েছে। আমি আশা করব House এই ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :—The debate on Demand No. 19 & 20 is over. I would now put the Demand separately to vote. Of course, I shall first put to vote the cut motions. As there is no cut motion in Demand No. 19 I am puting the main Motion to vote. The question before the house is the motion moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 2,56,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 19—Co-operation.

The Demand is passed.

Now there is a cut motion against Demand No. 20. The question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 1,000/- to discuss on participation in the Annual Plan week exhibition held at Agartala.

The cut motion is lost.

I am now puting the main motion to vote. The question before the House is the motion on Demand for grant No. 20 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 3,98,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 20—Industries.

The motion is put to vote and passed.

Now I would call on Hon'ble Finance Minister to move his motion on Demand No. 25, 27, 40 and 41.

Hon'ble K. Bhattacharjee :—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 5,43,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 25—Electricity Scheme.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs, 5,92,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 27—Public Works (including roads).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 24,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 40—Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 34,13,000/. be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March 1967 in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Electricity Scheme.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ২৫ এর ডিটেলস্ এ যাচ্ছি না। মাত্র একটি ঘটনা সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, I request you to be very brief in your speech, otherwise I shall have to apply guillotine.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—নূতন বুধজং স্কুলের পূব দিকে যে রাস্তা সে রাস্তার উপর ইলেকট্রিক লাইট পোষ্ট বসান হয়েছে অনেক দিন আগে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক লাইট কেন দেওয়া হল না তা আমি বুঝতে পারছি না। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবশ্যই বলবেন। আর Public Works Department এর মধ্যে আমি শুধু একটি কাট মোশন রাখছি। সেই কাট মোশনের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখব। কাট মোশনটা হল "un expected excess expenditure towards the repairs and maintenance of damaged Roads during the year 1966-67. ইলেকশানের সময়ে এই টাকাগুলি যেভাবে খরচ করা হয়েছে তাতে রাস্তা তো হলই না বরং অপচয় হয়েছে। এমন বহু উদাহরণ দিতে পারি যে, রাতারাতি কংগ্রেস ওয়ার্কারদের ডেকে এনে রাস্তার কাজ দেওয়া হয়েছে। রাস্তার ড্রেনগুলো পর্য্যন্ত ঠিক মত কাটা হয় নাই, অথচ টাকাগুলো সব দিয়ে দেওয়া হল তাদের। রাস্তাতো হলই না, টাকাগুলো অপচয় হল। গোলাঘাট থেকে বিশালগড় পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা বহুদিনের শ্রমের দ্বারা গ্রামের জনসাধারণ তৈরী করেছিল, সেই জায়গায় একটা কাজ ইলেকশানের সময় আধামাধা করে রাখা হয়েছে। কোন যায়গায় মাটি কাটা হয়েছে কোথাও বা হয়নি। এভাবে তারা হুড়া করে বাজেটের এই বিরাট অঙ্কের মধ্যে রাস্তা খাতে যে টাকাটা খরচ করা হয়েছে তা অপচয় ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যদি formalities অনুযায়ী টাকাটা খচর করা হত তা'হলে রাস্তাও হ'ত এবং তা মানুষের উপকারে লাগত। Demand No. 27 এর মধ্যে আমি তাই economy cut রেখেছি। ক্ষমতা আছে বলেই যেভাবে খুশী খরচ করাটা খুবই অন্যায়। এ ব্যাপারে রুলিং পার্টির হুসিয়ার হওয়া দরকার। ডিমাণ্ড নং ৪০ সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলা যায়। মোটামুটিভাবে বলতে

গেলে, বলতে হয় যে irrigation, navigation এবং embankment মারফতে জনসাধারণের যে উপকার হওয়া দরকার ছিল, কোন যায়গায় জল পাওয়ার দরকার, কোন জায়গায় flood protection এর দরকার, এ সম্বন্ধে কারও দ্বিমত নাই। কিন্তু বছর বছর এই বাবতে আমরা টাকাও রাখি এবং খরচও করা হয় অথচ যে পরিমাণে টাকাটা খরচ করা হয়েছে তদনুযায়ী মানুষের উপকার হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে টাকা misuse করা হয়েছে। যাতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের নিকট আমি আবেদন করছি। কোন কোন জায়গায় কত টাকা কি ভাবে অপচয় হয়েছে সেই সমস্ত স্থানও লোকের নাম যদি চান তা আমি দিতে পারি। কাজেই আমার আবেদন রইল যেন ভবিষ্যতে এভাবে টাকাগুলো অপচয় না করা হয়।

Capital outlay on Electricity Schemes সম্বন্ধে আমি বলব যে, বহুদিন ধরে আমরা ডুম্বুর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা শুনে আসছি এবং আসামের উমিয়াম থেকে ইলেকট্রিসিটি আনা হবে একথাও আমরা বহুদিন ধরে শুনে আসছি। কিন্তু কবে যে তা কার্য্যে রূপায়িত হবে তা আজও অজ্ঞাত। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বলতে পারবেন কখন থেকে এই ডুম্বুর পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে এবং উমিয়াম থেকেই বা কবে পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাবে। আজকে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি যদি করতে হয় তা'হলে বিদ্যুৎ সরবরাহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শুধু বৎসর বৎসর বাজেট করব, ব্যয় বরাদ্দ ধরব, কিছু টাকা খরচ হলো কিছু হলো না, এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব হবে না। ত্রিপুরার লোক সংখ্যা যে ভাবে বাড়ছে তার মোকাবিলা করার জন্য ত্রিপুরায় Electrification এর দরকার। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I will call on the Hon'ble Chief Minister.

Hon'ble Shri S. L. Singh, Chief Minister :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় সদস্যকে জানাচ্ছি 64-65 maintenance workএ আমাদের ছিল Rs. 46,87.000, 65-66এ ছিল Rs. 49,37,000/- আর এইবারে 66-67এ maintenance এবং Original এ মিলে Rs. 45,00,000/-. অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ত করিই নাই 64-65 এবং 65-66 থেকেও কম অর্থ এখানে ধরা হয়েছে। কিন্তু ডিমাণ্ড অতি বড়, তার কারণ flood, famine, তারা বলেছেন যে flood এবং famine এ কাজ করতে হবে। কিন্তু করার পর বলছেন যে ইলেকশান উদ্দেশ্যে কাজ করা হচ্ছে। ইলেকশনে হেরে এইভাবে যা তা কথা বলা তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু যা করা হয়েছে তা P. W. D. rules, regulations অনুযাই করা হয়েছে। Flood এর জন্যই আমাদের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছে। আগরতলা-আসাম রোড আমাদের প্রাণকেন্দ্র। তাকে আমাদের চালু রাখতেই হবে। ওনারা একবার বলছেন ঠিক ঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে না, আর ঠিক ঠিকভাবে যখন কাজ হবে তখনই বলবেন এটা অতিরিক্ত খরচ করা হয়েছে।

Mr. Speaker :—I request the Hon'ble Chief Minister to be very brief in his speech.

Hon'ble Shri S. L. Singh, Chief Minister :—তারা জানেন যে গুমিয়াম Hydel Scheme আমরা হাতে নিয়েছি এবং তারজন্য যন্ত্রপাতি কিনতে হচ্ছে এবং তারজন্য ব্যয় বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে। অতএব অনেক দিন থেকে এটা তারা শুনে আসছেন এবং সেই অনুসারে আমাদের কাজ সুনির্দিষ্টভাবে অগ্রসর হচ্ছে। আমরা আশা করছি ১৯৬৮ সনের মধ্যে ত্রিপুরাতে গুমিয়াম থেকে বিদ্যুৎ আনতে পারব এবং ১৯৬৯ সালের মধ্যে যদি কোন দৈব দুর্বিপাক না হয়, তা'হলে আমরা আমাদের কার্য্য পরিচালিত করতে পারব এই আশা আমরা পোষণ করি এবং সেই অনুসারে অর্থ এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নত করতে হলে প্রথমই প্রয়োজন Hydel power, সেই powerকে আনার প্রচেষ্টার জন্যই এখানে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অতএব Cut Motion যেটা রাখা হয়েছে Demand No. 27এ তার আমি বিরোধীতা করছি এবং Originalএর যে motion তা যেন এই House সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন এই অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now I would Call on Hon'ble Finance Minister to give his reply. I request him to be very brief in his speech. I am going to apply Guillotine for the remaining motions.

Hon'ble Shri Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার ২৫, ২৭, ৪০, ৪১ নম্বর Demand এর সমর্থনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা বললেন সেটা সমর্থন করছি এবং তার জন্য যে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা House মঞ্জুর করবেন এই আশা করছি।

Mr. Speaker :—The Debate in Demand Nos. 25, 27, 40 & 41 is over. Now I am puting the Demands separately. Of course I shall first put to vote the cut motion, if any, relating to the above Demands. As there is no cut motion in Demand No. 25, I am puting the main motion to vote, Now the question before the House is that the Demand for Grant No. 25 moved by the Hon'ble Finance Ministes that a further sum not exceding Rs 5,43,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of Payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 25- Electricity Schemes.

The Demand is put to vote and passed.

Mr. Speaker :—There is a cut Motion against the Demand No. 27, The question before the House is the cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 1000/- to discuss on "Unexpected excess expenditure towards the repairs and maintenance of damaged roads during the year. 1966-67.

The cut motion is put to vote and lost.

Now I am going to put the main motion to vote. The question before the House is the Demand for grant No. 27 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,92,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April. 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 27-Public Works (including Roads).

The Demand is put to vote and passed.

As there is no cut motion against the Demand No. 40 I am puting the main motion to vote. The question before the House is the Demand for grant No. 40 moved by Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 24,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 40 —Capital outlay on'Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage works (Non-Technical)

The Motion is put to vote and passed.

As there is no cut motion against Demand No. 41 I am puting the main motion to vote. The question before the House is the Demand for grant No. 41 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 34,13.000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 41— Capital outlay on Electricity Schemes.

The Motion is put to vote and passed.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his motion No. 33

Hon'ble Shri K. Bhattacharjee, Finance Minister :— Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 83,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respeet of Demand No. 33—Forest.

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to speak on his cut motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—Demand No. 33. Forest এ আমি একটি মাত্র Cut motion রেখেছি। Forest Deptt থেকে যে সমস্ত রাস্তা করা হয়েছিল সেগুলি কেন যে আর repair এবং reconstruction করা হয় না তা আমি বুঝি না। একটা রাস্তা করতে বহু টাকা খরচ হয়। একটা উদাহরণ দিয়ে আমি বলতে পারি—টাকারজলার বিট

অফিস হইতে ওয়ারংবাড়ী পর্যান্ত Forest Deptt. থেকে বহুদিন পূর্ব্বে রাস্তা করা হয়েছিল, করার পর আজ পর্যান্ত কোন repair করা হয় নাই। রাস্তাটা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু এটা নয় বিশালগড় অফিসটিলা থেকে টাকারজলা আর একটা রাস্তা এই Forest Deptt থেকে করা হয়েছিল। এটা অনেকদিন পর্য্যন্ত repair হয় নাই। সংস্কারের অভাবে রাস্তাগুলি খারাপ হয়েগেছে। সেখানে যে রাস্তা ছিল বা আছে তার চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে যেখানে আমরা budget এর টাকা খরচ করে রাস্তা ঘাট করি, তারপর সেটা যদি maintain না করি তাহলে এইভাবে রাস্তা করে টাকার অপচয় করে কি লাভ? কাজেই এই রাস্তাগুলি না করাই বাঞ্চনীয় ছিল। রাস্তা যদি করতেই হয় তবে সেই রাস্তাকে maintain করা উচিত। এটা শুধু একটি বা দুইটী ঘটনা নয়। সাব্রুম থেকে আরম্ভ করে ধর্ম্মনগর পর্যান্ত এই রকম বহু রাস্তা করানো হয়েছে কিন্তু আর maintain করা হয় নাই। সিপাই জলা অফিস হইতে ওয়ারং বাড়ী পর্যান্ত যে রাস্তাটি হয় তাহা আমার গ্রামের উপরেই অবস্থিত। প্রথমতঃ অনেকেই এই রাস্তাটির জন্য জমি দিতে চাহে নাই। তখন অনেকের কাছে অনুরোধ করে জায়গার বন্দোবস্ত করে এই রাস্তাটি করানোর ব্যবস্থা করেছিলাম। রাস্তা করতে হলে অনেক জমি নষ্ট হয়। কিন্তু রাস্তা করার পর সেগুলি maintain না করার যে কি যুক্তি আমি তাহা বুঝিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয়রা এই সম্পর্কে বোধহয় অবগত আছেন। অতএব আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই রাস্তা গুলো maintain করা দরকার। কাজেই এই বাজেটে যে ৮৭,০০০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে Forest খাতে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প। অতএব আমি এখানে আমার cut motion টা রাখছি।

Mr. Speaker :—I request the Hon'bl Finance Minister to give his reply.

Hon'ble Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে Demandটী Houseএর সামনে রেখেছি সেই Demandএর সমর্থনে এবং cut Motionএর বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি। Forestএর যে রাস্তাগুলো সেগুলো কি উদ্দেশ্যে করা হয় সেটা মাননীয় সদস্যের জানা প্রয়োজন। এগুলো সাধারণতঃ করা হয় Forestএ যাহা product হয় সেগুলো export করনোর জন্য এবং Forest Deptt.এর প্রয়োজনেই সেগুলো করা হয়। তাদের limited budgetএর মধ্যে যেগুলো repair করানোর প্রয়োজন তাহা নিশ্চয়ই repair করা হয় এবং তারা সেগুলো repair করে কাজ চালিয়ে যান। সবগুলো রাস্তাই যে properly repair করতে হবে এমন কোন কথা নেই। তাদের যেগুলো বিশেষ প্রয়োজন এবং, বাজেটের যা figure, ব্যয় বরাদ্দ যাহা ধরা হয় সেইগুলো লক্ষ করে সেগুলো তারা repair করেন এবং তারা সেগুলো করছেন। সেই করার মধ্যে আরও কিছু অতিরিক্ত টাকার প্রয়োজন হয়েছে বলেই এই সমস্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী করা হয়েছে, সেটা মঞ্জুরী হওয়া প্রয়োজন এবং আমি আশা করব এই Demandটী House মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker :—Now I am puting the cut motion to vote. The question before the House is the cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma that the Demand be reduced by Rs. 100/ to discuss on inadequacy of provision for maintenance of Forest Roads etc.

The cut motion is put to vote and lost.

Now I am puting the main motion to vote. The question before the House is that the Demand for grant No. 33 moved by the Hon'ble Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 83,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 33.—Forest.

The Motion is put to vote and Passed.

Now I would Call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Demand for grants No. 45 & 46.

Hon'ble Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 8,00,200/-, exclusive of charged expenditure of Rs 11,500/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect or Demand No. 45—Loans & Advances by the State/Union Territory Govts.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 4,000/-, be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of Demand No. 46—Charges on account of Re-payment of Debt.

Mr. Speaker :—I call on Sri Aghore Deb Barma to move his cut motion on Demand No. 45. He will get only 5 minutes.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এখানে একটি Cut Motion আছে Demand No. 45এ। সেটা হল Inadequacy of provision for distressed people in Tripura অর্থাৎ ত্রিপুরার যে সমস্ত লোক অভাবগ্রস্থ, এবং তারা যে রকমভাবে সঙ্কটের সম্মুখীন হয় সেই তুলনায় এই খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে তাহা actual Demand এর সহিত কোন সঙ্গতি নাই। ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে এখানে বাজেটে আরও ব্যয় বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন ছিল। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Finance Minister is requested to give his reply. His speech will be only for 5 minutes.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার Demand No. 45 and 46এর সমর্থনে এবং Demand No. 45এর againstএ যে cut motion রাখা হয়েছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। Distressed people এর provision inadequacy যে বলা হয়েছে আমি সেটা মানতে পারিনা। কারণ প্রথম আমাদের বাজেট ছিল দেড়লক্ষ টাকা, তার পর সেটা demand অনুযায়ী বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০,১১,০০০ টাকা। সুতরাং দেড় লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা করা সত্বেও এটা যে inadequacy বলা হয়েছে এটা আমি সমর্থন করি না এবং supplementary Demandএও বাড়ানো হয়েছে।

তার থেকে বুঝা যায় যে cyclone affected areaতে Loans ও Advance দেবার জন্য যথেষ্ট টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং যথেষ্ট টাকা Supplementary Budget এ নেওয়া হচ্ছে এবং তার জন্য এই Demand Pass হওয়া উচিৎ। আমি আশা করব যে এই House আমার Demand No. 45 and 46 মঞ্জুর করবেন।

Mr. Speaker—Now I am putting the Cut motion to vote. The question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for distressed people in Tripura.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'. (Voice-Ayes') As many as are of contrary opinion will please say "Noes (Voice-Noes) I think 'Noes have it,' Noes have it, 'Noes have it. The motion is lost. I am now putting the main motion to vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Finance Minister that a further sum not exceeding Rs. 8,00,200/- exclusive of Charged expenditere of Rs. 11,500/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of demand No. 45- Loans & Advances by the State/Union Territory Governments.

As many as are of that opinion will please say, Ayes' (Voice-Ayes') As many as are of Contrary opinion will please, say 'Noes (No Voice) I think Ayes have it, 'Ayes have it, Ayes have it. The Demand is passed.

As there is no cut motion against demand for Grant No. 46, I am puiting the main motion to vote. The question before the House is the Demand for Grant No. 46 moved by the Hon'ble Finance Minister that a Further sum not exceeding Rs. 4,000/- be granted to defray the additional charges which will come in couse of payment

during the period from 1st April, 1966 to 31st March, 1967 in respect of demand No. 46—Charges on account of Repayment of debt.

As many as are of that opinion wiil please say. 'Ayes' (Voice—Ayes). As many as are of contrary opinion will please say, 'Noes' (No voice). I think Ayes have it Ayes have it, Ayes have it. The Demand is passed

I now take up the next item of the business.

The introduction of the Appropriation (No 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967), The next business of the House is the Appropriation (No. 2) Bill, of 1967. (Bill No. 2 of 1967) is to be introduced in the House. I shall request Shri Krishnadas Bhattacharjee, Hon'ble Minister-in-charge Finance Deptt, to move his motion for leave to introduce the bill

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minster) Mr. Speaker Sir,

I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 2)

Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967).

Mr. Speaker ;— Now the question before the House is the motion moved by Hon'ble Krishnadas Bhattacharyee, Minister-in-Charge, Finance Deptt. for leave to introduce the Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967). As many as are of that opinion will please say 'Ayes' (Voice Ayes). As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' (No voice). The leave to introduce the Appropriation (No 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967) is granted.

I shall now call on Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee, Minister in-charge of Finance Deptt. to move his motion to introduce the Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967).

Shri Krishnadas Bhattacharjee—(Finance Minister) **Mr. Speaker** Sir, I beg to introduce the Appropriation (No. 2) Bill. 1967 (Bill No. 2 of 1967 .

Mr. Speaker:— The question before the House is that the Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967) be introduced. As many as are of that opinion will please say— 'Ayes' (voice-Ayes). As many as are of contrary opinion will please say Noes (No voice). The Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967) is introduced.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday, the 21st March, 1967.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

March, 21st, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 21st March, 1967.

PRESENT.

Shri M. L. Bhowmik—Speaker in the Chair. the Chief Minister, two Ministers, the Deputy Minister and nineteen Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker—Today in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Brama— No. 2

Shri S. L. Singh, Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 2 by Shri Bidya Ch. Deb Barma.

QUESTION

ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কোন কোন বিভাগে (Sub-Sivision) কয়টি নূতন রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ANSWER

	R.C C well	Tube well
Sadar	12 Nos.	80 Nos.
Sonamura	—	5
Kailasahar	2	14
Udaipur	—	9
Khowai	—	9
Belonia	—	10
Dharmanagar	1	4

খ) তাহা কি ভিত্তিতে মঞ্জুর করা হইল।

খ) To extend drinking water supply in rural areas.

Mr. Speaker :—Shri Bidya Chandra Deb Barma again.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Starred question No. 4.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 4. by Shri Bidya Ch. Deb Barma.

QUESTION	ANSWER
ক) জুমিয়া এবং ভূমিহীন কৃষকদের বর্দ্ধিত হারে পুনর্ব্বাসন সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাবটি কি চূড়ান্তভাবে সরকার গ্রহণ করিয়াছেন ?	জুমিয়া ও ভূমিহীন কৃষকদের বর্দ্ধিত হারে পুনর্ব্বাসন সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।
খ) যদি গ্রহণ করিয়া থাকেন উহা কি ধরণের হইবে।	এই প্রস্তাব মঞ্জুর না হওয়া পর্য্যন্ত বলিবার সুবিধা নাই।
গ) ঐ বর্দ্ধিত হার কবে হইতে চালু হইবে।	এই প্রস্তাব সরকার হইতে মঞ্জুর হইলে সাথে সাথেই চালু হইবে।
ঘ) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে কতজন জুমিয়া ও ভূমিহীনকে পুনর্ব্বসতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ও বিভাগ ভিত্তিতে তাহার হিসাব।	১৯৬৭ ইং সনের জানুয়ারী মাসে উদয়পুর বিভাগে ৪৫ জন জুমিয়া পরিবারকে দ্বিতীয় কিস্তির ২০০'০০ টাকা হারে মঞ্জুর করা হইয়াছে। ভূমিহীন উপজাতির মধ্যে খোয়াই বিভাগে ১৪২ জনকে ১০০.০০ টাকা হিসাবে এবং সদর বিভাগে ১৬১ জনকে ১০০.০০ টাকা হিসাবে মঞ্জুর করা হইয়াছে। ভূমিহীন তপশীল জাতির মধ্যে কৈলাসহর বিভাগে ২৭ জনকে ৩০০.০০ টাকা হিসাবে, ২৯ জনকে ২০০.০০ টাকা হিসাবে এবং খোয়াই বিভাগে ৫২ জনকে ১০০.০০ টাকা হিসাবে সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No 20

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker Sir, Starred question No. 20. by Shri Abhiram Deb Barma.

ক) ত্রিপুরার কোন কোন চা বাগানে এখন শ্রমিকদের কাজ বন্ধ এবং এই বন্ধের কারণ কি ?	ক) বিগত কয়েক বৎসর আর্থিক লোকসানের ফলে কোম্পানীর আর্থিক সংকট হেতু বর্তমানে-হরেন্দ্রনগর, বিনোদিনী এবং দুর্গাবাড়ী বাগান শ্রমিকের কাজ বন্ধ হইয়াছে।

খ) সরকার এই সকল বাগানে কাজ চালু করার জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?

খ) শ্রম অধিকার কর্ত্তৃক ১৯৪৭ ইং সনের শিল্প বিরোধ আইনের অন্তর্গত বিধি অনুযায়ী ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করা হইতেছে। এই বিষয় বর্ত্তমানে মিমাংসার পর্য্যায়ে আছে।

গ) শ্রমিকরা বাধ্যতামুলক বেকারীর যাহাতে ভাতা পান তাহার জন্য সরকার কি চেষ্টা করিতেছেন ?

গ) ত্রিপুরার বেকার বীমা ইত্যাদি কোন পরিকল্পনা চালু নাই। সুতরাং এ প্রসঙ্গে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ নাই কিন্তু শ্রম অধিকারের শ্রমিক সংঘ এবং পূর্ত্ত বিভাগের সহায়তায় উপযুক্ত শ্রমিকগণের জন্য আপাতত বিকল্প কর্ম্ম-সংস্থান করিয়াছে।

ঘ) যদি চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে তাহার ফলাফল কি হইয়াছে ?

ঘ) নিস্প্রয়োজন

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি বাগান বন্ধের উপর সরকার কোন ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ডেকেছিলেন কিনা। যদি না ডেকে থাকেন তবে কেন ডাকেন নি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ডাকা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—সরকারী শ্রম দপ্তরটি শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেন না, কেবল মালিকদেরই স্বার্থ দেখেন। একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—শ্রমিকদের যেখানে স্বার্থের প্রয়োজন সেখানে আইন অনুযায়ী যেটুকু শ্রমিকের প্রাপ্য সবটাই সরকার থেকে দেখা হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সমস্ত বাগান বন্ধ আছে সেগুলি সরকার নিজের হাতে গ্রহণ করে চালু রাখতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—সবটাই আইনের বিধান অনুযায়ী করা সম্ভব।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ—যে ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ডাকা হয়েছে সেই সম্মেলনে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—মালিক পক্ষ তাতে যোগদান করেন নি। আবার পরবর্তী একটা তারিখে তাদের যোগদানের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ—এই পর্য্যন্ত কয়বার ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন ডাকা হয়েছে এবং মালিক পক্ষ যোগদান করেন নি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—দুবার ডাকা হয়েছে। তার মধ্যে যোগদান করেন নি।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ—এই কথা কি সত্য যে মালিক পক্ষ শ্রম দপ্তরকে বলে দিয়েছেন যে কি কি কারণে তারা যোগদান করতে পারছেন না এবং কোন সর্ত দিয়েছেন কিনা যে সর্তের মূলে তাদের বাগান খুলতে রাজী আছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—মালিক পক্ষ, শ্রমিক ইউনিয়নকে কতকগুলি সর্ত গ্রহণ করার জন্য বলেছিলেন কিন্তু ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে না বসলে সেটা সম্ভবপর নয়, সেইজন্য তাদের সম্মেলনে বসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন কতদিনের মধ্যে হবার সম্ভাবনা আছে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—সম্মেলন ডাকার জন্য গত ১৭ইং তারিখে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত ঃ—যে সর্তগুলি বাগান মজদুর ইউনিয়নকে দেওয়া হয়েছিল, সেই সর্তগুলির কপি, সেই চিঠির কপি লেবার দপ্তরকে দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—No other Supplementary ? Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Starred Question No. 5.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—Starrrd কোয়েশ্চান নাম্বার ৫ by Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সরকার আগরতলার রিক্সা শ্রমিকদের নিকট হইতে কোন দাবীর তালিকা পাইয়াছেন কিনা ?	হাঁ।
খ) যদি পাইয়া থাকেন, তবে এ' তালিকায় কি কি দাবী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে ?	ত্রিপুরা শ্রমিক কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিগত ৩০,১,৬৬ইং তারিখে একটা দরখাস্ত করেছেন। তাহাতে ভূমিহীন রিক্সা চালকদের ভূমি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন, সেই বিষয়টী তদন্তাধিন আছে।

গ) ইহা কি সত্য যে রিক্সা শ্রমিকদের মধ্যে যাহারা ভূমিহীন তাহাদের সরকার জমি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন,	কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই
ঘ) যদি সত্য হয়, তবে উহা কিভাবে দেওয়া হইবে ?	প্রশ্ন উঠে না

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—রিক্সা শ্রমিকরা যাহাতে বর্ধিত হারে রেশান পাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের সঙ্গে উহা উঠে না। Hon'ble Member is requested to address the Chair before asking the supplementary. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question No. 22.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 22.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে কোন কোন ক্লাব, লাইব্রেরী বা ব্যাক্তিকে সরকারী রেডিও ও ট্রেনজিষ্টার দেওয়া হইয়াছে ?	কোন ক্লাব, লাইব্রেরী বা ব্যক্তি বিশেষকে কমিউনিটী রেডিও সেট বা ট্রেনজিষ্টার দেওয়া হয় নাই।
খ) এই সকল রেডিও ও ট্রেনজিষ্টার কি নীতি অনুসারে বিলি বণ্টন করা হইয়াছে ?	এই প্রশ্ন উঠে না

Mr. Speaker :—Is there any supplementary ? There is one Unstarred Question—Question No. 18 asked by Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A. and Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. The Minister may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Question.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—There is one Calling Attention given notice of by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A., on 15th March 1967 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 21st March, 1967.

I would now call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh, Minister in-charge of the Food & Civil Supply Department to make a statement on—

'ধর্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, সদর এবং উদয়পুর বিভাগে চাউলের অস্বাভাবিক মুল্যবৃদ্ধি এবং প্রয়োজনমত রেশন শপ খোলা ও সস্তা দরে উপযুক্ত পরিমাণ রেশন সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা।

শ্রী এস. এল. সিংহ—অনারাবল স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা বিশেষ করে একটি ঘাটতি অঞ্চল এবং গতবৎসর ফ্লাড এবং ড্রাউটে আমাদের ডেফিশিটের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং তার ফলে আমাদের চাউলের অভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় এবং তার ফলে চাউল'এর মূল্য বৃদ্ধি পায়। তারপর সেই বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য ত্রিপুরার সর্বত্র রেশান শপ খোলা হয় এবং রেশান শপের মারফত চাউল দেওয়া হয় এবং গম দেওয়া হয়। তার সাথে সাথে আবার অনেকগুলি অঞ্চলে ওপেন মার্কেটে অর্থাৎ খোলা বাজারে সুনিয়ন্ত্রিত দরেচাউল বিক্রি করে সেই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি এবং জনসাধারণ যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ফ্লাডে এবং ড্রাউটে তাদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রায় সব ত্রই কৃষি ভিত্তিক টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্ক বিশেষ করে খোলা হতে থাকে এবং যে জায়গাতে তা সম্ভব নয়, সেই সমস্ত জায়গায় রাস্তা নির্মাণের কাজ দেওয়া হয় যাতে তাদের পাচেজ পাওয়ার, ক্রয় ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে পারি সেই জন্য। আরেকটা কথা হল এই, আমরা এই বছরে চাউলের সর্বনিম্ন দর নির্ধারিত করেছি, তার ফলেও কিছুটা চাউলের দর উচে আসতে পারে বলে আমার ধারণা। তার কারণ হল এই যে আগে ১৬.৫০ ছিল ধানের মূল্য মণ প্রতি, কিন্তু এখন আমাদের ধানের মূল্য এবং চাউলের মূল্য আমরা যে সর্বনিম্ন দরে ধার্য্য করেছি তাতে বর্দ্ধিত হয়েছে এবং সেটা হল ৬১.০০ টাকা এবং ৭৮.০০ টাকা পার কুইন্টল অব প্যাডি এবং রাইস। যেখানে ছিল ৩০.০০ এবং ৪৪.০০ টাকা যথাক্রমে ধান ও চাউলের মূল্য, সেখানে সেটাকে বর্দ্ধিত করে ৬১ এবং ৭৮ টাকা করা হয়েছে এবং তার ফলে কিছুটা বৃদ্ধি হবে সেটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ ভূমিহীন যারা আছেন, এ্যাগ্রিকালচারিস্ট লেবারার যারা আছেন তারা ত্রিপুরাতে সাড়ে তিন টাকা থেকে চার টাকা করে পায় প্রত্যেকে দৈনিক। সেই কৃষি কর্মে নিয়োজিত যে শ্রমিক তারা সেই মজুরি নিয়ে কাজ করছেন এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতেই আগের দিনের পরিকল্পনা আজকে আমরা করতে পারবনা যে কৃষকের পরণে কাপড় থাকবেনা, গায়ে কাপড় থাকবেনা। তাদের সন্তান সন্ততিকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তার লেখা পড়ার ব্যবস্থা করতে হবে, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হয় এই কৃষির উপর নির্ভর করে। তাই কৃষিকে সেই ভিত্তিতে রেখে সর্বনিম্ন দর ধার্য্য করেছি যার ফলে কিছুটা দর উচে উঠেছে। সেইজন্য প্রত্যেক জায়গাতে রেশান শপ খোলা হচ্ছে এবং ওপেন মার্কেট রাখা হয়েছে যাতে আমরা দরকে একটা সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার উপর রাখতে পারি। এখন ১০৮টি দোকান পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন সাবডিভিশানে। রেশানের যে পরিমাণ তা হচ্ছে ২.৩০ কে, জি, পার

এ্যাডাল্‌ট পার উইক। লেবার যারা আছেন তাদের ২০০ গ্রাম হুইট দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা পরিচালনা করে আমরা এখানকার খাদ্যব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে আমরা তা পরিচালনা করে যাচ্ছি

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—ফর ক্লারিফিকেশান। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ১০৮টি দোকানের মধ্যে কোন ডিভিশনে কতটা দোকান খোলা হয়েছে ;

শ্রী এস, এল, সিংহ :—অনারেবল্‌ স্পীকার, স্যার আমি নোটিশ চাই।

ELECTION OF DEPUTY SPEAKER

Mr: spekear—Next item in the List of Business is the Election of the Deputy Speaker. I have received the nomination in favour of Shri Monoranjan Nath submitted by Shri Radhika Gupta and seconded by Shri Munchor Ali for the election of the Deputy Speaker. All the three concerned M. L. A s have subscribed Oath or Affirmation. I would now call upon Shri Radhika Gupta to read out the name of member in whose favour he has submitted the nomination which will have to be seconded by Shri Munchor Ali.

Shri Radhika Ranjan Gupta—We, the members of the Tripura Legislative Assembly, propose & second the name of Shri Monoranjan Nath, M. L. A., 27 Dharmnagar South Assembly Constituency, for election to the office of the Duputy Speaker of the Tripura Legislative Assembly.

Sri. Munchur Ali—আমি ইহা সমর্থন করি।.

Mr. Speaker—As only one candidate has been nominated, there will be no necessity of ballot. I, therefore, declare Shri Monoranjan Nath elected Deputy Speaker of the House.

CONSIDERATION & PASSING OF THE APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1967 (BILL NO. 2 OF 1967).

Mr. Speaker—Next business of the House, the Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1667) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee, Minister in-charge of Finance Department to move his motion for consideration of the Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967)

Shri Krishnadas Bhattacherjee—Mr. Speaker Sir. I beg to move that the Appropriation (No. 2) Bill, 1967, (Bill No. 2 of 1967) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker—The question before the House is the motion moved by the Hon'ble. Krishnadas Bhattacherjee, Minister in-charge of Finance Department

that the Appropriation (No. 2) Bill, 1967, (Bill No. 2 of 1967) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say "AYES"

(Voices— "AYES")

As many as are of conctrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

AYES have it, AYES have it The motion is carried.

Cl. 2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of cotrary opinion will please say NOES

(No voice)

AYES have it, AYES have it.

Cl. 3 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices—AYES)

Aa many as are of contrary opinion will please say 'NOES

(No voice).

AYES have it, AYES have it.

Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices — AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES

(No voice)

AYES have it, AYES have it.

Cl. I do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No voice)

AYES have it, AYES have it.

The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.
(No Voice)

AYES have it, AYES have it.

Next business is the Passing of the Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967). I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee; Minister in-charge of Finance Department to move his motion for passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker :—The question before the House is that the Appropriation (No. 2) Bill, 1967 (Bill No. 2 of 1967) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say AYES.
(Voices—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.
(No Voice)

AYES have it, AYES have it. The Bill is passed.

The house stands adjourned till 11 A. M. on Thursday, the 23rd March, 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Unstarred Question No. 18

By—Shri Abhiram Deb Barma & Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) গত তিন মাসে কত নূতন উদ্বাস্তু পাকিস্থান হইতে ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে—তাহাদের বিভাগ ভিত্তিতে সংখ্যা,	ক) গত তিন মাসে ৪৯৩ পরিবার ২,৪১৫ জন নূতন উদ্বাস্তু পাকিস্থান হইতে ত্রিপুরায় প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত ১,৪০৫ নূতন উদ্বাস্তু কেবল সদর বিভাগেই আসিয়াছে। অন্যান্য বিভাগ হইতে গত তিন মাসে নূতন উদ্বাস্তু আগমনের কোন সংবাদ পুনর্বাসন সচিবের দপ্তরে আসে নাই।

খ) এই ধরণের উদ্বাস্তুকে সরকার কি ধরণের সাহায্য দিয়া থাকেন,

খ) এই ধরণের উদ্বাস্তুকে শিবিরে ভর্ত্তি করার পর সরকার যথাযথ সাহায্য গুড়া দুধ, পরিধেয় বস্ত্র ও কম্বল ইত্যাদি দিয়া থাকেন।

গ) ইহাদের স্থায়ী পুর্ণবাসন সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কি কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কোন পত্র বিনিময় করিয়াছেন,

গ) হ্যাঁ।

ঘ) যদি করিয়া থাকেন তবে তাহার মর্ম্ম, কি

ঘ) অন্য কোন প্রদেশে তাহাদের স্থানান্তরিত করিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পত্র বিনিময় করিয়াছেন।

ঙ) বর্ত্তমানে ত্রিপুরার উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলিতে, কোন ক্যাম্পে কত উদ্বাস্তু আছে ?

ঙ) বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় কোন ক্যাম্পে কত জন উদ্বাস্তু আছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ক্যাম্পের নাম	পরিবারের সংখ্যা	পরিবারের লোক সংখ্যা
১) অরুন্ধতি নগর অনাথ শিবির	২৭৬	৯৭৬
২) আমতলী ট্রেনসিট ক্যাম্প	৭৭	৩৮০
৩) অরুন্ধতিনগর অভ্যর্থনা কেন্দ্র	৪২	২৩৩
৪) পাবিয়াছড়া ট্রেনজিট ক্যাম্প	১৫২	৬৬৫
মোট :—	৫৪৭	২,২২৪

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly Assembled Under the Provisions of the Government of Union Territories Act : 1963.

23rd March, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 23rd March, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Dy. Speaker, the Deputy Minister and twentytwo Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. I shall first call on Shri Abhiram Deb Barma to call out the number of his question.

Shri Abhiram Deb Barma :— No. 17. Sir,

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 17.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) খোয়াই গভর্ণমেন্ট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের সংলগ্ন ছাত্র বোর্ডিং এর ছাত্রদের অসুবিধা সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর কি অভিযোগ পাইয়াছেন ?	হঁ্যা।
খ) যদি অভিযোগ পাইয়া থাকেন তাহার মর্ম কি ?	১। নবনির্মিত বোর্ডিং হাউসে জল সরবরাহের ব্যবস্থা। ২। বোর্ডিং হাউসে কন্টিন্‌জেন্ট মিনিয়্যাল নিয়োগ।

গ) ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ?	১। টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।
	২। বোর্ডিং হাউসে কন্টিন্‌জেন্ট কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যাপারটি বিবেচনাধীন আছে। ইতিমধ্যে খোয়াই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের দ্বারা পাহারার বন্দোবস্ত করার জন্য উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে লেখা হয়েছে। খোয়াই স্কুলে বর্তমানে ৯ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী আছে এবং এইরূপ বন্দোবস্ত করা কঠিন হইবে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে, যে ৪৬ জন ছাত্র সেখানে আছে, তাদের রান্না এবং স্নানের কাজের জন্য ঐ একটি কলের জলের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। সরকার তাদের অসুবিধা দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে, জলের বন্দোবস্ত এর জন্য টিউব ওয়েল দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্ত থাকা সত্বেও সরকার সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতেছেন না এবং কেরোসীন তেলের অভাবে ছাত্রদের ভীষণ কষ্ট হইতেছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য —সরকার এই সম্বন্ধে কোন গ্যারেন্টি দেন নাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন, ইহা কি সত্য যে সরকার ত্রিপুরার বাইরে থেকে হিন্দী কর্মী আনিতেছেন অথচ এখানকার হিন্দী কর্মীদের কাজ দিতেছেন না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এটা যোগ্যতা অনুযায়ী নেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—ভারত সরকার থেকে হিন্দী প্রচারের নামে কোন টাকা কি স্যাংশান হয় নাই এবং কাহাকেও দেওয়া হয়েছে কিনা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—এটা আমি আগেই বলেছি।

Mr Speaker—Shri Abhiram Deb Barma, M.L.A

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 23

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker. Sir, Question No. 23

প্রশ্ন	উত্তর
ক) গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে প্রতিটি ব্লকের মাধ্যমে মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে ?	
খ) প্রতিটি ব্লকের মোট বাজেটের উহা কত শতাংশ ?	

ব্লকের নাম	জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের খরচের পরিমান	শতাংশ আনুমানিক	মন্তব্য
১। কাঞ্চনপুর	১৫,৪৭১	২৩'৫০'/.	
২। খোয়াই	২২,৫৬৫	১৬'৫০'/.	
৩। কমলপুর	২০,৪৮৩	২৬'২৮'/.	(a) সমষ্টি
৪। অমরপুর	২০,৩৫৩ (a)	২২'৫২'/.	উন্নয়ন খাতে
	৭,৮০০ (b)	৭' ৮'/'	
৫। সাব্রুম	১৭,২৪৯ (a)	২৪'১৬'/.	(b) উপজাতি
	৮,৫৮৬ (b)	৮'৫০'/.	উন্নয়ন খাতে
৬। বিলোনীয়া	২২,৪২১	২১'৩৫'/.	
৭। রাজনগর	১৪,০৫৭	২১'২৩'/.	
৮। ডম্বুরনগর	১৬,৮৬৯ (a)	৩৪'৮৫'/.	
	১০০০ (b)	৮'/.	
৯। বিশালগড়	১৯,৯৬৩	১০'৩৩'/.	
১০। তেলিয়ামুড়া	১৬,২৬৩	৮'৮৫./'	
১১। মোহনপুর	২৮,১৫৩	১৬'৪১./'	
১২। সোনামুড়া	২৯,৮৭৬	১৯'৫৫'/.	
১৩। উদয়পুর	৩১,৮৭৬	২০'৫৪'/.	
১৪। জিরানীয়া	১২,৮৭৫	১৮'১১'/.	
১৫। ধর্ম্মনগর	৭,৫০০	১৩'/.	
১৬। ছামনু	৬,৬০৫ (a)	১৪'৩৬'/.	
	২৮,১০০ (b)	৩৫'/.	
১৭। কুমারঘাট	৭,৪৯৫	১৭'০৭'/.	

গ) বাজেটের বরাদ্দের বাহিরে কোন টাকা খরচ হইয়াছে কি ?	বাজেটের বাইরে কোন টাকা খরচ করা হয় না।
ঘ) যদি খরচ হইয়া থাকে প্রতি ব্লকের তাহার পরিমান কত ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—বিশালগড় ব্লকের মধ্যে যে ১৯,৯৬৬ টাকা খরচ করা হয়েছে সেটা কোন কোন বাবদে খরচ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—জিরানিয়া ব্লকে যে ৮,০৭৬ টাকা খরচ করা হয়েছে তা কোন কোন খাতে খরচ হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট ।

Mr. Speaker— Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma—Starred Question No. 46.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 46.

QUESTION	ANSWER
ক) লেম্বুছড়া গ্রামসেবক ট্রেনিং সেণ্টারের ট্রেইনিরা সম্প্রতি ৩৮ ঘণ্টার জন্য অনশন করিয়াছিলেন কি ?	
খ) যদি অনশন করিয়া থাকেন তবে তাহারা কি কি দাবীর উপর এই অনশন করেন ।	নিম্নলিখিত দাবীগুলির উপর অনশন করেন । ১) শিক্ষাকালীন সময়ে জীবন যাত্রা ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা কালীন ভাতা দেওয়া হউক, ২) ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত এগ্রিঃ এসিষ্টেন্ট এবং গ্রাম-সেবকের বেতন টাঃ ১৫০-২৫০ টাকা, শিক্ষন প্রাপ্ত নন এগ্রিঃ এসিষ্টেন্ট এবং গ্রাম সেবকদের বেতন টাকা ১২৫-২০০তে পরিবর্তিত করা হউক ।

৩) ছয়মাস চাকরী করার পর গ্রাম-সেবক এবং এগ্রিঃ এসিষ্টেন্টদের শিক্ষণ প্রাপ্ত হিসাবে গণ্য করা হউক।

৪) শিক্ষণ শিবিরে যথোপযুক্ত সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হউক।-

৫) গ্রামসেবক এবং এগ্রিঃ এসিটেন্ট-দের স্থলে তাহাদের উপর যে সমস্ত বীজাগার ইত্যাদির ভার ন্যাস্ত হয় তাহার প্রহরার যথাযথ ব্যবস্থা করা হউক।

ক) সরকার তাহাদের দাবীগুলি মানিয়া লইবেন কি?

দাবীগুলি সরকারের সক্রিয় বিবেচনা-ধীন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এ ই বিবেচনা করতে কতদিন লাগবে?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—বিবেচনাধীন আছে। অতএব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই দেওয়া হবে। সময়ের কথা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছে সরকারের বিবেচনায়?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—কিছুটা অগ্রসর হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কিছুটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি কোন কোন আইটেমের দাবীগুলি সরকার গ্রহণ করেছেন?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে তাদের ট্রেনিং এর সময়ে তাদের পরিবার পরিজনকে অনাহারে কাটাতে হয়েছে কিনা?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—তার কোন কারণ নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে ট্রেনিং এর সময়ের জন্য তাদের পরিবারের খরচ সরকার বহন করবেন কিনা?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে তা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Mr. Speaker :—Starred Question No. 28 by Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

Abhiram Deb Barma :—Starred question No. 28

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 28,

QUESTION	REPPLY
(a) ১৯৬৬ সনের ২৯শে আগষ্টে পুলিশ আগরতলা সহরে যে গুলি চালনা ও ছাত্র হত্যা করে সেই সম্পর্কে সরকার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কি ?	হাঁ, সরকার পুলিশের গুলি চালনা সম্বন্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।
(b) যদি দিয়া থাকেন তবে এই তদন্ত শুরু করিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন ;	তদন্তকার্য্যের জন্য একজন সুযোগ্য বিচারপতি পাইতে বিলম্ব হওয়াতেই এ পর্য্যন্ত তদন্তকার্য্য শুরু হইতে পারে নাই।
(c) ইহা কি সত্য যে পশ্চিমবাংলা হইতে অবসরপ্রাপ্ত একজন হাইকোর্টের বিচারপতি এই তদন্তকার্য্যের দায়িত্ব হইতে রাজী হইয়াছিলেন।	হাঁ।
(d) ইহা কি সত্য যে নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের অসুবিধা হইতে পারে এই কারণেই তদন্তকার্য্য এতদিন সুরু করা হয় নাই ;	মোটেই না।
(e) কবে পর্য্যন্ত এই তদন্ত কার্য্য সুরু করা হইবে ?	হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নিয়োগ, বাসস্থান ইত্যাদি সর্ত নিরূপণ করিয়া বিচারপতি নিয়োগের পর উক্ত তদন্ত কার্য্য আরম্ভ হইবে। এই বিষয়ে পশ্চিমবাংলা সরকারের সহিত পত্রালাপ চলিতেছে। যাঁহাকে নিয়োগ করার কথা ছিল, তিনি পশ্চিমবাংলা সরকারের আর একটি তদন্ত কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। জানা গিয়াছে যে আগামী মে মাসের পূর্ব্বে পশ্চিম বাংলায় কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই তদন্ত কার্য্য সুরু করতে আর কতদিন সময় লাগতে পারে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নের মধ্যেই ইহা নিহিত আছে যে মে মাসের পূর্ব্বে আসতে পারবে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—ইহা কি সত্য যে প্রাক্তন চীফ কমিশনার কলিকাতা হাইকোর্টের মিঃ সিং কে এই তদন্ত কার্য্যের জন্য নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় সেটা গ্রহণ করেন নাই ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে লেখাই আছে মাননীয় হাইকোর্টের সুযোগ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নামই প্রস্তাব করা হইয়াছে পশ্চিমবংগে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি অস্বীকার করতে পারেন ছাত্রদের মামলা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়েই এই কথা প্রমাণ হয়েছে যে এই ঘটনার জন্য সরকার এবং পুলিশই দায়ী, ছাত্ররা নয় ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—এটা জুডিসয়াল এনকোয়ারীর বিচারাধীন। অতএব এই প্রশ্নের উত্তর আমি এখানে দিতে পারি না। তাহলে এই জুডিসিয়াল এনকোয়ারী ইম্পার্সিয়াল হবে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— এই তদন্ত কার্য্যে যিনি রাজী হয়েছেন তাঁর নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা ঃ—কোন কোন রাজ্য সরকারের কাছে এই তদন্ত কার্য্যের জন্য বিচারপতি পাওয়ার জন্য চিঠি লেখা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—আই ওয়ান্ট নোটিশ অব ইট।

Mr. Speaker : —Starred Question No. 47—by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Starred Question No. 47.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 47.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সোনামুড়ার Addl. Sub-Divisional officer এর অফিসে Fair price shop এর Ration Card করার জন্য যে ফরম ইংরাজীতে ছাপিয়া দাখিল করা হইতেছে সরকারের দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িয়াছে কি ?	
খ) ঐ ফরম কোন অল্প শিক্ষিত গ্রামবাসীর পক্ষে পূরণ করা কি সম্ভব ;	গত জানুয়ারী মাস হইতে যাহারা ইংরাজী ফরম পূরণ করিতে অসুবিধা বোধ করে তাহাদের সুবিধার জন্য একটা সহজ বাংলা ফরম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।
গ) গ্রামবাসীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া সরকার এই ধরণের ফরম প্রত্যাহার করার আদেশ দিবেন কি ?	

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সরকার রেশন ডিলারের কাছে রেশন কার্ডের দরখাস্তের জন্য যে ফরম দিয়াছেন সেটা পূরণ করার জন্য ডিলারগণ মাথা পিছু দেড় টাকা দুই টাকা করে আদায় করছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—সরকার সেটা অবগত নহেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ফর্মের পাঁচ হইতে পনের ঘরের প্রয়োজনীয়তা কি ?

শ্রী এস, এল. সিংহ :—প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই ইহা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই ফর্ম ফিল আপ করতে পারবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ফর্ম ফিল আপ করতে পারিব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই ফর্ম ইংরাজীতে ছাপার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইংরেজী প্রবর্তিত ছিল. তার জন্য ইংরেজীতে ছাপান হইয়াছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা স্বীকার করবেন কি যে দুস্থদের বঞ্চিত করবার জন্যই এই ফর্ম ইংরেজীতে ছাপান হইয়াছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

শ্রীঅভিরামদেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি, ত্রিপুরার শতকরা ৯৫ জন লোক ইংরাজী জানেন না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—হ্যাঁ মহাশয়, সেই জন্যই এখানে বাংলা ভাষা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

Mr. Speaker :—There is one unstarred Question asked by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

The Minister may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Question.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received one Calling Attention Notice from Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. on the subject—

"Fire broken out on 15. 3. 67 in the premise to G. B. Hospital and the nature of damage".

I have given consent to the notice of Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, Sir, I will give the statement on the 29th March, 1967.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING PANEL OF CHAIRMEN.

Mr. Speaker :—Here is an announcement.

In exercise of the powers conferred by Rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I do nominate the following Members to form a Panel of Chairmen.

1. Shri Umesh Lal Singh.
2. Shri Sunil Chandra Dutta.
3. Shri Ershad Ali Choudhury.
4. Shri Aghore Deb Barma.

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET FOR 1967-68

Mr. Speaker :—Next business to-day is the General Discussion on the Budcgt Estimates for 1967-68.

Before the General discussion begins I would very much like to inform the Hon'ble Members to give me their names who would like to participate in the debate so that I shall be able to arrange a time schedule for them.

Now, I shall call on Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. to open the discussion on the Budget Estimates for 1967-68.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৭-৬৮ সালের যে মোট ব্যয় বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ১৯,৭৮,৯২,০০০ টাকা, রাজস্ব খাতে ১২,৮৮.৫২ লক্ষ আর মূলধনখাতে ৬,৯০.৪০ লক্ষ ব্যয় ধরা হয়েছে। এইভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাই রাজস্ব খাতে ঘাটতি ১০০৯.০৬ লক্ষ, তারপর মূলধন খাতে ৩৩৮.৯২ লক্ষ মোট ঘাটতিস্থল ১৩,৪৭.৯৮ লক্ষ টাকা। আর মূলধন বাজেটে এইভাবে ১৯,৭৮.৯২ লক্ষ। এখানে ঘাটতি যদি ১৩,৪৭.৯৮ লক্ষ বাদ দেওয়া যায় তাহলে ৬,৩০.৯৪ লক্ষ আয় এখানে দেখান হয়েছে, অর্থাৎ আজকে তার মানে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট, ঘাটতি বাজেট। প্রধানতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাজেট, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল, যে ভাবেই হউক কেন্দ্রীয়

সরকার থেকে টাকা পাইলে পরে রাজ্যের সমস্ত কিছু চলবে এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই মোটামুটি ভাবে অর্থমন্ত্রী এখানে যে সমস্ত অথ্য পরিবেশন করেছেন, বা যে চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যে এই বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতি বা অনেক কিছু সমস্যার সমাধান হবে, এইগুলি আমরা বরাবরই শুনে আসছি, এর মূল কথা, ত্রিপুরা রাজ্য সমস্যা বহুল, তার সমস্যার কোন অন্ত নাই। এক দিকে যেমন একটা বিরাট অংশ জুমিয়া আর একদিকে বিরাট অংশ উদ্বাস্তু, উদ্বাস্তু আগমন এখন পর্য্যন্ত শেষ হয় নাই। তার পর তার রাস্তাঘাট বা তার বিভিন্ন দিক দিয়া যদি দেখি, তাহলে এক কথায় ত্রিপুরার সমস্যার কোন অন্ত নাই। সেই দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে যদি এই বাজেট বিচার করি, মোটামুটি ক্ষুদ্র ভৌগলিক অবস্থার দিক থেকে যদি আমরা তাকাই তাহলে অনেকে হয়ত একথা বলবেন যে বাজেট নেহাত খারাপ হয় নাই, একথা বলতে বাধ্য। কিন্তু চাহিদার দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা যদি করি তাহলে নিশ্চয়ই একথা বলতে হবে যে ত্রিপুরার প্রয়োজনের তুলনায় এই বাজেট কিছুই না। এই বাজেটের দ্বারা এই যে রঙীণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে ত্রিপুরার ভবিষ্যত উন্নতি, অগ্রগতির কথা বা বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের কথা এইগুলি কিছুই হবে না এবং টাকা আসবে এবং খরচ হবে এই হবে বাস্তব অবস্থা। কাজেই এই বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরার ভবিষ্যত উন্নতি, অগ্রগতি, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি বা যে সমস্ত সমস্যা আছে, এই বাজেট দ্বারা সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হওয়ার কারণ আমি দেখি না। একটা কথা হচ্ছে, একথা স্বীকার করতে আমরা বাধ্য, যে বাজেট আলোচনা করার কালে একটা আমাদের দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার সেটা হচ্ছে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার অর্থ নৈতিক উন্নতি বা সামাজিক উন্নতি বা বিভিন্ন দিক দিয়ে তার রাস্তা ঘাট বা তার উৎপাদন ব্যবস্থা. তার বিভিন্ন মুখী সমস্যার সমাধান। এই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে যে টাকা খরচ করা হয়ে গেছে, তার মাধ্যমে কতটুকু হয়েছে, সেইগুলি বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তা করে দেখা দরকার।

আমরা দেখি যেমন ফাষ্টপ্ল্যানে মোট খরচ ১ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা, আমি শুধু মোটামুটিভাবে ধরে বলছি। আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা আর তৃতীয় পরিকল্পনায় ১৪কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। এইগুলি হল প্ল্যান আইটেমে, প্রায় ২৫ কোটি টাকার উপর খরচ হয়েছে। আর তা ছাড়া পাশাপাশি ন্নপ্ল্যানে অনেকগুলি টাকা আছে। এইগুলি যদি যোগ দিই তাহলে অংক প্রায় ১০৪ কোটি টাকার উপর হবে। এটা হল ১৯৬৬ সালের আগের কথা। তারপর ৬৬-৬৭ তো আছেই। কাজেই এই যে বিরাট অংক, প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার উন্নতি বা খাদ্য উৎপাদন বাড়নো বা ইলেক্ট্রিসিটি করা বা রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থা করার জন্য। যদি সামগ্রিকভাবে মিলিয়ে আজকে আমরা দেখি তাহলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে কেবল অফিস এষ্টাব্লিশমেন্ট হয়েছে। আজকে আগরতলা থেকে যদি সাব্রুম পর্য্যন্ত যাই তাহলে রাস্তার দুপাশে অনেকগুলি কনষ্ট্রাকশন-বিলডিং ইত্যাদি হয়েছে দেখতে পাই। সেখানে গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি আছে। সেটা ইণ্ডাষ্ট্রির নামেই হোক, বিভিন্নভাবে

কনষ্ট্রাকশন হয়েছে। কিন্তু তার পাশা পাশি গ্রামের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই ? সেখানে জনসাধারণের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে প্রধাণতঃ কৃষি নির্ভর। এখানে সাধরণতঃ মানুষের বাঁচতে গেলে তাদের জমির দরকার। সেই দিক দিয়ে আমাদের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষির উৎপাদনের উপর ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত কিছু নির্ভর করছে। তাহলে এই দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে দেখলে দেখা যায় যে এত কোটি কোটি টাকা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে ত্রিপুরার আয়, উন্নতি বাড়াবার জন্য অর্থাৎ যে জনসাধারণ ত্রিপুরা রাজ্যে আছে তাদের উন্নতি হলে ত্রিপুরার উন্নতি। অর্থাৎ এই যে বিরাট জনসাধারণ আছে তাদিগকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার উন্নতির কথা কেউ চিন্তা করতে পারে না। কিন্তু আজকে যদি আমরা ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাইয়া দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই দিনের পর দিন ভূমিহীনের সংখ্যা বাড়ছে এবং অভাব অনটন, দারিদ্র্য বা জমি থেকে উচ্ছেদ এই অবস্থা চলছে। কৃষকদের অর্থনীতি আজকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই আজকে এই যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পার মাধ্যমে যে মোট অংক আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য খরচ করেছি তাতে ত্রিপুরার বাস্তবিক কোন উন্নতি হয়েছে কিনা সেটা আজকে বিচার করে দেখতে হবে।

তারপর আমি উল্লেখ করেছিলাম অফিস এষ্টাব্লিশমেন্টের কথা। অফিসার রয়েছে, গাড়ী ঘোড়া রয়েছে, গাড়ীর সংগে ট্রেলার থাকে, আশা যাওয়া হামেশাই হয় এবং এই বাবতে যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে যে টাকাটা খরচ করা হয়েছে তার মাধ্যমে ত্রিপুরার কোন উন্নতি হয় নাই। বরঞ্চ দিনের পর দিন তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাচ্ছে। মোটামুটিভাবে কৃষি খাতের কথা আমি বলব। গত তিনটি পরিকল্পনায় কৃষি খাতে যে কিছু টাকা পয়সা খরচ হয় নাই তা নয়, তাও খরচ হয়েছে। কিন্তু সেই খরচ করার মাধ্যমে কি কতটুকু হয়েছে এর পরবর্তী সময়ে আমি বলছি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকঞ্চল্পনায় ৪ লক্ষ টাকার উপর খরচ করা হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ২৮ লক্ষ টাকার উপর হয়েছে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪১ লক্ষ টাকার উপর কৃষি খাতে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে। আর অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে পরিকল্পনার কোন অভাব নাই। শুধু স্কীমই ১০টা। আর অ্যাগ্রিকালচার নন্-প্ল্যানে বিভিন্ন আইটেমে ৫৩টা স্কীম আছে। আর এই তিনটি প্ল্যানে প্রায় সব মিলিয়ে ৪৩টার মত আছে। প্রতি স্কীমের জন্য গাড়ী, ট্রেলার সবকিছু আছে বা অনেক টাকা খরচ হয়েছে। এখন মূল প্রশ্ন হচ্ছে তাদের যে অবস্থা সেটা খানিকটা বদলেছে কিনা ? সেটা হচ্ছে আমাদের বিচার্য্য বিষয়বস্তু। তাহলে আজকে কৃষি খাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পেছনে বা তার পরিবর্তে যে টাকা বিনিয়োগ করা হল তার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের কোন উন্নতি, অগ্রগতি হয়েছে কিনা ? আমরা কিন্তু অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে দেখি। যেমন একটা কথার কথা বলছি যে স্মল ইরিগেশনের মাধ্যমে কয়েকটি পরিকল্পনা ছিল, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনায় বহু ছোট ছোট নালা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই বাঁধ দেওয়ার ফলে বহু লক্ষ লক্ষ টাকা ত্রিপুরাতে খরচ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন ব্যবস্থা বাড়ানো। যে সমস্ত জায়গাতে এক ফসল হয় সেসমস্ত জায়গায় দুই ফসল করা বা দুই ফসলের জায়গায় তিন ফসল করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে বহু স্মল ইরিগেশনের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। আমরা এষ্টিমেট কমিটির মাধ্যমে গত ১৯৬৫-৬৬ এর বাজেটের মধ্যে দেখেছি। এমন কি এষ্টিমেট কমিটির মাধ্যমে আমাদের কমিটি মেম্বাররাও দেখেছেন। তার আলোচনা এবং পর্য্যালোচনাও করা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে টাকাটা খরচ করা হল সেটা অনেকটা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। যেমন আমি একটা ঘটনার কথা বলি। মহারাণী ছড়া বাঁধ দেওয়ার সংগে সংগে বাঁধের অবস্থা শেষ। তাছাড়া চিচিমাছড়া আছে এবং রাঙাপানিছড়া আছে। এইভাবে বহু ঘটনা আছে। শুধু তাই নয় যেসমস্ত বাঁধ দেওয়া হয়েছে-শ্রীনগরে কাঞ্চনমালা বাঁধের অল্প একটু পূবে শেকেরকুটের কাছে একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। সেই বাঁধ বহুদিন আগে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই বাঁধ থেকে ক্ষেতে আর জল উঠেনা। অর্থাৎ উদ্দেশ্য এক ফসল জমিকে দুই ফসল করা। কিন্তু যে উদ্দেশ্য নিয়ে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। টাকা কিন্তু যথাসময়ে খরচ করা হয়েছে। আজকে অবশ্য ফিগার দিতে কোন অসুবিধা হয় নাই। যেখানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেখানে বাঁধ দেওয়ার পূর্বে একটা ফিগার দেওয়া হয় যে এখানে বাঁধ দিলে এত একর জমিকে চাষে আনা যাবে। সেই ফিগার মত বইয়ের মধ্যেই লেখা হয়। বইয়ের মধ্যে লেখা আছে যে ৪৫৫ একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা করার কাজ। এইরকম সরকারী তথ্য পেয়েছি। তার মধ্যে যদি ৪ ৫ একর যদিও তাঁরা দিয়েছেন কিন্তু কার্যতঃ যে সংখ্যা আমরা এখানে পেয়েছিলাম বা সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে সেই সংখ্যা মত সেখানে প্রকৃতপক্ষে ধান চাষ হয় কিনা, আমাদের এক ফসলের জায়গায় দুই ফসল এই বাঁধের দ্বারা হয় কিনা সেগুলি তদন্ত সাপেক্ষ। কাজেই এইভাবে সরকারের যে স্মল ইরিগেশন আইটেমে বা প্ল্যানে যে টাকা খরচ করা হয়েছে তার অধিকাংশ টাকাই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তার সম্পর্কে একটা তদন্ত. কমিটি বসানো দরকার। যেভাবে টাকাটা খরচ করা হয়েছে এটাকে নষ্ট করা হয়েছে ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সেই সম্পর্কে তদন্ত কমিটি বসিয়ে সেই বাঁধের মাধ্যমে কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে এইগুলি ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার।

আরেকটা কথা হচ্ছে লিফ্‌ট ইরিগেশান। এই লিফ্‌ট ইরিগেশান বাবদ তিনটি পরিকল্পনার মাধ্যমে বেশ টাকা কড়ি খরচ হয়ে গেছে কিন্তু তাতে মাত্র ১৮ একর জমিতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু খরচ সেখানে দেখান হয়েছে (আমি অবশ্য ১৯৬৬ সনের আগের কথা বলছি) ৮৬ হাজার টাকা, খরচ করা হয়ে গেছে। ৮৬ হাজার টাকা খরচ করে ১৮ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই হচ্ছে অবস্থা। এইভাবে স্মল ইরিগেশান বলুন বা বিভিন্ন আইটেমে যে সমস্ত পরিকল্পনা প্রকল্পের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা করার কথা, সবগুলি টাকা অবশ্য খরচ হয়ে গেছে কিন্তু কৃষক কার্য্যতঃ কোন উপকৃত হয় নাই। কৃষককে

ঠিক সময় মত জল পায় না, কাজেই ফসল বাড়ানোর কোন প্রশ্নই উঠে না। আর একটি জায়গার মধ্যে, অর্থমন্ত্রী যে বাজেট প্রেস করেছেন তার মধ্যে উল্লেখ করেছেন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ২৭ হাজার টন, ইহার মধ্যে ২৩,১১৫ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছে। এখানে এমনভাবে ফলাও করে দেখান হয়েছে অর্থাৎ এই পরিকল্পনার মাধ্যমে, প্রথম পরিকল্পনা, ২য় পরিকল্পনা বা তৃতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে যে টাকাগুলি খরচ করা হয়েছে তার ফলেই এই বাড়তি খাদ্য ফসল উৎপাদন করা হয়েছে। এইভাবে এখানে দেখান হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ আমি মনে করি ত্রিপুরার প্রথম পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে বা ২য় পরিকল্পনার আগে লোক সংখ্যা ত্রিপুরায় কম ছিল, কিন্তু সেই অনুপাতে লোক সংখ্যা বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বভাবতঃই যে সমস্ত জমি অনাবাদি ছিল সেইগুলি আবাদ করা হয়েছে, তার ফলে যদি এই বাড়তি। যেখানে ২৬ হাজার টন হওয়ার কথা, সেখানে হয়ত ২৩ হাজার টন হতে পারে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের জমির উৎপাদন শক্তি, বিভিন্ন ক্ষেতের মধ্যে, বিভিন্ন ছড়ার মধ্যে বাঁধ দেওয়ার ফলে বা জলসেচের ফলে বা কৃষকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ফলে বেড়েছে, এই কথা এর দ্বারা বুঝায় না। সামান্য কিছু উৎপাদন যদি বেড়ে থাকেও সেটা নিশ্চয়ই জমির আয়তন বাড়ার ফলে, কিন্তু জমির উৎপাদন শক্তি মোটেই বাড়ে নাই। বরঞ্চ দিনের পর দিন ত্রিপুরা রাজ্যের জমির উৎপাদন শক্তি কমে আসছে, এই হচ্ছে প্রকৃত ঘটনা। এই গেল চাউল উৎপাদনের কথা।

কৃষি উৎপাদন বলতে শুধু ধান বুঝায় না। তার মধ্যে তুলা, পাট ইত্যাদিও আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের তুলা এক কালে প্রসিদ্ধ ছিল, যেট নাকি পূর্ব্বে কুমিল্লা কটন নামে পরিচিত ছিল। সারা পৃথিবীর মধ্যে এই কটনের নাম ছিল। কিন্তু সেই কটনের উৎপাদন আজকে অনেক পরিমাণে কমে গেছে। অর্থমন্ত্রী তুলা উৎপাদনের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন কিনা জানি না। আমি যতটুকু দেখছি তুলা উৎপাদন সম্পর্কে এখানে কোন উল্লেখ নাই; তাতেই বুঝা যায় ত্রিপুরার এই যে অভাব, এই যে উৎপান দ্বারা ত্রিপুরায় বাইরে থেকে পয়সা আসার একটা রাস্তা, সেটা আজকে বহু-লাংশে কমে গেছে, যার জন্য ত্রিপুরার এই বাজেটের মধ্যে পর্য্যন্ত তার উল্লেখ নাই। এখানে পুরানো একটা কমপারেটিভ হিসাব আমি দিচ্ছি ১৯৬১-৬২ স্যালে এখানে তুলা উৎপাদন ছিল ১,৪৬০ বেলস, ১৯৬৩-৬৪ সালে সেখানে কমে মাত্র ১,৪০০ বেলস হয়েছে, অর্থাৎ অনেক কমে আসছে। এইভাবে গুড়ের প্রডাকশানও আমাদের দিনের পর দিন কমতির পথে। ১৯৬১-৬২ সালে ৩,৪৪৪ টন. ১৯৬৩-৬৪ সালে হয়েছে ২,৯১০ টন, এই হচ্ছে অবস্থা। এই জিনিষগুলির প্রডাকশান আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাওয়ার পথে। এই সম্পর্কে সরকারের কোন তত্বাবধান নাই। যদিও সরকারী প্রকল্প, ডেমনষ্ট্রেশান ইত্যাদি আছে। একটা জিনিষ আজকে ডেমনষ্ট্রেশান সম্পর্কে আমি বলছি যে বিভিন্ন কলোনীর মধ্যে, যে সমস্ত বাগানে আদিবাসী কলোনী হয়েছে, সেই সমস্ত কলোনীর মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই ডেমনষ্ট্রেশান হিসাবে

সেখানে তুলার চাষ করান হয়, বছরের পর বছর এই বাবদ প্রচুর টাকা খরচ করা হচ্ছে। ডেমনষ্ট্রেশানের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে করে বেশী করে তুলা উৎপাদন করা যায়। কিন্তু কার্যতঃ উৎপাদন কমতির পথে। আজকে গুড়ই হউক বা অন্যান্য প্রডাকশানই হউক, আজকে সরকার পক্ষ থেকে ডেমনষ্ট্রেশান ফার্ম করা হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ সামগ্রিক ভাবে উৎপাদনের যদি সংখ্যা নেই তাহলে দেখা যাবে তার উৎপাদন কমছে। এইভাবে আজকে ত্রিপুরার যে কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি কৃষকের উপর নির্ভরশীল. সেই দিক দিয়ে যদি বিচার বিবেচনা করে দেখা যায়, তাহলে এই বাজেটে কৃষি খাতে যে টাকা ধরা হয়েছে এটা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই না এবং অনেকটা প্রহসনের মত। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আগে যে ভাবে খরচ করা হয়েছিল, যেমন এ্যাগ্রিকালচার ডেমনষ্ট্রেশান ফার্ম বা তুলার ফার্ম; আখের ফার্ম, অর্থাৎ হয়তঃ লোক দেখান কতকগুলি ফার্ম হবে, বাজেটের টাকা খরচ হবে, সরকারী বাড়ী, গাড়ী, এইগুলি নিশ্চয়ই থাকবে, বহু টাকা খরচ হবে। কিন্তু কার্যতঃ উৎপাদন বাড়বে না এবং বাড়াবার কোন লক্ষণ এখানে নাই। কাজেই এই দৃষ্টি ভংগী যদি থাকে, আজকে ত্রিপুরার ভবিষ্যত, কৃষকদের যে অবস্থা, আরও দুর্গতির পথে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। আজকে কৃষকরা দিনের পর দিন যে ভাবে ঋণগ্রস্থ হয়ে উঠছে, সারা ভারতবর্ষে তুলনা মূলক ভাবে আমরা যদি বিচার বিবেচনা করে দেখি, তাহলে ত্রিপুরার কৃষকদের মত ওভার বার্ডেনের এমন নজির পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নাই। অর্থাৎ দিনের পর দিন কৃষকরা ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে উঠছে, নজরানা, কৃষি ঋণ, কৃষি দাদন, মহাজনের দাদন, এই সমস্ত মিলে আজকে কৃষকদের সর্বস্বান্ত করে তুলছে। আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অভাব বা সংকট সর্বত্রই আছে. কম আর বেশী। কিন্তু ত্রিপুরার মত এমন অবস্থা কোথাও নাই। তুলনামূলক ভাবে যদি আমরা দেখি, আগরতলা চাউলের মূল্য অনেকটা কম। তার তুলনায় গ্রামাঞ্চলে দাম অনেক বেশী, গুড়ের দাম বেশী, প্রত্যেকটি জিনিষের দাম বেশী। এই যে একটা অবস্থা, যেখানে প্রডাকশান হয় সেখানে দাম কমবার কথা। কিন্তু শহরাঞ্চলে চাউলের দাম কম থাকে, গ্রামাঞ্চলে বরাবরই তার দাম বাড়তির দিকে। গতবার ছামনুর মধ্যে চাউলের দর ১০০ টাকার উপর উঠেছিল। এইভাবে ত্রিপুরার মধ্যে, আগের কথা যদি আমরা বাদও দেই, এইবার আমরা দেখছি সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর কয়েকটি এলাকা বাদে প্রত্যেকটি সাবডিভিশানের মধ্যে চাউলের দাম হু হু করে বাড়ছে। আগরতলার তুলনায় মফঃস্বলে চাউলের দাম অনেক বেশী। আগরতলায় ৪৮ টাকা থেকে ৫০ টাকা, গোলাঘাটি বাজারে, ইনটেরিয়ারে, যেখানে প্রডাকশান সেন্টার সেখানে চাউলের দাম ৫৫ টাকা থেকে ৫৭ টাকা। বিশ্রামগঞ্জ, টাকারজলা, জম্পুইজলা, এইভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে, মফঃস্বল এলাকার মধ্যে চাউলের দর আজকে বেশী করে বাড়ছে। এইভাবে কৃষকদের বাস্তব অবস্থা কি, এই থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজেই আজকে কৃষি খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা এখানে রাখছি সেই ব্যয় বরাদ্দ দিয়ে যে কৃষকদের সহসা কোন উন্নতি বা পরিবর্তন ঘটবে, এই আশা করার মত কোন কারণ নাই।

সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আলোচনা করবার সময় আমি একটা কথা বলেছিলাম যে সরকার জাপানী প্রথা চালিয়েছেন। কিন্তু জাপানী প্রথায় চাষ করতে গেলে জলের ব্যবস্থা করা দরকার বা সারের ব্যবস্থা করা দরকার, আইলের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্য নাই। মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছিলেন যে, যেটা ভাল তাকে লোকে গ্রহণ করবেই। কিন্তু গ্রহণ কিভাবে করা হচ্ছে না হচ্ছে, তা না দেখে যারা জাপানী প্রথায় চাষ করে তাদিগকে একটা লাম্পসাম্ দেওয়া হয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে লোকে আগ্রহী হয়। কিন্তু সেই প্রথাতে যদি ফসল ভাল হত বা বেশী হত তা হলে স্বভাবতঃই লোক সেখানে বেশী করে আগ্রহী হত। সকলেই চায়, কৃষক মাত্রই চাইবে যাতে ফসল বেশী করে উৎপাদন করা যায়। কিন্তু ঘটনা উল্টো দিকে চলছে। তাতে ফসলের উৎপাদন বাড়ছে না। প্রথাটা শুধু প্রথাতেই সীমাবদ্ধ থাকছে। তবে এটা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে প্রথাটা বাদ দিয়ে দাও। আজকে যদি এই প্রথাতে কাজ করতে হয় তাহলে তার যা যা দরকার তার সবকিছুই দিতে হবে। তার সংগে লাইন দিতে হবে এবং শুধু লাইন দিলেই চলবে না। তার সংগে জলও দিতে হবে, ট্রেনিং এরও ব্যবস্থা করতে হবে। সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য নাই। জাপানী প্রথায় যখন চাষ করা হয় তখন ভি, এল, ডব্লিউরা আইলের পিছনে ঘুরে, তদারক করে। ব্যস, ঐ পর্যন্ত তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। অথচ জনসাধারণকে উপযুক্ত ট্রেনিং দেওয়ার জন্য বহু হাজার হাজার টাকা আমরা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করি, খরচও করি। কিন্তু কার্যতঃ ফসলের উৎপাদন বাড়ছে না। কাজেই আজকে একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষককে ট্রেনিং দেয়ানো বা ফসলের উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য সরকারী যে আইটেমগুলি করা হয়েছে তার সংগে সংগে জলেরও ব্যবস্থা এবং সারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শুধু আমরা হাউস কনস্ট্রাকশন করলাম, অফিসার করলাম. তার গাড়ীর ব্যবস্থা করলাম, সমস্ত কিছু করলাম, কিন্তু কার্যতঃ উৎপাদন বাড়ানোর দিকে যদি নজর না দেওয়া হয়, শুধু অফিস থাকবে, গাড়ীও থাকবে অথচ উৎপাদন যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে তাতে আস্তে আস্তে উৎপাদন শক্তি কমবেই। কাজেই রুলিং পার্টির দৃষ্টি ভংগী আজকে পরিবর্তন করা দরকার। নতুবা আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে সহসা খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর মত কোন লক্ষণ আমি দেখছি না। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ভাষণের উপর খাদ্য উৎপাদনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা হয়ত কাগজেপত্রেই লিখিত থাকবে। আমরা হয়ত দেখব যে, যে তিমিরে আমরা ছিলাম সেই তিমিরেই আমরা থাকব। অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন যদি বাড়ত, তুলার উৎপাদন যদি বাড়ত, গুড়ের উৎপাদন যদি বাড়ত তাহলে ত্রিপুরার একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হত। এইভাবে পাট কৃষকের মস্ত বড় একটা ইনকামের রাস্তা। পাটের পয়লা দাম ছিল। কৃষকরা আগ্রহী হয়ে চাষ করল এবং যথাসময়ে মণ প্রতি ১০ টাকা নামিয়ে দেওয়ার ফলে অনেকগুলি মেস্তা পাট জঙ্গলে নষ্ট হয়ে গেল। বাজারে এনে বিক্রি করলে লেবার কস্ট পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

ওখানে বহু আনারসের বাগান ছিল। একটা বাগানে ১৬। ১২ হাজার করে আনারস উৎপাদন হত। সেই মাত্র পাকিস্তান হল তখনই আনারসের বাজার কাট আপ হয়ে গেল। এখানে যে আনারসের প্রডাক্সন হত সেই আনারস আগরতলার বাজারে বিক্রি করার মত অবস্থা ছিল না। এইসব কারণে দেখা গেল আনারসের প্রডাক্সন করে তাদের লেবার খরচই উঠে না। ফলে সমস্ত বাগানগুলি আস্তে আস্তে জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গেল এবং নস্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই আজকে যে অবস্থা চলছে এই অবস্থার মধ্যে যাতে ত্রিপুরাতে ভাল পাট উৎপাদন হয় তার প্রতি দরকার একটু যত্ন নেওয়া। অবশ্য সরকারের অনেক পরিকল্পনা আছে, ভিজানোর ট্যাঙ্ক ইত্যাদি করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়। কিন্তু দিলেই তো আর হবে না। বিভিন্ন রকমে তার পরিশ্রম করার পর যদি তার খরচ না উঠে তাহলে কৃষকেরা কেন পাট চাষ করতে যাবে। এই অবস্থা যাতে না হয় সেই দিক দিয়েই লক্ষ্য রাখা দরকার। এইভাবে পাট উৎপাদনে আমরা কৃষকদের উৎসাহ দিতে পারতাম। শুধু গতানুগতিকভাবে একটা ট্যাঙ্ক কাটিয়ে ভিজানোর ব্যবস্থা করে দিলেই হবে না, তার বাজারের ব্যবস্থাও আমাদের করতে হবে। তা যদি আমরা না করি, এই যে গত বৎসর অবস্থাটা হল, হঠাৎ মণ প্রতি ৩০ টাকা কমিয়ে দেওয়ার ফলে যে আঘাত কৃষকের উপর পড়ল তার ফলে পাটগুলি নস্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই পরবর্তী সময়ে পাট করতে গেলেই সে এই কথা চিন্তা করবে। কারণ সেখানে সে পয়সা পাবে কি পাবে না এই সমস্ত প্রশ্ন জড়িত আছে। কাজেই আজকে ত্রিপুরার আয় যদি বাড়াতে হয় তাহলে শুধু অফিসার, তার বাড়ী, তার গাড়ী ইত্যাদি দিলেই চলবে না। তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অন্তত: থাকা দরকার এবং তাড়াতাড়ি তার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকে যদি পাটের দর বেঁধে দেওয়ার নির্দিষ্ট একটা প্ল্যান সরকারের থাকত, তাহলে নিশ্চয়ই পাট আজকে ভাল উৎপাদন হত। ত্রিপুরাতে পাটের কোয়ালিটিও ভাল হত এবং তাতে দাম অনেক বেশী পাওয়া যেত। কিন্তু সরকারের এইদিকে কোন লক্ষ্য নাই। যেমন, পাকিস্তান যখন কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল, সারা ভারতে পাকিস্তান যখন একটা যুদ্ধের সৃষ্টি করল সেই সময়ে আমাদের ফুড প্রডাক্সন অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন বাড়াও, এই পরিকল্পনা গ্রহণ কর, এই সমস্ত ব্লকের মাধ্যমে খুব প্রচার করা হল। আলুর চাষ, চিনাবাদামের চাষ, বোরোর চাষ ইত্যাদি খুব করানো হল। কৃষকেরাও খুব করল। কারণ ফসল উৎপাদন হউক এটা প্রত্যেকেই চায়। কারণ কৃষকের নিজেদের হাতেই অভাব মেটানোর জন্যই এটা করা দরকার বলে তারা এইগুলি গ্রহণ করলো। কিন্তু যথাসময়ে, এখানকার যারা সদস্য আছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, এই আগরতলা থেকে উদয়পুর যাওয়ার পথে আশে পাশে বোরো কতগুলি করানো হয়েছিল এবং পরে এই ধানগুলি, ধানের চারা পর্যন্ত বেরোতে পারলো না বৃষ্টির অভাবে বা জলের অভাবে। শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা এত কষ্ট করে কাটল, কাটার পরে এইগুলি গরুতেও খায় নাই। এমন একটা জায়গা, পরিষ্কার আমার মনে আছে, বিশ্রামগঞ্জ এলাকার মধ্যে

দেববর্ম্মা নামে একটা লোক আছে। তার অবশ্য অনেক জায়গা জমি আছে। তাকে গিয়ে বি, ডি, ও, সাহেব বললেন "তোমার একটা কিছু করতে হবে। কারণ বড় বড় সরকারী বাবুরা আসেন তাদের গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেন দেখাতে হবে। অন্তত: কিছু না হলেও তোমার ডাল হলেও ফেলতে হবে।" তখন সে বলল "আমি যে এখানে কাজ করব, এখন তো কৃষি হবে না। অনর্থক খরচ হবে। এই কথা বলাতে তাকে ডি, আই, আর, এ গ্রেপ্তার করার হুমকী দেওয়া হল। এ, ডি, এম, পার্থ সারথী ছিল তখন চারজে। উনি এখানে এসে বললেন সে লাগাবে না, কাজেই তাকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হবে। আমি তখন বাজারে ছিলাম। আমি তখন বললাম "কিছু কর বাবা, কিছু একটা কর।" অবশ্য পরে তাকে আর অ্যারেস্ট করা হয় নাই। কিন্তু সেখানে শেষে কিছুই হল না। অনর্থক তার টাকা পয়সা নস্ট হল। কার্যতঃ ফসল উৎপাদন বাড়াতো দূরের কথা। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যদি ফসল উংপাদন করতেই হয় তবে প্রথাটাকে বড় না করে প্রথার সঙ্গে সঙ্গে, প্রথাটাকে যদি কার্যকরী করতে হয় তাহলে আইলের ব্যবস্থা আছে কিনা সারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে কিনা, সেখানে জল তুললে থাকবে কিনা, দেখতে হবে শুধ লোক জমিয়ে পুরস্কার বিতরণ করলে পয়সার লোভে করবে, এই যদি দৃষ্টিভঙ্গী হয় তাহলে সেটাকে পরিত্যাগ করা উচিৎ। অর্থাৎ প্রথাটা সেখানে বড় হয়ে যায়, তার যে মূল উদ্দেশ্যটা, অর্থাৎ আজকে রুলিং পার্টি অন্ততঃ এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি পরিবর্তন না করে তাহলে ত্রিপুরার যত পরিকল্পনাই করুন উৎপাদন বাড়বে না।

কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যদি ফসল উংপাদন বাড়াতে হয়—যেমন জাপানী প্রথা, প্রথাটা বড় না হয়ে, প্রথা থাকে ভাল কথা, প্রথাটাকে যদি কার্য্যকরী করতে হয়, সেখানে আইলের ব্যবস্থা আছে কিনা, বা জল তুললে জল থাকবে কিনা বা সারের ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা, সেটা দেখা দরকার। সেখানে কতকগুলি লোক দেখান লোক জমিয়ে পুরস্কার বিতরণ করা, পয়সার লোভে জাপানী প্রথায় রোয়া দিলে পরে তাকে লাম্প সাম ২০ টাকা কি ২৫ টাকা দেওয়া হয়, এই যে পদ্ধতি এই দৃষ্টিভঙ্গীটা পরিত্যাগ করা উচিত। অর্থাৎ প্রথাটা বড় হয় কিন্তু তার যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যটা ছোট হয়ে যায়. এই যে প্রথাটাকে বড় করে দেখা এই দৃষ্টি ভঙ্গী যদি রুলিং পার্টি অন্ততঃ পরিবর্ত্তন না করেন, ত্রিপুরায় যত পরিকল্পনাই হউক না কেন, উৎপাদন বাড়বে না বরং দিনের পর দিন সংকট কৃষকদের মধ্যে বেড়ে উঠবে। যতদিন আমরা কংগ্রেস রাজত্বের মধ্যে আছি ততদিন কৃষকদের দুর্দ্দিন বাড়ছে. ভয়াবহ হয়ে উঠছে, কৃষকদের অর্থনৈতিক মান আজকে উন্নত হচ্ছে না বরং দিনের পর দিন সংকট জনক অবস্থার মধ্যে এসে পড়ছে। একটা, দুইটা, তিনটা পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেছে, অনেক কোটি কোটি টাকা এই বাবদ খরচ করা হয়েছে কিন্তু কার্য্যতঃ কৃষকদের কোন উন্নতি হয় নাই, অর্থাৎ দিনের পর দিন তাদের অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। জমির যে উৎপাদন শক্তি, ত্রিপুরাতে অনেকাংশে এটা কমে যাচ্ছে, এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই আজকে প্রকল্প বা পরিকল্পনার মাধ্যমে অফিস করলাম, বাড়ী করলাম, গাড়ী করলাম তাতে

রুলিং পার্টি যদি মনে করেন যে ত্রিপুরাতে উৎপাদন বাড়ছে। আত্ম সন্তুষ্টির জন্য এখানে তিন হাজার টন দেখান হয়েছে, উনারা তা পারেন, কারণ যোগ বিয়োগ করতে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ উৎপাদন বাড়বে না। দিনের পর দিন অভাব ক্রমশঃ বাড়ছে এই হল বাস্তব ঘটনা। গত অধিবেশনে, বিভিন্ন সময়ে আমরা অবশ্য বিরোধী পক্ষ থেকে অনেকগুলি তথ্য এখানে পরিবেশন করেছি। যেমন একটা জিনিষ হচ্ছে কৃষকরা ঋণের দায়ে ওভার বার্ডেন অর্থাৎ তারা-অনেক সময় গ্রামাঞ্চলে দেখি যখন কাজের সময়, তখন কৃষকদের খাদ্যের জন্য, খোরাকীর জন্য হা-হা-কার করতে হয়, এক জায়গায় থেকে আরেক জায়গায় ছুটাছুটি করতে হয়। অতএব তাদের পক্ষে জমিতে ঠিক সময়ে চাষ করা সম্ভব হয়ে উঠে না। আমি নিজে কৃষক না হলেও আমি আধা আধি জমি চাষ করি। যেখানে আট চাষ দিয়ে ফসল বাড়ান যায় সেখানে ৫ চাষ দেয়। নিজের জমিতে পরিশ্রম করার সুযোগ ও সময় তাদের থাকে না। কাজেই খোরাকীর জন্য কেউ হয়ত ষ্টেট রিলিফ কাজ করতে যায়, কেউ প্ল্যান্টেশান'এর কাজ করতে যায়, কেউ মুনি দিতে যায় এই অবস্থায় তাড়াহুড়া করে কোন রকমে যেখানে পাঁচ চাষ দেওয়া দরকার একটা ক্ষেতে সেখানে দুই তিন চাষ দিয়ে থাকে কোন রকম করে। আইল আছে কিনা চিন্তা করার সময় থাকে না। অতএব এই অবস্থায় কৃষকদের এই ঋণ যদি মুকুব না করা যায় তাহলে যত পরিকল্পনাই করুক, যত কিছুই করুক আজকে কৃষকদের এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ার কোন কারণ আমি দেখছি না। এখানে ত্রিপুরার মধ্যে অবশ্য একটা আইন আছে যে দাদন প্রথা নাকি বে-আইনি, দাদন যারা দেয় তাদের নাকি সরকার এ্যারেষ্ট করতে পারেন। কিন্তু কার্য্যতঃ আজকে দাদন এবং ঋণে বিশেষ করে উপজাতীরা জর্জ্জরিত। এই সম্বন্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও জানেন। উনার একজন বন্ধু বিশালগড়ের একজন নামজাদা কংগ্রেস কর্মী, উনি হচ্ছেন একজন দাদনদার। ঐ ভদ্রলোকের ঘরে যদি যাওয়া যায়, গতবারের কথা বাদই দিলাম এইবারে কমছে কম ১০ হাজার মণ ধান গোলাঘাটি থেকে অগ্রীম পাঁচ টাকা দিয়ে নামিয়ে আমেন। আগে ২০ টাকা করে দিয়েছেন এখন প্রায় ধানের দাম ২৯।৩০ টাকা মণ। এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য অনেক সময় বলে থাকেন কেস দিলেই হয়, কিন্তু আমি জানি পরিষ্কার ভাবে গোলাঘাটি এলাকার মানুষ, জনসাধারণ জম স্বাক্ষর সংগ্রহ করে এস, আর, চক্রবর্ত্তীর কাছে দরখাস্ত দিয়েছে। তিনিও অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। তার কারণ, যে ভদ্রলোক দাদন দেন উনি হচ্ছেন, আমি অবশ্য নাম উল্লেখ করছিনা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর মস্তবড় খুঁটি। তিনি বিশালগড় গেলে উনার বাড়ীতে থাকেন। কাজেই এই অবস্থায় যদি কেউ সাদা টুপি মাথায় দেন, শত পাপ করলেও তার পাপ হয় না, তার সাত খুন করলেও মাপ। অর্থাৎ কাজ বে-আইনি হলেও তাদের বেলায় আইনানুগ হয়। কংগ্রেস হলে দাদন কেন, সব কিছুই সে করতে পারে। এই যদি অবস্থা হয়, কৃষকদের উন্নতি দূরের কথা, স্বভাবতই কৃষকেরা মৃত্যুমুখে এগিয়ে যাবে। এই গেল দাদনের কথা। আরেকটা কথা হচ্ছে, কৃষি দাদন, কৃষি ঋণ, ইত্যাদি সরকারী পক্ষ থেকে দেওয়া হয়। অন্য সমস্ত কথা বাদ দিলেও সরকার সমর্থক পত্র পত্রিকায়,

গণরাজ বা অন্যান্য পত্র পত্রিকা যে গুলি বাহির হয় সেই পত্র পত্রিকাগুলির মধ্যে এইগুলির উল্লেখ আছে। আমি এইগুলির নজির দেখাতে পারি। যাহা হউক এত ডিটেলসের মধ্যে আমি যাচ্ছি না। সাধারণ একটা কৃষি ঋণ আদায় করতে তাকে কম পক্ষে ৫০ টাকা খরচ করতেহয় এই হল অবস্থা। ক্লীয়ারীং সার্টিফিকেট ইত্যাদি ঝামেলা তাকে করতে হয়, কৃষি ঋণ পাওয়ার পর তাকে ৫০ টাকা অফিসে দিয়ে যেতে হয়। তার পর সেই টাকা নিয়ে কৃষির যে কি উন্নতি করবে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এইভাবে আজকে কৃষক জনসাধারণের মাথা পিছু যেভাবে কৃষি দাদন, কৃষি ঋণ বাড়ছে, এইগুলি যদি মুকুব্ এর ব্যবস্থা না করতে পারি. সেই ঋণ থেকে কৃষককে যদি আমরা উদ্ধার না করতে পারি তাহলে আজকে কৃষির ব্যাপারে বা উৎপাদনের ব্যাপারে আমরা যত বড় কথাই বলি, বা সরকার যত পরিকল্পনাই করুক না সহসা উৎপাদন বাড়ানোর মত অবস্থা আমি দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই যদি উৎপাদন বাড়াতে হয়, কৃষকদের যে ঋণ, সেই ঋণ থেকে তাদের উদ্ধার করতে হবে এবং যেই যেই ব্যবস্থা করা দরকার তা নিশ্চয়ই করতে হবে। তারপর জলসেচের মাধ্যমে যাতে কৃষকের জমিতে জলের ব্যবস্থা করা যায় সেগুলি করা দরকার। যেমন কথায় কথায় আমি এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করছি। গোলাঘাটি এলাকাতে পাথারিয়া মৌজায় একটা লাউগাঁছড়া আছে। খুব বেশী খরচ হবে না, পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করে যদি বাঁধ দেওয়া যায়, সেখানে একটা বিরাট মাঠ, বিরাট এলকার মধ্যে জল নেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা যায়। জল তোলার যদি ব্যবস্থা করা যায়, উৎপাদন সেখানে বাড়বে। যেখানে জলের অভাবে ফসল উৎপাদন করা যায় না, সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। যেগুলি করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে বাজেটে টাকা আছে খরচ করতে হবে অতএব খরচ করা, সেই সমস্ত ঘটনাও আমি অনেক উল্লেখ করেছি। তাছাড়া ত্রিপুরার মধ্যে অনেক গুলি জলা আছে। অমরপুরে নূতন বাজারের দক্ষিণ দিকে চেলাগাঙের কাছাকাছি, জায়গার নাম আমার ঠিক স্মরণ নাই, বিরাট জায়গা, সেখানে পতিত পড়ে আছে। প্রতি বছর বর্ষাকালে সেখানে জল জমে থাকে, সেই জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা যদি করা যেত খাল কেটে, সেখানে জমি আবাদ করে অনেক হাজার মণ ধান উৎপাদন করা যেত। এই ভাবে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সমস্ত জলাশয় আছে সেগুলির জল সরানোর যদি ব্যবস্থা করা যায়, সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে হাজার হাজার মণ ধান উৎপাদন করা যায় এবং তাতে খাদ্য উৎপাদন বাড়ান যেত। কিন্তু সেই দিকে লক্ষ্য নাই, শুধু আছে পরিকল্পনা এবং প্রকল্প; এটা শুনতে শুনতে তিনটি পরিকল্পনা পার হয়েছে, এইবার চতুর্থ পরিকল্পনায় কি হচ্ছে না হচ্ছে এখন পর্য্যন্ত কিছুই হদিস পাচ্ছি না। এই তিন তিনটি পরিকল্পনার মধ্যে যেই ভাবে টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে, সেই ভাবে যদি করা হয় তা হলে কৃষক, জনসাধারণের আয়, উন্নতিত বাড়বেই না বরঞ্চ ক্রমে ক্রমে আরও খারাপের দিকে যাবে।

আর একটা হচ্ছে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা। যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে আমরা যত বড় কথাই বলি বা যত পরিকল্পনাই করি কোন পরিকল্পনাই এখানে সাক্সেসফুল হতে পারে না। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হল দেশের উন্নতির একটা অংগ। যোগাযোগকে বাদ দিয়ে উন্নতি অগ্রগতির কথা আমরা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছি কিন্তু যে তিমিরে আমরা ছিলাম সেই তিমিরেই আছি। ত্রিপুরায় যেভাবে আজকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি ত্রিপুরায় অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে হবে। সেই দিক দিয়ে আমরা এই বিধানসভার অধিবেশনে যুক্তভাবে সাব্রুম পর্যান্ত রেল লাইন এক্টেনশানের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে ছিলাম। কিন্তু সেই প্রস্তাবের ভাগ্যে যে কি ঘটেছে তা জানা যায় নি। শুধু আমরা একতরফা কথা শুনি, বড় বড় কথা, যে এই করেছি, ঐ করেছি। এইরকম বড় বড় বুলি আমরা শুনে আসছি। কাজেই যদি ত্রিপুরাকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করতে হয় তাহলে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন এক্সটেণ্ড করতে হবে। এই সম্পর্কে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের স্টেটমেন্টেও কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং বাজেটে উন্নতি অগ্রগতির কোন কারণ আমি দেখছি না। আর যোগাযোগের ব্যাপারে প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় পরিকল্পনায় বহু লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু যোগাযোগ সাধারণভাবে এখন পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই। এক ডিভিশন থেকে অন্য ডিভিশনে যেতে হলে একটুখানি বৃষ্টি হলেই মুস্কিল। সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল। অর্থাৎ আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত যেতে হলে সামান্য বৃষ্টিপাতেই যোগাযোগ ব্যবস্থা বিছিন্ন হয়ে যায়। এই যে অবস্থাটা এটা তিনট পরিকল্পনা পার হওয়ার পরেও আমরা কিছুই করতে পারি নাই। আর সাব্রুমের মুহুরী নদীর কাজটা সম্বন্ধে বলা হয়েছে কাজটা আরম্ভ হয়েছে। গোমতী নদীর পুলের একটা টারগেট ডেট ছিল। সেটা অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছে। কিন্তু এত বৎসর পরেও এটা যে কবে শেষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নাই। কাজেই এই যে মুহুরী নদী, কাকুলিয়া ঘাটের যে পুল এটা যে কখন হবে, এই কংগ্রেস রাজত্বের জীবদ্দশায় হবে কিনা এটাও সন্দেহের কথা। আর তাছাড়া শুধু কাকুলিয়াঘাট নয়, সাব্রুম যাওয়ার পথে মনু নদী আছে, কাওমারা ঘাট আছে, নূতনবাজার এইসব জায়গাতে পুলের দরকার। কিন্তু এই সম্পর্কে আমরা শুধু পরিকল্পনাই দেখি, কার্য্যতঃ এখন পর্য্যন্ত হচ্ছে না। এইভাবে টাকার যে অপচয় ঘটছে তার কোন সীমা নাই। দুর্গানগর টু বকস্নগর একটা প্ল্যানের রাস্তা আছে। রাস্তাটার কাজ আরম্ভ হয়েছে প্রায় বছর তিনেক আগে। কিছু কিছু মাটিও কাটা হয়েছে। কিন্তু কেন যে হঠাৎ রাস্তার কাজটা বন্ধ হয়ে আছে এটা আমরা জানি না। এই সম্পর্কে আমার একটা কনক্রীট প্রস্তাব টি, টি, সি,এর আমলে ছিল যে লালসিংমুড়া থেকে চেলাগলি হয়ে যদি রাস্তা করা যায় তাহলে টাকা কম খরচ হবে এবং রাস্তাও টিকসই হবে, টিলার উপর দিয়ে যাবে এবং কোন জমির ক্ষতি হবেনা'। তদুপরি এখন পর্য্যন্ত যে সমস্ত রাস্তাগুলি, কাকুলিয়াঘাট একটা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, সাবরুম রাস্তায়, এইকথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না বা মনু নদীর যে পুল, কাওমারা ঘাটের যে পুল, অমরপুর বিভাগের বা নূতন বাজারের যে পুল এইগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পুলগুলিও হচ্ছে না। কাজেই দুর্গানগর টু বক্সনগর যে রাস্তাটা হচ্ছে ঐ রাস্তাতে বুড়ীগাংগের উপর সহসা যে পুল হবে তার কোন লক্ষণ আমি এখন পর্য্যন্ত খুঁজে পাই নাই। অতএব আজকে এই বুড়ীগাংগের উপর পুল দিতে যে টাকাটা খরচ হবে সেই টাকা আমরা বাঁচাতে পারি। লালসিংমুড়া দিয়ে ঘুরে চেলাগলি দিয়ে যদি একটা রাস্তা করা যায় তাহলে রাস্তাটা খুব সুন্দর হবে। পয়সা বাঁচবে। তাছাড়া আরও অনেক মেটার আছে। যেমন রাস্তার কাজ যখন সুরু হয়েছিল দুর্গানগর থেকে এই জমির উপর রাস্তা কাটা হয়, আর ফ্লাড যখন আরম্ভ হয় তখন প্রথম যেসমস্ত মাটি কেটে রাস্তা করা হল সেই মাটি ধুয়ে সম্ভবতঃ পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। শুধু অনর্থক টাকা নষ্ট হল। রাস্তার চিহ্ন থাকলো না। শুধু টিলাগুলির উপর যে সমস্ত রাস্তা কাটা হয়েছে ঐ চিহ্নগুলি আছে, আর ক্ষেতের মধ্যে নদীর কাছে যে সমস্ত রাস্তার মাটি কাটা হয়েছিল সেগুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সেখানে বালু আর জল। এই হল অবস্থা। কাজেই এইভাবে জনতার টাকা অপচয় করার যে কি অর্থ থাকতে পারে আমি বুঝি না। তবে যারা ইঞ্জিনীয়ার তাদের অভিজ্ঞতাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের অন্ততঃ থাকা দরকার। এই রাস্তাটা—যেমন দুর্গানগরে যে রাস্তাটা কাটা হয়েছিল, যথাসময়ে দেখা গেল যে সেখানে রাস্তার মাটিই নাই। কাজেই এই সম্পর্কে কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার। সুতরাং যাতে সুন্দর এবং টিকসই রাস্তা হয় বা পুল যেভাবে বাঁচানো যায় সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। আর একটা রাস্তা বিশালগড় টু লক্ষীপুর কলকলিয়া হয়ে যদি করা যায় তাহলে টাকারজলা পর্য্যন্ত বুড়িগাংগের উপর কোন পুল না দিয়েই পারা যায়। কিন্তু তা করবে না। যে রাস্তা আছে সেই রাস্তার উপরেই করবে। কারণ সেখানে পুল হওয়ার কোন লক্ষণ নাই, হবেও না। কাজেই এইভাবে রাস্তা করার কোন যৌক্তিকতা থাকেনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে প্ল্যান বাজেট বা নন্-প্ল্যানে রাস্তার খাতে যে সমস্ত টাকার অপচয় ঘটানো হচ্ছে তার নজীর দিয়ে শেষ করা যায় না। বহু আছে। আর একটা ঘটনা আমি বলছি। গত নির্ব্বাচনের আগের কথা। এটা আমি উল্লেখ করেছিলাম। অনর্থক রাস্তার টাকা খরচ হল কিন্তু রাস্তাটা হল'না। শুধু বাজেটের টাকাই খরচ হল। এইভাবে বাজেটের টাকা অপব্যয় করা হয়েছে। আর এই সম্পর্কে অবশ্য আমি ডিমাণ্ড-ওয়ারী আলোচনার মধ্যে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করব। তবে একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। সরকারের অপদার্থতার কথা আমি উল্লেখ করছি। জনতার অজস্র টাকা নষ্ট করা হচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আরেকটা ঘটনা হল, বহুদিন আগে. সম্ভবতঃ ১৯৬১-৬২'র বাজেটে বা তারও আগে, আমার ঠিক স্মরণ নাই, আগরতলা পোস্ট অফিস চৌমুহিনীর সামনে একটি মিউজিয়াম করার কথা ছিল কিন্তু কেন যে সে কাজটা হেল্ডআপ আছে,আধাআধি করে কোথায় যে কি গলদ

দেখা দিয়েছে, এই সম্পর্কে কোন কিছু জানার উপায় নাই। একটা কথা আছে যে সরকারী কাজ, করে হবে না হবে তার ঠিক নাই, এই যে একটা চিরাচরিত বদনাম, সেই বদনাম কি চিরদিনই চলতে থাকবে? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ভাবে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রাস্তা ঘাটের যে অবস্থা এবং প্ল্যান এবং ননপ্ল্যানে বহু টাকা পয়সা খরচ করার পরেও এখন পর্যন্ত রাস্তা ঘাটের ঠিক সেই রকম উন্নতি হয় নাই. যোগাযোগের কাজ যদি গতানুগতিক সেই ভাবে চলতে থাকে, তাহলে এই বাজেটের মধ্যে যে রাস্তা ঘাটের জন্য পি, ডব্লু, ডি বাজেটে টাকা পয়সা রাখা হয়েছে এটা হয়ত যথাসময়ে খরচ হয়ে যাবে, কিন্তু এর দ্বারা জনতার যে খুব উপকারে আসবে বা এই যোগাযোগের যে খুব একটা উন্নতি, অগ্রগতি হবে, সেটা মনে করার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না।

ইণ্ডাষ্ট্রির ব্যপারে আমরা দেখি যে, বিভিন্ন কো-অপারেটিভ বা বিভিন্ন খাতে ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য বহু লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছি। ব্যক্তিগত ভাবেই হউক বা কো-অপারেটিভ মারফতই হউক, ত্রিপুরাতে ইণ্ডাষ্ট্রি করার জন্য বহু লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে প্ল্যান এবং ননপ্ল্যান এর মাধ্যমে। কিন্তু একটা জিনিষ, এত লক্ষ লক্ষ টাকা যে দেওয়া হল তার দ্বারা পারপাসটা সার্ভ হল কিনা, ত্রিপুরাতে কোন ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে উঠেছে কিনা বা সেই সমস্ত টাকা দ্বারা সরকারী ভাবেই হউক বা বেসরকারী ভাবেই হউক, জনসাধারণেরই হউক বা বক্তিগত ভাবেই হউক, কোন ইণ্ডাষ্ট্রি ত্রিপুরাতে গড়ে উঠেছে কি না বা তার দ্বারা জনসাধারণের আয়, অর্থনৈতিক মান বাড়ছে কিনা সেই দিক দিয়ে অন্ততঃ সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেদিকে সরকারের দৃষ্টি নাই। টাকা বজেটে আছে অতএব দিয়ে দাও। তার দ্বারা একটা কাজ অবশ্যই হতে পারে সেটা হচ্ছে রুলিং পাটির যে সমস্ত খাতিরে লোক তারা হয়তঃ কিছু টাকা পয়সা পেতে পারে, কিন্তু কার্যতঃ এই ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন দেওয়ার মাধ্যমে জনতার কোন উপকার বা জনসাধারণের আয়ের মান বেড়েছে কিনা সেটা তদন্ত করে দেখা দরকার।

কেন আমি একথা বলছি, কারণ ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের যদি কর্ম্মসংস্থান করতে হয়, তাহলে ইণ্ডাষ্ট্রির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে ত্রিপুরার মধ্যে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, কমছে না। কিন্তু বিভিন্ন ফ্যাক্টরীর মাধ্যমে রিহ্যাবিলিটেশান থেকে বহু লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে, তার কোন চিহ্ন নাই। ঢেকির মাধ্যমে বা বিভিন্ন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে, তাঁত বা এ রকম বহু আইটেম আছে, সেই আইটেমগুলির মাধমে যে টাকা দেওয়া হয়েছে ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ার জন্য, সেই ইণ্ডাষ্ট্রিগুলির চিহ্ন আজকে আছে কিনা সেই সম্পর্কে আজকে খোঁজ খবর করা দরকার। কারণ সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের টাকা দেবে। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি অগ্রগতির জন্য আমরা চাইছি আর তারা দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা শুধু টাকা দিয়েই যাব, তার মাধ্যমে উন্নতি হচ্ছে কিনা

সেটা যদি আমরা না দেখি তাহলে টাকার অপচয়ই ঘটিবে, ইণ্ডাষ্ট্রি আর হবে না, অর্থনৈতিক মান অর্থাৎ জনসাধারণের আয়—উন্নতি এই অবস্থায় বাড়তে পারে না। আরেকটা কথা হচ্ছে, ইন্দ্রনগরে আই, টি, আই একটা ট্রেনিং সেন্টার করা হয়েছে, সেখানে প্রায় ১৪টি আইটেম শিখানো হচ্ছে, ভাল কথা। সেখানে ছাত্র আছে, হোষ্টেল আছে, ইনষ্ট্রাক্টার আছেন সুপারিণ্ডেণ্ট আছেন, কোন কিছুর অভাব নাই। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে, যে ছেলেরা বা যে সমস্ত লোক সেখানে কাজ শিখবে, এই কাজ শিখাবার পর তাদের কর্মসংস্থান কি হবে? তারা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তার যদি একটা ব্যবস্থা না করা হয়, বছরের পর বছর শিক্ষা দিলাম, তার জন্য যে এ্যামাউন্ট খরচ হচ্ছে, সেই খরচের কোন অর্থ থাকবে না অর্থাৎ জন-সাধারণের কোন উন্নতি এই ব্যয় দ্বারা সাধিত হয় না। আরও একটা ঘটনা হচ্ছে এই যে সেখান থেকে ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে অর্থাৎ ট্রেনিং পাওয়ার পর বিভিন্ন প্রদেশে গেলে তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় আপনারা কোথা থেকে এসেছেন, ত্রিপুরা থেকে? অর্থাৎ ত্রিপুরা থেকে শিক্ষণপ্রাপ্ত হলে সেখানে চান্স পাওয়ার যোগ্যতা নাই, এই হচ্ছে অবস্থা। এই অবস্থার মধ্যে এত টাকা পয়সা খরচ করার পর ত্রিপুরাতে যদি বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা না হয়, তাহলে এই খরচ করার কোন অর্থ থাকতে পারে না। কাজেই ত্রিপুরাতে বিভিন্ন ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তোলা দরকার সাইমালটেনিয়াসলি, যাতে করে তারা পরিশ্রম করে তাদের জীবিকা অর্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু সেই ব্যবস্থা না থাকার দরুন যে ভাবে আজকে সেখানে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, সেই ট্রেনিং দেওয়ার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। ট্রেনিং নেওয়ার পর তাদের বাড়ীতে যেয়ে বেকার হয়ে তাদের থাকতে হয় বা যে সমস্ত কাজের জন্য ট্রেনিং নেওয়া হয় সেই সমস্ত কাজ তাদের জীবনের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে কোন কাজেই আসে না, এমন ঘটনাও আছে। কাজেই ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট। এটার উন্নতি এবং অগ্রগতির দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বার্ষিকী পরিকল্পনায়, প্ল্যান এবং ননপ্ল্যান এ যে সমস্ত টাকা যেভাবে দেওয়া হয়েছে—যেমন ম্যাচ্ ফেক্টরী, সেটা আছে কিনা, সেটা চলে কিনা, তার কোন ইনকাম হয় কিনা, সেখানে মানুষের কর্মসংস্থান হয় কিনা এইগুলি আমাদের দেখা দরকার। অরুনধুতিনগরে একটা ফ্রুট ক্যানিং সেন্টার আছে, এই ভাবে ট্রেনিং কাম প্রডাকশান সেন্টার, উদয়পুর, অমরপুরের মধ্যে আছে, বগাফার মধ্যে আছে, এই সমস্ত প্রডাকশান সেন্টারগুলির মধ্যে কোন প্রডাকশান হয় কিনা, এইগুলি দেখা দরকার। কিন্তু আমি যতটুকু জানি, বগাফাতে ইন্স্ট্রাকটার আছে, সমস্ত কিছু আছে কিন্তু ছাত্রই নাই। অমরপুরেও একই অবস্থা। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, এই বাবদ আমরা লক্ষ লক্ষ টাকাও যদি খরচ করে যাই, তাহলে সেটা খরচ হবে, মানুষের কোন উপকারে আসবে না। কাজেই সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার কিভাবে টাকাগুলি খরচ করলে পরে মানুষের আয়, উন্নতি বাড়বে সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রাখা দরকার এবং পুরানো দৃষ্টিভংগী পরিবর্তন করা দরকার, তা না হলে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক মান উন্নতির পক্ষে সেটা সহায়ক হতে পারে না।

আর বোর্ডিংএ আর একটা ঘটনা হল যেমন ব্লকের মাধ্যমে যারা সিলেকটেড হয়ে আসে তাদের ৫০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। আর নিজে থেকে যারা আসে তাদের ২৫ টাকা করে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়. আর নিজে ৪০ টাকা করে মাসে মাসে জমা দিতে হয়। এই যে একটা ডিফারেন্স যারা যারা কাজ করতে চায় তাদিগকে যদি সমান অর্থ না দেওয়া হয়, কেউ পাবে ৫০ টাকা, কেউ পাবে ২৫ টাকা, এই যে অবস্থাটা, এটার পরিবর্তন ঘটানো দরকার।

আর একটা হচ্ছে ওয়ান অব দি মেন্ ইন দি বাজেট। সেটা হচ্ছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। এই বিভাগটির আকারও অত্যন্ত বড়। স্কুলের পরিমাণ অনেক বাড়ছে এবং তার তুলনায় ছাত্রসংখ্যা আরও বাড়ছে। কিন্তু স্কুল একতরফাভাবে বাড়িয়ে দিলেই চলে না। অনেকগুলি স্কুল আছে যেখানে স্কুলের ঘর নাই কোন জায়গায় মাস্টার নাই, ফার্নিচার নাই। শুধু আমরা কাগজে কলমে লিস্ট করলাম এতটা স্কুল করেছি, এতগুলি ছাত্র হয়েছে, এই সংখ্যাটা বাড়ানোই যথেষ্ট নয়, কার্যতঃ আজকে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত, হায়ার সেকেণ্ডারী থেকে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাব যে অনেকগুলি স্কুলের মধ্যে হয়ত মাস্টার নাই, কোনখানে ফার্নিচার নাই, স্কুলের ঘরগুলি ভেঙে পড়ছে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, হয়ত রুলিং পার্টি খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে বলতে পারেন যে শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ এটাও আমরা দেখতে পাই যে ছাত্রভর্তির যখন সময় হয় তখন এক স্কুলে সিট না পেয়ে অন্য স্কুলে তাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। অনেক ছাত্র স্কুলে সিট না পেয়ে বাড়ীতে বসে পড়াশুনা করতে বাধ্য হয়। এই সমস্ত ঘটনা হামেশাই হচ্ছে। কাজেই স্কুল বাড়ছে এই কথা সত্যি হলেও তার সংগে সংগে পপুলেশান যে বাড়ছে সেটাও মনে রাখতে হবে। যে পরিমাণে পপুলেশান বাড়ছে সেই পরিমাণে স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে না। চাহিদা মেটানোর পক্ষে স্কুলের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। গ্রামাঞ্চলে এখন পর্যন্ত আমি জানি যে যদিও অনেকগুলি প্রাইমারী স্কুল হয়েছে তথাপি অনেক গ্রামের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রাইভেট মাস্টার দিয়ে পড়ার কাজ চালাতে হয়। তারা নিজেরা টাকা পয়সা দিয়ে কোন সময় পড়ে, আর টাকা পয়সা যাদের নাই তাদের সে আশাও ত্যাগ করতে হয়। আমরা একই দেশের লোক অথচ কেউ পড়তে পারবে আবার কেউ পড়তে পারবে না, এই যে তারতম্য এটা যাতে না হয়, এই জিনিষটা তাড়াতাড়ি উঠিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি স্কুলকে যেন সরকার স্বীকার করে নেন এবং সরকারী স্কুল হিসাবে গণ্য করেন। আর উপজাতিদের সম্পর্কে বলাই যেন একটা অপরাধ। এই সম্পর্কে বললেই অনেকের কাটা ঘায়ে যেন নুনের ছিটা পড়ে। এই সম্পর্কে বলতে বলতে আমরা হয়রাণ হয়ে গিয়েছি। উপজাতি উন্নয়নমূলক ফাণ্ড থেকে বোর্ডিং করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ দেখা যায় এইসব বোর্ডিং এর মধ্যে কোন উপজাতি ছাত্র রাখা হয় না। যেমন গতবার আমি বলেছি মাণিকভাণ্ডারের কথা। সেখানে উপজাতি ফাণ্ড থেকে বোর্ডিং করা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে উপজাতি

ছাত্রই নাই। এইভাবে আজকে অমরপুরে আছে, কামালঘাটে আছে। বোর্ডিংকে হেডমাস্টারের কোয়ার্টারে পরিণত করা হয়েছে। এখন বোর্ডিং থেকে হেডমাস্টারকে সরানোটা হয়ত অনেক অভিভাবক পছন্দ করেন না বা এইরকম ঝামেলায় যেতে চান না কাজেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রায় জায়গার মধ্যেই এই অবস্থা চলছে। উপজাতি উন্নয়নমূলক ফাণ্ড থেকে এই বোর্ডিংগুলি করানো হয় কিন্তু সেখানে ছাত্ররা থাকে না। যখন প্রশ্ন করা হয় তখন তারা বলেন যে যথা সময়ে তারা অ্যাপ্লিকেশন করে না। এইরকম নানা কৈফিয়ত দেওয়া হয়। তদুপরি বুকগ্রাণ্ট দেওয়ার ব্যাপারে অনেকটা খামখেয়ালী করেই দেয়না, না কি ইচ্ছা করেই দেয় না বলা মুসকিল। ফাষ্ট ডিভিশনের মার্ক রেখেছে। কিন্তু স্টাইপেণ্ড দেওয়া দূরের কথা বুকগ্রাণ্টই পেলনা এমন অনেক ঘটনা আছে উপজাতির ছাত্রদের ব্যাপারে। হেডমাস্টারকে জিজ্ঞাসা করলে বলেন যে আমরা তো পাঠিয়ে দিয়েছি। অফিসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে যে আমরা যা যা পেয়েছি তা দিয়ে দিয়েছি। তখন কি বলব? যেখানে ফোরটি পারসেণ্ট মার্ক রাখলেই স্টাইপেণ্ড পাওয়া যায় সেখানে ফার্স্ট ডিভিশনের মার্ক পেয়েও স্টাইপেণ্ড তো দূরের কথা বুকগ্রাণ্টও পেল না। এমন নজীর বহু আছে। এইভাবে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে।

আর একটা হল, রুলিং পার্টির বর্তমান যে শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীও বটেন, তার মতে উনাদের পক্ষের লোক হলেই কেবল এইসমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে, তার অন্য কেউ পাবে না। এই অবস্থা যে আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে বলা মুসকিল। নির্বাচনের পর কিছু ছাত্র সায়েন্স ক্লাসে এই কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত করেছিল। • তখন তাদেরে বলা হয় যে সিট নাই, ভর্ত্তি করা হবে না। পরবর্তী সময়ে অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ফোন করলেন এবং এই ছাত্রগুলিকে ভর্তি করা হল। এই যে অবস্থা, এই যে পক্ষপাতিত্ব, কংগ্রেসের বিপক্ষে কাজ—

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা চ্যালেঞ্জ করছি। উনি এটা প্রমাণ করুন।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member is to prove it.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—হাঁ, আমি প্রমাণ করতে পারি। আর একটা ঘটনা শিক্ষার ব্যাপারে আমি উল্লেখ করছি। গত ১০ই মার্চ্চ গান্ধী মেমোরিয়াল হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ছাত্রদের যে ফেয়ারওয়েল মিটিং করা হয়, আমাদের মিনিষ্টার শ্রীযুত তড়িৎ বাবু তিনি নাকি এটার প্রেসিডেণ্ট—

(নয়েজ)

সেখানে অমর চক্রবর্ত্তী নাকি স্কুলের সেক্রেটারী, তিনি নাকি বলেছেন যে যারা যারা যুক্ত ফ্রণ্টের কাজ করেছেন তাদিগকে বের করে দেব। আর তড়িৎ বাবু যখন স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট, অর্থাৎ কংগ্রেসের বিপক্ষে হলেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া এই যে একটা দৃষ্টি-ভঙ্গী চলছে এটা যদি রুলিং পার্টি বন্ধ না করেন তাহলে অবস্থাটা খুব খারাপ হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত:—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার এই ব্যাপারে একটা ষ্টেটমেণ্ট দেওয়া আছে। অন পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন আমি বলতে চাই যে আমি গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের প্রেসিডেণ্ট নই। সদস্যই নই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:—এই প্রসঙ্গে আমি আর একটা কথা উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে উমাকান্ত স্কুলের নাম্বার ওয়ান স্কুলের শিক্ষয়িত্রি সম্পর্কে। নাম অবশ্য আমি বলছি না। ওরা নাকি বলছেন যে যারা যুক্ত ফ্রণ্টের পক্ষে নির্ব্বাচনে খেটেছে, মামা বলেছেন যে তাদের নাকি দেখে নেবেন।

(নয়েজ)

মামা তো মুখ্য মন্ত্রী। সেই মামা নাকি কাকে কি করবেন এইসব কথা সেখানে বলা হয়।

বনবিভাগ সম্পর্কে আমি সাপ্লীমেণ্টারী বাজেটের আলোচনার সময় একটা কথা বলেছিলাম, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বন সংরক্ষণ করা দরকার। এসম্পর্কে দ্বিমত নাই, বন দরকার, কিসের জন্য দরকার, মানুষের মঙ্গলের জন্য দরকার এই সত্য কথাটা অন্ততঃ আমি ব্যক্তিগত ভাবে অস্বীকার করছি না, কিন্তু বর্ত্তমানে বন বিভাগের যে ঝোঁক যে কোথায়, কিভাবে বাগান করলে পরে জনসাধারণকে বেশী উৎপীড়ণ করা যায়, সেই ঝোঁকটা পরিত্যাগ করা দরকার। কেন আমি একথা বলছি, কারণ গরুচড়ানোর জায়গা, আবাদি জায়গা, এইগুলি পরিষ্কার জায়গা, কোন জংগল সেখানে নাই, এই সমস্ত জায়গার মধ্যে ইচ্ছা করে প্ল্যাণ্টেশান করার যে একটা ঝোঁক সেটা হচ্ছে মানুষকে উৎপীড়ণ করার একটা ঝোঁক। আমি ঘটনা দিয়ে বলছি। কলকলিয়া যে মণিপুরি বস্তি আছে, তারা বহু দিন ধরে, তাদের বাপ দাদার আমল থেকে সেখানে, গরু চড়িয়ে আসছে, পরিষ্কার জায়গা, যেভাবেই হউক এটা রিজার্ভের অন্তর্ভূক্ত হয় গেছে, অতএব যেহেতু সেখানে খুঁটি পরেছে, সেখানে তার গোচারণ ভূমির সংলগন প্ল্যাণ্টেশান করতে হবে এবং সেখানে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সেই জায়গায় গ্রামের মানুষ গরু চড়ায়, সেই জায়গাটা বাদ দিলেই সেখানে জংগল শেষ হয়ে যায় না, সেখানে অনেক জংগল আছে, এই গোচারণ ভূমি বাদ দিলেও সেখানে প্ল্যাণ্টেশান করা যায়, কিন্তু সমস্ত জংগল বাদ দিয়ে মানুষের বাড়ীর খুঁটির সংঙ্গে লাগিয়ে প্ল্যানটেশান করতে হবে, এই হচ্ছে, অবস্থা। বংশী বাড়ীতেও আমরা দেখছি যে যে জায়গায় বহুদিন থেকে তারা মুলা ক্ষেত, বেগুন ক্ষেত এবং মরীচ ক্ষেত করছে, খাস জায়গা, উপজাতীরা ঐ রকম করেই থাকে, যেহেতু রিজার্ভ বাউণ্ডারির মধ্যে পরে গেছে, অতএব মানুষের ঘরের সঙ্গে লাগিয়ে সেখানে প্ল্যানটেশান করতে হবে, এই হল একটা ঘটনা। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে জায়গাটার নাম আমার ঠিক মনে পড়ছে না, গোলাঘাটি থেকে টাকারজলা যাওয়ার পথে একটা পাড়া আছে, সেই পাড়াটা রিজার্ভ বাউণ্ডারির মধ্যে পরে গেছে, অতএব তার ঘরের সংগে লাগিয়ে প্ল্যানটেশান করতে হবে। এটা জংগল যদি হত তাহলেও

কথা ছিল কিন্তু সেটা পরিষ্কার জায়গা. বহুদিন'এর আবাদি জায়গা, সেখানে গরু, মহিষ বাঁধা হয়, অথচ যেহেতু সেটা রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত, অতএব তার গোয়াল শুদ্ধু সেখানে প্ল্যানটেশান করতে হবে। এই জায়গাটা বাদ দিলেও চলে। এমন কথা নয় যে বাগান করতে করতে বন শেষ হয়ে গেছে, রিজার্ভের মধ্যে আমাদের বাগান করতে হবে, এমন কোন কথা নাই। সেখানে মাত্র স্বরু হয়েছে. এই জায়গাটা বাদ দিলেও প্রচুর জায়গা আছে, অন্যত্র বাগান করা যায়, কিন্তু বন বিভাগের ঝোঁক হল এই যে যেখানে বাড়ী আছে সেখানে বাগান করতে হবে, এই যে ঝোঁকটা সেটা মানুষকে উৎপীড়ন করবার ঝোক বলেই আমি মনে করি। আমার মুল বক্তব্য হচ্ছে মানুষের মঙ্গলের জন্যই যদি বন রক্ষা করা হয়ে থাকে তাহলে সেটা না হয়ে তার উল্টো হচ্ছে কেন? কাজেই যেখানে জনসাধারণের উপকারের জন্য বনটা করা হয়, সেখানে জনসাধারণের সুযোগ সুবিধাটা নিশ্চয়ই দেখতে হবে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শিপাহিজলাতে ফরেষ্ট গার্ড ট্রেনিং সেণ্টারের যখন উদ্বোধন করেন বা কি বাবতে সেখানে একটা ফাংশন হয়েছিল, সেখানে নাকি একথা উঠেছিল, তিনি নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন এটা নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে। কিন্তু আজ কিসের বিবেচনা করা, সেই জায়গা থেকে মারধর করে, তাড়াতাড়ি করে প্ল্যাণ্টেশান করার জন্য ডিপার্টমেণ্ট থেকে তাগিদ দেওয়া চলছে, অর্থাৎ এই জায়গায় প্ল্যানটেশান না করলে চলে না, এই হচ্ছে অবস্থা। বন বিভাগ সম্পর্কে রুলিং পার্টির সদস্যরাও স্বীকার করেন এবং অনেকে অভিযোগ করেছেন এই হাউসের মধ্যে। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে রিডিমার্কেশান করার জন্য একটি প্রস্তাবও নিয়েছিলাম, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন এটা, কিন্তু কেন যে আজ পর্য্যন্ত এটা কার্য্যকরী হচ্ছে না বা কখন যে করা হবে এই সম্পর্কে কোন ইংগীত বা কোন বক্তব্য এখানে রাখা হয় নাই। আশাকরি, আমার বক্তব্যের উপর অবশ্যই তারা বক্তব্য রাখবেন, তখন নিশ্চয়ই জিনিষটা বুঝতে পারব। তাছাড়া আরেকটা ঘটনা হচ্ছে আমরা প্ল্যানটেশানের মারফত যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ করছি। আমি শুধু কয়েকটি ঘটনা এখানে দিচ্ছি যদিও বহু ঘটনা আছে ফরেষ্টের প্ল্যানটেশন সম্পর্কে। আমরা সাধারণতঃ জংগলে বেশী ঘুরি. গ্রামের আনাচে কানাচে আমাদের যেতে হয় বেশী, কাজেই আমাদের নজরে সেটা আসে। আমরা কি দেখি, রাস্তার দুইদিকে বেশ সুন্দর বন, কিন্তু একটুখানি ভিতরে ঢুকলেই দেখা যায় গাছের চাড়া যে লাগান হয়, তার কোন চিহ্ন পর্যান্ত সেখানে থাকে না। ফরেষ্ট প্ল্যানটেশন হয়েছে, টাকা পয়সা অলরেডি খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু বাগানের চিহ্ন সেখানে নাই। তার কয়েকটা উদাহরণ আমি এখানে উপস্থিত করছি। সুবলসিং পাড়া সেখানে ১৯৬৪ সালে ৫০ একর জমি নেওয়া হয়েছিল, তারমধ্যে পরবর্ত্তী সময়ে সার্ভে করে দেখা গেল, মাত্র ৩২ একর সেখানে আছে। কিন্তু টাকা কিন্তু খরচ হয়ে গেছে। আর বাকী জায়গাটা যে কোথায় গেল সেটা বলা মুস্কিল। কাকড়ি হচ্ছে সোনামুড়ার দক্ষিণে, সেখানে ১৯৬৩ সালে ২০ একর জমিতে প্ল্যানটেশান করা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে মাত্র সাত একর জমি আছে, বাকীগুলির চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। তুলকানায় ১৯৬২ সালে ২২ একর জমিতে প্ল্যানটেশান করার জন্য স্কীম দেওয়া হয়েছে, স্কীমের মারফত টাকাও স্যাংশান হয়েছে, সবই হয়েছে, কিন্তু মাত্র তিন একর

জমিতে কাজ হয়েছে। আরেকটা বড়মুড়া, সেখানে ১৯৬২ সালে ১২ একর জমি প্ল্যানটেশান এর জন্য নেওয়া হয়েছিল কিন্তু কার্যাতঃ সার্ভে করতে গিয়ে দেখা গেল কোথায় যে বাগান করেছিল সেটার চিহ্ন নাই। বড়মুড়ার আরেকটা জায়গায় ১৯৫৮ সালে ২৫০ একর জমিতে প্ল্যানটেশন করা হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল ১৮০ একর জায়গা ব্ল্যাংক, অর্থাৎ খালি জায়গা আর মাত্র ৭০ একর জায়গার মধ্যে প্ল্যানটেশান আছে; এইভাবে মানদাইবাড়ী, গিলাতলী বাজার, ১৯৬৪ সালে ১১২ একর জমিতে প্ল্যানটেশান করেছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন সার্ভে করে দেখা গেল, মাত্র ২৪ একর জমিতে বাগান করা হয়েছে। মেন্দিবাড়ী, শিকড়াইল পাড়া সেখানে ১৭ একর জমিতে প্ল্যানটেশন হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সার্ভে করার পর দেখা গেল মাত্র তিন একর জমি আছে। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে ভাল করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা রুলিং পার্টির অনেক সদস্য এই বন সম্পর্কে অনেক বড়বড় কথা বলে থাকেন, আমরা বাগান করছি, ত্রিপুরার উন্নতি করছি, ইত্যাদি গালভরা কথা লম্বাচওড়া কথা আমরা শুনি, কিন্তু কার্য্যতঃ কি হচ্ছে, রাস্তার পাশেই শুধু যত্ন নেওয়া হয়, কাজেই এইগুলি বেশ সুন্দর লাগে, বিশেষ করে আমি গ্রামের লোক, বন দেখলে খুব খুশি হই, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে তখন এটার আর হদিস পাওয়া যায় না।

এইভাবে অমরপুর বিভাগের মধ্যে, এ দিকে নূতন বাজারের কাছাকাছি এলাকাতে সেখানেও প্ল্যানটেশান আছে। কেউ যদি যান, যদি একটু দেখেন তাহলে দেখবেন সেখানে অনেক একর প্ল্যানটেশান করা হয়েছে স্কীম মত। কিন্তু কার্যতঃ সেখানে কোন কিছুর চিহ্নই নাই। এই সমস্ত ঘটনাগুলি আজকে তদন্ত করে দেখা দরকার।

আর মেডিক্যাল সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজ্যে যে দুএকটি হাসপাতাল আছে, যেমন জি, বি. হস্পিটাল বা ভি. এম, হস্পিটাল, সেগুলি আগের তুলনায় অনেক বড় হয়েছে, স্টাফ বাড়ানো হয়েছে, ভাল ভাল ডাক্তার এনেছেন, সব মিলিয়ে সেটা অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। কিন্তু সেখানে কথা হল একটা বড় হস্পিটাল চালাতে হলে যে সমস্ত জিনিষ দরকার তার আজ পর্যন্ত অনেকগুলি অভাব সেখানে দেখা যায়। সেটা হয়েছে কি, এই দুইটা ত্রিপুরার বড় হস্পিটালে, জি বি, হস্পিটালে অ্যাডিশন্যাল মেট্রন, সিস্টার টিউটার বা ওয়ার্ড সিস্টার এইগুলি থাকা দরকার। কিন্তু মেট্রন অবশ্য একটা আছে। আর সম্ভবতঃ ট্রেনিংএও গেছেন, আরও অ্যাডিশন্যাল স্টাফ থাকতে পারে। ওয়ার্ড সিস্টার এর পোস্ট ভ্যাকেন্ট আছে নিয়ম হল পার ওয়ার্ড ওয়ার্ড সিস্টার একজন থাকতে হয়। পোস্টও আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই পোস্টগুলিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় নাই। স্টাফ নার্স দিয়ে এ' কাজগুলি চালানো হচ্ছে। আর জি, বি, এবং ভি, এম, এ অনেক ধাই ট্রেনিং দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ ৫০।৬০ জন আছে সেখানে। একটা ঘর আছে। আগে একজন ছিল সিস্টার টিউটর। এখন এই সিস্টার টিউটর এর অভাব আছে। তিনি চলে যাওয়ার পরে এই পোস্টে লোক নেওয়া হয় নাই।

আর একটা হচ্ছে এই সম্পর্কে, যে সমস্ত সিস্টার এবং নার্স এখানে আছে তারা কেউ মেসিং অ্যালাউন্স পায় না, ইউনিফর্ম এলাউন্স পায় না, ওয়াশিং অ্যালাউন্স পায় না। না পাওয়ার দলই হয়ত বেশী হবে আর নার্সদের সম্পর্কে পত্র পত্রিকায় অনেক কিছু লিখা হয়, যথাসময়ে ঔষধপত্র দেওয়া হয় না, এইগুলি হামেশাই অভিযোগ থাকে। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার বিষয় যে বর্ত্তমানে যারা হস্পিটালে নার্সের চাকুরী করেন, যেভাবে তারা কাজ কর্ম্ম করছে, তাদের জুতা সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ পর্য্যন্ত করতে হয়। যে সমস্ত কাজ তাদের করার কথা নয়, রক্ত টানা বা সেলাইন দেওয়া এইগুলি সাধারণতঃ ডাক্তারদের করার কথা, এই সমস্ত কাজ নার্স দিয়ে করান হয়। আর খাওয়া সম্পর্কে অনেক অভিযোগ আমরা শুনতে পাই। ডায়েট সম্পর্কে সুপারভিশন করার জন্য অন্যান্য হস্পিটালের মধ্যে আলাদা একটা পোস্ট থাকে। কিন্তু এখানে নার্স দিয়েই সমস্ত করানো হয়। কাজেই পেটের দায়েই আজকে তারা চাকরী করতে বাধ্য হয়েছে, তার জন্য যে সমস্ত কাজই তাদের করতে হবে, এমনতো কোন কথা হতে পারে না। কারণ যেখানে পোস্ট আছে. যেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া চলে। যেখানে ৫০ জনের বেড সেখানে থাকে ১০০ জন, সারাটা দিন রাত মেশিনের মত তারা খাটে। যেটা না করার কথা, যেগুলি তাদের ডিউটিতে পড়ে না. সেইগুলি পর্য্যন্ত তাঁদের দিয়ে করানো হয় এবং ওয়াশিং অ্যালাউন্স তাদের দেওয়া হয় না, ইউনিফর্ম অ্যালাউন্স দেওয়া হয় না বা মেশিং অ্যালাউন্স পর্য্যন্ত পায় না। এই রকম অনেক ঘটনা আছে। এইগুলি সম্পর্কে তদন্ত করা দরকার এবং যে সিস্টার টিউটার, এখানে যে ৫০ | ৬০ জন স্টুডেন্ট আছে তাদের শিক্ষার জন্য যে সিস্টার টিউটর দরকার, অন্ততঃপক্ষে দুইজন সিস্টার টিউটার থাকা দরকার; কিন্তু একজনও নাই। এই সম্পর্কে আমাদের ডিরেক্টার অব মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট নীরব। কেন যে দিচ্ছেন না, এটা সম্পর্কে উনিই জানেন। কাজেই আমি এই সম্পর্কে খুব বেশী বলতে চাই না। আর নার্সদের যে হষ্টেল আছে সেই হষ্টেলে মাত্র ৫০ জনের অ্যাকমডেশন হয়। অথচ সেখানে ১২৫ জনের মত থাকে। কেউ কেউ রেশম বাগান থেকে আসে। যাদের দূর থেকে আসতে হয় তারা হয়ত টাইমলী আসতে পারে না। এই সমস্ত কারণে হষ্টেলটা একস্‌টেনশন করানো দরকার। বর্ত্তমানে যেখানে আছে সেখান থেকে সরালেই খুব ভাল হয়। এই সম্পর্কে মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই খোঁজ খবর রাখেন। কাজেই এইভাবে যে অবস্থাটা চলছে, যাতে এইগুলি তাড়াতাড়ি করা হয় এই সম্পর্কে এই বিভাগীয় মিনিষ্টার দৃষ্টি রাখবেন।

আর ট্রাইবেলদের সম্পকে কিছু বলতে হয়। কারণ এই সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই হয়ত রুলিং পার্টির কোন কোন সদস্যের গাত্রদাহ হবে কিনা জানিনা। কেননা একটা কথা হচ্ছে ত্রিপুরায় আমরা প্রায়ই শুনতে পাই ত্রিপুরার বিরাট সংখ্যক উপজাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি, অগ্রগতি এই অবস্থায় হবে না। কাজেই সংবিধান মত যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা আছে, যে রক্ষা কবচ আছে সেগুলি অন্ততঃ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে

প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতিরা অস্বাভাবিকভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে চলেছে। এই সম্পর্কে অনেকগুলি ঘটনা এবং তথ্য দিয়ে আমি বলতে পারি। ইতিপূর্বে বিধান সভার বিভিন্ন অধিবেশনে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর একটা কথা কেন যে এই অবস্থা, এই যদি মতলব হয় যে উপজাতির চিহ্ন রাখব না, শুধু পরবর্তী সময়ে এক্সিবিশানে দেখাবার জন্য কিছু আমরা রাখব। এই যদি তাদের মতলব হয়ে থাকে—

Mr. Speaker ;—The House stands adjourned till 2 P. M., The member speaking will have the floor.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই রাজ্যের রুলিং পার্টি বহুদিন ধরে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এই রাজ্যের উপজাতীদের উৎখাত করার জন্য এবং ধ্বংস করার জন্য। এর জন্য বেশী প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। উপজাতি এলাকাগুলোর দিকে নজর দিলেই তার প্রমাণ মিলবে। তবে দুএকটা ঘটনার কথা প্রমান হিসাবে আমি এখানে তুলে ধরতে চাই; তাহল বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের হেড কোয়ার্টারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে উপজাতি মিনিষ্টারিয়াল কর্ম্মচারী সংখ্যানুপাতে নাই। যদিও তাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক মিনিষ্টারিয়েল পোষ্ট রিজার্ভ করা আছে। উপজাতীয় কর্ম্মচারী নাই বললেই চলে। এটা অনেকটা উদ্দেশ্যমূলক এবং ষড়যন্ত্রমূলক। একজিকিউটিভ পোষ্টগুলিতেও উপজাতী অফিসার নাই বললেই চলে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে অনেক উপজাতীয় লোক গ্রেজুয়েট হয়ে বেরিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে একজনকেও একজিকিউটিভ পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। রুলিং পার্টি ঢাকঢোল পিটিয়ে লোক দেখানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হোমরাচোমরা অফিসার যারা আসেন তাদের দেখানো ও বুঝানোর জন্য এখানে একটি রিসেপশন কমিটি করা হয়। এবং একটা raception office ও করা হয়েছে। সেখানে একমহাপুরুষ বসে থাকেন। একদিন ওনাকে গিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে. কি প্রয়োজনে তারা এই অফিস করেছেন ? তিনি উত্তরে বললেন যে, পাহাড়ের মানুষ কিছু বোঝেনা, বিদ্যাবুদ্ধি কম, বিভিন্ন আফিসে তাদের অনেক হয়রাণী ভোগ করতে হয়; কাজেই তাদের সাহায্য করার জন্যই এই অফিসটি করা হয়েছে। আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, অফিস খোলার পর থেকে সেদিন পর্য্যন্ত (যেদিন আমি অফিসে গিয়েছিলাম) কতটা কেস তারা ডিল করেছেন। তখন তিনি আমায় সামান্য কয়েকটি মাত্র কেস দেখালেন। আমি এটা দেখে তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম যে, এত জাক করে একটা অফিস করেছেন অথচ মাত্র এ কয়টি কেস হল এই কয়দিনে ২টা [illegible] না আসার কারণ কি ? উত্তরে তিনি বললেন যে দেখুন আমরা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে চিঠি-পত্র দেই। কিন্তু কেউতো কেউ গ্রাহ্য করে না। কেনই বা লোক আসবে ? অর্থাৎ একটা রিসেপশন সেল করা হয়েছে শুধু লোক দেখানোর

জন্য কার্য্যত ঐ গুলিতে যাবৎ কাহো কোন উপকার হয়েছে এরকম কোন ঘটনা নাই। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারথেকে বড় অফিসাররা আসলে পর তাদের বলা হয় যে, "দেখুন আমরা এই এই করেছি উপজাতিদের জন্য", এই হ'ল অবস্থা। আর অন্যান্য অনেকগুলো ঘটনা তো আছেই। যে purposeএ ঐ অফিস বসানো হয়েছে সেই purpose মোটেই সার্ভড হয় না কার্য্যতঃ অন্যভাবে এটাকে ব্যবহার করা হয়; অর্থাৎ আড্ডাখানার মত, একটা রিফ্রেশমেন্ট রুমের মত এটাকে ব্যবহার করা হয়।

লাস্ট ফাইনেন্সিয়াল ইয়ারে জুমিয়াদের জন্য যে টাকা grant ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানেন যে জুমিয়াদের বেশী টাকা দিলেতো কোন লাভ নাই পরে ঘুষ টুস পাওয়া যাবেনা অতএব, ল্যাণ্ডলেসদের দাও। এই উদ্দেশ্য করে জুমিয়াদের সমস্ত টাকা ল্যাণ্ড লেসদের দিয়ে দেওয়া হল। এযাবত ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড থেকে বোর্ডিং করা হল অথচ থাকে অন্যেরা। এই রকম যেসব ঘটনা বিভিন্ন রাস্তা হউক, রিংওয়েল হউক, এ সমস্ত তথ্য আমরা হাউসে এপর্য্যন্ত বহুবার বলেছি কিন্তু তার কোন প্রতিকার হয় নাই আজও। অনেক বড় অফিসার আছেন যারা ট্রাইবেল বিরোধী, ট্রাইবেলদের নামই শুনতে পারে না। ফলে উপজাতীয়দের উপর বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে এরাজ্য থেকে তাড়ানো হ'ল। গতবৎসর ছামনুতে একটা ঘটনা হয়েছিল। সেটা মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্চয়ই জানবার কথা, সেখানে অরুণ বর্দ্ধন নামে এক S. I. বা A. S. I. ছামনু বাজারে পাহাড়ীয়া আসলেই ধরে মারে। 'তোমার কাছে লাইসেন্স ছাড়া বন্দুক আছে, তুমি অমুক থানে ডাকাতি করেছ' এভাবে বিনা কারণে তাদের মারধোর করতে থাকে, এভাবে প্রায় ১ হাজার দেড় হাজার এতে অতিষ্ট হয়ে পাহাড়ীরা বাজারে আসা বন্ধ করে দিলেন, তার পর সেখানকার এক সর্দ্দার কোন প্রকার গোপন পথে এসে এস, পির কাছে এক দরখাস্ত করল। সেই দরখাস্ত করার পর সেখানে ইনকোয়ারীতে মেয়ে ছেলেরা পর্য্যন্ত সাক্ষী দিল যে একটি বাঙ্গালীর দোকানে পাহাড়ীদের উপর এভাবে মারধোর করা হয়েছে। যখন ঘটনাটা প্রমাণিত হল তখন সেই অরুন বর্দ্ধনকে শাস্তি না দিয়া তাকে সহরাঞ্চলে বদলি করে পুরস্কৃত করা হল। এই অভিযোগ করার আগে সেখানকার পাহাড়িয়া অত্যন্ত অতিষ্ট হইয়া ৬ শত পরিবারের মত ঐ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইল। তাদের একটা অংশ হাফলং টিলায় গিয়া বসবাস করতে বাধ্য হইয়াছে। এইভাবে অত্যাচার উৎপীড়ন প্রায়ই চলছে। বিগত ২।৩ বৎসর যাবত আমরা দেখিতেছি বিভিন্ন কারনে, অকারনে পুলিস কেইস দিয়া তাদের হয়রানী করা হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ একটি কেইস ও টিকে নাই। আর কতগুলো case আছে, যেমন টাকারজলা বাজারের কেইস, এই case কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত চলছে। পনর দিন পর হাজিরা দিতে হয়। কিছু দিতে হয় উকিলকে, কিছু মুহুরীকে, কিছু পেস্‌কার বাবুকে উপরন্তু নিজস্ব খরচ তো আছেই। অবশ্য পেস্‌কার বাবুকে দেওয়া বেআইনী কিন্তু বেআইনী হইলেও আইন করতে হলে দিতে হয়। এইসব অবস্থার দরুন আজ তারা জায়গা জমি বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা হল ত্রিপুরা সরকারের ষড়যন্ত্র-

মূলক ব্যবস্থা। Tribal Commissionএর recommendation অনুসারে Tribal Welfare Deptt. খোলা হল,—কিসের জন্য? For welfare of the Tribal; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে Tribalদের কোন welfare-ই হচ্ছেনা। Tribalদের মধ্যে একজনও শিক্ষিত নাই বর্তমানে যিনি Tribal welfare officer তিনি Tribalদের ঘৃণা করেন। তিনি Tribalদের নামই শুনতে পারেন না। অথচ সেই লোকটাকে আজকে করা হয়েছে Tribal welfare officer; কাজেই Tribalদের আর কি হবে। যদি Tribalদের উন্নতি করতে হয় যারা Anti-Tribal; (আমি সব officerদের কথা বলছিনা, তবে তাদের মধ্যে particular যে কয়েকজন officer আছেন তারা most Anti-Tribal) তাদেরকে যদি Tribal welfare দপ্তরে বসানো হয় তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখন থেকে Tribalদের উৎখাত করে দেওয়া যায়। Tribal Commissionerএর recommendation অনুসারে সরকার Deptt. করল কিন্তু তাতে পিয়ন থেকে আরম্ভ করে সবাই non-tribal. এক আধ জন থাকলেও থাকতে পারে, সেটা না থাকারই সামিল। এইভাবে সমস্ত দিক দিয়ে Tribalদের বিমুখ করে তাদের শেষ করার ষড়যন্ত্র চলছে। পূর্ব্বে Tribal walfare Deptt. এর নাম ছিল T. W. Section, এখন সেটা বদল হয়েছে। এখন সেটা হয়েছে Welfare of Scheduled Castes and Tribal and other backward Communities. আস্তে আস্তে এটা মুছে যাওয়ার পথে। এমন কি সাইন বোর্ডটা পর্য্যন্ত। ত্রিপুরা সরকার এগুলি পারে। আমি দেখেছি বিশ্রামগঞ্জ যখন আদিবাসী কলোনী করা হয় তখন সেটার নাম ছিল আদর্শ জুমিয়া কলোনী, এখন সেই সাইন বোর্ডটা নাই সেটাকে পাল্টাইয়ে করা হয়েছে রেশমের চাষ। এভাবে আস্তে আস্তে সেটা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই হল নমুনা। রাজার আমলে এক কাণির জায়গায় হয়ত কোন পাহাড়ী পাঁচ কাণি জমি দখল করত অবশ্য খাস জায়গা, কিন্তু তাদের দখলে ছিল। নামজারীর সময়ে তাদের দখলে যে বেশী জমি আছে সেটা দেখানো হয় না এবং ঐ জমিও তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয় না। এইভাবে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত এমন বহু জায়গা আছে যেগুলি ট্রাইবেলদের দখলে আসা সত্বেও Recordএ দেখানো হয় না এবং এই জন্য বহু দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে কিন্তু কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নাই। ঐ সমস্ত জায়গাতে Non-tribalদের বসাইয়া বন্দোবস্ত দেওয়া হইতেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে আমি দু একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হচ্ছে অমরপুর বিভাগের অম্পির নিকটে একটি জোতের জায়গা ছিল। সেই খাস জোত জুমিয়ারা আবাদ করে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য প্রার্থনা করে। সেখানে এক জমাতিয়ার ৪।৫ কাণির একটি তৌজি ছিল। তার সীমানাও নির্দিষ্ট ছিল। ঐ জমাতিয়া তার জোতটি অন্য একজনের নিকট বিক্রী করেন অবশ্য কোন রেজিষ্ট্রী কবালা হয় নাই। তখন এই জায়গা নিয়া একটা গোলমালের সৃষ্টি হয়। মহকুমা শাসক শ্রীকুলেশ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ঐখানে তদন্তে যান ২৬শে মার্চ ১৯৬৪ সালে। ১৯৬৪ সালের ৪ঠা মার্চ শ্রীরাজ প্রসাদ চৌধুরী, উপমন্ত্রী, উন্নয়ন কমিশনার সহ ঐস্থানে যান এবং

যারা ঐ জায়গা খরিদ করিয়াছেন বলিয়া দাব করেছিলেন তাদের নিকট দলিলপত্রাদি চান কিন্তু দলিল পত্রাদি দেখাইতে তাঁরা পারেন নাই। তখন জুমিয়ারা যাতে খাস জমিগুলি পান সেই অনুসারে দখল করিবার জন্য আদিবাসীদের নির্দেশ দিয়া আসেন। আদিবাসীরা সেখানে আউস ফসল করেন কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে Non-tribal যে লোক ঐ জমি কিনিয়াছিলেন সেটা উপজাতি সংরক্ষিত এলেকা বিধায় District Magistrateএর নিকট জমি কিনার Permit ছিল। শ্রীদুবে তখন District Magistrate ছিলেন। এই যে ১৯৬৪ সালে ঐ জায়গা কেনার জন্য permission দেওয়া হয়। ঐ জায়গা উপজাতি সংরক্ষিত এলেকা স্বত্বেও এবং মহকুমা শাসক কুলেশ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং উপমন্ত্রী শ্রীরাজ প্রসাদ চৌধুরী ইত্যাদি এ বিষয়ে তদন্ত করেছেন কিন্তু তবুও ঐ জায়গা কেনার জন্য জনৈক রুদ্রপালকে permission দেওয়া হয় এবং তারপর কবলা রেজেষ্ট্রি হয়। তারপর মজার ব্যাপার হল এই যে জমির পরিমাণ যদিও ৫।৬ কানি, খাসের জায়গা হবে ৬।৭ দ্রোন। জুমিয়ারা তার জোতের জায়গা দখল করে নাই, শুধু খাস জায়গাতে আবাদ করে দখল করেছিল। ১৯৬৪ সালের ১০মে জমি রেজিষ্ট্রি হল, আর ১৯৬৪ সালের ২৫শে এপ্রিল যে সমস্ত জুমিয়ারা ঐ জমিতে আউস ফসল করেছিল তাদের নামে ডাকাতির কেস দায়ের করা হল এবং সবাইকে অমরপুর চালান দেওয়া হয়। মেয়েছেলে যারা যেখানে ছিল পুলিস ক্যাম্প বসাইয়া তাদের তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং আউস ফসল কাটিয়া নিয়ে আসা হয়। এই হল অবস্থা। এই রকম ঘটনা কাঞ্চণপুর, ছামনু, সামরুম এবং অন্যান্য বহু জায়গায় ঘটেছে। এই সম্পর্কে অনেক বার বলাও হয়েছে। এখানে আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

Mr. Speaker—Hon'ble Member. I have given you about two hours:

Shri Aghore Deb Barma M. L. A:—তাহলে আমি সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। আমি Detailsএ যাচ্ছি না। কালা পানিয়ার জনৈক জৈনকার কৃয়ামাটী সম্পর্কে আমি বলছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি এ সম্পর্কে মাননীয় Chief Commissionerএর নিকট Complain করেছিলাম তখন সঙ্গে সঙ্গে তাদের দখল দেওয়া হয়। কিন্তু দখল দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে আবার যে লোকটা জোর করে বেদখল করেছিল ১৯নং জোত ৫কাণি জায়গা সে লোকটা আবার জবর দখল করল। তারপর অনেক দরখাস্ত করার পরও আর কোন প্রতিকার করা গেল না বা প্রতিকার করা হলো না। কালাপানির জনৈক আদিবাসী আবাসী মগ ১০৫ নং জোতের ৮ কাণি জমির মালিক। ব্রজেন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একজন লোক তার ঐ জায়গাটা জোর করে দখল করে। এই রকম একটা দু'টা না বহু আছে। তার কোন প্রতিকার নেই। আমার মুল বক্তব্য হচ্ছে আজকে উপজাতীয়রা চিন্তায়, চেতনায়, বুদ্ধিতে অনভ্যস্ত, অনগ্রসর। অর্থ-নৈতিক দিক দিয়েও তারা দুর্ব্বল। মামলা মোকদ্দমা করে সম্পত্তি রক্ষা করার মত ক্ষমতাও তাদের নেই। সেই দিক দিয়ে আজকে ভারতীয় সংবিধানের মধ্যে উপজাতীয়দের রক্ষা

করার যে ধারা; উপধারাগুলি আছে। সেইগুলির কোনটাই অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না, বরঞ্চ উপজাতীয়দের কিভাবে এখান থেকে উৎখাত করা যায় সে বিষয়ে এখানকার সরকারের ঝোঁকটা বেশী। আজকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা একদিক আর আরেক দিকে হচ্ছে বিরাট এলাকায় যেখানে মানুষের বসতি সেগুলি reserve করে করে জুমিয়াদেরে উৎখাত করে এবং জুমিয়াদের উপোষ রেখে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়ণ করা চলছে। এই হলো অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই জুমিয়াদের কথা বলতে গিয়ে অনেকে ঢেবর কমিশনের কথা বা recommendation এর কথা উল্লেখ করলেই সব হয়ে যায় মনে করেন। কিন্তু আমি বুঝিনা যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু কি ত্রিপুরায়ই উপজাতি আছে আর কোথায় ও কি উপজাতি নেই। আমি দেখেছি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে সমস্ত উপজাতি আছে তাদের সংরক্ষণের দায়ীত্ব ভারত সরকারের এবং রাজ্য সরকারের। তারা বিভিন্নভাবে তাদের সুখ সুবিধা দিয়া তাদের রক্ষার ব্যবস্থা করছেন। অন্ধ্র, বিহার, উড়িষ্যা, বাংলা এবং আসাম প্রভৃতি জায়গায় উপজাতিদের রক্ষার ভার রাজ্য সরকারের আছে। কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে ভারতীয় সংবিধানের ধারা উপ-ধারাগুলি সমস্ত অচল। আজকে এই যে দাদন প্রথা তা রোধ করতে পারত কিন্তু করে নাই। এইভাবে আজকে এখানকার উপজাতিদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়ে শাসক পার্টি বা রুলিং পার্টি ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির স্বপ্ন দেখেন। তবে আমার বক্তব্য হচ্ছে একটা রাজ্যকে যদি সামগ্রিক ভাবে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হয় তাহলে ত্রিপুরাকে একটা বিরাট অংশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে এই রাজ্যের উন্নতি ও অগ্রগতি হতে পারে না। যেহেতু তারা চিন্তায়, চেতনায়, বুদ্ধি বিবেচনায় দুর্ব্বল অনগ্রসর। অতএব তাদেরকে আজকে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সুপারিশ এই House এর মধ্যে আছে। হয়ত রুলিং পার্টির পক্ষ থেকে বলতে পারেন যে আমরা Alternateটি গ্রহণ করেছি কিন্তু Alternate গ্রহণ করার পর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সমস্ত জুমিয়া উন্নতির ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হলো তার মাধ্যমে ঠিক ঠিকভাবে উপজাতিদের উন্নতি হয়েছে কিনা তাদের অর্থ নৈতিক মান উন্নত হয়েছে কিনা, তারা আগের তুলনায় কিছুটা অগ্রসর হয়েছে কিনা, সেগুলির বিচার বিবেচনা করা শক্ত। কাজেই যদি না হয়ে থাকে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য আজকে সেখানে Scheduled Area ঘোষণা করতে কি বাধা আছে? আজকে তাদের যদি রক্ষা করতেই হয় তাহলে এই ত্রিপুরার যেখানে ৬০% ট্রাইবেল আছে সে সব এলাকার মধ্যে ঢেবর কমিশনের সুপারিশ মতে সেখানে উপজাতির reserve area বলে ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু আজকে তারা তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু আরেকটি কথা হলো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলেই মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় না। এত বড় একটা সম্প্রদায়কে আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দেব এই কথা যদি আজকে রুলিং পার্টি মনে করে থাকেন এবং সেখানে নূতন মানুষ বসাব এই পরিকল্পনা যদি নিয়ে থাকেন তাহলে ত্রিপুরার ভবিষ্যত খুব খারাপ হবে। এবং বাঁচার জন্য সকলেই লড়াই করবে। বাঁচার জন্য

লড়াই করবার অধিকার আজকে প্রত্যেকটি মানুষের আছে। তারা অজ্ঞ, নিরক্ষর, মুর্খ, অনুন্নত হতে পারে কিন্তু বাঁচার অধিকার তারা প্রতিষ্ঠা করবেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় খুব বেশী সময় আমি নিয়ে ফেলেছি। কাজেই আমি খুব short করার চেষ্টা করব।

Mr. Speaker :—Finish your speach within five minutes.

Shri Aghore Deb Barma M. L. A. :— আমি শুধু touch করে যাচ্ছি। পঞ্চায়েত সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করছি। বিশালগড় ব্লকে পঞ্চায়েত কমিটির নির্বাচন হয়ে গেছে আজ অনেক বৎসর হয় কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন কমিটি বা গাঁও প্রধানের নাম ঘোষণাই করা হয় নাই। তাদের কোন post নেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো না। যারা গাঁও প্রধান হলো, না হলো না, কি অসুবিধা আছে বা Re-election হবে বা By-election হবে সে সম্পর্কে সরকারের কোন চিন্তা নাই। এই ভাবে ঝুলাইয়া রাখার কি যে অর্থ আছে আমি কিছুই বুঝি না। সত্বর পঞ্চায়েত কমিটিগুলির উপর পঞ্চায়েত Act এর যে আইনকানুন ও Powerগুলি আছে তা কার্য্যকরী করা দরকার। আগরতলার পৌর প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। জল সরবরাহ হয়ে গেছে ভাল কথা। অবশ্য একথা স্বীকার করতে হবে যে Dispepsia রোগ আগের তুলনায় কিছুটা কমেছে। মানুষ খুব উপকৃত হয়েছে একথা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। কিন্তু একটা করতে গিয়ে যে আরেকটা অসুবিধার সৃষ্টি করছে তা এই কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতার পরিচয়। কিভাবে আজকে পথে ঘাটে এই যে পাইপগুলি বসান হলো তাতে রাস্তাগুলির অবস্থা উৎলার আকার ধারণ করেছে সারা দিন পাইপগুলি লিক করে। কোন রকমেই লিক্‌গুলি বন্ধ হয় না এইটি হলো রুলিং পার্টির অপদার্থতার একটা পরিচয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আরেকটি কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি। সেটি হলো পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে। আমরা পুলিশ বিভাগকে খুব শক্তিশালী করেছি বা রুলিং পার্টি করছেন। বিভিন্ন বিভাগ থেকে পুলিশ বাহিনী এনেছেন। আমি শুধু একটি point এখানে উল্লেখ করতে চাই যে এই সদর অঞ্চলে গত কয়েকমাস আগে যে সমস্ত ডাকাতি হয়ে গেছে, টাকারজলায় একটি বড় রকমের ঘটনা ঘটে গেছে বা এইদিকে জিরানীয়ার আশে পাশে অনেকগুলি ঘটনা হয়ে গেছে। এই ঘটনাগুলি যে দিনের পর দিন একটার পর একটা ঘটছে সে সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত পুলিশ কোন কিছু করতে পেরেছেন বলে মনে হচ্ছে না। এবং এই অবস্থাটা সেটাকে কেন যে সরকারী পক্ষ থেকে বা পুলিশ বিভাগের পক্ষ থাকে তাদেরকে check দিতে পারছে না, যারা ডাকাতি করে তাদেরকে ধরে শাস্তি দিতে পারছে না তা আমি বুঝতে পারছি না। আজকে সাধারণ মানুষের জীবনের নিরাপত্তা বিপন্ন। এদিকে পুলিশ বাড়ানো হয়। পুলিশের খরচ বাড়ে কিন্তু চুরি ডাকাতি দিনের পর দিন বাড়ছে। এগুলি সম্পর্কে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Gold Control Order এর পরে স্বর্ণ শিল্পীরা যে একটা দুরবস্থায় পড়েছেন, তার থেকে relief দিবার জন্য ভারত সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ

করেছেন এবং টাকা সাহায্য করার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন। ত্রিপুরা সরকার কাউকে একটি পয়সাও দেন নাই এবং বৎসরের শেষে ঐ টাকা ফেরৎ যায়। অথচ স্বর্ণ শিল্পীদের বলা হয় যে তোমরা দরখাস্ত কর এবং নানা রকম নির্দেশও সরকার দেন কিন্তু দরখাস্ত দিবার পর আর কোন প্রকার সাহায্য তারা দেন না। তাদের বলা হয়েছে যে Industrial ও Agriculutral loan এর জন্য দরখাস্ত কর। Scheme এ নাকি ৩০০ টাকা আর্থিক সাহায্য এবং ৫ কানি জমি, হালের বলদ ইত্যাদি দিবার কথা ছিল কিন্তু কোন সাহায্যই তারা পায় নাই। স্বর্ণ শিল্পীদেরদের এই সব সাহায্য যে কেন দেওয়া হয় নাই তা হয়ত মুখ্যমন্ত্রীই বলতে পারবেন।

কাজেই আমি বলতে চাই যে ১৯৬৭-৬৮ সালের যে বাজেট এই হাউসে রাখা হয়েছে তা ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা তার সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নাই। এই বাজেটে ত্রিপুরার যে কোন রকম উন্নতি হবে তা আশা করা যায় না—শুধু formality-র মত একটা বাজেট পেশ করা হয়েছে। অফিসার বাবুরা বাজেট তৈরী করে দিয়েছেন আর অর্থমন্ত্রী তা এই হাউসে রেখেছেন।

তবে অফিসের যে সমস্ত অফিসার, কোয়ার্টার, গাড়ী, বাড়ী এগুলি ঠিকই থাকবে। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতি, ত্রিপুরার Production যে খুব বাড়বে তা মনে হয় না। ত্রিপুরার খাদ্যাভাব, আজকে খাদ্য যে দুর্ম্মূল্য হয়ে উঠছে, তরকারীর বাজারই হউক, খাদ্যের বাজারই হউক বিভিন্ন বাজারের মধ্যে চাউল পঞ্চাশ টাকার উর্দ্ধে চলে গেছে। এখন পর্য্যন্ত সরকার পক্ষ থেকে কোন রেশনের দোকান খোলার কোন নাম গন্ধও নাই। এই সম্পর্কে ওনারা কি চিন্তা করেছেন আমি বুঝি না। এইভাবে আজকে আমরা যেভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি এই বাজেটের মধ্যে তার আংশিকও পূরণ হবে বা সহায়ক হবে সে আশা করার মত কিছুই আমি দেখছি না। কাজেই এই বাজেট হলো আমলাতান্ত্রিক বাজেট, গতানুগতিক বাজেট, কাজেই এই বাজেটের জনতার বাস্তব অবস্থার, বাস্তব দাবীর সঙ্গে কোন রকম সঙ্গতি নেই বলেই আমি মনে করি। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Raj Prasad Chowdhury, Minister :—মাননীয় Speaker মহোদয়, মাননীয় সদস্য অম্পির কথা বলেছেন। আমি চন্দন, ননীকর্ত্তা, শৈলেশ বাবুর সঙ্গে সেখানে গিয়েছি। এই বিষয়ে বিশ্রামগঞ্জ, টাকার জলা, বিলনীয়া, অমরপুর প্রভৃতি সমস্ত জায়গায় ঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি আইন অনুযায়ী এটা বিক্রির মধ্যে অপরাধ থাকে তাহলে এটা বিক্রির মধ্যে গণ্য হয় না। কারণ অপরাধ করে সেখানে গিয়ে তারা বসেছে। এই কারণে যতটুকুই থাক—৫ কাণিই হউক, ১০ কাণিই হউক Area তো আগে উত্তরে ছড়া, পশ্চিমে টিলা, পূর্ব্বে গাছ বন এই রকম করে চৌহদ্দি করে নিয়েছে। এখন এই বৃষ্টির জন্ত উৎলার মধ্যে ফসল করতে পারে না। এর মধ্যে ৯৯ জন বাঙ্গালী পরিবার

৩।৪ কাণি করে বেনামীতে বিক্রি বুঝাইয়া নিতে স্বীকার করেছে। আর যারা এখানে এসে ওকালতি চালাচ্ছে তারাহলো টাকারজলার মানুষ। আর এদিকে বিশ্রামগঞ্জের মধ্যে রামমুণির আমলে যেখানে ৩০০ ঘর ছিল সেখানে বর্ত্তমানে ৫০০ ঘর বসেছে। সেখানে কোন বাঙ্গালী বসে নাই। আমার নিজের লোক এখানে বসেছে। এখানের সমস্ত Area খণ্ড খণ্ড করে তারা সব যার যার সুবিধামত বাস করছে। মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে তারা বাঙ্গালী উচ্ছেদ করেছে। কিন্তু এটা প্রবঞ্চনার কথা। এটাতো আমার নিজের দেখা। আমি ননীকর্ত্তা ও শৈলেশ বাবুর সঙ্গে জায়গায় জায়গায় গিয়েছি। টাকারজলা, খোয়াই. ধর্ম্মনগর, বিলোনীয়া প্রভৃতি জায়গায় ৩।৪ দিন করে আমি ঘুরেছি। তারা অপরাধ করে সেখানে গেছে বলেই নানারকম কেস্ এবং পুলিশ বসাতে হয়েছে। কারণ এখানে গিলটি এসেছে। এই কথা।

Mr, Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Das Gupta to participate in discussion.

Shri Promode Rn. Das Gupta, M. L. A. :—মাননীয় Speaker, Sir, ১৯৬৭-৬৮ সনের বাজেটের সমর্থনে আমি দু'চারটি কথা বলছি। প্রথমতঃ এই কথা বলতে গিয়ে আমি বলব যে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা এই বাজেটকে সমর্থন করেননি, এইজন্য যে এই বাজেট ত্রিপুরার জনতার আশা আকাঙ্খা পূরণ করছে না। এটি হচ্ছে একটি আমলাতান্ত্রিক গতানুগতিক বাজেট। কিন্তু জনতার রায় তো বেলট বাক্সের মধ্যে দিয়েই দিয়েছে। এবং সেই বেলট বাক্স যে রায় দিয়েছে তাতে এই বাজেট জনতা গ্রহণ করেছে। তবে জনতা যাদের ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তারা গ্রহণ করুক কি না করুক তাতে আমাদের আসে যায় না। আমাদের বক্তব্য জনতা গ্রহণ করেছে। তাই আজকে এই বাজেট এই জনতারই বাজেট এবং জনতারই এই রায়। প্রথমতঃ আমি এইদিকে মাননীয় Speaker মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে আমাদের ত্রিপুরার আয় কতটুকু, ত্রিপুরার আয় মাত্র পঁচিশ লাখ টাকা। কিন্তু ব্যয় করা হচ্ছে উনিশ কোটী আটাত্তর লাখ টাকা এবং সেই টাকা কেন্দ্র থেকে আনা হচ্ছে এবং বাজেটের দিকে একটু দৃষ্টি রাখলে দেখা যাবে যে— যে Agriculture এর কথা তিনি বলছেন সেই Agriculture সম্পর্কে আমিও প্রথম বলছি। কারণ সত্যি কৃষি ভিত্তিক যে ত্রিপুরা এবং কৃষিতে যদি আমরা খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হতে পারি তাহলে সত্যি একটা দেশ শক্তিশালী হতে পারে না। তাই আমি সেদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ১৯৬৬-৬৭ সালে Agriculture খাতে ছিল ৪৬ লক্ষ ৭ হাজার টাকা। এবার Agriculture খাতে আমরা দেখছি ৫৪ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। দ্বিতীয়তঃ আরেকটা জিনিষের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের দৃষ্টি এই দিকে আকর্ষণ করছি — Demand No. 45 এবং Demand No. 45 এ আমরা দেখছি যে সেখানে Grow more food এর জন্য এবং যাতে কিছু উৎপাদন বাড়ে তার জন্য বেশ একটা টাকা

রাখা হয়েছে। যেমন grow more food scheme এ রাখা হয়েছে ২৪,০৪,৪০০ টাকা। Distribution of chemical fertilizer at subsidy ৭,০০,০০০ টাকা। Purchase and sale of plant protection chemical and equipments at subsidy 4,60,000, এবং popularisation of improved Agricultural implements 37,000 ঠিক এইভাবে Agriculture Scheme এ ২৪,০৪,৪০০ টাকা রাখা হয়েছে। অতএব Agriculture এর টাকায় শুধু দালান আর কোঠা এবং কর্মচারীর বেতনই চলে না, সেই টাকা দিয়ে কৃষির উন্নতির জন্য ও চেষ্টা করা হয়। এবং কৃষির উৎপাদন যাতে বাড়ে তার জন্য এই খাতে ২৪,০৪,৪০০ টাকা রাখা হয়েছে। Demand No. 38 এ আমরা দেখি যে Grow more food Scheme in Union Teriritory of Tripura for minor irrigation এ ৪,০০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। এবং Establishment of Bone Digestor and preparation of Bone Meal Manure for Distribution to cultivator এ 40,000 টাকা। তারপর আমরা দেখি demand No. 34 এ Agriculture Rehabilitation Grants Scheme এ 50,000 টাকা ধরা হয়েছে। তারপর Landless Agricultual labour দের জন্য ৩৮,৪০০০ টাকা রাখা হয়েছে। এইভাবে দেখা যায় যে কৃষির উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা বিভিন্ন খাতে রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে কৃষির জন্য ভূমিও অনেক বেড়েছে। কৃষির এরিয়া সম্পর্কে আগের দুই একটি হিসাব আমি আপনাদের কাছে দিচ্ছি তাতে দেখা যাবে যে এরিয়া কি রকম বেড়েছে। ১৯৬০-৬১ সালে ৪২০০০০ একর ছিল ডিভিশনে আর ৬২-৬৩ সালে হয়েছে ৪৪,৫০০০ একর এবং জুট ও যেখানে ৬ হাজার একর ছিল সেখানে ১২ হাজার একর হয়েছে এবং ইদানিং এই এরিয়া আরোও অনেক বেড়েছে। এতে আমাদের উৎপাদিন অনেক বাড়ছে। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয় যে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ও অসম্ভব বেড়ে যাচ্ছে। এই জনসংখ্যা ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ সাল এই দশ বৎসরে ৭৮% বেড়েছে। এবং সেই অনুপাতে যদি খাদ্যের উৎপাদন না বেড়ে থাকে তারজন্য কৃষি বিভাগের কোন দোষ নাই। যেভাবে বাস্তুহারা আমাদের দেশে এসেছে এবং সরকারের কর্ত্তব্য যেভাবেই হউক এইসব বাস্তুহারাকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া এবং এইসব নির্য্যাতিত বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বাসনের দায়িত্ব সরকার নিয়েছেও। এই কারণে খাদ্যের উৎপাদন বাড়া সত্বেও আমাদের খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। তাই খাদ্য এবং কৃষি সম্পর্কে যে বক্তব্য তিনি রেখেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছি না। Lift irrigation এর দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে ১৯৬৬-৬৭ সালে প্রায় ৪হাজার একর জমিতে irrigation এ সছে ৬৭-৬৮ সালের হিসাব আমার কাছে নাই। Lift Irrigation এর ব্যাপারে আমরা দেখি যে ১৯৬৪-৬৫ সালে যে সব irrigation scheme নেওয়া হয়েছে তাতে মোট ১৫টি scheme ছিল এবং সবগুলিই করা হয়েছে। তবে এ কথা সত্য যে এরমধ্যে সবগুলি utilise করা সম্ভব হয়নি এবং কোন কোন জায়গায় defective আছে। তবে আমার অনুরোধ যে utilisation যাতে বাড়ে তারজন্য সরকার এবং জনসাধারণকে একসঙ্গে চেষ্টা করতে হবে। বাঁধ থেকে নালা কেটে যাতে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় তারজন্য সমস্ত দলের চেষ্টা করতে হবে।

নালা কেটে জল দেওয়া এবং সেই জলের সুব্যবহারের দায়ীত্ব সরকারের এই কথা বলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা ঠিক হবে না। আমাদের উচিৎ যাতে সকলে জল নিতে পারে সেই ভাবে সহযোগিতা করা। এবং আমি এও অনুরোধ করব যে irrigationএ construction এ defect আছে তা যাতে দূর করা হয় এবং বাঁধগুলিকে ভাল ভাবে পরীক্ষা করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তৈয়ার করা হয় তার দিকেও লক্ষ রাখার জন্য আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে অনুরোধ করব। তারপর আর একটি অনুরোধ আমি মাননীয় রেভিনিউ মন্ত্রীর নিকট রাখছি, তা হচ্ছে এই যে ১৯৬৬ সাল থেকে আমাদের খাজনা নেওয়া বন্ধ হয়েছিল final Settlement এর জন্য। তারপর যেসব জায়গায় final Settlement হয়ে গেছে সেখানে কৃষকদের নিকট, ১৯১০,১১, ১২. এবং ১৩ সাল মোট এই চার সালে খাজনা এক কালীন নেওয়া হচ্ছে। সেই খাজনাটা যাতে by instalment নেওয়া হয় এবং কৃষকদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করছি। তারপর আমি দাদন সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষকদের দাদন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং সেটা Cooperative Bankএবং সমবায়ের মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছে। মহাজন যাতে কৃষককে শোষণ না করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে সরকার সমবায় গঠন করেছেন। আমরা জানি যে failure of Cooperation is the defect of Democracy যদি আমরা এই সমবায় কে কার্যকরী না করতে পারি, যদি আমরা এই সমবায়ের মধ্যমে কৃষককে সাহায্য না করতে পারি, এই কো-অপারেটিভ এর মাধ্যমে যদি আমরা মহাজনের শোষণকে বন্ধ না করতে পারি তাহলে আমাদের যে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই সমবায়ই একমাত্র পথ যার মাধামে সুষম বন্টন সম্ভব। তাই মহাজন যাতে দাদনের মাধ্যমে শোষণ না করতে পারে এবং উৎপন্ন ফসল যাতে কমদামে কিনে মুজুত না করতে পারে তার জন্যই সরকার Service Cooperative করেছেন, যাতে কৃষকরা ঠিক সময় মতই এই Cooperative থেকে দাদন পায় এবং মহাজনের খপ্পরে না পড়ে। Farming Cooperative করা হয়েছে যার মাধ্যমে কৃষকরা Collective wayতে কৃষি উৎপাদন করতে পারে এবং সরকার থেকে তার জন্য টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। Consumer's Cooperative Society করা হয়েছ, যাতে কৃষকরা, সাধারণ মানুষ তাদের খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজীয় জিনিষ ঠিক দামে পায় তার জন্য Marketing Cooperative করা হয়েছে যাতে কৃষক তার উৎপন্ন ফসল নায্য দামে বিক্রি করতে পারে এবং ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গে তা জমা দিয়ে অগ্রিম মূল্য নিতে পারে তার জন্য। তার সাথে কৃষকের উন্নতির জন্য Land revenue এবং Settlement Act করা হয়েছে। Land revenue এবং Settlement Act এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জমির সীমানা বেঁধে দেওয়া। অতিরিক্ত জমি জমিদার এবং তালুকদার থেকে নিয়ে নেওয়া এবং জমিদারী এবং তালুকদারী প্রথার বিলোপ করার জন্য। এরফলে যে জমি সরকারের হাতে আসবে তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি কারর ব্যবস্থা ও এই বাজেটে করা হয়েছে। আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করেণ তাহলে দেখবেন বাজেটে লেখা আছে যে Rehabilitation of backward & Schedule Tribes.

Schedule castes এবং backward communityএ জন্য একটা Demand এ ৩৩ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। সরকার backward community এবং Schedule Tribes কে উপেক্ষা করছেন। এবং তারা যাতে মাটিতে বসতেপারে তাদের পুরাতন জুম প্রথা ছেড়ে দিয়ে হাল ধরতে পারে এবং জমিতে বসতে পারে তারজন্য সরকার থেকে ব্যপক ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং প্রত্যেক বৎসর budget এ বিভিন্ন খাতে প্রচুর টাকা রাখা হয়। এর ফলে ত্রিপুরাতে ২৭ হাজার জুমিয়ার মধ্যে ১৮ হাজার জমিয়াকে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এতেই প্রমাণ হয় যে সরকার জুমিয়া পুনর্বাসন সমস্যাকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছেন এবং তার জন্য বিরাট অঙ্ক এই বাজেটে রেখেছেন।

কিন্তু মাননীয় সদস্য এই বক্তৃতার মাধ্যমে 5th Schedule এর বক্তব্য এনে তাকে তিনি যে ভাবে হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন সেটা খুবই পরিতাপের বিষয়, খুবই দুঃখের কারণ। তার এই বক্তৃতার মধ্যে যেন একটা সাম্প্রদায়ীকভাব ফুটে উঠেছে। আজকে এই সংহতির দিনে এই রকম বক্তৃতা আমরা তার কাছ থেকে আশা করিনি। কারণ ডেবর কমিশনের রিপোর্ট এই সরকার পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করেছেন। আমরা যদি ত্রিপুরার জনসংখ্যার দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাব যে শতকরা ৭০ থেকে ৭৫জন বাঙ্গালী অধিবাসী এবং ৩০।৩৫জন উপজাতি। এবং এই উপজাতী এবং বাঙ্গালী যাতে ভাই ভাই হিসাবে থাকতে পারে তার চেষ্টা সরকার করছেন। এই সরকার এই শপথ নিয়েছে যে যতদিন পর্য্যন্ত এই উপজাতি উন্নত জাতির সমপর্য্যায়ে না আসে ততদিন পর্য্যন্ত তাদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। তারই প্রমাণ স্বরূপ আপনারা জানেন যে, যাতে আমাদের ট্রাইবেল ছেলেরা শিক্ষা পেতে পারে এবং বোর্ডিংএর সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার জন্য ট্রাইবেল ছেলেদের যেখানে বোর্ডিং আছে সেখানে প্রত্যেকটা ট্রাইবেল ছেলেকে বোর্ডি ভাতা দেওয়া হয়, যাতে তারা বিনা খরচে পড়তে পারে। Book grant দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা বই কিনে পড়তে পারে। আর প্রথমতঃ যেখানে খাস জমি পাওয়া যায়, সেখানেই প্রথমে ট্রাইবেলদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়ে থাকে। প্রথমে ট্রাইবেলস্ তারপরে সিডিউলড্ কাষ্ট তারপরে অন্যান্যদের মধ্যে বিলি করা হয়। এই নীতি সরকার গ্রহণ করেছে। কোন জায়গায় তারা দেখাতে পারবেন যে সরকার এই উপজাতী সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করবার নীতি নিয়েছে? তিনি মিজোদের দিকে দৃষ্টি রেখে এসব অভিযোগ করছেন। তাঁর ইচ্ছা যে এখানেও মিজো হিলসের মত একটা অশান্তি সৃষ্টি হউক। এই সরকার দৃঢ়পণ নিয়েছে উপজাতীদের পুনর্ব্বাসন দেবে, তাদের উন্নত করবে এবং তাদিগকে উন্নত সমাজের সমপর্য্যায়ে আশার জন্য সমস্তরকম ব্যবস্থা করবে। তারই প্রতিফলন আমরা বাস্তবেও ব্যালট বক্সে পাচ্ছি। যেখানে উপজাতিদের মোট ৯জন প্রতিনিধি. সেখানে আজ আমরা দেখছি মাত্র তিনজন বিরোধীপক্ষে আর ছয়জন হচ্ছে কংগ্রেসে। তারই মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাদের এই সাম্প্রদায়ীক নীতি এবং সাম্প্রদায়ীক যে প্ররোচনা তা উপজাতি সম্প্রদায় গ্রহণ করেনি। তারা তা গ্রহণ করেনি বলেই আজ কংগ্রেসে ছয়জন প্রতিনিধি

এসেছে। আর গতবার যে আট জন প্রতিনিধি ছিল তা কমে গিয়ে তিনজনে দাঁড়িয়েছে। তার কারণই হচ্ছে এই যে, জনসাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য এই যে অপচেষ্টা তা উপজাতি জনতা আজ বুঝতে পেরেছে। এটা বুঝতে পেরেছে বলেই তারা আজকে ব্যালট বক্সের মাধ্যমে বলে দিয়েছে যে তোমাদের স্থান আমাদের উপজাতিদের মধ্যে নেই। তাই আমি অনুরোধ করব যে, ফিফ্থ সিডিউলের ধেবর কমিশনের যে বিকল্পনীতি, সে বিকল্প প্রস্তাব, আপনারা গ্রহণ করুন এবং চেষ্টা করুন সমস্ত উপজাতিকে উন্নত করার জন্য। বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে, যাতে উপজাতি স্বার্থের জন্য সে টাকা খরচ হয় এবং তারা উন্নত হয় এবং উন্নত সম্প্রদায়ের সমপর্য্যায়ে আসতে পারে তার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করা উচিত। তাদের মধ্যে হতাশা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করাটা আমার মনে হয় সংহতি বিরোধী এবং দেশের স্বার্থ বিরোধী।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়. দ্বিতীয়তঃ :—কথাটা হচ্ছে যে. ইন্‌ডাষ্ট্রির ব্যাপারে আমি কিছু বলছি। আমরা দেখছি যে, ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে ইন্‌ডাষ্ট্রি খাতে রাখা হয়েছিল ২৭ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এবার তা বৃদ্ধি করে রাখা হয়েছে ৩৩ লক্ষের ও উপর। তবে একটা প্রশ্ন বারবার আসছে এবং সেটা উঠানোও হয়েছে যে আমাদের ত্রিপুরায় পাট আছে, তুলা আছে, কিন্তু কোন শিল্প ত্রিপুরায় গড়ে উঠছেনা এবং গড়ে তোলার কোন চেষ্টাও হচ্ছে না। সে টাকা গুলো সরকার অপচয় করছে এবং নিজেদের দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যয় করা হচ্ছে এরকম একটা অভিযোগ আমাদের মাননীয় অঘোর বাবু করেছেন। তবে একটা কথা হচ্ছে এই যে, যদি কোন গরুর গাড়ীর সামনে গরু না রেখে গাড়ীর পেছনে রাখা হয় তাহলে গাড়ী চলে না। আজকে ইন্‌ডাষ্ট্রি করবার আগে কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় যাতে এই সব বড় বড় শিল্প ত্রিপুরায় গড়ে উঠতে পারে। তার ব্যবস্থার মধ্যে আছে এই যে, আজ কালকার দিনে দুটি জিনিষ আমাদের চিন্তা করতে হবে। প্রথমতঃ ইলেকট্রিসিটি ছাড়া কোন ইন্‌ডাষ্ট্রি গড়ে উঠতে পারে না। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে ইলেকট্রিসিটি আছে তার যে power সে ক্ষমতায় কোন বড় ইন্‌ডাষ্ট্রি গড়বার সুবিধা নেই। দ্বিতীয়তঃ আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে, পাওয়ার House সেটাতে বর্ত্তমানে যে পাওয়ার উৎপন্ন হয় সেই পাওয়ারের প্রতি ইউনিটের যে দাম পড়ে সেই দাম দিয়ে ইন্‌ডাষ্ট্রি গড়তে গেলে কমপিটিশনে, ইনডাষ্ট্রি টিকতে পারে না। অতএব যদি কোন সরকার দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখেন তা'হলে প্রথমতঃ তার চিন্তা করতে হয় যে কোথা থেকে আমরা বিদ্যুৎ পাব। এখানে লেলিনের একটি উক্তি থেকে আমি বলছি, যে কথা উনি বলেছিলেন যে ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর যখন দেশে ১ কোটির ওপর লোক মারা গিয়েছিল, তখন অনেকেই তাকে ধরেছিল যে, তুমি কৃষিতে বেশী মন দাও, তুমি বিদ্যুতের দিকে এত মন দিচ্ছ কেন, তখন তিনি বলেছিলেন Elctricety is socialism বিদ্যুৎই হল সমাজতন্ত্র। তার কথা হচ্ছে যে আজ যদি বিদ্যুৎ না থাকে তা'হলে কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারেনা, এবং কোন শিল্প Competitionএ টিকতে পারেনা। তাই ত্রিপুরা সরকার এইবারের বাজেটে সেইদিকে দৃষ্টি রেখে টাকার অঙ্ক

ধরেছেন। কারণ বক্তৃতার মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান হচ্ছেনা, বড় বড় শিল্প গড়ে উঠছেনা, কাপড়ের কারখানা গড়ে উঠছেনা। বক্তৃতা বাজারে আজ কাল আর বিক্রী হয় না। কারণ প্রত্যেক নাগরিকই আজকাল অনেক সচেতন। তারা আজ এটা বুঝতে পারে। কারখানা যে কেন করা হচ্ছেনা সেটার দিকে তারা লক্ষ্য রাখে, বিবেচনা করবার মত স্থির বুদ্ধি আছে। অতএব আমার আবেদন বিরোধী দলের কাছে যে. সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছে সেটাই বিচার করে তার পরে সমালোচনায় নামুন। কারণ দেখছি যে এইবার ইলেকট্রিসিটি খাতে আপনারা জানেন যে এই সরকার আশা রাখে যে ১৯৬৯ সালের মধ্যে তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে। আর আসাম থেকে যে বিদ্যুৎ সেটাও ১৯৬৮ সালের মধ্যেই এসে যাবে। সেই বিদ্যুৎ আসলে পরে per unit মাত্র দশ পয়সা থেকে বার পয়সা খরচা পড়বে। তখন শিল্প স্থাপন করার ভূমি তৈরি হবে। তখন সরকার সেই দিকে দৃষ্টি রেখে তার বিদ্যুতের জন্য এবার Capital outlayতে Demand No. 41এ ৯১ লক্ষ টাকা এবং আর একটি খাতে ২৮ লক্ষ টাকা রেখেছেন। এবং গত বছরের হিসাবটা দেখলেই বুঝা যাবে যে সরকারের কত আন্তরিকতা। সেটা হচ্ছে যে, গত বছর এই খাতে ৮৫ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছিল। তাই আজকে শিল্প গড়ে উঠবার জন্য এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের দিকে সরকার সচেষ্ট এবং সেদিকে সরকার এগিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ যদি আমরা আনতে পারি তা'হলে ত্রিপুরাকে শিল্পে উন্নত করতে পারব। একথা আমি স্বীকার করি যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান বেকার সমস্যা এবং শিক্ষার সাথে সাথে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা যে ভাবে বাড়ছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যেভাবে বেকার সমস্যা বাড়ছে তার জন্য শিল্প আমাদের এদেশে করতেই হবে। এবং সেই শিল্পের মাধ্যমে বেকার সমস্যার সামাধান করতে হবে। চাকরী মানে সরকারী চাকরির মাধ্যমে এই বেকার সমস্যার সমাধান হবেনা। শুধু বেকার সমস্যাই নয়। ত্রিপুরার আয়ও বাড়ানোর জন্য শিল্প আমাদের করা দরকার এবং তার জন্যেই আমাদের দরকার বিদ্যুৎ। দ্বিতীয়ত :— Education সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমাদের Education খাতে এবার ৩,২৫,৮০,০০০ ধরা হয়েছে। আমার মনে হয় আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে ত্রিপুরার বিশেষভাবে এগিয়ে যাচ্ছে ; কারণ ত্রিপুরায় স্কুলের সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে সেটা সত্যি লক্ষ্য করবার বিষয়। কারণ ১৯৬৫-৬৬ সালেও ত্রিপুরায় ৬১টি Higher Secondary School ছিল। এবার আরও বেড়েছে। আমার মনে হয় এবার Higher Secondary School এর সংখ্যা ৭৫এর উপর চলে যাবে। তারপর Senior Basic School প্রায় গ্রামেই ৪।৫ মাইল পর পরই একটি করে হয়েছে। এবং Primary School যথেষ্ট হয়েছে। তার প্রমাণ হচ্ছে যে ৬ থেকে ১১ বৎসরের শতকরা ৮৫টি ছেলে এখন স্কুলে যাচ্ছে। আর Secondary Schoolএ ১১ থেকে ১৪ বৎসরের ছেলেরা শত করা ৩৫ জনের উপর স্কুলে যাচ্ছে। এখন আমরা যদি আবার হিসাব নেই তাহলে দেখব যে আরো অধিক সংখ্যক ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। তাও

প্রায় ৪০% এর উপর হবে। অর্থাৎ শিক্ষার ব্যাপারে ত্রিপুরা এগোচ্ছে এবং এই শিক্ষার খাতে যে টাকা এবার রাখা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্য শ্রীঅঘোরবাবু শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ বক্তব্য রাখতে পারেন নি। তিনি শুধু কয়েকটি বক্তব্য রেখেছেন Tribal boarding এর ব্যাপারে তাতে আমি জানি যে এখানে প্রগতি স্কুলে প্রায় ৩২টি Tribal ছেলে Tribal Boarding থেকে পড়াশুনা করে। কাতলামারা Tribal Boardingএ ১২টি Tribal ছেলে পড়াশুনা করে। এবং সর্ব্বত্র Tribal boarding এ Tribal ছেলে আছে। তিনি ২।৪ জায়গায় অভিযোগ তুলেছেন যে Tribal ছেলের নাম নিয়ে সেই সব স্কুলের Headmaster boarding গুলি দখল করে রেখেছেন অথবা সেখানে অন্য ছেলেদের রেখেছেন। উনার এই বক্তব্য ধোপে টিকেনা। কারণ উনি সে বিষয়ে কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি। এমন কি সেদিন তার উচিত ছিল বা অন্য মেম্বারদের ও উচিত ছিল বা যদি কোন Head master Tribal boarding দখল করে থাকে বা অন্য Casteএর ছাত্ররা দখল করে থাকে তাহলে এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তিনি বিধান সভার দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এই বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু যদি তাকে প্রশ্ন করা হয় যে তিনি এই সম্পর্কে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন কিনা, কোন স্কুলের নাম বা কোন স্কুলের হেড্মাষ্টারের নামবলে দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন কি না, যে যে স্কুলে Tribal boarding আছে সেই স্কুলের ঐ boarding হেড্মাষ্টার বা teacher রা দখল করে রেখেছেন? অতএব এই বক্তব্যে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আর বেশী সময় নিচ্ছিনা। কারণ সব দিকদিয়ে অর্থের সঙ্গতি রেখে এই বাজেট যেভাবে করা হয়েছে তাতে বলার এমন বিশেষ কিছু নাই। একমাত্র সমর্থন ছাড়া। তবে খরচ সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলব। সেটা হচ্ছে বনের আমাদের দরকার। শিল্পের জন্য বনের দরকার, করণ যদি আমারা Ply wood industry করতে চাই তবে আমাদের কাঠের দরকার। গৃহ নির্মান, কারখানা নির্মান ইত্যাদি সমস্ত কাজেই আমাদের কাঠের প্রয়োজন। সেই দিক দিয়ে আমাদের Forest দরকার। Forest এর কথা বলতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য কতগুলি অভিযোগ রেখেছেন ; তবে আমার মনে হয় যে ত্রিপুরায় Forest বিভাগটি, সেখানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে, সুবলসিংএর কথাই বলছি, সেখানে একটি প্রশ্ন হচ্ছে যে Forest Deptt.এ চল্লিশ শত গাছ লাগানো হয়েছে, টাকা খরচ করা হয়েছে কিন্তু হিসাবের সময় দেখা গেল বত্রিশ শতের মত গাছ আছে, আর নেই। তার কি ধারনা এই শুধু যে Forest Deptt. এ কাজ না করে টাকাটা আত্মসাৎ করছে। তা ছাড়া তো আর একটা কারণ আছে। এই যে জঙ্গল তাতে reserve forest করা হচ্ছে নূতন নূতন গাছ লাগানো হচ্ছে এগুলো যাতে না করা হয় তারজন্য বনরক্ষী দলকে নানা ভাবে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে। শুধু যে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছে তা নয় সেখানে যে মূল্যবান গাছ আছে গোপনে এসে যেগুলো নষ্ট করে

দিয়েছে, তার জন্যই অনেক জায়গায় দেখা যায় যে যেখানে টাকা খরচ করে গাছ লাগানো হয়েছে, বড়জোর পক্ষে সেখানে ৩০ শতের উর্দ্ধে গাছ নাই। কারণ যারা সেই সব গাছ নষ্ট করে দিয়েছে সেই সব সমাজ বিরোধী দল। তাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের জুম করতে বাধা দিওনা। অর্থাৎ জুম করতে না দিলে গাছগুলো কেটে দেওয়া যাবে। এ রকম একটি দুইটি উদাহরণ নয়। এরকম বহু উদাহরণ আছে। বহু forest পুড়িয়ে দিয়েছে, সেই দিক দিয়ে বলতে গেলে forest এর মধ্যে আমার বক্তব্য হল দোষ শুধু একদিকের নয়। forest এর যে কাজ এই কাজের মধ্যে বাধা সৃষ্টি একদল সমাজ বিরোধী দল করছে। দ্বিতীয়তঃ আমার কথা হল forest বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে আমি একটি আবেদন রাখব যে forest এর বিস্তার লাভ করতে গিয়ে যে সমস্ত জন-সাধারণ forest areaতে পড়েছে তারা যাতে উচ্ছেদ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বনের পরিকল্পনা আমাদের নিতে হবে এবং বন আমাদের বিস্তার করতেই হবে। কারণ আমাদের যে কাঠের প্রয়োজন, শিল্পের প্রয়োজন সব দিকে লক্ষ রেখে বনের বিস্তার আমাদের করতে হবে। বনের বিস্তার করতে গিয়ে তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা যাতে উচ্ছেদ না হয় সে দিকে দৃষ্টি আমাদের দিতেই হবে। এই আবেদন আমি সরকারের কাছে করছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার আর একটু সময়ের দরকার। কৃষি সম্পর্কে এখানে আমি দুই একটি কথা বলব। সেটা হচ্ছে কৃষি লোন সংক্রান্ত ব্যাপারে। সেখানে আমি একটা আবেদন রাখব। কৃষি লোন যাতে কৃষকেরা আরও easier wayতে পায়। আরও সুযোগ এবং সুবিধা তারা যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। কারণ একটা কৃষককে গ্রামে থেকে দিনের পর দিন, ৪।৫ বার যদি সহরে আসতে হয় তা হলে সে যে কৃষি ঋণ পাবে তার একটা মোটা অংশ তার পথ খরচাতেই চলে যায়, তার আসা যাওয়ার খরচ এবং অন্যান্য খরচে। অতএব কৃষকরা তাদের তহশীল অফিস মারফতে যাতে কৃষি ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি আমাদের মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয় সমবায়ের বিষয় আমি দু'চারটি কথা বলেছি। তবে আমি একটি আবেদন রাখব—এই হাউসে সমবায়ের উপর একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছিল যাতে সমবায় আইনটি আবার চালু করা হয়; কারণ বর্তমানের যে Act. ১৯২৫ সালের যে Act তা বর্তমান যে সমাজ ব্যবস্থা, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কাজেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এবং চিন্তাধারার সাথে মিল রেখে একটি সমবায় আইন চালু করার প্রস্তাব এই হাউসে রাখা হয়েছিল। ১৯২৫ সালের ব্রিটিশ আমলের যে আইন তা দ্বারা বর্তমান সমাজের কোন উন্নতি করা যাবে না। তাই এই হাউসে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছিল আমি আবেদন করব যেন অচিরেই এই আইন চালু করা হয়। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি আর বেশী বক্তব্য রাখছি না। আমি মোটামুটি আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখলাম এবং এই বাজেটটি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Now I would call on Hon'ble Member Sri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে যে বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে, আমি তার সমর্থন করছি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি কৃষি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলব। আমাদের বিরোধী দলের নেতা প্রথমে Agriculture সম্বন্ধে House এ আলোচনা করেছেন। তিনি তার আলোচনায় বলেছেন যে দেশের কৃষকের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট রচনা করা হয়নি। তাহার এই কথার আমি প্রতিবাদ করছি, এবং এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি। তবে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে কৃষি সম্পর্কে দুই একটি প্রস্তাব রাখছি, অবশ্য আমাদের সরকার দেশের কৃষক ভাইদের বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাদের আরও কিছু সুযোগ সুবিধা দানের কথা বিবেচনা করা দরকার, যাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য খাদ্যের দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারে। সেই জন্য আমি দুই একটি কথা রাখব। যেমন কৃষি ঋণ আমাদের সরকার কৃষকদের দিয়ে থাকেন। যেভাবে আমরা কৃষিঋণ কৃষকদের দিয়ে থাকি সে সম্পর্কে আমাদের সরকার পক্ষের সদস্যরা বলেছেন এবং বিরোধী দলের সদস্যরাও বলেছেন। কৃষি ঋণ দেওয়া সম্পর্কে আমরা যাতে সহজ পন্থা অবলম্বন করতে পারি তার জন্য বিবেচনা করা দরকার। সমবায় সমিতির মাধ্যমে যে কৃষিঋণ দেওয়া হত তাতে কৃষকদের সুবিধা হত না। তার কারণ হচ্ছে যখন S. D. O. মারফতে কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত দেওয়া হয় সেই দরখাস্ত ৫টা হাত ঘুরে S. D. O. এর কাছে যায়। S. D. O. থেকে যায় Block এ, Block থেকে যায় তহশীলে। এইভাবে কৃষক শেষ পর্য্যন্ত কৃষি ঋণ পাবে কিনা বা enquiry হলে পাবার অধিকার আছে কিনা সেটা হল পরের কথা। আমি মনে করি যদি সত্যিকারের কৃষির উন্নতি করতে হয় তাহলে সমবায় সমিতিকে চালু করতে হবে। কেউ হয়ত বলবেন যে সমবায় তো চালু আছেই এবং তার মাধ্যমে নিলেই হয়। আমি মনে করি যে সমবায় নীতি আমরা করেছি, সেটার কিছু পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। কৃষকের সমস্ত কিছুই যেন সমবায়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে যখন পঞ্চায়েত হয়েছে, গাঁও সভা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকটি কৃষক যাতে সমবায়ের সদস্য হতে পারেন সেইজন্য তাদের উৎসাহিত করা উচিত। কারণ আমি দেখেছি যারা সমবায়ের মেম্বার হয়েছে তারা সমবায় থেকে কৃষি ঋণ পায় এবং আবার তারাই হয়ত S. D. O. এর কাছে কৃষি ঋণের দরখাস্ত করেন। কারণ একটা গ্রামে দেখা যাচ্ছে ২।৩ শত কৃষক পরিবার আছে, তার মধ্যে ৫০।৬০টি কৃষি পরিবারের লোক মাত্র এই সমবায়ের মেম্বার, আর কেউ মেম্বার হল না। তারা কিন্তু সমবায় সাহায্য পায় না। আসতে হয় তাদের S. D. O. এর অফিসে। তাই আমি বলছি প্রত্যেকটি গাঁও সভায় সমবায় চালু করতে হবে এবং প্রত্যেকটি কৃষক যাতে সমবায়ের মেম্বার হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। সেটা করতে হলে এখন যে সমবায় নীতি চালু আছে সেটা পরিবর্ত্তন করা দরকার। গ্রামের লোকেরা সমবায়ের মেম্বার হন, Executive Committee হয়। Executive Committeeর মেম্বার যারা হন সরকারী সংস্থার মাধ্যমে তাদের কোন বেতন বা এলাউন্স দেওয়া হয় না, ফলে ঐ সমবায়ের উন্নতির জন্য সজাগ দৃষ্টি তারা রাখতে পারেন না।

আমার মনে হয় তাদের যদি সরকারী তরফ থেকে কিছুটা মাসোহারা দেওয়া হয় এবং তাদের উপর যদি কড়া আদেশ দেওয়া হয় যে গ্রামের প্রত্যেকটি কৃষক পরিবারকে সমবায়ের সদস্য করতে হবে এবং এইভাবে যদি সরকারের তরফ থেকে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ দেওয়া হয় তাহলে কৃষকরা উপকৃত হবে এবং দেশে উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পাবে। যেভাবে তারা আজ জমির সঙ্গে লড়াই করে ফসল উৎপাদন করছে তাতে আজ তারা সবাই বিভিন্নভাবে ঋণগ্রস্ত। আমাদের রুলিং পার্টির তরফ থেকে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন, আমিও দাদন প্রথা উঠিয়ে দিতে বলছি। এই সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হল কৃষকরা কৃষি ঋণের জন্য দরখাস্ত করে যখন টাকা পেতে বিলম্ব হয় তখন তারা টাকার সংস্থান করতে না পেরে মহাজন-দের নিকট দাদনের জন্য হাত পাততে বাধ্য হয়। কাজেই তাদের যাতে কৃষি ঋণ পেতে বিলম্ব না হয় সেদিকে আমাদের একটু লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই আমি বলছি একমাত্র সমবায় সমিতিগুলিকে সুষ্ঠুভাবে চালু করা উচিত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে Relief and Rehab. এর আমলে যে সমস্ত সমবায় সমিতি চালু ছিল সেগুলো অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। আমি হাউসের সামনে আবেদন করছি যে সমবায়গুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, সরকারের তরফ থেকে কড়া নজর রেখে সমবায়ের যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী আছে তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা দেওয়া উচিত। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সরকারের তরফ থেকে যে সব বাঁধ দেওয়া হয় সেগুলো কোথায়ও কোথায়ও ভেঙ্গে যায় তার ফলে প্রচুর টাকা নষ্ট হয়। এই কথার আমি প্রতিবাদ করছি এই জন্য যে নদীনালাই, গ্রামবাসীর সাহায্যে যে বাঁধগুলি দেওয়া হয়, সেই বাঁধ দিতে ৪।৫ শত বা হাজার টাকার মধ্যে দেওয়া হয়। সেই বাঁধ হয়ত টিকেনা, কিন্তু তার থেকে প্রায় কৃষকেরাই ৬ মাস উপকারিতা পেয়ে থাকেন। তবে কথা হচ্ছে কোথায়ও কোথায়ও এই বাঁধ ভেঙ্গে যায়। ভেঙ্গে গেলেও আমাদের সরকার বা কৃষকদের সেই অনুপাতে ক্ষতির পরিমাণ কম। কারণ আমরা ফসল অনেক ভাল পরিমাণে পাই। ২০ মণের জায়গায় যদি ৪০ মণ ধান উৎপন্ন হয়, তাহলে এটাকে আমরা সরকারী টাকার অপচয় বলতে পারি না। এদিকে আমি House এর সামনে আবেদন করছি, বড় বড় বাঁধ দিতে হয়ত পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় এবং অনেক বৎসর লাগে তাহা নির্ম্মাণ করতে। আমার কথা হচ্ছে যাতে আমরা প্রত্যেক নালা, ছড়া বা খালের জল সংরক্ষণ করতে পারি সেজন্য যখনই যেখান থেকে সরকারের নিকট আবেদন আসবে, তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সরকার যাতে শীঘ্রই সেই বাঁধ নির্ম্মাণে সহযোগিতা করেন। আমার এলাকায় এমন কতগুলি ছড়া আছে যাতে আমরা ১ হাজার ২ হাজার টাকা খরচ করলে অনেক জল আটকাতে পারি। দরখাস্ত করলে পরে enquiry হয় তাতে ৪।৫ মাস দেরী হয়। তারপর Contractor নিযুক্ত করাতেও কিছু বিলম্ব হয়, এই ভাবে হয়ত Season টাই চলে গেল। কাজেই আমি আবেদন রাখছি এই ছোট ছোট কাজ গুলি যাতে গ্রামের পঞ্চায়েত মাধ্যমে এবং সরকারী সংস্থার মধ্যেমে তাড়াতাড়ি করা হয়। আমার মনে হয় এভাবে আমরা যদি কৃষক ভাইদের সহযোগিতা করতে পারি,

এবং তারাও যেভাবে কৃষি কাজের দিকে নজর দিয়েছেন তাতে আগামী ২।৪ বা পাচ বৎসরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব। আমার Sub-Divisionএ শুক সাগর জলায় আমি গিয়েছি। সেখানে যে জায়গা আমরা ১৯৫২ সনে রিফ্উজীদের দিয়েছিলাম তা আজও অনাবাদি অবস্থায় পড়ে আছে। তারা তা চাষ করতে পারছেনা। তার কারণ হল তাদেরকে হয়ত যে ২ কাণি, ৪ কাণি বা ৫ কাণি জায়গা দেওয়া হয়েছে, তার সবটাই জঙ্গল গাছের গুড়িতে ভরা অবস্থায় আছে। যদি সরকারী সংস্থা থেকে reclamation করে তাদের জমি দেওয়া হয় তবে এই বিরাট অনাবাদী জমিকে দো ফসলী জমিতে পরিণত করা যায় এবং তাতে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করা যায়। এবং বিস্তীর্ণ এলাকার অধিবাসী এতে উপকৃত হবে। কৃষি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আর একটি কথা এখানে রাখব। আমি আলু ফসল সম্বন্ধে বলছি প্রত্যেকটি Sub-Divisonএ যদি একটি করে Cold storage করা হয় তাহলে চাষীরা অনেক উপকৃত হবে। কারণ আলু ঘরে রাখলে বা গোলায় রাখলে পঁচে যায়। কিন্তু Cold storage এ রাখলে বেশ কিছু দিন থাকে তাতে কৃষকরা দু পয়সা পায়। কিন্তু তা না থাকায় যখন বাজারে ১৫।১৬ টাকা আলুর মণ থাকে তখন মহাজনরা মফঃস্বল থেকে সমস্ত আলু কিনে গুদামজাত করে রাখে। ফলে কৃষকরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই আমি House এর সামনে আবেদন রাখছি যাতে প্রত্যেকটা Sub-Division এ এক একটি করে cold storage করা হয় এবং কৃষি কাজের জন্য যে টাকা ব্যয় হবে সেই টাকার সুযোগ যেন কৃষকরা পায়। আর একটি জিনিষের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল আমাদের এখানে যেসব অঞ্চল টিলাভূমি, সেখানে ফসল খুব ভাল হয়। এ বিষয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলেছি। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি Sub-Division এ যদি কয়েকটি করে ট্রাক্টর দেওয়া হয় এবং তার সাহায্যে টিলা জমিতে চাষাবাদ করা হয়, তা হলে আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যের অভাব থাকবে না। এই দিকে যাতে নজর দেওয়া হয় তার জন্য এই হাউসের নিকট আমি আবেদন রাখছি।

মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য আদিবাসীদের বোর্ডিং হাউস সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, আমার মনে হয় তাতে সাম্প্রদায়িক একটা মনোভাবই জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা উনি করছেন। উনি বলছেন যে বোর্ডিং হাউসে Tribalরা ভর্ত্তি হতে পারে না, সেখানে শুধু বাঙ্গালী। উনি ভুলে যাচ্ছেন যে Scheduled caste ও Scheduled Tribe ছাত্রীদের জন্যই বোর্ডিং হচ্ছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোক সমান সুবিধা পাবে। বাঙ্গালীদের মধ্যে যে Scheduled Caste আছেন সেটা উনি ভুলে গেছেন। আমরা দেখেছি কোন বোর্ডিংএ যদি ৩০টি সিট থাকে. তাতে ২০ জন tribal ও ১০ জন Scheduled caste স্থান পাচ্ছে। উনি যে ভাবে কথাটা রাখছেন, তাতে আদিবাসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক ভাব জাগিয়ে তুলতে চান আদিবাসীরা সত্যি সরল, অনগ্রসর। আমি আদিবাসী এলেকায় তাদের সঙ্গেও মিশি, এবং তাদের আচার ব্যবহার, চাল চলন ইত্যাদি সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা আছে। তাদের উন্নতি

করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে এবং Cooperative এর মাধ্যমে তারা যাতে সব সময় টাকা নিতে পারে তা দেখতে হবে। সমবায়ের মাধ্যমে তারা যাতে বীজ পেতে পারে এবং তারই মাধ্যমে যাতে ফসলাদি বিক্রী করতে পারে তাও দেখতে হবে। সরকারী সমবায়ের মাধ্যমে টাকা পেতে তাদের দেরী হয় আর মহাজনদের নিকট গেলে তারা চুক্তি করে।

তার কারণ আমি দেখেছি যে একটা সমবায় সমিতির মধ্য দিয়ে প্রতিটি আদিবাসী এলাকায় ওখানকার যে মহাজনরা আছে, তারা কি করে। যখন সমবায়ের মাধ্যমে টাকা নিতে আসে তখন তাদের নিয়ম মত একটা resolution করতে হয় এবং কমিটির নিকট submit করতে হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে পেতে তাদের অনেক দেরী হয়, বছরে হয়ত একবার পেল। কিন্তু মহাজনরা ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে চুপটী করে। ওরে! নিয়ে এলি না টাকা? কতদিন ঘুরবি। দরখাস্ত কর, মঞ্জুর হবে, মিটীং হবে। বাধ্য হয়ে তখন আদিবাসীরা হাতের কাছে ১০৲ টাকা ৫৲ টাকা যা পায় নিয়ে নেয়। এই করে যখন তার ফসল উঠল, তখন কি করল বাড়ীতে বাড়ীতে চলে গেল। তার ফসল শুকাল বা না শুকাল সেই চিন্তা সে করল না। ফলে তাঁর গুদামে সমস্ত মাল চলে আসল। এখানে প্রত্যেকটী আদিবাসী এলাকায় সমবায় যাতে চালু হতে পারে এবং সমবায়ের যারা president, secretary হবেন তাদের সেই এলাকার লোক হতে হবে এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারী দ্বারা সমবায় সমিতিগুলি চালিত করতে হবে এবং তাদের সময় মত টাকা দিতে হবে। তবেই আমি জানি সেই আদি-বাসী ভাইদের উন্নতি হবে। তারা পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে পারে। কিন্তু তাদের ঐ যে নগদ টাকার একটা শাঁয়া, দাদনের মায়া তার থেকে তাদের রক্ষা করতে হলে একমাত্র উপায় হল সমবায় সমিতি। আমি তাই House এর কাছে আবেদন রাখছি আদিবাসী এলাকাগুলির মধ্যে তারা যাতে মহাজনের দাদন থেকে রক্ষা পেতে পারে, এই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আর একটা আবেদন রাখছি যে মহারাজের আমল থেকে আদিবাসীরা দাদন, লোন ১৫ টাকা, ১০ টাকা করে নিয়েছে group by group. তার মধ্যে হয়ত, অনেকে তা শোধ করেছে অনেকে শোধ করতে পারে নি। আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি যে তাদের এই ঋণ থেকে মুক্ত করা হউক। তা না হ'লে আমি দেখেছি ১০ টাকা, ২০ টাকা, ১৮ টাকাতে সুদ ২০০ টাকা পর্য্যন্ত তাদের দিতে হচ্ছে। অতএব আমি House এর কাছে আবার আবেদন করছি যাতে তাদের এই দাদন-লোন থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। আর একটা প্রস্তাব আমি এখানে রাখছি। আদিবাসীরা Reserve forest এ কাজ করছে। Tribal Advisory Board থেকে আড়াই টাকা তাদের মজুরী নির্দ্ধারণ করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে তাদের আড়াই টাকা মজুরীতে পোষায় না, তাদের যেন ৩ টাকা মজুরী করা হয় এবং পুরুষ ও মেয়েদের একই মজুরী নির্দ্ধারণ করা হয়। তার কারণ আজকাল দ্রব্যমূল্য অত্যধিক, প্রত্যেকটা জিনিষের দাম বেশী। আমি আবেদন রাখছি যারা forest reserve এ কাজ করে তাদের যেন দৈনিক ৩ টাকা মজুরী দওয়া

হয়। আমি আর একটা কথা বলছি আমাদের যে Agriculture এবং Fishery Deptt. আছে তাতে অনেকগুলি machine আছে। তার সব machine এর নাম অবশ্য আমার জানা নাই। এই machineগুলি কি অবস্থায় আছে আমি জানি না। চৈত্র বৈশাখ মাসে চাষীদের জলের প্রয়োজন হয়। যদি machineগুলি প্রত্যেক গাঁও সভায় দেওয়া হয় এবং তাদের হেপাজতে রাখা হয় তাহলে আমার মনে হয় চাষীরা তার দ্বারা অনেক উপকার পাবেন। চৈত্র বৈশাখ মাসে খরার সময় এই machineগুলি তারা কাজে লাগাতে পারবেন। আমার মনে হয় যদি গ্রামের প্রত্যেক কৃষি পরিবারকে সমবায় সমিতির member করা হয় এবং কৃষকের ছেলেরা যারা Class VIII, IX বা Class X পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেছে, তাদেরকে training দিয়ে এনে ঐ সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি পরিচালনার কাজে নিযুক্ত করা হয় তাহলে কৃষির দিক দিয়ে ত্রিপুরার আরও অনেক উন্নতি হবে। অনেক গ্রামে হয়ত বিভিন্ন শহর থেকে কর্ম্মচারীরা যান এবং কৃষকদের নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু সেই নির্দ্দেশ হয়ত কৃষকরা মানে না। কিন্তু কৃষকদের ছেলেরা যদি সেই গাঁও সভার মেম্বার হয় যদি ঐ গাঁও সভাতে চাকুরী করে তাহলে তারা মাঠে ময়দানে নামতে দ্বিধা করবে না। অতএব আমার মনে হয় গাঁও সভার সদস্যের ছেলেদের যদি পঞ্চায়েত সেক্রেটারী হতে আরম্ভ করে এই জাতীয় অন্যান্য চাকুরী দেওয়া হয়, তা হলে গ্রামের উন্নতি হবে। আমার এলাকার দুই একটি কথা আমি বলছি। আগেও আমি এই প্রস্তাব দিয়েছি। যেমন হিরাপুর মহারাণী একটা বাঁধ, লক্ষীপতি একটা বাঁধ, বেশী ব্যয়সাধ্যও নহে। তবে আমার মনে হয় Minor Irrigation Deptt. থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা ইত্যাদি করে, tender call করা হয়। বহু সংস্থার হাত দিয়ে যাওয়ার ফলে এতে প্রায় ২।৩ বৎসর সময় লাগে। আমি সেই জন্য হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এই কাজ ত্বরান্বিত করা হয়। তা হলে আমার মনে হয় কৃষকদের পক্ষে সুবিধা হবে এবং খাদ্য উৎপাদনের পক্ষেও সহায়ক হবে। সুখসাগর জলার জন্য যে tender call হল এটা আজ তিন বৎসর যাবৎ tenderই call করা হচ্ছে। তবে আজ কয়েক দিন হয় Contractor নিযুক্ত করা হয়েছে। হলেও এই বৎসর আর কাজ হবেনা। কারণ বর্ষা সমাগত। এই সব ছোটখাট বাঁধ যাতে ত্বরান্বিত করা হয় সেইদিকে আমি Houseএর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দেশে Forest গড়ে উঠুক, reserve হউক এটা আমরা স্বীকার করি। স্বীকার করতে গিয়ে তা যে আমাদের কৃষির অসুবিধা সৃষ্টি করে, মানুষের অসুবিধা সৃষ্টি করে, তার দুই একটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি। যেমন আমার এলাকার কথা বলছি। আমরা যতই ফসল ফলাই না কেন আমাদের ফসলের উপযুক্ত ভূমি যেভাবে forest গ্রাস করছে, এবং তাতে বনের সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে বানরের জালায় আমরা ফসল উঠাতে পারি না। যেখানে দশ মণ ফসল হবে, সেখানে এক মণ করেও আনতে পারা যায় না। যদিও forest Act এ বলছে যে এক শিকল দূরে তোমরা জঙ্গল কাটতে পার, কিন্তু কাটতে গিয়ে আমরা বিভিন্ন অসুবিধা ভোগ করি। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে

বলব সে কৃষকেরা যেখানে ফসল ফলায় তার ১০।১৫ হাতের মধ্যে যাতে কোন বন সৃষ্টি হতে না পারে। কারণ ফসলের সঙ্গে জঙ্গল থাকলে বানরের অত্যাচার থাকবেই। বানরের সঙ্গে মানুষ যুদ্ধ করতে পারে না। রাবণকুল ধ্বংস হয়ে গেল বানরের সঙ্গে লড়াই করে। মানুষ কি ভাবে লড়াই করে ওদের সঙ্গে। আমার মনে হয় আমার এলাকায় যে ভাবে বন সৃষ্টি করছে তাতে আর কিছু দিন পর শুধু বানরই মানুষকে দৌঁড়াবে। আমি আর একটি আবেদন রাখছি যে মানুষ বন রক্ষা না করলে বন গড়ে উঠত না। আমার sub-division এর কথা বলছি। আমার এলাকাতে এমন বিস্তীর্ণ এলাকা আছে, যেমন মহারাণী, বড় মুড়া, উত্তর বড়মুড়া, দক্ষিণ বড়মুড়া সেখানে বন চাষ করলে ১০ বৎসরেও শেষ করা যাবে না। সেখানে লোক খুব কম। কিন্তু মাতার বাড়ী, ফুলকুমারী, গর্জি ইত্যাদি এলাকায় বন সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে ঐ এলাকার অধিবাসীদের অত্যন্ত অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। ঐ এলাকাতে চাষী পরিবাররা তাদের গরু বাছুর রাখে, কিন্তু সেটাতে বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। আমি তাতে বাধা দিয়েছি। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে বলছি বন আমাদের করতে হবে, বাগান আমাদের করতে হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরাকে কৃষির দিক দিয়াও সমৃদ্ধিশালী করতে হবে। আমার এলাকার মধ্যে যে টিলা আছে এই টিলার মধ্যে বিভিন্ন রকম বাগান করা যায়। আদিবাসীরা যদি বন্দোবস্ত চায়, সেখানে যদি তাদের ফলের বাগান করতে দেওয়া হয়, তাদের যদি সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে ২।৪ বৎসরের মধ্যে তথায় বাগান গড়ে উঠবে। আনারস ফসল ত্রিপুরার একটি বড় সম্পদ, কিন্তু সেটা ক্রমশঃ ত্রিপুরা থেকে বিলুপ্ত হতে চলছে। তার কারণ তারা দাম পায় না। আমি জানি এখানে আনারসের দুই একটা factory হওয়ার কথা ছিল, এরকম প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েওছিলাম। কিন্তু তা কার্যকরী হয় নাই। তাই আমি বলছি ঐভাবে যদি বাগানে আনারস করে তা সংরক্ষণ করা যায়, তাহলে ত্রিপুরাতে এই আনারস একটা অর্থকরী সম্পদ হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া তিল, সরিষা, তুলা এগুলি আমাদের দেশে টিলাতে আগে উৎপন্ন হত। কিন্তু এখন হয় না কেন? এখনো হতে পারে যদি সরকারী তরফ থেকে আদিবাসী এলাকায় যেসমস্ত টিলাগুলি পড়ে আছে সেখানে যদি নজর দেওয়া হয় এবং ছোট ছোট ট্রাক্টর দিয়া সমবায়ের মাধ্যমে এইগুলিতে যদি চাষ করা যায় তাহলে তিল, কার্পাস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপন্ন হয়। আমার মনে হয় forest থেকে এর আয় কম হবে না। আমি এইদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Forest গড়ে উঠুক কিন্তু কোন Sub-divisionএ কত জায়গা আছে এবং

কতটুকু জমি forest cultivation এ আনা হবে এই সম্পর্কে একটা তদন্ত না করা পর্য্যন্ত আর যেন কোন জমি forest এর অন্তর্ভুক্ত করা না হয়।

জমির খাজনা সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে নামজারী করার সময় খাজনা ধার্য্য করা হয়েছে বটে কিন্তু তখন খাজনা নেওয়া হয় নাই, যার ফলে ৪।৫ বৎসরের খাজনা জমে আছে। দরিদ্র কৃষকদের একসঙ্গে এই টাকা দিবার মত সঙ্গতি নাই। খাজনা যাতে সহজ কিস্তিতে দিতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। আর একটি বিষয়ে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, কোন জোত হয়ত দশজনের নামে নামজারী করা আছে। দশজন অংশীদারের ৩। ৪ জন অংশীদার যদি তহশীল অফিসে খাজনা দিতে যায় তাহলে তাদের বলা হয় যে সমস্ত অংশীদার যদি একসঙ্গে টাকা না দেয়, তাহলে খাজনা নেওয়া হবে না। এর যাতে একটা সুরাহা হয় সেজন্য আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করব। আদিবাসী ভাইদের সম্পর্কে আমি দু একটি কথা বলব। যারা জুমিয়া সেটেলমেন্ট পায় নাই তারা যাতে কিছু কিছু জুম কাটতে পারে সে জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব। কিছু কিছু আদিবাসী যারা জুম কেটেছে, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের উপর মোকদ্দমা করবে বলে ভয় দেখানো হচ্ছে। ঐ সব আদিবাসীর যাতে কোন রকম ক্ষতি না হয় সে জন্য আমি এই হাউসের নিকট আবেদন রাখব। বিরোধী পক্ষের কোন কোন সদস্য আদিবাসী ও বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য নানা রকম বিভ্রান্তিকর বক্তৃতা করে থাকেন, যেমন আদিবাসী এলাকায় আদিবাসীরা চাকুরী পান না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে আদিবাসী কোন প্রার্থী থাকলে তার Case সর্ব্বাগ্রে গণ্য করা হয়। তবে মাননীয় সদস্য যদি চান যে যেখানে Matric Pass প্রার্থীর দরকার সেখানে Non-Matricকে চাকুরী দাও, যেখানে B.A. পাশ প্রার্থীর দরকার সেখানে Matric পাশকে চাকুরী দাও, তাহলে সেটা অন্য কথা। মাঠে ময়দানে এইরূপ কথা বলা সেটা রাষ্ট্র বিরোধী কথাবার্ত্তা বলেই আমার মনে হয়। বিরোধী পক্ষ এইভাবে আদিবাসী এলাকায় প্রচার চালায় যে—দেখ তোমাদের চাকুরী না দিয়া বাঙ্গালীদের চাকুরী দিচ্ছে। আমি জানতে পেরেছি যে কোন কোন এলাকায় তাঁরা Fifth Schedule ইত্যাদি নিয়ে একটা আন্দোলন শুরু করবে বলছেন। এটা দেশের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হবে বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি কৃষি মন্ত্রীর নিকট এই আবেদন রাখব যে ছোট ছোট গ্রামে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকেরা তাদের যাবতীয় জিনিষ যাতে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করবেন।

কৃষকের রাস্তার প্রয়োজন অপরিহার্য্য। কোন কোন অঞ্চলে এক বস্তা লবণ নিতে হলে তা মাথায় করে নিতে হয় এবং সেজন্য অতিরিক্ত খরচ দিতে হয়। আর কোন কৃষক যদি ১ মণ চাউল বাজারে আনতে চান, তার জন্য মজুরী খরচ দিতে হয়। তাই রাস্তা ঘাট ভাল করা দরকার। রাস্তা যে না হয়েছে তা নয়। তবে আমাদের এলাকায়, যেমন গর্জ্জি থেকে ছুইনানি, উত্তর মহারাণী ইত্যাদি পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে তাকে যদি আরো ভালো করে সম্প্রসারণ

করা হয় তাহলে জনসাধারণের উপকার হবে। তাই আমি আবেদন করব যে গর্জি থেকে উত্তর মহারাণী, দক্ষিণ মহারাণী পর্য্যন্ত যে রাস্তা তা যেন আরো ভাল করে তৈরী করা হয়।

আমাদের উদয়পুর সাবডিভিসনে উদয়পুর একটি মাত্র হাসপাতাল এবং কাকড়াবনে একটি Primary Health Centre আছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে, তাই গর্জি, শালগড়া ও মহারাণীতে যেন একটি করে P. H. Centre দেওয়া হয়। উদয়পুরে যে Out-door Dispensary আছে তাতে রোগীর অসংখ্য ভীড় হয় এবং সকাল ৭টা হতে দুপুর ১২টা পর্য্যন্ত ছোট ছোট শিশু সহ ছেলেমেয়েরা ভীড় করে থাকে। তাই তাদের বসার জন্য যাতে একটি উপযুক্ত স্থান করে দেওয়া হয় সে জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করব। রোগীদের খাদ্য যাহা দেওয়া হয়, সেটা একটু improve করা দরকার। কারণ প্রত্যেকটি জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু যে টাকা রোগীদের জন্য বরাদ্দ আছে, তাতে হয়ত খরচ সঙ্কুলান হয় না, এইদিকে আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী একটু বিবেচনা করবেন। জেলখানার কয়েদীদের সম্বন্ধেও আমিও একই কথা বলব। আগের প্রথা অনুযায়ীই নাকি তাদের রেশন দেওয়া হয়। এইদিক দিয়েও আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে Minister মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখছি যাতে এইদিকে একটু নজর দেওয়া হয়। তারপর veterinary সম্পর্কে মোটামুটি একটা বক্তব্য এখানে রাখছি। কৃষকদের গরুই হলো একমাত্র সম্বল। আমাদের দেশে যে সমস্ত গরুগুলি এসেছিল সেগুলি খুব সুন্দর ছিল। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় পশু বিভাগ থেকে যে সমস্ত Dispensary দেওয়ার কথা ছিল, আমার মনে হয় তা অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলছে। সমস্ত উদয়পুরের মধ্যে একটা মাত্রই Vety. Dispensary আছে। এরপর মহারাণী ও গর্জিতে দুইটি কেন্দ্র করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও বোধ হয় ডাক্তারের অভাব। এইভাবে এক একটা মৌজায় যাতে গো-প্রজনন কেন্দ্র করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আবেদন রাখছি। কেন না গো সম্পদ ব্যতীত কৃষির উন্নতি হবে না। অন্ততঃ প্রত্যেক Sub-Divisionএ যাতে গো-প্রজনন কেন্দ্র গড়ে উঠে এবং ঔষধ যাতে প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে থাকে। গরুর কখন যে কি রোগ হয় বলা যায় না। আমি দেখছি অনেক সময় ডাক্তাররা ঔষধের অভাবে অনেক গরুর চিকিৎসা করতে পারে না। তাই এই দিক দিয়ে আমি House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিক্ষা বিভাগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে সত্যি ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগ অনেক এগিয়েছে। তবে কথা হচ্ছে অনেক জায়গায় হয়তো Senior Basic, Higher Secondary School এর জন্য টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু building বা আবাস তৈরী হচ্ছে না। আমার Sub-Division এর কথাই বলছি অনেক জায়গায় ৩।৪ বৎসরে কয়েকটা Senior Basic School দেওয়া হয়েছে কিন্তু যে ঘর নিয়ে স্কুলগুলি আরম্ভ হয়েছিল সেই ঘরগুলি এখনো সেই ভাবেই আছে। আমি একটির ও কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে দেখি না।

আমার Sub-Division সম্পর্কে আমি শিক্ষা মন্ত্রীর কাছে আবেদন করব যে উদয়পুর Sub-Divisionএ Higher Secondary School দিতে হবে। কেন দিতে হবে? না ১৯৬০ বৎসরে আমি মাত্র একটি স্কুল পেয়েছি। আর আমার Sub-Divisionএ Higher Secondary School হয়নি। গত বৎসর একটি মাত্র স্কুল হয়েছে। তাতে Public ও অনেক টাকা দিয়েছে। তাই আমি আবেদন রাখছি যে আমার Sub-Division এ যেভাবে লোক সংখ্যা বাড়ছে তাতে আমাকে চারটি Higher Secondary School দিতে হবে। এই বলেই Budget এর সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় Speaker Sir. আজকে যে পরিস্থিতিতে আমরা ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করছি তা ঐতিহাসিক। কারণ ১৯ বৎসরের কংগ্রেস দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের মানুষ বিদ্রোহ করেছে এবং গত নির্ব্বাচেন ভোটের বাক্সে কংগ্রেস শাসকদল তাদের মৃত্যুর পরোয়ানা দেখতে পেয়েছে। শতকরা প্রায় ৭০জন ভারতবাসী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাহাদের ভোট দিয়েছে। যে সময় বিরোধীদল শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, সেই সময়ে ত্রিপুরার এই গতানুগতিক এবং অগণতান্ত্রিক বাজেট একান্তই হতাশা পূর্ণ। চারিদিকে পাকিস্থান, এই কথাটা সবাই জানেন। এবং নূতন উদ্বাস্তুর আগমন হচ্ছে, সেইদিক থেকে প্রথমতঃ যদি আমাদের বাঁচতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সহায়তা আমাদের চাই। ত্রিপুরার তিন ভাগের একভাগ অনগ্রসর উপজাতীয় আর বাকী তিনভাগ উদ্বাস্তু বলিলেই হয়। তাদের জীবিকার জন্য চাকুরী, খাদ্য ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের বহন করা দরকার। এই কথাটা আমি জোরের সঙ্গে বলছি এবং তাছাড়া মাননীয় Speaker. Sir, খনিজ সম্পদ আছে কিনা সেই সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্যের মধ্যে আমি কোন কিছু খুঁজিয়া পাই নাই এবং সেটা অনুসন্ধান করা হবে কিনা সে কথাও নাই। ধর্ম্মনগর হইতে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ যে সম্প্রসারিত করা হবে এবং ডম্বুর জল—প্রপাত যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে করা হবে সে জিনিষটা আমরা ৫ বৎসর ধরে শুনছি কিন্তু হচ্ছে না। সবই শুনছি কিন্তু কোনটাই হচ্ছে না। আসাম হতে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে এই কথাও ৫ বৎসর ধরে আমরা শুনছি। কাজেই আমরা জানি খনিজ সম্পদ, রেল যোগাযোগ এবং সস্তায় বিদ্যুৎ, রাজ্যের শিল্পায়নের কাজে নিশ্চয়ই আমাদের প্রয়োজন। ত্রিপুরা সরকার যদি সেই জিনিষটাতে গুরুত্ব না দেন তা'হলে সেই পরিকল্পনা আকাশ কুসুম পরিকল্পনা হবে। মাননীয় Speaker, Sir, সুতার কল প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোথায় সেই সুতার কল, আর সেই লাইসেন্স হোল্ডার? অদ্যাবধি সুতার কল প্রতিষ্ঠিত হয়

নাই। সামান্য ছোট ছোট ক্ষুদ্র শিল্পায়ণ গঠনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়া corporation গঠন করেছিলেন। চট কল, কাগজের কল ইত্যাদির কথা আছে কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় তাহার নামও করেন নাই। কাজেই শিল্পায়ণের মাধ্যমে আমাদের দেশের ছেলেরা এবং সমস্ত বেকাররা যাতে কাজ করতে পারে এই জিনিষটা আমরা দেখি না। মাননীয় Speaker Sir, খাদ্যের ব্যাপারটা আরও কলঙ্কজনক। বিশ্বের বাজারে অর্থাৎ আমেরিকা কতটুকু খাদ্য দিবে না দিবে এর উপর নির্ভর করে আমরা কতটুকু খাব না খাব ঠিক করতে হয়। আমরা জানি সারা ভারতবর্ষে ঘাটতির পরিমাণ মাত্র সাতভাগ। সারা ভারতবর্ষে ঘাটতির পরিমাণ যদি মাত্র ৭ ভাগই হয় তা'হলে এই ৭ ভাগের জন্যই কি দেশে দুর্ভিক্ষ? কিন্তু আমরা জানি এই দুর্ভিক্ষটা আনে এই চোরাকারবারী এবং অন্যান্য মজুতদাররা। উদাহরণ স্বরূপ যদি বলতে চাই তবে উড়িষ্যার মত দেশ যেখানে খাদ্যের অভাব নাই সেখানে শত শত লোক অনাহারে মরেছে। কাজেই সেইদিক থেকেই তারা সেই অভাবটার সৃষ্টি করে এবং খাদ্যাভাব সৃষ্টি করে তাই প্রমাণিত হয় এইটার ভিতর দিয়ে। কাজেই এই সরকারের কাজই হলো দুর্ভিক্ষ আনা এবং মানুষকে অভাব অনটনের মধ্যে ফেলা। আর একটা কথা বলি। কেন্দ্র হতে যদি আমাদের ত্রিপুরা সরকার খাদ্য আমদানী করেন তা'হলে কি হবে! তাহলে ওনাদের যে বন্ধু চোরাকারবারী মজুতদাররা আছেন তাদের গোষ্ঠীর খাদ্যের রাজত্ব একদম সঙ্কুচিত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। মাননীয় Administrator বলেছেন যে ১৬ হাজার টন চাউল ও গম আগামী বছর খরিদ করিবেন। ১৯৬২ সালে ২৭৷৷০ হাজার টন এবং ১৯৬৩ সালেও সমপরিমাণ আমদানী করেছেন। এই অবস্থায় Administrator মহোদয় কি ভিত্তিতে মাত্র ১৬ হাজার টন খাদ্য খরিদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা অবশ্যই প্রত্যেককেই জানাবার কথা এবং যদি জানান তাহলে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হব। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্র হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় ৩০ হাজার টন চাউল এবং ৬ হাজার টন গম আনেন। ২৯শে এপ্রিল খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ওনারা ৫০ হাজার টন দেখিয়েছিলেন।

আমন ফসল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ধান সংগ্রহ করার কোন চেষ্টা করেন না। ধান্য ব্যবসায়ীরা যখন চাউল খরিদ করে তাদের গুদাম ভর্ত্তি করে ফেলে তখন সারকার ধান চাউল সংগ্রহ করতে যান এবং বলতে থাকেন চাউল নাই। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় যে টাকা পয়সার কোন হিসাবই পাওয়া যায় না। সহরে চাউলের দর ৩৮৲ টাকা করে নির্দ্দিষ্ট করবার জন্য একটা প্রস্তাব আছে। অর্থাৎ একটা Syndicate করে সমবায় সমিতির পোষাক পড়ে ৩৮৲ টাকা দরে চাউল কিনে রাখেন এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই চাউল ১০০৲ টাকা দরে বিক্রী হয়। ত্রিপুরা সরকার Food Corporation গঠন করেছেন। সরকারী হিসাব মতে আমরা দেখতে পাই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ২১৪ জন বড় জোতদার আছেন, তার মধ্যে ২০০ জন কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক, চোরা কারবারী। কাজেই এই রাজ্যের খাদ্য নীতির পরিবর্ত্তন যদি ত্রিপুরা সরকার না করেন তা হলে

ত্রিপুরাবাসীকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাড়াইতে হইবে এবং খাদ্যনীতির পরিবর্ত্তনে বাধ্য করতে হবে। ক্ষুধার্ত্ত মানুষের রেশন কার্ড তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। রেশনের দোকানে চাউল নাই। কাজেই আর্ত্তনাদের পরিবর্ত্তে মন্ত্রী মহোদয়ের ভাষণে সুখী পরিবারের একটি আত্মসন্তুষ্টির ভাব ছাড়া আর কিছুই নাই। পশ্চিম বঙ্গে এবং অন্যান্য স্থানে যেখানে অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হইয়াছে সেই খানেই খাদ্যদ্রব্যের দাম কমেছে আর এখানে নির্দ্দিষ্ট আছে যে ৩৮৲ টাকা দরে চাউল বেচাকেনা হবে কিন্তু বাজার দর দেখা যায় ৫০৲—৫২৲ টাকা। খাদ্য উৎপাদন করতে হলে কি প্রয়োজন সেই সম্পর্কে আমি বলছি ভূমি রাজস্বের আমুল পরিবর্ত্তন, ভূমিহীন কৃষককে জমি দেওয়া, খাজনা রহিত, কৃষি ঋণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী আট লাইনের বেশী বলিবার সময় পান নাই। ওনার বক্তৃতা শুনলে মনে হয় যেন ত্রিপুরায় উৎপাদনের লক্ষ্য ছাড়িয়াই গিয়াছে।

কাগজ পত্রে অনেক কিছুই আছে কাজেত কিছুই হচ্ছে না। সেই কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। গত বৎসর থেকে এই রাজ্যের অফিস আদালত সবজায়গায় বাংলা ভাষা চালু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলা এখনও চালু হয় নাই। সব কিছু ইংরাজীতে চলছে। সেইদিক থেকে আমি বলব যে আপনাদের প্রস্তাব প্রস্তাবাকারেই থাকে কাজে পরিণত হয় না। উদয়পুর, সোনামুড়া, কৈলাশহর ও ধর্ম্মনগরে যদি আপনারা বন্যা প্রতিরোধ কার্য্যকরী করিতে পারিতেন তা হইলে খাদ্য সমস্যার অনেকটা সমাধান হত বলে আমি আশা রাখি। কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটার উপর কোন গুরুত্ব দেন নাই। এটাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিৎ ছিল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত প্রমোদ দাসগুপ্তবাবু বলেছিলেন যে ত্রিপুরায় ৬ লক্ষ একর পতিত জমি আছে এবং এই জমিতে যদি ফসল ফলানোর ব্যবস্থা করা যায় তা হলে আমাদের উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। কিন্তু এই ছয় লক্ষ একর জমি থাকলে কি হবে? এটা নিয়ে এখানকার কংগ্রেসীরা রাজনীতির খেলা খেলছে। এই সব জমিতে কাউকে স্থায়ী ভাবে বসতে দিচ্ছে না। যে সমস্ত জোতের জমিতে, টিলা জমিতে চিরদিন যাবত চাষ করে আসছে সেখানে আর এক দল ভূমিহীন কৃষককে লেলিয়ে দিয়ে দাঙ্গার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

সীমান্তে গরুচুরি সাংঘাতিকভাবে হচ্ছে। এই জন্যই তারা সরকারের কাছে হাল বলদের জন্য বহু বৎসর ধরে আবেদন করছে এবং Land Mortgage Bank এর কাছে ঋণের জন্য আবেদন করেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ওরা পায়নি। যদি আমরা তাদেরে ঋণ দিতে না পারি তাহলে তারা কি করে ফসল বাড়াবে। সেদিক থেকে তাদের দাবী দাওয়া পুরণ করা দরকার বলে আমি মনে করি। আর সরকার ইচ্ছা করলেই কৃষকের পাটের দর বাড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু সেই জিনিসটা এখনো হচ্ছে না। আর আলুর বীজ এবং আলু ঠাণ্ডা ঘরে রাখার জন্য সরকার একটা প্লেন নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের সেই প্রস্তাব প্রস্তাবেই থেকে যায়, বাস্তবে পরিণত হচ্ছে না। ভুতুরিয়ার ঠাণ্ডা ঘরে ৬ আনা ৮ আনা

দরে আলু কিনিয়া রাখা হয় এবং ৬ মাস পরে সেগুলি বেশীদামে বিক্রি করা হয়। সরকারের এই গাফিলতির ফলেই সাব্রুম, সোনামুড়া, উদয়পুরের কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেইজন্যই সরকারের কাছে আমরা দাবী করব অবিলম্বে যেন ঠাণ্ডা ঘর তৈরী করে কৃষকের অভাব অভিযোগ মোচন করেন।

তৃতীয় পরিকল্পনা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করেছে কমলপুরের Pilot project. কারণ কমলপুরের Pilot project শিক্ষা দপ্তর সম্পর্কে যে মূল্যবান তথ্য পেশ করেছেন তা হয়তো শিক্ষামন্ত্রী পান নাই। ঐ Reportটি পাইলে হয়তো শিক্ষামন্ত্রী জানিতে পারিতেন যে আমাদের গরীব গ্রামবাসী ছেলেদের কিভাবে Primary schoolএ যেতে হয়। তাহারা অনেক সময় জামা কাপড়ের অভাবে স্কুলে আসিতে পারে না। আর কেউ কেউ Class IV, V পর্য্যন্ত পড়েই পড়াশুনায় ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়। শুধু কমলপুরেই নয়, সারা ত্রিপুরাতেই এই চিত্র দেখা যায়। আর শুধু এই-ই নয় এমন অনেক জায়গাও আছে যেখানে ২।৩ বৎসরের মধ্যে কোন পরিদর্শক যান নাই। সরকারী Reportএ আমরা দেখতে পাই অমরপুরে লেখাপড়া জানে এরকম মেয়ের সংখ্যা শতকরা মাত্র তিন জন। কাজেই এই রাজ্যের পরিকল্পনার লক্ষ্য কি হতে পারে আপনারা নিজেই বুঝতে পারেন। শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা তো দূরের কথা এখনো পাহাড় অঞ্চলে এমন অনেক Primary school আছে যে বহু দরখাস্ত করেও সরকারী সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন মোহনপুর তহশীলের সন্তোষ জমাদার পাড়ার স্কুলটী বহু দরখাস্ত করেও এখন পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য পায় নাই। শুধু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে নয় উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও এরকম অবস্থা দেখা যায়।

(Interruption)

Mr. Speaker :—I draw the attention of the Hon'ble Members that the member speaking should not be interrupted.

Shri Bidya Ch. Deb Barma M. L. A. :—এ রকম করলে আমাদের বলার কোন সুযোগ সুবিধা থাকবে না।

Mr. Speaker :—I have asked the members not to disturb you.

Shri Bidya Ch. Deb Barma M. L. A. :—যেমন খোয়াইয়ের রতনপুরের Junior Basic Schoolটি গ্রামবাসীরা এতদিন নিজেরাই চালনা করে আসছেন, কিন্তু এর পর বহুদিন পর্য্যন্ত তারা সরকারের কাছে দরখাস্ত করেও কোন সাহায্য পান নাই। শুধু এটাই নয়। সোনামুড়ার কাঠালিয়ার যে স্কুলটি, সেটিও আজ পর্য্যন্ত সরকারী সাহায্য পায় নাই। মাননীয় Speaker, Sir, আর একটি কথা, ফরেষ্টের এরিয়া এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে মানুষ সেখান থেকে বেরিয়ে না আসতে পারে। অমরপুরের গণ্ডাছড়া, রাইমা সরমা, বলংবাসা, জিয়লছড়া ও অম্পিনগর এই সমস্ত জায়গাগুলিতে যেভাবে Forest এলাকা দেওয়া হয়েছে তাতে মানুষের গ্রাম পর্য্যন্ত ঐ এলাকায় পরেছে। কাজেই সেদিক থেকে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। সেখানে অনেক সময় তাদের গাছ পালা লাগাইতে হয়। কিন্তু তাদের

গাছ পালা লাগাইতে দেওয়া হচ্ছে না। Forest করা ভাল। তবে মানুষের অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া Forest area যাতে দেওয়া না হয় সে দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সমবায় সমিতি আমাদের দরকার। কিন্তু যে সমস্ত সমবায় সমিতি আছে তাতে দুর্নীতি পরায়ণ লোক ছাড়া কেউ থাকে না। যেমন Appex Marketing Co-operative Societyকে দখল করার জন্য ঝগড়া মারামারির শুরু হয়ে গেছে। কাজেই এই সমস্ত Co-operative Societyতে দুর্নীতি পরায়ণ লোক যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি থাকা একান্ত কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

Engineering দপ্তরের বহু সিমেন্ট এবং লোহালক্করের কোন হদিস নাই। এই সম্পর্কে অন্ততঃ ত্রিপুরা সরকারের নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে বহু ডাক্তার খানায় ঔষধ পত্র নিয়েও চোরা কারবার চলছে। আগরতলায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে যে জলের কল তৈরী করা হয়েছে তা ও দু'দিন পরেই ভেঙ্গে যায়। আমার পুর্ব্ববর্ত্তী বক্তাও তা বলেছেন। কোন কোন জায়গায় Pipe ভাঙ্গিয়া গিয়া জলে flood হইয়া গিয়াছে। আর একটি জিনিষ আমারা এখানে লক্ষ্য করিতেছি। বৃটিশ আমলে যেমন পুলিশ রাজত্ব ছিল এখানেও ঠিক সেইভাবে বাজেটে টাকা বাড়াইয়া গ্রামে গ্রামে পুলিশ কেম্প বসান হইতেছে এবং কৃষকদের কাছ থেকে বহু টাকা পয়সা নেওয়া হইতেছে। এইকথা আমি পূর্ব্বেও বলেছি। এইভাবে মামলা মোকদ্দমা দায়ের করে তাহারা বহু লোককে জেলে পাঠাইয়াছে। এইভাবে দুর্নীতি চলে। নির্ব্বাচনের সময় খোয়াই-এর S. D. O. কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারকার্য্য চালিয়েছিলেন। উনার কাছে এই মামলার সুবিচার আমরা আশা করিনা। কারণ তাহারা সব সময়ই কংগ্রেসের গুণ গায় এবং পুলিশের কথাই শুনে। আমাদের পক্ষ হইতে যে সমস্ত case Court এ করি সেইসবের বিচার আমরা আজ পর্য্যন্ত পাই নাই। কাজেই এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আমরা কি করে আশা করব যে এখানে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করবে এবং আমাদের সমস্যার ঠিকমত সমাধান করতে পারব। সেটা আমরা আশা করতে পারিনা। আমরা সারা ভারতকে দেখিয়ে দেব ত্রিপুরার কংগ্রেসের গুণ্ডামি এবং স্বৈরাচারিতা। সকলের সহযোগিতায় আমরা সেটা উদ্ধার করতে চেষ্টা করব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

Mr. Speaker :—Now I call on the Hon'ble member Shri Radhika Ranjan Gupta to participate in the discussion.

Shri Radhika Ranjan Gupta :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন ত্রিপুরার প্রায় ৮০ভাগ লোকই হচ্ছে কৃষক। সুতরাং ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতি সম্বন্ধে যদি আমাকে বলতে

হয় তাহলে বলতে হয় যে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষের যে চাহিদা, আশা আকাঙ্খার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা জানি যখন বৃষ্টি না হয় তখন আমাদের কৃষকরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, হাহুতাশ করে কবে বৃষ্টি হবে, মাটি ভিজবে এবং তাহারা লাঙ্গল দিয়ে জমিতে চাষ করবে। আবার যখন অতিবৃষ্টি হয় তখন জমিতে নেমে আসে বন্যা এবং সেই বন্যায় জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই আজকে সরকারকে দেখতে হবে যাতে করে বন্যা নিয়ন্ত্রন করা যায় এবং জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Hydel Projectএর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে তাহা দ্বারা অন্তত ত্রিপুরা রাজ্যের ৩টি মহকুমার কৃষকদের আশা, আকাঙ্খা এবং চাহিদা মিটান সম্ভব হবে এই Hydel Project এর দ্বারা। এই Project অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং সেটা সর্বত্র গ্রহণ করার জন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তাহার মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব। আশ করব এখানে জমিতে ফসল ফলানোর জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জল সেচের ব্যবস্থা করে কৃষকদের চাহিদা পূরণ করা হবে। এই Hydro Project যদি সুষ্ঠভাবে হয় তাহলে কৃষকদের অভাব অভিযোগ পূরণে অনেক সহায়তা করবে। আজকে কৃষকদের জন্য যদি জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে কৃষকরা মরণের হাত থেকে বাঁচতে পারবে। যদিও আজকে অনেক জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তবু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে চিন্তা করে আরও যে সমস্ত ছড়া আছে, নালা আছে, সেগুলিকে বাঁধ দিয়ে জলসেচের জল সংগ্রহের জন্য, দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি স্পীকারের মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এই সমস্ত করলে পরে আমরা দেখব যে কৃষকের প্রায় ৮০ ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কারণ আজকে যে আধুনিক প্রথায় চাষাবাদ হচ্ছে তাহাতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জলসেচের একান্ত প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিক প্রথায় জমি চাষ করতে হলে জলসেচের ব্যবস্থার প্রয়োজন। ত্রিপুরার যারা অধিবাসী তারা অরণ্যতে বাস করেন, অরণ্য তারা ভালবাসেন। তারাও আজকে বুঝতে পারছেন যে Plantation এর উদ্দেশ্যটা কি। আমরাও জানি যে Forest plantation যদি না হয় তাহলে অরণ্য ত্রিপুরাতে আর থাকবে না এবং তার ফলে বন্যা অপরিহার্য্য হয়ে পড়বে। তাদ্বারা যে সমস্ত উঁচু টিলা আছে সেগুলি থেকে মাটি ধ্বসে পড়ে সমতল জায়গায় জমি নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং আজকে Forest conservation করতে হবে, এমনকি Forest reserve করতে হবে। তাই আজকে Forest reservation দরকার এবং সরকার সেইভাবে কাজ করে চলেছেন। সেখানে বিশেষ করে যখন অভাবের সময় অন্য কোন কাজ থাকে না তখন আদিবাসী কৃষকরা সেখানে কাজ করছেন। এতে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় একটা ব্যবস্থা হচ্ছে। কিন্তু আজকে যেখানে আদিবাসী কলোনী আছে সেইগুলির উন্নতিকল্পে পরিকল্পনা আমাদের নিশ্চয়ই থাকবে। সেই সমস্ত এলাকায় যে সমস্ত দীর্ঘ মেয়াদী Reserve forest আছে সেগুলির ফল হয়ত বিশ বছর পর আমরা পাব। তার সাথে সাথে দেখতে হবে স্বল্প মেয়াদী দুই বৎসরের মধ্যে বা তিন বৎসরের মধ্যে Plantation করতে পারি কিনা এবং তার থেকে লাভ করতে পারি কিনা, মুনাফা করতে

পারি কিনা। যাতে আমাদের অর্থনীতি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন আছে। কারন আজকে আমাদের ত্রিপুরায় আদিবাসীদের নিয়ে বৃহত্তর শিল্প করার সম্ভাবনা নেই। কারণ বৃহত্তর শিল্প করতে গেলে যে সমস্ত জিনিষ পত্রের প্রয়োজন তা হয়ত মাটিতে আছে বা মাটির নীচে আছে। হয়ত কয়লা আছে, কেরোসিন আছে, পেট্রোলিয়াম আছে বা অন্যান্য খনিজ আছে। কিন্তু ঠিক করে আমরা তা বলতে পারছিনা। কাজেই ত্রিপুরার প্রগতির জন্য, ত্রিপুরার উন্নতির জন্য Forest এবং কৃষির উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। কৃষি এবং ফরেষ্টের উপর ভিত্তি করেই ত্রিপুরাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। সুতরাং ত্রিপুরাকে শিল্পায়নের প্রয়োজনে, কৃষির প্রয়োজনে এবং সর্ব্বোপরি আমাদেব ত্রিপুরার মানুষের বাঁচা প্রয়োজনে আজকে এই যে বাজেট এবং বাজেটের মধ্যে যে চিত্র আমি দেখতে পাচ্ছি তাতে কি কি আছে? তাতে আছে কৃষি, ফরেষ্ট, পশু সংরক্ষণ, পশু চিকিৎসা ইত্যাদি। কারণ ত্রিপুরায় কৃষির জন্য হালের বলদের প্রয়োজন।

শিক্ষার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা গর্ব্ব করতে পারি। ভারতে আরও অন্য রাজ্যের সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা দেখব ত্রিপুরায় শিক্ষার হার এবং প্রতি বৎসর এখানে যে হারে স্কুল হচ্ছে, প্রাইমারী থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী—লোক সংখ্যা অনুপাতে যদি আমরা বিচার করি তাহলে আমরা দেখব অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের কথা বাদ দিলেও শুধু ভারতবর্ষের সাথে যদি তুলনা করি তাহলে আমরা দেখব যে শিক্ষার হার আমাদের কোন দিক দিয়ে কম নয়। তবু হয়ত কোন কোন জায়গায় এখনও স্কুল গড়ে উঠে নাই। তার কারণ হচ্ছে কোন কোন জায়গায় জুমিয়া ভাইরা আছেন তারা এখনও জুম চাষ করছেন। তাদের কাছে শিক্ষার আলো এখনও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই যেখানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পরিকল্পনা রয়েছে, ভূমিহীন কৃষকের পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে তার সাথে সাথেই তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনে শিক্ষা বিভাগ থেকে স্কুল স্থাপিত হবে এই আশা ও বিশ্বাস আমার আছে।

তারপর হল সমাজ কল্যান। কারণ আমরা সমাজভুক্ত মানুষ। আমরা পরিশ্রমী মানুষ। আমরা কাজ করব। আমাদের জন্য রুজি রোজগারের পথ উন্মুক্ত করে দেবে এই বাজেট। সুতরাং এই বাজেট একটা গুরুত্বপূর্ণ বাজেট, একটা সুন্দর বাজেট এবং এই বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker :—The discussion will be resumed to-morrow. The House Stands adjourned till 11 A.M. on Friday, the 24th March 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

UNSTARRED QUESTION NO. 15.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION :

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

(ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষি দপ্তরের কত টাকা খরচ হইয়াছে এবং কোন্ বিভাগে কি বাবদে তাহা খরচ হইয়াছে ?

ANSWER

জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে মোট খরচ :— টা: ৬,৭১,০৭৮

বিভাগওয়ারী খরচের হিসাব রাখা হয় না।

কর্ম্মচারীর বেতন, ভাতা ও রাহা বাবত খরচ :— টা: ৩,১। ,১০৮

বিবিধ :— টা: ৩,৫২,৯৭০

টা: [illegible]

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

MARCH, 24, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A,M. on Friday, the 24th March, 1967.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Minister, Deputy Speaker and twenty two Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the ministers concerned. Starred Questions. Question No. 1 by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :— Question No. 1.

Shri S: L. Singh : —Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 1.

Question	Answer
(ক) সিধাই থানার অন্তর্গত দক্ষিণ দশ-ঘরিয়া মৌজার শ্রীপ্রভুরাম দেববর্ম্মা এবং আরও ৮০ জন উপজাতীয় প্রজা গত ২৬। ৬। ৬৬ তারিখ যে দরখাস্ত করিয়াছেন তাহা কি ঋণ দপ্তরের হস্তগত হইয়াছে,	২৬। ৬। ৬৬ তারিখের কোনও দরখাস্ত ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে পাওয়া যায় নাই।
(খ) ইহা কি সত্য যে, তাহাদের দখলীয় প্রায় ৬০ দ্রোণ জমি বন রিজার্ভের অন্ত-ভুক্ত করা হইয়াছে এবং ঐ দরখাস্তে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে,	প্রশ্নই উঠে না।
(গ) উপজাতীয় কৃষকদের ঐ জমি কি রিজার্ভ ফরেষ্ট বহির্ভুত বলিয়া ঘোষণা করা হইবে ?	প্রশ্নই উঠে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে রিজার্ভের বহির্ভূত করার জন্য যারা আবেদন করে তাদের আবেদনের কোন শুনানী হয় নাই এবং তারা কোন নোটিশ পায় নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে এইকরম কোন দরখাস্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—প্রস্তাবিত রিজার্ভের কোন নেচারেল বাউণ্ডারী নাই, আইনতঃ তা হতে পারে কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—রিজার্ভের বাউণ্ডারী আছে, অতএব সেই অনুসারেই রিজার্ভ করা হয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—ফরেষ্ট আইন অনুসারে প্রত্যেকটি আবেদনকারীকে ব্যক্তিগত নোটিশ দেওয়া হয় কিনা।

Shri S. L. Singh :—I want notice of it.

Mr. Speaker : Question No. 19 by Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhirrm Deb Barma :—Starred Question No. 19.

Shri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 19.

Question	Reply.
(ক) সুবলসিং রেঞ্জের কোন ফরেষ্টারের বিরুদ্ধে চীফ্ ফরেষ্ট অফিসার কি কোন দুর্নীতির অভিযোগ পাইয়াছেন ?	হ্যাঁ।
(খ) যদি পাইয়া থাকেন, তাহা কি ধরণের ?	উৎকোচ গ্রহণ সংক্রান্ত।
(গ) এই অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হইয়াছে।	তদন্ত করা হইয়াছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই তদন্ত সম্পর্কে অভিযোগকারী নৃপেন চক্রবর্তীকে কি কোন নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল।

Shri S. L. Singh :—Allegation was enquired into by the D. F. O., Sadar on 18. 1. 67.

Mr. Speaker :—Starred question No. 11 by Shri Bidya Chandra Deb Barma, M. L. A.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Question No. 11.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 11.

Question	Reply.
(ক) বোনাস আইন অনুসারে ত্রিপুরার কোন চা বাগানে শ্রমিকদের কতটাকা বোনাস বাবদ পাওনা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কতটাকা তাহারা এ পর্য্যন্ত শ্রমিকদের দিয়াছেন ?	প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে এবং সংগ্রহের পরই পেশ করা হইবে।
(গ) বাকী বোনাসের টাকা যাহাতে শ্রমিকগণ অবিলম্বে পাইতে পারেন তাহার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন	শ্রমিকগণকে প্রাপ্য বোনাসের টাকা দেওয়ার বাকী থাকিলে উহা দেওয়ার জন্য মালিক গণকে প্রভাবিত করা হইতেছে।
(গ) যাহারা বস্তির শ্রমিক (রেজিষ্ট্রার্ড শ্রমিক নন) তাহাদের বোনাস দেওয়ার জন্য শ্রমিকদের মধ্য হইতে দাবী উঠিয়াছে কি ?	বাগানে স্থায়ী অথবা বস্তী শ্রমিক গণ নির্বিশেষে যদি তাহারা বৎসরে কমপক্ষে ৩০ দিন কাজ করিয়া থাকে,তবে সকলেই কাজের হাজিরার সংখ্যা অনুযায়ী ১৯৬৫ইং সনের বোনাস আইনের বিধি অনু-যায়ী বোনাস পাওয়ার যোগ্য।
(ঘ) যদি দাবী উঠিয়া থাকে তবে তাহাদের রেজিষ্টার্ড শ্রমিক বলিয়া গণ্য করিয়া বোনাস দেওয়া হইবে কিনা ?	নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— বোনাসের দুই বৎসরের পাওনা টাকা দেওয়ার জন্য মালিকের উপর কোন চাপ দেওয়া হইয়াছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :— প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে তাদের দেওয়ার জন্য সব সময়ই শ্রম দপ্তর থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— কি ভাবে সেই চাপটা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :— আইনে যে ভাবে আছে, যেখানে চিঠি লিখা দরকার সেখানে চিঠি লিখে আর যেখানে কনসিলিয়েশন বসে সেখানে কনসিলিয়েশনের মাধ্যমে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— এই বৎসরে কোন ত্রিদলীয় সম্মেলন ডেকেছিলেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশ গুপ্ত :— এই বিষয়ে আমি নোটীশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— শ্রমিকদের বোনাসের টাকা ফাগুয়ার আগে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা বা কবে পর্য্যন্ত হবে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকরা ব্যবস্থা করে তাদের কিছু টাকা কেউ যদি ফাগুয়ার আগে চায় তা হলে সেই রকম ব্যবস্থা মালিকরা করে দেন বলে আমি শুনেছি।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— বোনাসের টাকা যাতে দিতে না হয় তার জন্য মালিকরা রেজিষ্ট্রিকৃত শ্রমিকগণকে ছাঁটাই করে বস্তী থেকে শ্রমিক নিয়োগ করছেন ইহা কি সত্য ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত :— এই বিষয়ে আমি নোটীশ চাই।

Mr. Speaker :— Is there any other Supplementary ? Question No. 29 asked by Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :— Starred Question No. 29

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 29.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) এম, বি, বি, কলেজের ছাত্র কি কি দাবীর ভিত্তিতে দুই মাস আগে অনশন সত্যাগ্রহ করিয়াছিলেন ?	দাবীগুলি এই ধরনের :— ১। গত আগষ্ট হাঙ্গামায় যে সমস্ত ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল তাহার প্রত্যাহার। ২। আগরতলা হইতে বি, এস, সি অনার্স প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার্থীদের কলিকাতা যাওয়া আসার বিমান ভাড়া ও কলিকাতায় থাকা খাওয়ার খরচ সরকার কর্ত্তৃক বহন। ৩। ৩১শে জানুয়ারী ১৯৬৭ইং মধ্যে নূতন কলেজ বাস খরিদ এবং ১৯৬৬ইং সনের ৫ই নভেম্বরের মধ্যে ১০ মিনিট অন্তর অন্তর কলেজের ছাত্রদের জন্য ২নং রুটে বিশেষ বাসের ব্যবস্থা। ৪। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড রিনিউয়েলের ব্যবস্থা এবং ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে নূতন দরখাস্তকারীদের ষ্টাইপেণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা।

৫। কলেজ চৌহদ্দির মধ্যে একটি পাবলিক টেলিফোন অথবা ছাত্রদের ও সর্ব্বসাধারণের জন্য একটি অতিরিক্ত টেলিফোনের ব্যবস্থা।

৬। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ছাত্রদের কমন-রুমের সঙ্গে স্থায়ী প্রস্রাবাগার ও পায়খানার ব্যবস্থা।

৭। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে কলেজ প্রাঙ্গনে পরিশোধিত জল সরবরাহের ব্যবস্থা।

৮। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে একটি সাইকেল গ্যারেজ স্থাপনের ব্যবস্থা।

উপরি উক্ত দাবীগুলি ছাড়া অনশন চলাকালীন আরও দুইটি দাবী জানায়।

১। বোটানি বিভাগে লেকচারার নিয়োগ।

২। মেয়েদের ষ্টাইপেণ্ড পুনরায় চালু করা।

খ) তাহাদের কোন দাবী সরকার পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন?

খ) সকল দাবীই পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল।

গ) ঐ প্রতিশ্রুতি যদি পালন করা না হইয়া থাকে তবে উহা কখন পালন করা হইবে?

গ) দাবীগুলি সম্পর্কে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।

১। মামলা প্রত্যাহার—দাবী পূরণ করা হইয়াছে।

২। এম, বি, বি কলেজ অনার্স বি, এস্ সি পরীক্ষা—আগরতলায় এম, বি, বি কলেজ অনার্স বি, এস, সি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে পত্রালাপ চলিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত আগরতলায় এই প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর না হইলেই ছাত্রদিগকে এই উদ্দেশ্যে কলিকাতা যাওয়া বাবৎ সরকারী সাহায্য প্রদানের কথা বিবেচিত হইবে।

৩। বিশেষ বাস—

নূতন বাস ক্রয় করিতে হইলে বাজেট বরাদ্দ ও অন্যান্য প্রাথমিক যে কাজগুলি করিতে হয় তাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। কলেজের পুরাতন বাসটি অকেজো এই মর্ম্মে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে ছাত্রদের যাহাতে অসুবিধা না হয় সে জন্য ২নং রুটে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

৪। ষ্টাইপেণ্ড মঞ্জুর—

রিনিউয়েল ষ্টাইপেণ্ড ও নূতন পাইবার যোগ্য ষ্টাইপেণ্ড সম্বন্ধে ছাত্রদের দাবীগুলি পূরণ করা হইয়াছে। শুধু প্রাক্তন নির্যাতীত রাজনৈতিক কর্মীদের ছেলেমেয়েদের ষ্টাইপেণ্ডের মঞ্জুরী এখন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। এই সম্পর্কে স্থানীয় ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

৫। ছাত্রদের জন্য টেলিফোন—

টেলিফোনের ব্যবস্থার জন্য টেলিফোন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছে।

৬। পায়খানা ও প্রস্রাবাগার—

৩১শে মার্চ্চের পূর্ব্বেই এই সম্পর্কে কাজ শেষ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৭। পানীয় জলের ব্যবস্থা—

পানীয় জলের জন্য কল স্থাপনের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, শুধু একটি ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণের কাজ শেষ হইলেই উহা চালু হইবে।

৮। সাইকেল ষ্ট্যাণ্ড— পি ডব্লিউ. ডি কর্ত্তৃপক্ষ টিউবুলার ষ্ট্রাকচার সংগ্রহ করার আয়োজন করিয়াছেন এবং তাহা পাওয়া গেলেই সাইকেল ষ্ট্যাণ্ডের ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হইবে।

৯। মেয়েদের ষ্টাইপেণ্ড— রিভিউয়েল ষ্টাইপেণ্ড পুনরায় চালু করা হইয়াছে।

১০। বোটানি বিভাগে লেকচারার নিয়োগ— এই বিভাগে একজন সিনিয়র লেকচারার ও একজন লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—এই দাবীগুলির সংগে ২৯শে আগষ্টের ঘটনার মামলা প্রত্যাহারের কোন দাবী ছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি আগেই বলেছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কতটা কেস্ প্রত্যাহার করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ছাত্রদের বিরুদ্ধে যে কয়টি মামলা ছিল, সব কয়টিই প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—এখনও ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন মামলা আছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তো বলেছেন যে, সব কয়টি মামলাই প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে, কাজেই মামলার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্রদেববর্ম্মা :—এই মামলা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে ইহাই কি প্রমাণিত হয় না যে আগরতলার ঐ ঘটনার জন্য কোন ছাত্রই দায়ী নহে ?

শ্রীকৃষ্ণদাসভট্টাচার্য্য :—তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এটা সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কতদিনের মধ্যে এই সম্পর্কে জানা যাইবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বন বিভাগ হইতে সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক বনজ সম্পদ সংগ্রহের জন্য কি পারমিট দেওয়া হয় ?	সাপ্তাহিক পারমিট দেওয়া হয় না। মাসিক পারমিট দেওয়া হয় এবং বনজ বস্তুর পরিমাণ ও প্রকার ভেদে জন প্রতি দৈনিক সাধারণ পারমিট দেওয়া হয়।
খ) যদি দেওয়া হয়, তবে তাহার প্রত্যেকটির জন্য কত টাকা আদায় করা হয়।	মাসিক পারমিটের মূল্য ৩·৭৫ পয়সা, সাধারণ পারমিটের মূল্য নিরূপণ বনজ বস্তুর পরিমাণ ও প্রকারের উপর নির্ভরশীল।

গ) কি কি বনজ সম্পদ ঐ পারমিট বলে সংগ্রহ করা যাইতে পারে	মাসিক পারমিট বলে পারমিট গ্রহীতা কাঁধে বা ভারে ছন, শুষ্ক জ্বালানী কাষ্ঠ, পিটালী পাতা, কুরূচ পাতা, সংগ্রহ করিতে পারে। সাধারণ পারমিট বলে ছন, পক্ক বাঁশ, বেত, শুষ্ক জ্বালানী কাষ্ঠ ইত্যাদি যে বনজ বস্তুর জন্য মাশুল দেওয়া হয় উহা সংগ্রহ করা যায়।
ঘ) ইহা কি সত্য যে, ঐ পারমিট বলে বাঁশ সংগ্রহ করা যায় না এবং বাঁশের জন্য আলাদা পারমিট করিতে হয়,	মাসিক পারমিট বলে বাঁশ সংগ্রহ করা যায় না, সাধারণ পারমিট বলে করা যায়।
ঙ) যদি তাহা সত্য হয়. তবে তাহার কারণ কি ?	মাসিক পারমিট অনুবলে পারমিট গ্রহীতা পক্ক, অপক্ক নির্বিশেষে বাঁশ কর্তন করিয়া বাঁশ বনের সমূহ ক্ষতি সাধন করার আশংকা থাকে। সে জন্য মাসিক পারমিটে বাঁশ সংগ্রহ করিতে দেওয়া হয় না।

Mr. Speaker :— Is there any supplementary on this question ? There is one Unstarred Question—Question No. 45 asked by Shri Bidya Chandra Deb Barma. Minister may lay on the table of the House the reply to the Unstarred Question.

Government Business (Financial)
General Discussion on Budget for 1967—68.

Mr. Speaker :- Next business to-day is the general discussion on the Budget Estimate for 1967-68. Now I call on Shri Rabi Rankhal, Hon'ble Member to participate in the discussion.

শ্রীরবি রাংখল :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে যা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটা আমাদের ত্রিপুরার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য চাওয়া হয়েছে। অতএব আমি এটা সমর্থন করছি। তবে আমার কনষ্টিটিউয়েন্সী ডুম্বুরনগর সম্পর্কে বলছি, সেটা একটা ট্রাইবেল এলাকা। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মারফত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি ঐ এলাকার ট্রাইবেল ব্লকটা রীতিমত চলে না, সেটার যাতে আরও উন্নতি করা হয় এবং অমরপুর থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত দুই পারে চলাচলের রাস্তাটার উন্নতি যাতে আরও তাড়াতাড়ি করা হয়. তার যেন ব্যবস্থা করা হয়। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Shri Benoy Bhusan Banerjee to participate in the discussion.

শ্রীবিজয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৬৭—৬৮ সনের জন্য যে বাজেট এই হাউসে পেশ করা হয়েছে, তা আমি সমর্থন করি। এই বাজেট ত্রিপুরার পনের লক্ষ অধিবাসীর অগ্রগতির জন্য রাখা হয়েছে, ধাপে ধাপে ত্রিপুরাকে অগ্রসরের দিকে নিয়ে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি রেখে এই বাজেট করা হয়েছে। এই বাজেট ত্রিপুরার বিভিন্ন অবস্থায় ত্রিপুরার আদিবাসী এবং সমতলবাসী যে সমস্ত জনসাধারণ আছেন তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের এবং অনগ্রসর ত্রিপুরাকে ধাপে ধাপে অগ্রসর করে নেওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট তৈরা করা হয়েছে। তবে বাজেট সম্বন্ধে বলতে যেয়ে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। ত্রিপুরার অধিবাসীর শতকরা ৮০ জন কৃষক। যে দেশে শতকরা ৮০ জন কৃষক, সেই দেশের কৃষির যে উন্নতি এবং কৃষিপ্রধান দেশের যদি অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে হয় তা হলে তা কৃষি-ভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন।

অনগ্রসর ত্রিপুরা এবং তার যে অবস্থান তাতে ভারী কোন শিল্প গড়ে উঠা সম্ভব কিনা তাতে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। এখানে যদি অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয় তা হলে তাতে কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠা দরকার এবং কৃষিকে যদি সর্ব্বাঙ্গীনভাবে উন্নত করতে হয় তা হলে বনের যে প্রয়োজন তাকে অস্বীকার করা যায় না। এই দিক দিয়ে বন বিভাগের যে দৃষ্টিভঙ্গী তাও বাজেটে আছে এবং বলা যায় যে এই বাজেট ত্রিপুরার কৃষকের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং কৃষির উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে। ত্রিপুরার কৃষি এবং বনভিত্তিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেটে কয়েকটি বনজ সম্পদ গড়ে তোলার চিন্তা করা হয়েছে. যেমন রাবারের চাষ, তারপর প্লাইউড কারখানা হতে পারে। এই দিকে দৃষ্টি রেখে বৃক্ষ রোপনের ব্যবস্থা এবং কাজু বাদামের চাষ এইগুলি চিন্তা করা হয়েছে। কৃষি করতে গেলে সেচের প্রয়োজন। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বিদ্যুতের যে প্রয়োজন আছে এবং বিদ্যুতের মত জলসেচের যে ব্যবস্থা করা যাবে সেই দিকে যে দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রয়োজন আছে তা এই বাজেট দেখলে বোঝা যায়। এই বাজেটের মধ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরার জনসাধারণ এর অর্থ নৈতিক যে ব্যবস্থা আছে তার বুনিয়াদ অনেকটা দৃঢ়তর করবে। তবে আমার কয়েকটা কথা আছে এই সম্বন্ধে। ধর্ম্মনগরে কয়েকটা অঞ্চল, যে দেশ খাদ্য সমস্যায় জর্জ্জরিত, যে দেশের মানুষ খাদ্যের বৃদ্ধি কি ভাবে করা যায় তার জন্য চিন্তান্বিত, সেই দিকে লক্ষ্য করলে ধর্মনগরে কিছু প্রয়োজনীয় কাজ আছে যা একান্তভাবে করা দরকার। গত ফ্লাডের সময়ে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানেন যে ত্রিপুরার ধর্মনগরে এবং কৈলাসহরে যে ফ্লাড হয় তাতে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও এসেছিলেন এবং দেখে গেছেন। সেখানে মানুষ তার সমস্ত শ্রম দিয়ে যে শস্য গড়ে তোলবার সাধনা করছে সেখানে বন্যার প্রকোপ থেকে অসহায় কৃষক তার যে ভবিষ্যৎ সম্পদ. তার যে একমাত্র বেঁচে থাকার অবলম্বন, তা রক্ষা করতে পারে নাই। সে দিক দিয়ে আমরা লক্ষ্য করে দেখি ধর্মনগরে কয়েকটি জায়গায় যদি ফ্লাডকে রোধ করা যায়, কয়েকটি নদীকে যদি বাধ দিয়ে তার ফ্লাডের জল ক্ষেতের মধ্যে প্রবাহিত করে দেওয়া যায় তা হলে এই যে গরীব চাষী, এই যে কৃষক, তার যে একমাত্র সম্বল তা রক্ষা হতে

পারে। ধর্মনগর আসাম এবং ত্রিপুরার সীমান্তে যে নদী, সেই নদীকে কন্ট্রোল করা সম্ভব। এই দিক দিয়ে আমি বাজেটে কিছু দেখিনি। এই ব্যবস্থা থাকলে আমি সুখী হতাম। এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় স্পীকার মারফতে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি। ধর্মনগরে যে টাউন এবং তার আশে পাশে যে কয়েকটি গ্রাম বিশেষ করে রাজবাড়ী এবং ধর্ম্মনগরে যে একটা বাজার আছে এই বাজারও এই ফ্লাড থেকে রক্ষা পায়নি এবং অনেক অঞ্চলে এই ফ্লাডের ফলে কৃষকের যে একমাত্র ফসল ধান তা নষ্ট হয়ে যায়। কয়েকটি ছড়া এবং নালা যদি বাঁদ দেওয়া যায় তাহলে যে খাদ্য সমস্যা জর্জ্জরিত ত্রিপুরা সেই ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। মানুষ খাদ্যের জ্বালা সহ্য করতে পারেনা। এই দিক দিয়ে গ্রো মোর ফুড যে কথা আমরা বলি তা যদি সত্যিই বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে এই দিক দিয়ে আমাদের চিন্তা করা অত্যন্ত দরকার। এই দিক দিয়ে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে ধর্ম্মনগরে শস্য রক্ষার জন্য যেন সুযোগ দেওয়া হয়। ত্রিপুরা একমাত্র কৃষি প্রধান রাজ্য, এখানে বনসম্পদকে রক্ষা করা দরকার। যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কৃষির উপর ভিত্তি করে আছে তাকে আমাদের গড়ে তুলতে হবে। এই দিকে দৃষ্টি রাখলে আমি দেখব যে কৃষির ব্যাপারে আমাদের কয়েকটা জিনিষ দরকার। ত্রিপুরার কৃষক গরীব এবং অনুন্নত। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের জন্য আমরা যে প্রেরণা যোগাচ্ছি, তাকে শুধু প্রেরণা দিলেই চলবে না ত্রিপুরার মাঠে যদি শস্য উৎপাদন করতে হয় তাহলে আমাদের সার প্রয়োগের সাথে সাথে ইরিগেশন ব্যবস্থা করার যে প্রয়োজন তা অনস্বীকার্য্য। এই দিক দিয়ে অনেক সময় আমরা সার প্রয়োগের কথা বলেছি কিন্তু জল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করি নাই। বড় বড় স্কীমে যদিও আমরা পাওয়ার পেলে পরে জল দেব এই কথা সত্যি কিন্তু ছোট ছোট নালা এবং ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে আমরা এই জলকে কনট্রোল করতে পারি এবং জলকে কনট্রোল করে রেখে তাকে সেখানে বাঁধের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি। এই দিক দিয়ে কয়েকটি ছড়া এবং নালা যদি আমাদের ধর্ম্মনগরে বেঁধে দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনে এইগুলি আবার শীতের সময় যদি বেঁধে জল রক্ষা করে আবার চাষের সুযোগ নিয়ে যাই তাহলে আমার বিশেষতঃ ধর্ম্মনগরে অনেকটা মাঠে প্রচুর ধান হতে পারে, আলুর চাষের সুবিধা হতে পারে। এই দিক দিয়ে আমি বাজেটে বিশেষ কিছু দেখিনি। আমি আমার মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বাজেটে এই সুযোগ রাখার কথা বলব। এই বাজেটের মাধ্যমে আমি দেখেছি ত্রিপুরার যে গো-সম্পদ, তার উন্নতি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি দেখি ত্রিপুরায় একমাত্র শুধু বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে, টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে কয়েকটা কলেজ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা দিগকে সুযোগ দেবারও চেষ্টা করা হয়েছে।

আমরা যদি শুধু কৃষির উপরই জোর দিই তাহলে চলবে না। বিজ্ঞানের যুগে আমাদের বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারা নিয়ে চলতে হবে এবং যদি মানুষ শুধু সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও কারিগরী

শিক্ষা নিতে পারে তাহলে ত্রিপুরার লোক শুধু ত্রিপুরায় চাকরী নিতে পারবেনা বিদেশেও চাকরী নিতে পারবে। এই দিক দিয়ে কারীগরী শিক্ষার সুযোগ এই বাজেটে আছে। আমি আমার বক্তব্য বেশী বলব না। তবে আর একটী জিনিষ বলছি যে ত্রিপুরায় চাষীর যে অবস্থা এবং সেখানে তাহারা যে ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাতে আর একটী অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি যে বীজের সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকাতে, বিশেষ করে ধর্মনগরে যেখানে আলু চাষের একটা বিশেষ স্থান, সেখানে আমরা দেখেছি ভাল বীজ না পাওয়াতে খুব অসুবিধা হয়। যাতে কৃষক ভাল আলুর বীজ সময় মত পেতে পারে তার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তা আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষভাবে চিন্তা করতে বলছি। আলুর বীজ সংরক্ষণের জন্য একটা কোল্ড ষ্টোরেজ করলে পরে আমার মনে হয় ভাল হয়। বিদেশ থেকে আলুর বীজ আনলে পরে অনেক সময় দেখা যায় সেগুলি নষ্ট থাকে বা ঠিক সময় মত এসে পৌঁছেনা, এই যে অসুবিধা, এই অসুবিধার হাত থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি এবং কৃষকরাও সেই কোল্ড ষ্টোরেজ থেকে ঠিক সময় আলুর বীজ নিয়ে ফসল ফলাতে পারে। তাতে আমাদের খাদ্য সমস্যারও কিছুটা সমাধান হবে। আমি এই বাজেটের সমর্থন জানিয়ে এবং বাজেট যারা রচনা করেছেন, আমাদের মন্ত্রী পরিষদ, তাদেরকে ধন্যবাদ দিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker:—Now I call on Shri Debendra Kishore Choudhury to participate in the discussion.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরার বাজেটের কথা বলতে গিয়ে আমি প্রথমতঃ কৃষিপ্রধান দেশের লোক হিসাবে বলতে চাই যে আজকে কৃষকের যে দুরবস্থা, তার সংগে সংগতি রেখে আজকে এই বাজেট তৈরী সম্পূর্ণ হয় নি। কারণ আমাদের কৃষি প্রধান দেশে, আমাদের কৃষকদের উন্নতির জন্য যা— যা দরকার, উন্নতি দরকার তা হয়ত ধাপে ধাপে এগিয়ে চলছে, তাদের সাহায্য দেবার জন্য চেষ্টা চলছে, তবুও এই কৃষি ব্যাপারে যদি অন্যান্য খাতের থেকে কিছু কমিয়ে কৃষি খাতে বাড়িয়ে দেওয়া যেত, তাহলে আমাদের কৃষকদের সুযোগ সুবিধা আরও বেড়ে যেত।

তারপর শিক্ষার ব্যাপারে আমরা দেখতে পাই আমাদের কৃষি প্রধান দেশে আমাদের অন্যান্য শিক্ষার ব্যাপারে যে সমস্ত স্কুল কলেজ গড়ে তোলা হচ্ছে তার সংগে যদি আমাদের একটী কৃষি বিদ্যালয় গড়ে তোলার বন্দোবস্ত থাকত, তাহলে আমাদের কৃষকদের শিক্ষার ব্যাপারে উন্নতি হত এবং আমাদের খাদ্য ঘাটতি ব্যাপারে এবং কৃষকদের ভবিষ্যত জীবনের কিছুটা সুযোগ সুবিধা হত।

তারপর চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য খাতে খরচ করবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার চেয়ে আরও কিছু বেশী আমাদের প্রয়োজন ছিল, কারণ গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ঘরে যে সমস্ত রোগ শোক লেগে আছে সেই রোগের জন্য তাদের যে সমস্ত অসুবিধা হয় তার দূরীকরণের

ব্যবস্থা আমরা এখও করতে পারিনি। আশা করি যে সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করতে চলেছি। সেই সমস্ত ব্যবস্থা করেও যাতে নাকি নূতনভাবে আরও কিছু করতে পারি তার জন্য আরও কিছু সুযোগ সুবিধা চিকিৎসার মধ্যে থাকা উচিত ছিল।

শিল্প গড়ে উঠছে আমাদের ত্রিপুরায় ঠিকই। কিন্তু এইগুলি আমাদের গ্রামে গ্রামে দেবার মত আরও কিছু বন্দোবস্ত করা দরকার। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের নিকট বলছি যে আমাদের শিল্প গ্রামে গ্রামে পৌছে দেওয়ার চেষ্টা যদি করতে হয় তাহলে শিল্পের জন্য আরও কিছু নূতন করে ব্যবস্থা করার কথা চিন্তা করতে হবে। যদিও আমরা জানি আমাদের এই ত্রিপুরা গরীব দেশ, সেই অনুসারে আমাদের এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু এই বাজেট আমাদের ধাপে ধাপে উন্নত হবার সুযোগ করে দিচ্ছে সত্য, এ—ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই, তবুও আমি অনুরোধ রাখছি যদি কোন সুযোগ করা যায়, তাহলে আমাদের শিক্ষা খাতে, কৃষি খাতে এবং স্বাস্থ্যের খাতে, বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে যেটা প্রয়োজনীয় জিনিষ সেটা যদি আরও বাড়ান যায়, তাহলে আমাদের দেশের সুবিধা হবে এবং আমাদের কৃষককুলের উন্নতি হবে। তাই আমি বলছি যে আমাদের যে বাজেট, ধাপে ধাপে উন্নতির বাজেট সেই বাজেটকে আমার পুরোপুরি সমর্থন জানাচ্ছি এবং এর মধ্যে সুযোগ সুবিধা মত যাতে এইগুলি আরও বাড়ান যায় সেইদিকে নজর রাখার জন্য মন্ত্রী পরিষদকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মারফত অনুরোধ রাখছি এবং মন্ত্রীপরিষদকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই জন্য যে এই বাজেট আমাদের ত্রিপুরাকে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সমস্ত বিষয়ে দেশকে উন্নত করবে।

Mr. Speaker : Now I call on Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমি প্রথমে ত্রিপুরা রাজ্যের যে বর্তমান প্রধান সমস্যা খাদ্য সমস্যা এবং এই খাদ্য সমস্যাকে যদি আমরা সমাধান করতে চাই, তাহলে পরে যে কৃষি, এই কৃষককে কি ভাবে আমরা উৎপাদনে সুবিধা দিতে পারলে এই খাদ্যসমস্যাকে সমাধান করা যায়, সেই সম্পর্কে আমি আলোচনা রাখতে চেষ্টা করব। আমরা প্রতি বৎসর বাজেটে দেখছি কৃষকদের জন্য, কিছু উৎপাদনের জন্য, জমিতে জল দেওয়ার জন্য, অনেক টাকা বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু সেই বরাদ্দকৃত টাকা যে কতটুকু কৃষকরা পায় এবং কৃষকরা কতটুকু জলসেচের সুযোগ পায় যারদ্বারা সে তার জমিতে ফসল ফলাতে পারে, তার সুযোগ কতটুকু পেয়েছে, অতীত পনের বছরের কথা যদি আমরা চিন্তা করে দেখি তাহলে আমরা দেখব যে কৃষকদের আমরা তেমন কোন জলের ব্যবস্থা দিতে পারি নাই। আমি উদাহরণস্বরূপ একটা কথা বলছি, বারোদ্রোন একটা কৃষি ক্ষেতে জলসেচের জন্য একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সেই বাঁদের দ্বারা কৃষকরা যে এক ফোঁটা জল পেয়েছে তাদের জমিতে ফসল ফলানর জন্য, এমন কোন প্রমাণ নাই। যখন বাঁধ দেওয়া হয়, সেখানকার স্থানীয় জনসাধারণ প্রতিবাদ

করেছিল যে এখানে বাঁধ দিলে পরে এখানকার কৃষকরা জলসেচের মত কোন সুবিধা পাবে না বরং তাদের আরও ক্ষতি হবে, কিন্তু তাদের কথা অগ্রাহ্য করে সেখানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে এবং বহু টাকা সেখানে খরচ করা হয়েছে কিন্তু যখন বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি আসে, তখন সেই বাঁধগুলি জলে ভাসিয়া যায় এবং সেখানে যদি কেউ যান তাহলে দেখতে পাবেন কয়েকটি ইটের টুকরা ছাড়া আর কিছুই নাই। মান্দাইবাজারের কাছে একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, তার অবস্থাও ঠিক এই রকম। আমাদের কৃষিতে এবং খাদ্যে যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয়, তাহলে পরে এইভাবে বাজেট বরাদ্দ টাকা খরচ করলে পরে কৃষকদের ফসল ফলানর পক্ষে কোন সুবিধা হবেনা, বরং সরকারী তহবিল থেকে টাকা খরচ হবে এবং কাগজপত্রে কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ অংক দেখা যাবে, এই ছাড়া আর কিছুই হবে না। যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে ফসল ফলানোর ব্যবস্থা চলছে এতে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা খুব বেশী সুবিধা পাবে না। কারণ ব্লকের মাধ্যমে যে সমস্ত ধানের বীজ, আলুর বীজ বা বিভিন্ন তরিতরকারীর বীজ দেওয়া হচ্ছে, সেই বীজগুলি সময় মত পাওয়া যায় না, যদিও পাওয়া যায়, যে আলুর বীজ দেওয়া হয় তাতে চাড়া উঠেনা। এইরকম বহু নজীর আছে। এইভাবে আজকে ব্লকের যেসমস্ত বীজগুলি দেওয়া হয় তাতে কোন চারা হয় না এবং সেটা কোন বীজ ধান নয়। সেটা নাম মাত্র বীজ ধান। এইভাবে কৃষকের উন্নতি যদি করতে হয়, খাদ্যে যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয় তাহলে কৃষির উপর যদি আমাদের এইরকম অবস্থা থাকে তাহলে আগামী দিনে যে কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারব না এই বাজেটের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কৃষির উন্নতি হবে এবং খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এইরকম কোন সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই এই যে বাজেট রচনা করা হয়েছে এটা শুধু নিয়ম রক্ষা করার মত মাত্র। রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যগণের আলোচনার মাধ্যমেও এই বিষয়টি কিছু কিছু বেরিয়ে এসেছে, না এসেছে এমন নয়। কৃষি সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়ে গেল। এখন আমি পাবলিক ওয়ার্কস্ সম্পর্কে দুয়েকটি কথা এখানে রাখব। কৃষি এবং খাদ্য যেমন দরকার, নিজের দেশকে উন্নত করতে গেলে, তেমনি রাস্তাঘাট যদি ভাল না হয় তাহলে পরে দেশের উন্নতির অগ্রগতির পথে বাধা ঘটে। আমরা দেখছি গত ১৫ বৎসর ধরে আসাম আগরতলা রোডের উপর যে পুলগুলি আছে এগুলি আজ পর্যন্ত পাকা পুল করা হয় নাই। এখন আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে অনেক পুল জোড়াতালি দিয়ে কোনরকমে গাড়ী চালাবার মত করে রাখা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার একমাত্র বহির্জগতের সংগে যোগাযোগ রাখবার এই রাস্তা ভিন্ন আর কোন রাস্তা নাই এবং ত্রিপুরার তিনদিকে পাকিস্তান। এই অবস্থায় যে রাস্তা প্রাণকেন্দ্র সেই রাস্তাটাকে যদি উন্নত করা না যায় তাহলে পরে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি কি করে আমরা আশা করব এবং আগামী দিনে যে সেটা হয়ে যাবে এমন কোন সম্ভাবনা আমরা দেখছি না এই বাজেটের মাধ্যমে। শুধু পুলগুলি নয়, বগাফা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মাণের কাজ পাঁচ বৎসর আগে আরম্ভ করা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত সেটা অসম্পূর্ণই থেকে গেছে। সেটা যে করে সম্পূর্ণ হবে এমন কোন

সম্ভবনা নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তাঘাট আজকে কত উন্নত হয়েছে সেই জিনিষটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে কোন উন্নতি হয় নি। যতটুকু হয়েছে সেটা লোকের চোখে পড়ে না। পাকিস্তান বর্ডারের দিকে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি—নিজের দেশকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে গেলে সেখানে ভাল রাস্তাঘাটের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু সেই রকম রাস্তা ঘাট আমরা পাকিস্তান বর্ডারগুলিতে দেখতে পাই না এবং শীঘ্রই যে হবে এমন কোন সম্ভাবনা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সিমনা হতে আগরতলা, কালাছরা হতে খোয়াই, এই সমস্ত রাস্তাগুলি করা হবে। অথচ এইসমস্ত রাস্তাগুলি না হলে ত্রিপুরার জনসাধারণের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনের পক্ষে কতগুলি ব্যাঘাত ঘটবে, সেটা প্রত্যেকেই জানেন। এইভাবে আজকে আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাগুলির অবস্থা। এই সমস্ত রাস্তা যে কবে হবে এবং রাস্তাগুলি যে কবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে এবং যে সমস্ত রাস্তা আজও তৈরী হয় নাই সেগুলি যে কবে ঠিক ঠিক মত হবে বা মোটেই হবে কিনা সেটা আমরা ভেবে পাচ্ছি না।

তারপর আমরা যদি পুলিশ ডিপাটমেন্টের দিকে তাকাই তাহলে পরে আমরা কি দেখব ? প্রতি বছরই পুলিশ বাড়ানো হচ্ছে এবং পুলিশ খাতে খরচ হচ্ছে। আজকে পুলিশ ডিপাটমেন্টের কথা বলতে গিয়ে আমার এই কথাই বলতে হয় যে কৃষিকে যদি উন্নত করতে হয়, কৃষককে যদি সুযোগ সুবিধা দিতে হয় তাহলে পরে আজকে এই কথাই চিন্তা করতে হবে যে পাকিস্তানের সীমানার দিকে প্রতিরাত্রে, এমন রাত বাদ নাই যে গরু চুরি হয় না। প্রতি দিনই ১০ থেকে ২০টা গরু চুরি হয়ে যাচ্ছে। এই সময়ে তাদের হালের বলদগুলি চুরি হয়ে গেলে তারা কিভাবে দেশটাকে কৃষির দিক দিয়ে উন্নত করে তুলবে। কাজেই এই যে প্রতি বছর পুলিশের খাতে টাকা বাড়ছে, পুলিশও বাড়ছে অথচ আজকে পাকিস্তানের সীমানার দিকে যে গরু চুরি চলছে এই গরু চুরি বন্ধ করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। পাকিস্তান সীমানার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব যে সেখানে পুলিশের ক্যাম্পের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে গরুগুলি চুরি হয়ে যাচ্ছে, পুলিশ সেখানে নীরব দর্শক। আমরা এই পুলিশ ডিপাটমেন্টের আরও কীর্তি দেখি যে গত বৎসরে চাচুবাজারে কি ঘটেছিল। সেখানে গত বছব সমস্ত এলাকার লোককে পিটিয়েছে, কি বাঙালী, কি পাহাড়ী অনেককে তারা হাজতে পুরেছে শত শত, হাজার হাজার টাকা ঘুষ আদায় করেছে এবং তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সেখানকার জনসাধারণ চাচুবাজারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য হরতাল করে। সেখানকার জনসাধারণ চেয়েছিল তাদের বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য। অথচ বিচার বিভাগীয় তদন্ত না করে সেখানে পুলিশকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়। এর ফলে সেখানকার জনসাধারণ যে প্রতিকার চেয়েছিল তারা সেই প্রতিকার পায় নি।

তারপর আমরা দেখি বিচার বিভাগ সম্পর্কে। এই বিধান সভায় কথা হয়েছিল বিচার বিভাগকে আলাদা করে দেওয়া। কিন্তু তা আজও হয় নাই। কারণ এই বিচার বিভাগটাকে

যদি প্রশাসন থেকে আলাদা করে না দেওয়া হয় তাহলে দুর্নীতি কমবে না। বিচার বিভাগীয় হাকিমরা আজকে ঠিক ঠিকমত আদালতে বসছে না। ঠিক ঠিক মত মামলা হচ্ছে না। একজনের মামলা ২।৩ বৎসর ঘুরছে। এইভাবে জনসাধারণ হয়রাণি হচ্ছে দিনের পর দিন।

তারপর আমরা যদি সমবায়ের দিকে তাকাই, কো-অপারেটিভগুলির দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এই কৃষকদের উন্নতি করতে গেলে এই সমবায় সমিতিগুলি উন্নত করা দরকার এবং এই সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকরা যাতে সময়মত কৃষিঋণ পায়, হালের বলদ কিনবার টাকা পায় তার ব্যবস্থা করা উচিত এবং এই সুযোগ সুবিধা সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে দেওয়ার কথাও ছিল এবং সেই কথাগুলি এখানে উঠেছে। কিন্তু আমরা এই সমবায় সমিতিগুলির অবস্থা কি দেখি? গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতিগুলি নামে মাত্র সাইন-বোর্ড ছাড়া আর কিছুই নাই।

আমরা এই সমবায় সমিতিগুলির অবস্থা কি দেখি? গ্রামাঞ্চলে সমবায় সমিতিগুলি নামে মাত্র আছে, সাইন বোর্ড ছাড়া আর কিছু নাই। এই সমবায় সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যে বহু হয়েছে, কিন্তু আজকে পর্যন্ত এই সমবায় সমিতি মারফত কৃষকেরা কিরকম সুযোগ সুবিধা পেয়েছে, আদৌ পেয়েছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। এই সমবায় সমিতিগুলি আজকে দুর্নীতির একটা আড্ডা স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই সমবায় মারফত যে টাকা আদায় হচ্ছে সেগুলি শেয়ার হোল্ডাররা ঠিক ঠিক মত জমা দিচ্ছেন না এবং কৃষকরা ঠিক ঠিক মত টাকা পাচ্ছে না। আমরা দেখি কৃষকের জমিতে ফসল ফলানর জন্য বীজ ধান, আলুর বীজ এবং বলদ কেনার জন্য ঋণ দেওয়া হয়, সেটা ঠিক সময়মত দেওয়া হয় না। কখন ঋণ দেওয়া হয়? যখন ফসলের কাজ শেষ হয়ে যায়, তখন এই ঋণ দেওয়া হয়, এতে তাদের কোন কাজে আসে না সেটা ফসলের কাজ, তাদের বলদ কেনার কাজ, এই সমস্ত কাজে তারা সেই রকম সুযোগ সুবিধা পায়না তার ফলে কি হয়, যেসব সুদখোর মহাজনরা সেই অঞ্চলে আছে, তাদের কবলে তাদের পরতে হয়, বেশী সুদে তাদেরকে দাদন নিতে হয়, কর্জ নিতে হয়, এইভাবে কৃষকেরা শোষিত হয়। এই কৃষকদের যদি আজকে বাঁচাতে হয়, সমবায় সমিতি-গুলিকে যদি আজকে কৃষকদের কাজে ঠিক ঠিক ভাবে লাগাতে হয়, তাহলে পরে আমাদের দরকার এই সমবায় সমিতিগুলিকে আরও চাঙা করে তোলা, যাতে করে এই সমবায় মাধ্যমে তাদের ঋণ সময়মত দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার। তা-না-হলে পরে আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের যে কি ভয়াবহ অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে, সেটা কল্পনা করা কঠিন। সমবায় খাতে কম টাকা বরাদ্দ হয় না। প্রতি বৎসর আমরা দেখি বহু টাকা এই খাতে রাখা হয়, কিন্তু সেই সব টাকা কৃষকদের হাতে ঠিক ঠিক মত যেয়ে পৌঁছে না এবং সেই টাকা কৃষকেরা তাদের কাজে লাগাতে পারে না বা আগামী দিনে যে কিছু একটা হবে, সেই রকম আশা আমরা অন্ততঃ দেখছি না। কাজেই এই যে বাজেট আজকে এখানে এসেছে, এই

বাজেট একটা নিয়ম রক্ষা করা হচ্ছে মাত্র। কারণ আমরা দেখি যে শিক্ষা থেকে আরম্ভ করে, হাসপাতাল বলুন, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আজ দুর্নীতি ঢুকেছে এবং কোনটাই ঠিক ঠিক মত কাজ করছে না। এটা শুধু আমাদের কথা নয়। বাস্তবের দিকে যদি তাকিয়ে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে কি অবস্থা প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে চলছে। এই সমস্ত অভিযোগ আজকে রুলিং পার্টি থেকেও বেশ কিছু যে না আসছে তা নয়, কিছু কিছু আসছে, আমরা মাননীয় সদস্যদের আলোচনার মাধ্যমে সেটা কিছুটা অনুভব করতে পারছি। আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now I call on Shrt Suresh Ch. Choudhury to participate in the discussion.

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট সম্বন্ধে আলোচনার বিষয়। এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য সকলেই বলেছেন, এই বাজেট ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন কোন উন্নতি করবে না এবং ত্রিপুরার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট বরাদ্দ করা হয় নাই। আমি সেই দিক থেকে বলব, যদি কেউ শুধু সমালোচনার জন্য বলে থাকেন, তাহলে বলতে আপত্তি নেই, শুধু সমালোচনাই যদি করেন তাহলে সমালোচনা করা যাবে, তবে বাস্তব দিক থেকে চিন্তা করলে এবং দেখলে, দেখা যাবে ত্রিপুরার গত কয়েক বৎসরে কিভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত হয়েছে। বিরোধী দলের সদস্য বল্লেন যেমন শিক্ষা সম্বন্ধে। শিক্ষা সম্বন্ধে দেখলে পরে আমরা দেখি, গত পাঁচ বছরে ত্রিপরার শিক্ষা কত অগ্রগতি হয়েছে এবং উন্নত হয়েছে। প্রাইমারী স্কুল থেকে কলেজ শিক্ষা পর্যন্ত, কারিগরি প্রভৃতি যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, বাস্তবের দিকে যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে সত্যিকারের উন্নতি হয়েছে কিনা। আজকে যে বাজেট, এক বছরের বাজেট আমাদের সামনে এসেছে, এই এক বছরের মধ্যে সারা ত্রিপুরা একটা আলাউদ্দীনের প্রদীপ জ্বালিয়ে সব কিছু করে ফেলব, তা সম্ভব নয়। ভারত সরকার যেমন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা মারফত প্রত্যেক বছর বছর বিভিন্ন বিষয়, যখন যে বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, সেই ভাবে বাজেট পেশ করে, পাঁচ বছরে একটা পরিকল্পনা শেষ করা হয়েছে। তিন তিনটি পরিকল্পনা এই ভাবে শেষ হয়েছে। কাজেই কেউ যদি মনে করেন এই বাজেট কোন উন্নতি করতে পারবে না, আমি বলব সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টি রাখলে, আমাদের সামনে যে বাজেট বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করছি, বিভিন্ন খাতে, বিভিন্ন বিভাগে যা ধরা হয়েছে, তার দ্বারা ত্রিপুরা সর্বাঙ্গীন উন্নতির আশা আমরা করি এবং উন্নতি হবে এটা আমি বিশ্বাস করি। তবে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে সকলের একটা সক্রিয় সহানুভূতি এখানে দরকার। সক্রিয় সহানুভূতি যদি না থাকে যদি কোন পক্ষ মনে করেন আমরা বাজেটের বিরোধিতা করব, সরকারের সমস্ত কাজের বিরোধিতা করব, ধরুন একটা জায়গা দিয়ে রাস্তা যাবে যেখানে বিরোধী দলের লোক বেশী, সেখানে তারা হয়ত বলবেন এই রাস্তায় লেবার দেব না বা কাজ করব না। আবার একটা জায়গায় হয়ত ধান চাউল

আটক আছে, সেখানে বিরোধী দলের লোক আছে, আন্দোলন করে সেখানকার ধান চাউল আটক করে রাখলেন, বাহির হতে যাতে না পারে তার চেষ্টা করেন, এইভাবে সমস্ত বিষয়ে যদি বিরোধিতা করতে থাকেন, তাহলে একট অসুবিধার কথা। আমি আশা করি সকলের যদি সক্রিয় সহানুভূতি এবং প্রচেষ্টা থাকে, তাহলে আমাদের এই বাজেট যে পেশ করা হয়েছে, এই বাজেট মারফত ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে। গত পাঁচ বছরে দেখেছি শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে যে কতকগুলি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে। যেমন আমি বলব বিলোনীয়ায় চারটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে গত পাঁচ বছরে এবং এইসব কয়টিই সরকারী পর্য্যায়ে করা হয়েছে। তাছাড়া অনেক সিনিয়ার বেসিক স্কুল এবং অনেক প্রাইমারী স্কুল করা হয়েছে। তাহলে কি বলা যায় যে ত্রিপুরার কোন অগ্রগতি শিক্ষার দিক থেকে হয় নাই? শুধু শিক্ষার খাতে নয়, গত দুই এক বছর ধরে কৃষির দিক দিয়ে যে ভাবে উন্নতির প্রচেষ্টা চলছে, এই বাজেটেও কৃষির উন্নতির জন্য, জলসেচের জন্য এবং পতিত জমি উদ্ধার, অনাবাদি জমির আবাদের দিকে পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমি মনে করি এই বাজেট দ্বারা তাদের উন্নতি হবে, তবে সকলের সহানুভূতি, সক্রিয় সহযোগিতা দরকার যাতে এই বরাদ্দকৃত টাকা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হতে পারে এবং সরকার পক্ষ থেকেও সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার। খাদ্য সমস্যা অবশ্য ত্রিপুরার পক্ষে একটা বিরাট সমস্যা, সেই সমস্যা ঠিক এক্ষনেই যে সমাধান করার পথ বেড়িয়ে যাচ্ছে বা সমস্যা সমাধান হবে তা নয়। এই সমস্যার কতকগুলি বিষয় হয়েছে বা সব সময় আমাদের মনে পরে তা আমি এখানে অবতারণা করব। খাদ্য সমস্যাকে সমাধান করতে গেলে প্রথমতঃ জনসংখ্যা একটা স্থিতাবস্থায় আসতে হয় কিন্তু ত্রিপুরাতে জনসংখ্যা স্থিতাবস্থায় নাই। প্রতিদিন শত শত বহিরাগত ত্রিপুরা রাজ্যে আসছে, সে কথা মনে করলে দেখা যায় আমাদের জনসংখ্যার কোন স্থিতাবস্থা নাই। আজকে সেই বহিরাগতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তদুপরি আভ্যন্তরীন জনসংখ্যার বৃদ্ধির কথাত রয়েছেই। এখানে ক্রমাগত অস্বাভাবিক ভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে। ১৯৫১ সালের জনসংখ্যা আমরা দেখি, তারপর ১৯৬১ সালে দেখি ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫ সালে আরও কত লোক সংখ্যা বেড়ে গেছে তার কোন হিসাব হয়ত' পুরোপুরি আমরা পাব না। ১৯৬৮ সালে লোক গণনায় দেখা যাবে কত লোক সংখ্যা বেড়েছে। কাজেই এই দিকে দৃষ্টি রাখলে আমরা বুঝতে পারি এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে খাদ্যে কোন স্থিতাবস্থা রাখা সম্ভব হচ্ছেনা।

প্রথমে এই জনসংখ্যার বৃদ্ধির কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। তারপর চিন্তা করতে হবে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যেও আমরা কি করে খাদ্য স্থিতাবস্থা আনতে পারি। খাদ্যের স্থিতাবস্থা আনতে গেলে প্রথম দেখা যায় কৃষি এখানে সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভরযোগ্য। হয়ত একবছর বৃষ্টি হলে ফসল হল, অনাবৃষ্টি হলে ফসল নষ্ট হল অথবা অতিবৃষ্টি হলেও ফসলনষ্ট হল। সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে, অনাবৃষ্টি হলেও যাতে আমরা ফসল করতে পারি। ত্রিপুরার কৃষক যাতে ফসল করতে পারে, এই দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে এবং

বাজেটে সেই জাতীয় বরাদ্দ রয়েছে—যেমন জলসেচের কথা বলা হয়েছে, নদী নালা বেঁধে জলের ব্যবস্থা করা, নলকূপ খনন করে জলের ব্যবস্থা, পাম্পিং মেশিন দিয়ে পুকুর খনন করে জলের ব্যবস্থা করা, এইগুলির ব্যয় বরাদ্দ এখানে রাখা হয়েছে এবং এই ব্যয় বরাদ্দ যদি ঠিক ঠিক মত খরচ হয় তাহলে ত্রিপুরার কৃষকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হবে বলে আমি আশা করি। আমি বিলোনীয়ার দিক থেকে মনে করি, বিলোনীয়াতে সকলে মনে করেন যে সেটা উদ্বৃত্ত অঞ্চল। তবে উদ্বৃত্ত এখন কতটুকু আছে সেটা বিবেচনার কথা। কারণ গত পাঁচ বছরে বিলোনীয়াতে অসংখ্য লোকের সমাবেশ হয়েছে যার ফলে ঠিক কত উদ্বৃত্ত সেটা চিন্তা করার বিষয়। এই দিক দিয়ে আমি মনে করি ত্রিপুরার বিলোনীয়ার কথা চিন্তা করলে আরও ফসল বাড়াবার সুযোগ বিলোনীয়াতে রয়েছে। সেই ফসল বাড়াতে হলে ছোট ছোট যেসব নদী নালা আছে সেগুলিতে বাঁধ দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জলসেচের ব্যবস্থা করলে, যেমন এক দিকে আমরা মনে করি ম্যানুরিং দরকার এবং নদী নালা থেকে যে জল যায় সেগুলিতে আবার খুব বেশী ম্যানুরিং এর প্রয়োজন হয় না। কারণ জল থেকে যে ম্যানুরিং যায় তাতে উর্ব্বরতা শক্তি বেড়ে যায় এবং ফসলও বৃদ্ধি পায়। আমি আশা করি, বিলোনীয়ার দিক থেকে চিন্তা করলে যে ছোট ছোট নদী নালা আছে এইগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করলে কৃষির উন্নতি হবে। গত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিলোনীয়াতে দুইটি বাঁধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। একটি পিলাকছড়াতে এবং একটি বাইকুরাতে এবং এই দুইটিতে বেশ কার্যকরী ব্যবস্থা হয়েছে। পিলাকছড়াতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে তাতে স্লুইস গেট করে এটা করা হয়েছে। গত বৎসর এটা কমপ্লিট হয়েছে। তাতে কিছু পরিমান জমিতে জলসেচ হচ্ছে। আমি মনে করি ওটাকে যদি পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে বেশী জল আটকিয়ে জল উঠানোর ব্যবস্থা করা যেত তা হলে প্রায় ১০০ দ্রোণ জমিতে জল উঠানোর ব্যবস্থা করা যেত। এখন হয়ত সেখানে ২০ থেকে ৩০ দ্রোণ জমিতে জল সেচ হচ্ছে। এটা যদি আরও কিছু অর্থব্যয় করে আরও সুন্দরভাবে জল যাতে বেশী উঠাতে পারে সেই রকম ব্যবস্থা করা হয় তাহলে প্রায় ১০০ দ্রোণ জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারত। এই জাতীয় আরও কয়েকটা নদী নালা আছে যেগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা হলে বিলোনীয়াতে আরও ফসলের উৎপাদন বেড়ে যাবে এবং সেই উদ্বৃত্ত ফসল ত্রিপুরার অন্যান্য অঞ্চলেও দেওয়া যাবে বলে আমি আশা করি। তবে এই সব বিষয় দেখতে গেলে কৃষি উন্নয়ণের দিকে আমাদের সবচেয়ে বেশী নজর দেওয়া দরকার। কারণ খাদ্য সমস্যা, এই জটিল সমস্যার সমাধান করতে না পারলে মানুষ কোন সময় সুস্থ থাকে না। কারণ খাওয়া না থাকলে মানুষ সুস্থ মনে থাকতে পারে না। সেই দিক থেকে ফসল বাড়াবার প্রচেষ্টা আমাদের সবচেয়ে বেশী নিতে হবে। এই প্রচেষ্টা যদি নেওয়া হয়, আমি খুব আশা করি ত্রিপুরাতে খাদ্যে আমরা অল্প সময়ের ভিতরেই সম্পূর্ণভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শিক্ষার বিষয়ে বলতে গেলে, আজকে এক জমির উপর সবচেয়ে বেশী চাপ পড়ছে। সেই পর্য্যাপ্ত জমি ত্রিপুরাতে নাই। যত লোক আসছে সমস্ত লোক জমির উপর নির্ভর করছে।

সেজন্য যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষায় প্রসার লাভ ঘটিয়ে, মানুষকে শিক্ষিত করে কিছু কিছু লোক কৃষি থেকে সরে অন্য ক্ষেত্রে নিয়োগ হতে পারে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষার খাতে যথেষ্ট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সেই বরাদ্দ যাতে ঠিক ঠিক মত ব্যয়িত হয় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। কারিগরী বিস্তার দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে এবং কৃষির ক্ষেত্রে যাতে সাধারণ মানুষ, গ্রামের মানুষ যারা অশিক্ষিত আছে তাদের কৃষির দিক দিয়ে কিছুটা শিক্ষিত করে উন্নত ধরণের চাষ বাস হতে পারে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ গ্রামের মানুষ যে কৃষি করছে সেটা গতানুগতিক ভাবে করছে। কেউই জমিকে সারা বৎসরের ফসল উৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করে না। সকলেই মনে করে এক ফসল করলে যা হয় তাই আমার লাভ। আবার কেউ হয়ত মনে করে দুই ফসল করলে ভাল। সেইভাবে কৃষকদের ট্রেন আপ করতে হবে। যদি সেইভাবে কৃষকদের ট্রেন আপ করা না যায় তাহলে তারা সেই গতানুগতিক পন্থাতেই চলবে। সেজন্য আমি মনে করি সমস্ত ব্লকের মারফতে সাধারণ গ্রামের মানুষ যাতে উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য দ্বারা আত্মনিয়োগ করতে পারে, জমিতে যাতে তারা সারা বছরের জন্য বিভিন্ন ফসল ফলাতে পারে সেই দিক দিয়ে সমস্ত ব্লকগুলির মারফতে যাতে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয় সেই দিকে আমি কৃষি বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে অনুরোধ করছি।

আর একটা বিষয় হচ্ছে বন বিভাগ। বন বিভাগ থেকে যে সব বাগান হচ্ছে, বাগানের প্রয়োজনায়তা আছে, ত্রিপুরা জংগলশূন্য হয়ে গেলে ত্রিপুরাতে অনাবৃষ্টি দেখা দিবে। আবার অতিবৃষ্টি হলে টীলা জমি ক্ষয় হয়ে সমতল জমিগুলি উঁচু হয়ে যাবে এবং জমিতে কোন ফসল ফলবে না। সেই দিক থেকে বাগানের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে লোকালয়ের কাছাকাছি যে সমস্ত জমি আছে সেগুলিতে যদি কৃষির মারফতে শিল্পের পরিকল্পনা নেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় ভাল হবে। কারণ যেখানে ত্রিপুরাতে আজকে বলা হচ্ছে রাবারের চাষ কৃতকার্য্য হবে, কাজু বাদামের চাষ কৃতকার্য্য হবে এবং সেই বন বিভাগ থেকে রাবার এবং কাজুবাদামের চাষ আরম্ভ করা হয়েছে। সেই গ্রামাঞ্চলে যেসব সমতল ভূমিতে যেগুলিতে রাবারের চাষ হতে পারে সেই সব জায়গাতে যদি রাবারের চাষ করা হয় তাহলে আজ থেকে ১০ বছর পরে সেই রাবার বাগানে এক একটা শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠবে। মানুষ সেই শিল্পে কাজ করবে এবং তাতে গ্রামের মানুষের ব্যবস্থা হবে। আর কাজুবাদামের দিক থেকেও ঠিক সেই রকমের ব্যবস্থা করা যাবে। আমি সেই দিক থেকে মনে করি শাল গাছ বা অন্যান্য যে সমস্ত গাছ লাগানো হয়েছে সেগুলিও লাগানো দরকার। তবে গ্রামাঞ্চলে যে সব জায়গাতে কাজুবাদামের এবং রাবারের বাগান হতে পারে সেই সব জায়গাতে যাতে রাবার এবং কাজু বাদামের চাষ বাড়িয়ে দিয়ে ভবিষ্যতে ত্রিপুরার শিল্প সংস্থানে ব্যবস্থা হতে পারে সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি।

পশুপালন বিভাগের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় সারা ত্রিপুরাতে কিছু কিছু পশু চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে এবং পশু উন্নতির জন্য কি-ভিলেজ স্কীম প্রচলিত হয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গাতে সেই রকম উন্নত ধরণের ষাঁড় দিয়ে উন্নত ধরণের পশু উৎপাদনের ব্যবস্থা বাজেটে রাখা হয়েছে। সেই দিক থেকে অবশ্য আর একটা, মাঝে মাঝে দেখা যায় যে অসংখ্য গো মড়ক দেখা দেয়। এইভাবে গরু মরলে কৃষকদের ক্ষতির কারণ হয় এবং যেসব ক্ষেত্রে সেখানে আমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না সেই সব ক্ষেত্রে আরও শিক্ষার প্রসার দরকার। আমাদের যে ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে সেই ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে যেসব ভেটেরিনারী ডিসপেনসারী খোলা হয়েছে তাতে আরও বেশী পরিমাণ ঔষধ দিয়ে এবং ইকুপমেণ্ট দিয়ে যাতে সব কয়টী ভেটেরিনারী ডিস্পেনসারী কার্যকরীভাবে পশু উন্নয়ন ব্যাপারে গো-উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

জুলাইবাড়ীতে একটা ভেটেরিনারী ডিসপেনসারী আছে, ডাক্তার আছে, ঔষধপত্রও আছে, তবে সেখানে ঐ ডিসপেনসারীর কোন গৃহ নির্ম্মাণ হয় নাই। আমি আশা করি সামনের বাজেট বরাদ্দ থেকে ঐখানে গৃহাদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হবে এবং ডাক্তার থাকার মত ব্যবস্থাও করা হবে। যদি তা করা যায় তাহলে সেখানে আরও বেশী করে ঔষধপত্র রাখার ব্যবস্থা করা যাবে। কারণ সেটা একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল, কৃষিপ্রধান অঞ্চল, সেই অঞ্চলে কৃষকদের গরুর রোগ নিবারণের পক্ষে একটা সুবন্দোবস্ত তাতে করা যায়। আরও দুই একটি এই রকমের ডিসপেনসারী খোলা দরকার। যেমন ঋষামুখ অঞ্চল, একটা বিস্তীর্ণ কৃষিপ্রধান অঞ্চল, সেখানে মাঝে মাঝে গো-মড়ক দেখা দেয়, এটা প্রতিকারের জন্য সেখানে একটা পশু চিকিৎসালয় খোলার প্রয়োজনীয়তা আছে বলেও আমি মনে করি।

দাতব্য চিকিৎসালয় সম্বন্ধে বলতে গেলে, বিলোনীয়ায় প্রথম পরিকল্পনায় একটি ২০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল হয়েছে, তারপর প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার হয়েছে। শান্তিরবাজারে গত পরিকল্পনায় প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার ওপেন করা হয়েছে, একটির গৃহ নির্ম্মান কাজ আরম্ভ হয়েছে, আর একটির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গৃহ নির্ম্মাণ হয় নাই তবে কি করে ওপেন করা হল সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্র। গ্রামের লোকরা একটি অস্থায়ী ঘর করে দিয়েছে এবং সেই ঘরেই এখন কাজ চলছে। আমি এখানে আমার অনুরোধ রাখছি যাতে ঐ দুইটি প্রাইমারী সেণ্টার এর গৃহ নির্ম্মাণের কাজ তাড়াতাড়ি করা যায় সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য। এই প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারে ডাক্তার, নার্স, মেডিকেল এটেণ্ডেস সবই আছে, রোগীও ভর্ত্তি হয়, তবে এখনও রোগীদের পথ্য দেওয়ার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। ব্যয় বরাদ্দ যে নাই, তা নয়। কোনখানে অসুবিধার জন্য হয়ত: এটা হয় নাই। তাই আমি অনুরোধ রাখব যাতে সেই দুইটী প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারে রোগীরা পথ্য পায়, সেই ব্যবস্থা করা হয়। আরও দুই একটী জায়গায়— যেমন অভয়নগর একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল বহু লোক সেখানে আছে, তাদের চিকিৎসার যাতে সুবন্দোবস্ত হয়, সেখানে যাতে

একটা ডিস্পেনসারী খোলার ব্যবস্থা করা হয় এবং বাজেটে যে বরাদ্দ টাকা আছে, এই বরাদ্দ অংক থেকে যাতে সেখানে একটা চিকিৎসালয় হতে পারে সেই দিকে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

রাস্তার দিকে দেখলে পরে দেখা যায় যে রাস্তার জন্য পূর্ত্ত বিভাগের বহু টাকা বরাদ্দ আছে। যে রাস্তাটা বিলোনীয়া সাব্রুম থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত, সেই রাস্তার কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, প্রায় শেষ হওয়ার পথে। গ্রাম্য রাস্তাগুলির কোন কোনটার কাজ চলছে। সামনের বাজেটেও ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে। তবে এইগুলি যাতে ত্বরান্বিত হয় সেই দিক দিয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেমন ঋষ্যমুখ রাস্তার একটা পুল অনেকদিন পর্য্যন্ত হচ্ছে না, ঘোড়াছড়া একটা পুল, এই পুলের অসুবিধার জন্য যাতায়াত এর খুবই অসুবিধা হচ্ছে এমন কি বর্ষাকালে এই যে উদ্বৃত্ত অঞ্চল ঋষ্যমুখ, সেখান থেকে ধান চাউল আগরতলায় আনার প্রয়োজন আছে, গত বৎসর সেই ধান আনার বিঘ্ন ঘটেছে। সেই দিক থেকে আমি অনুরোধ করছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের মাধ্যমে পূর্ত্ত বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে এ' পুল তাড়াতাড়ি হতে পারে। কারণ আমি জানি এই রাস্তার পরিকল্পনার জন্য ব্যয় বরাদ্দ এখানে ধরা হয়েছে।

আর পানীয় জলের ক্ষেত্রে, অবশ্য সর্বত্র পানীয় জলের জন্য টীউবওয়েল, রিংওয়েল দেওয়া হয়েছে, গত বৎসর এবং এই বৎসর যা ব্যয় বরাদ্দ ছিল তা দেওয়া হয়েছে এবং সামনের বাজেটেও তার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তবে একটা জিনিষ দেখছি যে নূতন নূতন টিউবওয়েল হচ্ছে কিন্তু পুরাতন টিউবওলে যেগুলি আছে সেগুলির মেরামত ঠিক ঠিক মত হচ্ছে না। নূতন টিউব ওয়েল আজকে হয়ত বসান হল, কিন্তু দুই এক বছর পরে সেই টিউবওয়েলগুলি অকেজো হয়ে গেলে, সেই অকেজো টিউবওয়েলগুলির দিকে কম দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। গত এক বছর ধরে বিলোনিয়া এবং ঋষ্যমুখ, মোহনপুর তহশীলে আমি জানি অনেক টিউবওয়েল অকেজো হয়ে আছে, সেই সব টিউবওয়েল মেরামত হওয়া দরকার। কারণ নূতন নূতন টিউবওয়েল হচ্ছে একথা ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন টিউবওয়েলগুলি না হলে পরে সেই সব ক্ষেত্রে পানীয় জল পাওয়ার ব্যাঘাত ঘটতে পারে। সেই দিক থেকে আমি অনুরোধ করব, নূতন টিউব-ওয়েল কম করে হলেও পুরাতন টিউবওয়েলগুলি যাতে মেরামত করা হয় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা দরকার।

শিক্ষাদি ব্যাপারে আমার একটু বক্তব্য রয়েছে। শিক্ষা খাতে যথেষ্ট ব্যয় বরাদ্দ আছে। অনেক স্কুল নূতন হয়েছে এবং হচ্ছে, দিন দিন প্রতিটি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়াতে স্কুলে আরও বেশী শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি। কারণ বিলোনিয়ার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় গত দুই তিন বৎসরে বহু বহিরাগত এসেছে, তাতে প্রতিটি

স্কুলে দুই তিন গুণ ছাত্র সংখ্যা বেড়ে গেছে, সেই জন্য প্রতিটি স্কুলে শিক্ষক যদি বাড়িয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে স্কুলের সংগতি রাখা মুস্কিল হবে। কাজেই এসব স্কুলে আরও বেশী করে শিক্ষক নিয়োগ করার ব্যবস্থা করা দরকার যাতে এসব স্কুল সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সেই দিকে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

কৃষি ব্যাপারে আমি জানি যে ধান চাষ ছাড়া, ত্রিপুরাতে আলুর চাষও হয়। বিলোনিয়া মহকুমা, আমি মনে করি ত্রিপুরার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান যেখানে বেশী আলু ফলে এবং সেই বিলোনিয়ার আলু সীজন টাইমে আগরতলায় এনে বিক্রী করা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে আসে। কিন্তু সেই আলুর বীজ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতি বৎসর কৃষকরা যে সংকটের মধ্যে পরে, সেই সংকট দূর করার জন্য একটা পরিকল্পনা আমাদের থাকা দরকার। এই পরিকল্পনার মধ্যে আমি মনে করি, বিলোনিয়াতে যদি একটি ঠাণ্ডা ঘরের ব্যবস্থা করা তাহলে বিলোনিয়ার কৃষকরা আলুর চাষে বিশেষ একটা সুযোগ পাবে, আর আলু যখন উঠে, কৃষকদের সেই আলু সঙ্গে সঙ্গে বিলি করে দিতে হয়, কৃষকরা ধরে রাখার মত কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। কারণ আলু পঁচে যায়। কাজেই যারা আজকে অবস্থাপন্ন কৃষক তারা আলু কিনে কোলড স্টোরেজে রাখতে পারে। কিন্তু যারা সাধারণ কৃষক, তাদের পক্ষে আলু কিনে কোলড ষ্টোরেজ রাখা সম্ভবপর নয়, এবং তার এ্যাকমোডেশান যথেষ্ট আছে বলে আমি মনে করিনা। সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি, সামনের বছরের ব্যয় বরাদ্দ থেকে বিলোনিয়ার যে কোন স্থানে যদি একটা কোলড স্টোরেজ করা হয় তাহলে আলু চাষীদের সমূহ সুযোগ সুবিধা হবে।

যারা অবস্থাপন্ন, যারা কিনে আগরতলা কোল্ড ষ্টোরেজে রাখতে পারে তারা রাখে। তবে সাধারণ কৃষকের পক্ষে এত দূরে এনে রাখা সম্ভব নয় এবং তার অ্যাকমডেশানও যথেষ্ট আছে বলে আমি মনে করি না। সেজন্য আমি অনুরোধ করব সামনের বাজেটের মধ্যে বিলোনীয়ার যে কোন স্থানে যদি একটা কোল্ড ষ্টোরেজ এর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আলুর চাষীরা সমূহ সুযোগ সুবিধা পাবে এবং আরও প্রচুর আলু চাষের সুবিধা তারা পাবে। কারণ কৃষকদের আজকে যে অবস্থা হয়েছে, ক্যাশ ক্রপ যদি করতে না পারে তবে আর্থিক অবস্থা দূর হবে না। আমরা বলে থাকি যে কৃষকেরা ধান চালের দাম বেশী নেয়। কিন্তু তাদের কথা আমরা চিন্তা করিনা। তাদের কথা চিন্তা করতে গেলে তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে গেলে দেখা যায় যে তাদের পরিবারের প্রতিপালন, তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং বিভিন্ন ব্যাপার আমরা তলিয়ে দেখিনা। সেইদিকে চিন্তা করতে গেলে শুধু ধান চাল নয়, অন্যান্য ক্যাশ ক্রপ পাওয়ার মত, যেমন আলুর চাষ বা আখের চাষ বা অন্যান্য চাষ যা হতে পারে, সেই সব চাষের সুযোগ যদি কৃষকদের দেওয়া না হয় তাহলে কৃষকদের বিশেষ ক্ষতি এবং অসুবিধা এবং অর্থসংকট দেখা দেওয়ার কারণ রয়ে গেছে। সেজন্য আমি কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার বক্তব্য রাখব যাতে বিলোনীয়াতে একটা কোলড ষ্টোরেজ এর ব্যবস্থা করা হয়।

আমার বক্তব্য আমি আর বেশী বলছি না। এই ব্যয় বরাদ্দের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি মনে করি সেই বাজেট ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে যথেষ্ট এবং আমি বিশ্বাস করি এই বাজেটের দ্বারা ত্রিপুরার উন্নতি হবে এবং এই বাজেট বরাদ্দ সম্পূর্ণভাবে আমি সমর্থন করি।

Mr. Speaker :—Now I would call on the Hon'ble Member Shri Ghanashyam Dewan to participate in the discussion,

Shri Ghanashyam Dewan :—মিঃ স্পীকার মহোদয়, হাউসের সামনে ১৯৬৭-৬৮সালের যে ব্যয় বরাদ্দের বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় পেশ করেছেন তাকে আমি অভিনন্দন জানিয়ে দুইটি কথা বলব। এই বাজেটের আলোচনায় মাননীয় সদস্যগণ যে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তারা যেসব আলোচনা করেছেন, আলোচনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ স্বাস্থ্য ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। আমি কয়েকটি বিষয়ে বলব। এই বাজেট আলোচনাকালে আমার বিরোধী দলের বন্ধুগণ যে সমস্ত উপজাতীর নামে অপপ্রচার করেছেন হাউসের মধ্যে সেই সম্বন্ধে আমি কয়েকট বক্তব্য রাখতে চাই। মাননায় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন যে উপজাতিদের মধ্যে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে, কংগ্রেসের তরফ থেকে এবং রুলিং পার্টির তরফ থেকে এবং সরকারের তরফ থেকে চাকরীর ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের কী পোষ্টে নেওয়া হচ্ছে না। Anti tribal minded officers appointed in the tribal welfare department. ট্রাইবেলদের দখলীকৃত ভূমি নন্ট্রাইবেলদের অ্যালটমেণ্ট দেওয়া হচ্ছে। ধেবর কমিশনের রিপোর্ট কার্য্যকরী করা হচ্ছে না ইত্যাদি বলেছেন। এই সম্বন্ধে আমি বলব যে ধেবর কমিশনের রিপোর্ট যে সময়ে প্রকাশ করা হয় সে সময়ের ত্রিপুরার যে অবস্থা এখনকার ত্রিপুরার অবস্থা সেই রকম নয়। সুতরাং ধেবর কমিশনের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিকল্প ব্যবস্থা ব্লকের মাধ্যমে করা হচ্ছে সেটা আমি পূর্ণ সমর্থন করি। সুতরাং আজকে বিরোধী দলের সদস্যগণ যদি বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব পোষণ না করে ট্রাইবেলদের মধ্যে কো-অপারেশন উইথ আদার সেকশান্স অব ত্রিপুরা—এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন তা হলে আমি মনে করি ধেবর কমিশনের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। তারা আজকে ট্রাইবেলদের সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি করেছেন এতে বুঝা যায় যে যেন তাঁরাই ট্রাইবেলদের বন্ধু এবং ট্রাইবেল যারা নয় তারা ট্রাইবেলদের বন্ধু নয়। আমি বুঝতে পারি না তাদের মধ্যে গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কেন এই সমস্ত কথা শুনতে হল হাউসের মধ্যে। তাঁরা বৃহত্তর ত্রিপুরাকে আরও ক্ষুদ্রতর করবার জন্য উপজাতি অঞ্চলকে একটা বিচ্ছিন্ন এলাকায় উপজাতিগণকে আবার সেই অন্ধকারে ফেলে দেবার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এটা আমরা জানি। এবং আমরা জানি বলে আজকে গত ২০ বছর পর্যান্ত তারা উপজাতি এলাকায় উপজাতিদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবার জন্য সরকারের সাথে অসহযোগ এবং বিদ্বেষ মনোভাব নিয়ে যে প্রচার চালিয়ে এসেছেন গত ২০ বৎসর পর্যন্ত তার ফল উপজাতিরা

ভুগেছে। আমি জানি যে ত্রিপুরার উপজাতি অঞ্চলে তারা যখন যান তখন তারা এমন কোন কথা বলেন না যে কথা দ্বারা উপজাতিদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা, পানীয় এবং অন্যান্য সর্ব্ববিধ উপায়ে তাদের অভাব মেটাতে পারে। তারি—জন্য উপজাতিদের বিচ্ছিন্ন করে তারা নাগাল্যাণ্ড এবং মিজো পাহাড়ের মত অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়। মাননীয় সদস্য মহোদয় উক্তি করেছেন যে পুলিশ বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বেশী। সত্যিই দুঃখের বিষয় পুলিশ বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা উচিত নয়, কারণ শিক্ষার জন্য আমরা টাকা চাই, যোগাযোগের জন্য টাকা চাই, স্বাস্থ্যের জন্য টাকা চাই, কিন্তু পুলিশের জন্য আমরা আরও টাকা চাই। এটা দুঃখের বিষয়। তবে এই বাজেটের অঙ্কটা তারা চেষ্টা করলে কমাতে পারতেন। কি করে পারেন? তাঁরা যদি তাঁদের বন্ধু চীনকে অনুরোধ করেন যে পাকিস্তান যেন আমাদের উপর হামলা না করে এবং পাকিস্তান যেন মিজোদের সাহায্য না করে, সেই বিষয়ে যদি চীনকে অনুরোধ করতেন তা হলে পাকিস্তান হয়ত আমাদের আক্রমণ করত না এবং আমাদের পুলিশ বাজেটেও টাকা কম ধরতে পারতাম এবং এইটা ডাইভার্ট করে আমরা অন্যান্য কাজে ফর দি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার করতে পারতাম। এবং অন্যান্য কাজও করতে পারতাম। সুতরাং এই বিষয়ে আমরা তাদের চিন্তা করতে অনুরোধ করব।

এখানে উনারা বলছেন যে উপজাতিদের সমতল ভূমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং ল্যাণ্ড ট্রান্সফার ফ্রম ট্রাইবেল টু নন-ট্রাইবেল করা হচ্ছে। কিন্তু আমি জানি যে উনারা যখন ট্রাইবেল এরিয়াতে যান, তখন তাদের বলেন না যে কি ভাবে জুমিং ত্যাগ করে সমতল ভূমিতে বসবাস তারা করবে, সেই বিষয়ে তারা বলেন না। বরং বলেন যে যেখানে ফরেষ্ট রিজার্ভ আছে, যেখানে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান হচ্ছে সেখানে তোমরা জুম কর। গত ইলেকশানে আমি জানি যে দশরথ বাবু, কৈলাসহর কাঞ্চনপুর এলাকাতে বলেছেন জুম করতে না দিলে পরে তোমরা কংগ্রেসকে ভোট দিও না। সুতরাং ত্রিপুরা উপজাতীদের মধ্যে যারা যাযাবর এখন আছেন, তাদের আরও যাযাবর করার জন্য যে প্রচেষ্টা এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সেই দিক দিয়ে আমি বলব তারা যেন চিন্তা করেন এবং উপজাতীদের জন্য একটা সঠিক পরিকল্পনা যদি না দেন তাহলে আমি বলব the bed they have made let them lay on it. আপনারা যে শয্যা রচনা করেছেন, তাতে আপনারা শয়ন করুন। কাজেই তাদের আমি বলতে চাই যে আপনারা সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে আসুন. সত্যই উপজাতীদের জন্য সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন, এটা আমিও স্বীকার করি। হতে পারে কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী কিছু গাফিলতি করতে পারেন বা কর্ম্মচ্যুত হতে পারেন বা কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে পারেন, তারজন্য শাস্তির বিধান আছে, তারজন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তার জন্য সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী, যারা ট্রাইবেল এরিয়াতে আছেন বা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের কাজে নিয়োজিত আছেন তারা সকলেই ট্রাইবেল বিদ্বেষী এবং ট্রাইবেল অহিতৈষী, একথা আমি স্বীকার করিনা। তাহলে তারা কি বলতে চান যে যেখানে ট্রাইবেল ছাত্র আছে

সেখানে ট্রাইবেল মাষ্টার দাও, ট্রাইবেলদের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ট্রাইবেল অফিসার দাও, এটা আমার চিন্তা ধারায় নাই। আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যে যারা সরকারী কর্ম্মচারী, তারা ত্রিপুরার ওয়েলফেয়ারের জন্য, ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, সুতরাং আজকে ট্রাইবেলদের উন্নতির কথা বলতে গিয়ে আমাদের বন্ধুদের অনুরোধ করব তারা যেন সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে আসেন। সেই সংঙ্গে আমি এই কথাও বলতে চাই যে আজকে যে আমরা আমাদের মনোমত মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেছি, আমাদের সরকার গঠন করেছি, সেই সরকার এবং মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে আমরা ট্রাইবেলদের উন্নতি সাধন করব এবং সঙ্গে সঙ্গে আছে ভূমিহীনদের সমস্যা। আজকে যে আমরা ত্রিপুরাতে খাদ্যাভাব দেখতে পাচ্ছি, তার মূলে রয়েছে ভূমিহীনদের সমস্যা। কাজেই আমি বলতে চাই যে ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্ট এর মাধ্যমে ল্যাণ্ডলেস যারা আছেন ভূমিহীন যারা আছেন, যারা আছেন জুমিয়া, তাদের সম্বন্ধে ইমার্জেন্সী কেস হিসাবে, ত্রিপুরাতে হাজার হাজার ভূমিহীন আছে, জুমিয়া আছে, যাদেরকে ল্যাণ্ডের মধ্যে বসান যায় নাই, ভূমির কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই তাদের কিভাবে গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনে নিয়োজিত করতে পারি, খাদ্য সমস্যা সমাধানে কি করে অংশ গ্রহণ করাতে পারি, তার চেষ্টা করতে হবে। কারণ তাদের কৃষি ঋণ দাদন বা অন্যান্য সাহায্য দিতে পারি না যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা ভূমির অধিকার পান, সেটেলমেন্ট পান। সুতরাং যে সমস্ত ভূমিহীনরা আছেন, তারা ঐ জুমিয়াদের মতই যাযাবর অবস্থায় আছেন। আমি জানি মাছমারায় যে সমস্ত ভূমিহীন ছিলেন, তারা ভূমি পাওয়ার জন্য আমার ছামনু অঞ্চলে এবং ব্লকে এসেছেন, এখানে এসে তারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেখানেও ভূমি নাই। তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই এবং কুলাই হাওর থেকে কুমারঘাট এবং কৈলাসহর অঞ্চল থেকে ছামনু অঞ্চলে গেছেন ভূমির সন্ধানে, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখেন সেখানে ভূমি নাই। সুতরাং এই ভূমির জন্য ভূমিহীন জুমিয়া এবং ভূমিহীন বাঙ্গালী এক ডিভিশন থেকে আরেক ডিভিশানে ঘোরাফেরা করছেন, কিন্তু কোথাও ভূমির সন্ধান মিলছে না। কারণ ত্রিপুরাতে এখন কর্ষণযোগ্য ভূমির অভাব রয়েছে, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। সুতরাং ভূমিহীন বাঙ্গালী যারা আছেন তাদের আজকে টিলাভূমিতে পুনর্বাসন দিতে হচ্ছে। কাজেই জুমিয়া যার আছেন তাদেরকে যেন আমরা সমতল ভূমিতে আনবার প্রচেষ্টা না করি। সমতল ভূমি আর নাই যেখানে আমরা তাদের পুনর্বাসন দিতে পারি। আমি অনুরোধ করব যে সমস্ত জুমিয়া টিলাতে আছেন শত শত বৎসর ধরে ইনট্রেডিশান, তাদের দিয়ে যাতে করে আমরা জুমিং কাম হর্টিকালচার উইদ ইনডাষ্ট্রিজ করাতে পারি, এমন একটা পরিকল্পনা আমাদের নেওয়া উচিত যে পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদেরকে পাহাড়েই স্থায়ীভাবে বসবাস করাতে পারি। যেমন মিজো হিল, নাগা হিল আসামের পূর্ব অঞ্চলে রয়েছে, সেখানে সমতল ভূমি নাই। সেখানে যারা পাহাড়ী আছেন তারা পাহাড়েই বসবাস করছেন। তেমনি আমাদের ত্রিপুরাতেও বেশী সংখ্যক টিলা, সেখানে টিলাতে বসবাস যাতে তাদের করাতে পারি, সেই রকম পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা আমরা নিতে পারি কিনা, সেই দিকে আমি অনুরোধ রাখব। জুমিয়াদের জুমিং কাম হর্টিকালচারএর সুযোগ দিয়ে এবং পিগারি, ডাকারি, পশুপালন ইত্যাদির সুযোগ

করে সেখানে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাস করাতে পারি কিনা এবং টিলাতে স্থায়ী বন্দোবস্ত যদি দিতে পারি তাহলে তারা তাদের যে মাইগ্রেশান হ্যাবিট, এক ডিভিশান থেকে আরেক ডিভিশানে, এক টিলা থেকে আরেক টিলাতে ঘোরাফেরা করার যে হ্যাবিট, সেটা তারা ত্যাগ করবে, ভাল ফল চাষ করবে এবং তাদের জন্য আমাদের আর মাথাব্যথার কোন কারণ থাকবে না।

কাজেই তাদের জন্য যদি জুমিং কাম হর্টিকালচার করাতে পারি, তবে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। তাদের জন্য যদি স্বাস্থ্য কেন্দ্র করতে পারি, তাদের যোগাযোগের জন্য রাস্তা ঘাট করতে পারি তাহলে আমাদের ত্রিপুরায় যে নয় হাজারের উপর জুমিয়া পরিবার আছেন, তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে টিলাতে পুনর্ব্বাসন দিতে পারব। জুমিয়া এবং ভূমিহীনদের যদি এই স্কীম'এর মাধ্যমে টিলাতে বসাতে পারি, তাহলে এই গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেনেও তারা অংশ গ্রহণ করবে। টিলাতে তারা ফসল ফলাবে. ধান ফলাবে, ফল ফলাবে এবং পশুপালন করে ত্রিপুরায় যে ডিমের অভাব, মাংসের অভাব এবং এই যে খাদ্যের চাহিদা রয়েছে, সেই চাহিদা তারা মিটাতে পারবে। কাজেই সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে যাতে তাদের পুনর্ব্বাসন দিতে পারি তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং যারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী আছেন তাদের কাছে অনুরোধ রাখব to expedite the rehabilitation of the Jhumias and landless—তাদের জন্য fulfledged একটা ডাইরেক্টরেট প্রবর্ত্তন করা যায় কিনা, তার চিন্তা করে দেখুন। পার্টিকুলারলি তাদের জন্য এই ডিপার্টমেন্ট যতদূর সম্ভব সাহায্য যদি দিতে পারে, এ্যাজ এ কেস অব ইমার্জেন্সী অর্থাৎ প্রায়রিটি দিয়ে তাদের যদি আমরা পুনর্ব্বাসন দিতে পারি, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে একটা অস্বস্তিকর ভাব, ভূমিহীনদের ভূমি চাই, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন চাই, এটা বোধ হয় আমরা দূর করতে পারব এবং উন্নততর ত্রিপুরা, সুখী ত্রিপুরা, আমরা যা দেখতে চাই, সমগ্র ত্রিপুরা বাসী তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারবে এবং আমি আশা করি তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে এবং তারা আমাদের সাহায্য করবে।

এই সঙ্গে আমাদের বিরোধী বন্ধুদের বলব যে তাঁরা যেন সত্যি আদিবাসী দরদী হন। তাঁদিগকে আমরা আদিবাসী দরদী বলি না কারণ যারা আদিবাসীদের উন্নয়নের নামে তাদের সর্ব্বনাশ করেছেন। আজকে দেখতে পাচ্ছি যে ১৯ বছর পরেও যে জুমিয়া সে জুমিয়াই রয়ে গেছে, যারা সরকারের সাথে সহযোগিতা করলো না, যারা সহযোগিতা করলো না ত্রিপুরার ১০ লক্ষ অধিবাসীর সঙ্গে, তারা এখনও সিগ্রেগেটেড রয়ে গেল। সুতরাং আজকে তাদের অনুরোধ করব যে তারা যেন উপজাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি না খেলেন এবং প্রকৃত কল্যাণ তাদের জন্য যদি তারা করতে চান তাহলে দলমত নির্বিশেষে কাজ করুন। চীন কি করলো; রাশিয়া কি করলো সেই চিন্তা ছেড়ে দিয়ে ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য যেন তারা ভাবেন এবং সত্যিকারের কল্যাণ কি করে হয় সেই কথা ভাবুন এবং সুপরামর্শ দিন। যাতে সেই পরামর্শ সরকার পক্ষ থেকে আমরা সমর্থন করতে পারি এবং সেটা কার্যকরী করতে পারি। আমি জানি যে ত্রিপুরার যে পাহাড়ীরা জঙ্গলে [illegible] দূর দুরান্তরে থাকে তাদের সঙ্গে

যোগাযোগ করাটা সত্যিই খুব কষ্টকর। যেমন গোবিন্দ বাজার এলাকায় ছামনু অঞ্চলের মধ্যে, ছামনু থেকে ২৫ মাইল দূরে যে উপজাতি এলাকাটা সেখানে আমরা রাস্তার সুব্যবস্থা করতে পারি নাই। আমি বলব ছামনু তহশীলের মধ্যে একটা বিরাট কলোনী আছে, বাইগুনছড়া কলোনী যেখানে ৪০০ একর জমি আছে এবং সেই বাইগুনছড়াতে বাঁধ দিলে পরে ৪০০ একর জমির মধ্যে আমরা দুই ফসলা ফসল ফলাতে পারি। মনু যে একটা ঘাটতি অঞ্চল, সেই ঘাটতি অঞ্চলের মধ্যে এই ৪০০ একর জমিতে যদি আমরা ফসল ফলাতে পারি তাহলে একটা মহৎ কাজ হবে। গত বৎসর আমি মাননীয়মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যখন ছামনুর অবস্থা বলেছিলাম, তিনি শুনেছেন এবং তিনি কিউরিটিভ মেজার না নিয়ে প্রিভেনটিভ মেজার নিয়েছেন সেখানে—সাধারণত যে মাসে নাকি টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয় না। কিন্তু আমি শুনলাম যে ছামনু এলাকাতে মাত্র ১৫ দিনের খোরাকী আছে। সুতরাং এর পরে যদি আমরা খোরাকী দিতে না পারি তাহলে সেখানকার অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। কারণ ছামনু এমন একটা অঞ্চল যেখানে বর্ষার সময়ে হেডলোডে মাল আনা নেওয়া হয়। কারণ যখন মনু নদী স্ফীত হয়ে দুকূল প্লাবিত করে তখন যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সেই এলাকাতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যত্ন সহকারে সেখানকার বিষয় শুনেছেন এবং ঠিক ঠিক সময়ে টেষ্ট রিলিফের এবং রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা করে তিনি সেখানে টেষ্ট রিলিফের মারফতে জনসাধারণকে টাকা পাওয়াইয়া দিয়েছেন। রাস্তার কাজ করে এবং প্ল্যানটেশান এবং জুমের কাজ করে তারা দুটা পয়সা পেয়েছে। যার জন্য আজকে কম্পারেটিভলী ছৈলেংটা, মনু, ধুমাছড়া এবং মাছলী প্রভৃতি জায়গায় সেই পয়সা তারা কাজে লাগিয়েছে এবং কম্পারেটিভলী এইসব জায়গাতে খাদ্য আছে। আমি বলছি না যে খাদ্যে স্বয়ংভর। কিন্তু যে এলাকাতে অন্যান্য বৎসরে মোটেই থাকত না সেখানে এই বছর কম্পারেটিভলী খাদ্য আছে। সুতরাং ঠিক ঠিক সময়ে আমরা ছামনু অঞ্চলে আর্থিক সাহায্য জুমিয়াদের দিতে পেরেছি এবং তারা জুম করেছে এবং জুমের ফল তারা পেয়েছে। আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকেও যাতে তাদের প্রতি অযথা হয়রানি না হয় এইকথা আমরা বলেছি এবং সেইভাবে ঠিকভাবে জুম করতে পেরে আজকে তারা কিছুটা সুখী। সুতরাং আজকে আমাদের মধ্যে যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী আছে, যে যেই ডিপার্টমেণ্টে, তারা যেন দীর্ঘসূত্রী না হন। অতি দ্রুত গতিতে যদি কাজগুলি করেন তাহলে আমরা জানি যে ত্রিপুরাতে আমরা যে কাজ আরম্ভ করেছি সেই কাজে আমরা সাফল্যলাভ করব। আর দেখা যায় যে লালছড়াতে প্রায় ১৫/২০ দ্রোণ জমি রিক্লেম করবার জন্য যে নালা কাটা হচ্ছে সেই নালা কাটাটা দ্রুতগতিতে হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে ঠিক সময়ে কাজ হচ্ছে না। কিন্তু এই দিক দিয়ে দৃষ্টি দিতে হবে যাতে মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট বাঁধ বা নালা কাটার কাজগুলি অতি দ্রুত সম্পন্ন করেন। আজকে আদিবাসী সম্বন্ধে এই আমি বললাম এবং আমি আশা করি ভূমিহীন জুমিয়া যারা আছে এবং ভূমিহীন যারা আছে তাদের মধ্যে যদি ল্যাণ্ড সেটেলমেণ্ট প্রায়রিটি দিই তা হলে আমরা ত্রিপুরার বহুবিধ সমস্যার মধ্যে যে একটি রূঢ় রকমের সমস্যা তার সমাধান

হবে বলে আমরা আশা করি এবং আমি আশা করি যে ত্রিপুরার উপজাতিগণ যারা ত্রিপুরার জনপ্রিয় মন্ত্রীসভার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেছেন এবং যে ত্রিপুরার আদিবাসীগণ ভোটের মাধ্যমে গত ইলেকশানে আমাদের মন্ত্রী সভাকে এবং আমাদের দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, যার ফলে আমরা উপজাতিদের মধ্যে সরকার পক্ষে ৬ জন পেয়েছি এবং যার ফলে বিরোধীপক্ষের গাত্রদাহ আরম্ভ হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে আজকে হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে। এই হতাশার ভাব যে জাগলো আমি মনে করব এবং তাদের আহ্বান করব তারা যেন হতাশ না হয়ে বরং সহযোগিতা করার জন্য আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান। তা হলে ত্রিপুরার সত্যিকারের মঙ্গল হবে এবং আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা দেখতে পাব। জয়হিন্দ।

Mr. Speaker :— Now I would call on Hon'ble Member Shri Kshitish Ch. Das to participate in the discussion.

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৭-৬৮ ইংরেজী যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন, নানাদিক থেকে বিচার বিবেচনা করলে পরে সেই বাজেটকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করতে পারি। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়গণ এই বাজেট আলোচনায় যে-উপজাতী প্রজাদের উৎখাত করা হচ্ছে এই আলোচনা রাখতে গিয়ে যে ভাবে মন্তব্য করছেন, তাতে একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। আজকের দিনে আমি ভাবতে পারিনা যে একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করা, একটা দলগত বৈষম্য সৃষ্টি করার বা বিভেদ সৃষ্টির কোন কারণ ঘটেছে কিনা। ত্রিপুরাতে যে পনের লক্ষ লোক বাস করছে, তাদের সকলেই সকলের ভাল মন্দ দেখা উচিত। ট্রাইবেলদের ভাবা উচিত নন ট্রাইবেলরা আমাদেরই, আর ননট্রাইবেলদের ভাবা উচিত যে ট্রাইবেলরা আমাদেরই। আমাদের এখানে এইভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি না করে আমার মনে হয়, নানাদিক থেকে চিন্তা করে তাদের বাঁচার বিষয় চিন্তা করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে সমস্ত দিক দিয়ে এই বাজেট বর্তমান ত্রিপুরার সংগে সংগতি রেখেই করা হয়েছে। কাজেই এখানে সাম্প্রদায়িক জিগীরের কোন মানে হয় না।

কৃষির দিক থেকে অনেক কিছু সমালোচনা করা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে, আমাদের বেশ কিছু জায়গায় নানাদিকে ফসলের ক্ষতি করছে। কয়েক বছর ধরে ক্ষতি হয়ে আসছে। তাছাড়া উদ্বাস্তু ক্রমশঃ এখানে আসছে, এবং অন্য দেশ থেকে এইভাবে উদ্বাস্তু আসার ফলে যেভাবে জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়ছে, তাতেও আমাদের অনেকটা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে নানাদিক থেকে। তাতে কৃষির জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা সরকার গ্রান্ট করেছেন তার মধ্যে ব্লকের মাধ্যমে যে সমস্ত সার, বীজ ইত্যাদি বিলিবন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেটা কৃষকদের কাছে যাতে নিয়মমত পেঁৗছে দেওয়ার ব্যবস্থা ব্লকের মাধ্যমে হয়, এবং এইগুলি রীতিমত কাজে লাগে কিনা, সেইদিকে কৃষি বিভাগের কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। অনেক সময় এইরকম হয় যে বীজ সময়মত-

কৃষকরা পায় না। বীজ আছে অথচ সেগুলি বিলি বণ্টনের একটু অসুবিধা হয়, তাতে কৃষকরা নানাদিক থেকে অসুবিধা ভোগ করে।

তা-ছাড়া বাজেটে বিভিন্ন খাতে রাস্তাঘাটের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। গত ১৯ বছর আগে যে রাস্তা ঘাট ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী রাস্তা ঘাট হয়েছে, হাসপাতাল হয়েছে, সবকিছুই হয়েছে, আবার অনেক কিছু বাকীও আছে। স্বাস্থ্য বিভাগের দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে আগে যেখানে প্রতিটি সাবডিভিশানে একটি করেও হাসপাতাল ছিল না, সেখানে এখন সাবডিভিসানগুলিতে হাসপাতাল হয়েছে এবং ঘনবসতি পূর্ণ গ্রাম-গুলিতে, প্রত্যেকটিতে হেলথ্ সেণ্টার খোলা হয়েছে এবং আরও হওয়ার জন্য এই বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা আছে। কাজেই নানাদিক থেকে চিন্তা করলে এই বাজেট দ্বারা ত্রিপুরার সামগ্রিকভাবে উন্নতি হবে বলেই আমি মনে করি। এই প্রসংগে আমার কমলপুরের কয়েকটি বিষয়ে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আমার অনুরোধ রাখছি যে কমলপুরের যে রাস্তা ঘাট, তার মধ্যে একটি রাস্তা বড়। এটা ছাড়াও ভিতরে আরও কয়েকটি রাস্তা ঘাটের প্রয়োজন। ডুলুবাড়ী গেট থেকে ধলাই নদীর পূর্ব পার হয়ে কমলপুরে এবং পাকিস্তানের সীমানা পর্য্যন্ত এবং আরেকটি রাস্তা কমলপুর আম্বাসা রাস্তার পশ্চিমদিকে পাহাড়ের কিনারে, সেটাও কমলপুর সহর পর্য্যন্ত গেলে, সবদিক থেকেই সুবিধা হয়। এই দুইটি রাস্তা যদি হয় তাহলে যোগা-যোগের সুবন্দোবস্ত হবে। কারণ অনেক সময় ভিতরে যে গ্রামগুলি আছে, যোগা-যোগের অভাবে জিনিষপত্র মাথায় করে আনতে পারে না। কাজেই দরের বৈষম্য থাকে অনেক বেশী। কাজেই এই যে রাস্তা দুইটি এইগুলি করা দরকার। তদুপরি কমলপুর সহর ফ্লাডে প্লাবিত হয়। গত বছর তিনবার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি প্লাবিত হয়েছিল। কাজেই যাতে এই সহরকে বাঁচান যায় তার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে, মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে আমি অনুরোধ রাখছি যে কমলপুর শহরকে ফ্লাড থেকে বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থা যেন করা হয়। কমলপুর হালাহালিতে বেশ ঘনবসতি পূর্ণ। কমলপুর হাসপাতাল আছে, তা-ছাড়া কুলাই একটি হাসপাতাল আছে, মাঝখানে কোন হাসপাতাল না থাকার দরুন সেখানকার রোগীদের পক্ষে খুবই অসুবিধা হয়। আরেকটি হচ্ছে কমলপুর সাবডিভিশানের মধ্যে কুলাই যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং কমলপুর স্কুল ছাড়া মাঝখানে আর কোন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল নাই। কাজেই এখানকার গ্রামের লোকজনের পক্ষে হায়ার সেকেণ্ডারীতে পড়ার কোন সুবিধা নাই। হালাহালি নদীর পূর্ব পাড়ে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং একটি হাসপাতাল যাতে করা হয়। এটা জনসাধারণের দাবী, গত ইলেকশানের সময় এই দাবী তারা করেছে। কাজেই এই দুইটি যাতে করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। কমলপুর শহর বর্ষাকালে কাদায় ডুবে যায়, কাজেই রাস্তাঘাট আরও যাতে উন্নত হয়, তার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর নিকট আমার অনুরোধ রাখছি যাতে এ'সব রাস্তা-ঘাট'এর ডেভলাপমেণ্ট আরও ত্বরান্বিত করা হয়।

এই আমার বক্তব্য। বাজেটে নানা বিষয়ে, ত্রিপুরার অবস্থার সংগে সংগতি রেখে যেভাবে বাজেট করা হয়েছে, সেই বাজেটকে আমি আমার আন্তরিক সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker ;— Now I call on the hon'ble member Shri Manomohan Deb Sarma.

Shri Manomohan Deb Sarma :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৬৭-৬৮ সালের যে বাজেট এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সব দিক থেকে বিচার বিবেচনা করে আমি একে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। বিশেষ করে agriculture, co-operation এবং communication এর জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা দ্বারা ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব হবে। সেই জন্যই আজকে আমি এই বাজেট সমর্থন করছি। তবে agriculture এর ব্যাপারে ত্রিপুরার বিশেষ অবস্থাকে বিচার বিবেচনা করতে হবে। কারণ ত্রিপুরার সীমিত যে জমি তা reclamation হয়েছে এবং পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করে তার উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস পেয়েছে। সেই জন্য extensive cultivation থেকে যাতে আমরা intensive cultivation এ জোর দিতে পারি তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যেখানে আমরা এক ফসল করেছি সেখানে যাতে দুই ফসল করতে পারি এবং যেগুলি, দুই ফসল হচ্ছে সেগুলিতে যাতে তিন ফসল করতে পারি সেই জন্য কোন রকম চেষ্টার ত্রুটী থাকা উচিত নয়। এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তা দ্বারা সবগুলি একসঙ্গে সম্ভব না হলেও কিছুটা সম্ভব হবে। সেই জন্যই আমি এই বাজেটকে developmental budget বলছি। এখানে agriculture এর ব্যাপারে বিশেষ কতকগুলি সুবিধা রয়েছে। অনাবৃষ্টি হলে agriculture হয় না। কৃষি করতে হলে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দরকার সেগুলির অনুপস্থিতিতে কিছু করা সম্ভব না। সেই জন্যই জলসেচের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার। জলসেচের জন্য আমরা যে সমস্ত বাঁধ দিয়েছি সেগুলি খুব temporary. কারণ ত্রিপুরার নদী-নালা ছিল খুব খর স্রোতা। সেই জলস্রোতের জন্য এই বাঁধগুলি বার বার ভেঙ্গে যায়। Irrigation এর ব্যাপারেও আমরা দেখি যে অনাবৃষ্টির জন্য নদী-নালা শুকিয়ে যায় এবং জলসেচের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কাজেই আজকে প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে অনাবৃষ্টির জন্য যে সমস্ত জলসেচের ব্যবস্থার অসুবিধা হয় সেগুলি কি করে স্থায়ী ব্যবস্থার দ্বারা কৃষির উন্নতি করা যায়। ত্রিপুরায় যে শুধু সমতল ভূমিই উর্বর তাহা নয়, টিলা জমিও উর্বর। জম্পুই জলায় যে জুমিয়া কলোনী আছে তাতে কাণি প্রতি ১৫।১৬ মণ ধান হয়। যদি আমরা জলসেচের ব্যবস্থার আরও উন্নতি করতে পারি তা হলে জমিতে আরও বেশী ফসল উৎপন্ন করা সম্ভব। সেইজন্য যে সমস্ত লোংগা আছে সেগুলিকে আরও গভীর করে যদি আমরা pump এর সাহায্যে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারি এবং কৃষকের privilege যদি বাড়াতে পারি তা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানের পথ হবে। এই জন্য Irrigation খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে তা যেন সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত হয় তার জন্য মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Education খাতে ১৯৬৬-৬৭ সালে যে টাকা বরাদ্দ ছিল তার চাইতে এই বৎসরের টাকা অনেক বেশী। অনেক নূতন খাতেও ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এই সম্পর্কে আর একটি কথা যে লেখা পড়ার যা সুযোগ সুবিধা তাহা সহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ। Interrior এবং পাহাড়ে সেই রকম সুযোগ সুবিধা নেই। এর ফলে শিক্ষার যে পবিত্র সুযোগ, পাহাড় অঞ্চলের জনসাধারণ তার থেকে বঞ্চিত। এই জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি যে interriorএ পাহাড়ের জনসাধারণ যাতে Higher Secondary School এর সুযোগ সুবিধা পায় তার ব্যবস্থা যেন করেন। Interriorএ ও হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল খোলা উচিত।

পাহাড় অঞ্চলে নানা প্রকার উপজাতি আছে যেমন রাংখল, তাইপেন, ত্রিপুরী, জমাতিয়া ইত্যাদি অর্থাৎ নানা রকম উপজাতির Composition। সেইখানে যদি একটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হয় তবে এই সমস্তসম্প্রদায়ের লোকের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার সুবিধা পাবে। প্রাচীন কাল থেকে বনের সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগ আছে। প্রাচীন কালে মুণি ঋষিরা গাছের তলায় বসে তপস্যা করতেন এবং ছাত্ররাও এই গাছ তলায় বসেই লেখাপড়া করতেন। কাজেই ভারতীয় জন মানসের উপর বনের যে একটা প্রভাব তা অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া বন আমাদের ব্যবহারিক জীবনে একান্ত প্রয়োজন। আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা অচল হয়ে পড়তো যদি বন না থাকতো। বন থেকে রাজস্ব আদায় হয় কাজেই এটা সরকারের একটা source of income তবে সময় সময় জনসাধারণকে বনভূমি গড়ার জন্য বা রক্ষা করার জন্য দুর্ভোগ ভুগতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে জন সাধারণের যাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই বন যেন গড়ে তোলা হয়। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ার সম্পর্কে বিরোধীরা যা বলেছেন তাতে মনে হয় যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য তাদের ঘুম হচ্ছে না। সরকার ট্রাইবেলদের জন্য ওয়েল ফেয়ারের যে সব ব্যবস্থা করেছেন তাতে তারা সুখী নয়। বিশেষ করে তাদের 5th Schedule এর যে দাবী তা আমি মানতে পারি না। তাহলে পরে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিদ্বেষ বাড়বে —এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরাকে আবার বিচ্ছিন্ন করা হবে। এর ফলে tribalদের কোন problem solved হবে না। শুধু পরস্পরের প্রতি শত্রুতা বাড়বে এবং একে অন্যের প্রতি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠবে। এর ফলে বর্তমানে আমরা যে জাতীয় ঐক্যের শ্লোগান দিচ্ছি তা নষ্ট হয়ে যাবে। এতে tribal, non tribal কারও মঙ্গল হবেনা। সে জন্য আমি বলছি যে ভারতীয় সংবিধানে tribalদের জন্য যে রক্ষা কবচের ব্যবস্থা আছে তা যদি আমরা সক্রিয় ভাবে কাজে লাগাই বা যথাযথ পালন করি তা হলে ট্রাইবেলদের যে উন্নতি হবে এবং ভবিষ্যতে তারা একটা বৃহৎ জাতিতে পরিণত হবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। 5th Schedule অনুসারে আমরা Tribal, Non-tribal ইত্যাদি ভাগে ভাগ করে যদি সমস্যার সমাধান করতে যাই তবে সেটা আত্মহত্যার সামিল হবে। সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করব। সেজন্য আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারছি না।

তারপরে Animal Husbandry র ব্যাপারে দেখেছি যে vety dispensary, stock mencentre, poultry centre ইত্যাদি বাজারে বা সহরাঞ্চলে থাকে কিন্তু যেখানে কৃষক আছে যারা কৃষি করেন, যাদের সব সুযোগ সুবিধা দরকার তাদের কাছাকাছি তারা যায় না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে এগুলি যেন গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করা হয় যাতে করে কৃষকেরা এর সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে। বিশেষ করে Budget এ ৫টি নূতন dispensary খোলার কথা রয়েছে এবং এগুলি যাতে গ্রামাঞ্চলে, পাহাড়াঞ্চলে স্থাপন করা হয় সেজন্য মন্ত্রী মহোদয়কে পুনরায় অনুরোধ জানাচ্ছি।

Budget এ development সম্পর্কে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা যদি সামগ্রিক ভাবে বিচার বিবেচনা করে scheme অনুযায়ী কাজ কর্ম্ম করা হয় তাতে ত্রিপুরার জনসাধারণের অর্থাৎ tribal-non-tribal প্রত্যেকটি লোকের উন্নতি বিধান হবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

Mr. Dy. Speaker—I call on Dy. Minister Shri Munchor Ali.

Shri Munchor Ali (Dy. Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে এই হাউসে যে বাজেট রাখা হয়েছে তা আমি সমর্থন করি। আজকে ত্রিপুরাতে যে জন সমস্যা, ভারতের যে জন সমস্যা, সেই বর্দ্ধিত জনসংখ্যা অনুপাতে এই বাজেট ত্রিপুরাকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে এই আমার বিশ্বাস। গত তিনটি পরিকল্পনাতে ত্রিপুরাতে যে কাজ হয়েছে আমরা লক্ষ্য করলে দেখব আজকে এই বাজেট প্রায় সেই তিনটি পরিকল্পনার সমান। তাই আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরার অগ্রগতি অবশ্যই হবে। তথাপি বিরোধী সদস্যগণ এই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। এই বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে ওনারা যদি জনসাধারণ, সরকারী কর্মচারী এবং আমরা যারা এই হাউসে আছি সবাইর সাথে এক যোগে কাজ করেন তা হলে এই বাজেট অনুসারে সুষ্ঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার উন্নতি করতে পারব। যে ভাবে বিরোধী দল বিরোধীতা করেন যদি তাই করতে থাকেন তাহলে জন সাধারণকে বিভ্রান্তই করবেন। এবং এতে বুঝা যায় যে তারা ত্রিপুরার উন্নতি চান না। প্রত্যেক বৎসরই বাজেটের সময় দেখেছি তাদের বিরোধীতা। আজ ও তাদের সেই বিরোধীতা কেবল, বিরোধীতা। সেইজন্য আমি বিরোধীদলের সদস্যগণকে অনুরোধ করব যে, যে বাজেট আমাদের সামনে আছে তাকে নিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে, এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য একযোগে কাজ করার জন্য আমি বিরোধীদলকে অনুরোধ করছি। ওনারা বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন যে কৃষিখাতে বাজেটে যা ধরা হয়েছে তাতে ত্রিপুরার কৃষির কোন প্রকার উন্নতি হবে না। একথা সত্য নয়। তারপর ডম্বুর প্রজেক্টের কথা বলছি। এটা একটা বিরাট প্রকল্প এই প্রকল্প যদি সঠিকভাবে কার্য্যকরী হয় তা হলে ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে

প্রায় চার লক্ষ উপকৃত হবেন। এই প্রকল্প থেকে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে তার দ্বারা আমরা যদি ছোট ও মাঝারী শিল্প গড়ে তুলতে পারি তা হলে ত্রিপুরার বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। বাজেটে এইরকম অনেক পরিকল্পনা আছে। সেইগুলি কার্য্যকরী করতে হবে। তবে সেটা নির্ভর করছে ত্রিপুরার জনসাধারণ, সরকারী কর্মচারী এবং আমরা যারা জনপ্রতিনিধি তাদের সহযোগীতার উপর। একদল লোক আছে যার শুধু ভাল কাজ করতে গেলে বাধা দেয় এবং জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এর ফলে সাময়িক ব্যঘাত ঘটে। আমাদের পরিকল্পনাতে সাময়িক বাধার সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারব এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গত তিন পরিকল্পনাতে তাদের নানাপ্রকার বিরোধীতা এবং বাধা সত্বেও আমরা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছি। তথাপি তারা যদি আমদের সঙ্গে সহযোগীতা করে জনসাধারণকে সংপরামর্শ দিয়ে এগিয়ে যেতে বলেন তা হলে সেটা উন্নতির পক্ষে অনেক সহায়ক হবে এবং তাদের সেই অনুরোধই করব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy Speaker :— I Call on Hon'ble Minister Shri Tarit Mohan Das-Gupta.

Sri Tarit Mohan Dasgupta, Minister :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটের বিষয় নিয়ে সাধারণ আলোচনা করছি। এই বাজেটটিকে আলাদাভাবে দেখা যায়না, আজকে সমগ্র ত্রিপুরার উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটটিকে যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে তার পূর্নরূপটিকে আমরা দেখতে পাব। এই বাজেটটিকে দেখতে গেলে পরে তার মধ্যে থেকে আমাদের এটা দেখতে হবে যে এর মধ্যে সমতা রেখে কাজ করা হয়েছে কিনা। আজকে যদি ত্রিপুরার সমস্যাগুলিকে আমরা দেখি তাহলে যে অন-গ্রসর ত্রিপুরা সেই ত্রিপুরার নিজস্ব resource অর্থাৎ আয় কতখানি এবং তার ব্যয় করার ক্ষমতা কতখানি এবং সেই সঙ্গে কেন্দ্রের অর্থ সাহায্য কতখানি এবং সেই অর্থ দিলে পর সেটাকে সংভাবে ব্যয় করার ক্ষমতা এবং তাকে উন্নয়ম মূলক কাজে নিয়োগ করার ক্ষমতাকত খানি। এই সমগ্রটা দেখে যদি আমরা বাজেটটাকে বিচার করি তাহলে বাজেটের পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ রূপটা আমরা দেখতে পাব। যদি কেউ বলে যে আজকের দিনে ত্রিপুরায় যে হাসপাতাল ডিসপেনসারি আছে তার সংখ্যা বাড়ানো উচিৎ। কিন্তু একটা জিনিষ দেখলেই দেখবেন যে আমাদের existing যে হাসপাতালে ডিসপেনসারি এবং তার জন্য যে পরিমান ডাক্তারের প্রয়োজন তার মধ্যেও এখন ৩০ থেকে ৪০-জন ডাক্তারের অভাব। তেমনি যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে যাই ত্রিপুরাতে আজকে ৭৫টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে। খোঁজ নিলে দেখবেন অনেক বিদ্যালয়ে এখনো উপযুক্ত প্রধান শিক্ষক পাওয়া যায়নি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষক ইনচার্জ অথবা Asstt, Head Master কে দিয়ে চালানো হচ্ছে। কাজেই আজকে

যে বৃদ্ধিটা আমরা করব তার সঙ্গে যদি উপযুক্ত লোক না থাকে তাহলে সেই বৃদ্ধি বা অর্থ ব্যয় করে যে পরিমান ফল পাওয়া যায় তা ঠিক সম্পূর্ণ ভাবে ফিরে আসবে না। তেমনি যদি আমরা Eng. Deptt. এর কথা বলি। যদিও আমাদের অর্থ থাকে তাহলে ও তা পূরণ করার মত উপযুক্ত অভিজ্ঞ Engineer এবং ওভারসিয়ার কতখানি আছে সেটাকে দেখে বুঝা যাবে যে আমরা কতখানি কাজ করতে পারব। কাজেই সেইদিক থেকে যদি আমরা এই বৎসরের বাজেটটাকে দেখি তাহলে দেখব বাস্তব অনুযায়ী যে পরিমাণ কাজ করা যায় এবং যে পরিমাণ resource সম্পূর্ণ আমাদের হাতে আছে তাকে সম্পূর্ণভাবে কার্য্যে রূপদান করার জন্য সরকারের তরফ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা হয়েছে। সেইদিক থেকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে এই বাজেটের মধ্যে সমতাপূর্ণ প্রত্যেকটি কাজে তার সঙ্গতিপূর্ণ ফল পাওয়া যাবে। আজকে যেখানে আমরা বলব আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে Industry করা দরকার। অতি সত্যি কথা যে ত্রিপুরাতেও Industry করা দরকার। কিন্তু তার সংে ঙ্গসঙ্গে এটাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে, দেখতে হবে যে সম্ভাবনা কতখানি আছে এবং industry থেকে যেসমস্ত বস্তু উৎপন্ন হবে তাকে নিকটবর্ত্তী বাজারে পৌছাতে গেলে সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা কতখানি উন্নত এবং তারদ্বারা জিনিষের যে মুল্যমান হবে যে দাম পড়বে সেটা আজকের যে competitive market সেই মার্কেটে গিয়ে সেই দামে লাভ হবে কিনা। এবং এই দিক থেকেও দেখা যায় যদি সরকারের এই দিকে প্রচেস্টা আছে কিনা তা হলে আমি বলব সরকার এখন থেকে ত্রিপুরাতে পেপার পাল্প, পেপার ইত্যাদি শিল্প হতে পারে কিনা তারজন্য অনেক আগে থেকে প্রচেষ্টা করে আসছে এবং এটাও দেখতে হবে একটা প্রচেষ্টা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে তাকে রূপদান করা যায় না। কারণ সেখানে লক্ষ লক্ষটাকা ব্যয়িত হবে তার আগে এ সব বিবেচনা করে দেখতে হবে এই যে মুলধন যেটা আমরা ব্যয় করছি সেটা যদি লাভজনক না হয় তা হলে সেই মুলধন—জনসাধারনেরই অর্থ তার অপব্যয় হবে। কাজেই একটি পরিকল্পনার আগে তাকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে যেহেতু এই অর্থ জনসাধারনেরই অর্থ এবং সেই অর্থ কোন একটি শিল্পের মধ্যে নিয়োগ করে তার দিক থেকে যদি উপযুক্ত return, মুনাফা, বোনাস, ঠিক ভাবে আদায় না হয় তাহলে এই কাজ করার চাইতে না করাই ভাল। কারণ কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের অর্থ নিয়ে তার যাতে অপচয় না হয় সেই দিকে সরকারের যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা উচিত। কাজেই সেদিক থেকে যদি Industryর কথাই আমরা বলি যে যারা Industryর কঠোর সমালোচনা করেছেন। আজকে বহুদিক থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে যে ত্রিপুরাতে বাঁশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং এখানে একটি শিল্প গড়ে তুলতে পারা যায় কিনা। কিন্তু তা করতে গেলে তার জন্য আনুসঙ্গিক যে ব্যবস্থা—অর্থাৎ কালকে যদি বাঁশের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান করা হয় তা হলে যে পরিমান বাঁশ দৈনিক লাগবে—এখন যে plantটি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তাতে expertরা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে ৫০ টনের বেশী বড় Plant হতে পারেনা। অর্থাৎ দৈনিক যদি ৫০ টন করে কাগজ

উৎপন্ন হয় তাহলে ত্রিপুরায় এই কাগজের জন্য দৈনিক ২০০ টন বাঁশের দরকার হবে। কাজেই এই বাঁশের যোগান যদি অনবরত না রাখা যায় তাহলে শিল্পটি গড়লেও তা ঠিক ভাবে চলবে না। কাজেই যদি এই রকম একটি পেপার শিল্প গড়ে তুলতে হয় তা হলে সেই সঙ্গে সঙ্গে bamboo plantation এর একটা সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং একটি সুপরিকল্পিত অঞ্চল কি করে রক্ষা করা যায় সেটাই আজকে ভাবতে হবে। কাজেই আজকে গরুর আগে গাড়ী না জুড়ে গাড়ীর আগে গরু জোড়া ভাল। আজকে যেখানে আমরা চিন্তার দ্বারা একটি পরিকল্পনা সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে ভাবতে পারি সেখানে বাস্তবানুযায়ী যেটা সুন্দর হবে, সে ভাবে কাজ করা উচিত। আজকে তাড়াহুড়া করে হঠাৎ একটি Industry করে দেখা গেল যে তার মধ্যে যে মুলধন বিনিয়োগ করা হলো, তার অপচয় হল সেটা ভাল, না আরো বিবেচনা করে সেই কাজটিকে করা ভাল। কাজেই সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আজকে যে ভাবে সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে এবং অত্যন্ত cautiously বা সাবধানতার সঙ্গে সরকার অগ্রসর হচ্ছেন যাতে করে একটা স্থায়ী শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ত্রিপুরার মধ্যে করা যায় আর তারজন্য ত্রিপুরাতে আজকে যে জল বিদ্যুতের প্রকল্প গোমতীর মধ্যে নেওয়া হয়েছে তা দেখলে এর মধ্যে যেমনি ভাবে ত্রিপুরার বন্যাকে নিয়ন্ত্রন করা যাবে আর এক দিক দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফল controlled irrigation এর ব্যবস্থা করা যাবে সেই সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে তা সম্ভব হলে পরে ত্রিপুরায় ছোট খাটো Industry গড়ার সম্ভাবনা রচিত হবে কাজেই ওনারা যদি সমালোচনা করে বলেন যে এই কথা তো অনেক আগে থেকেই বলা হয়েছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তা হচ্ছে না কেন? তবে এত বড় একটা কাজ যা ত্রিপুরা রাজ্যে আগে কখনও হয় নি সেই কাজটাকে যথেষ্ট সাবধানতার সঙ্গে না করলে পরে যে পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা হবে, আমাদের দেখতে হবে যে সেই মুলধন হতে যাতে উপযুক্ত রূপে এবং পরিপূর্ণ ভাবে তার লাভ উঠানো যায়। কাজেই এই কাজকে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে করা বাঞ্ছনীয় কারণ আমরা যে অর্থ দিয়ে কাজ করছি সেটা হচ্ছে জন সাধারণের দেওয়া অর্থ। অতএব এদিক দিয়ে যদি বিচার করা যায় তাহলে ত্রিপুরার উন্নতির ক্ষেত্রে সরকার যথেষ্ট বিবেচনা করে যথেষ্ট সঙ্গতি রেখে যে অর্থ আসবে, তা যদি সংভাবে ব্যয় করা যায় এবং তা ব্যয় করার জন্য যে সমস্ত machinery দ্বারা তার রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, সেই সমস্ত দেখে ব্যয়ের জন্য সরকার প্রস্তুত হয়ে এই বাজেট করেছেন। এই দিক থেকে যদি দেখা যায়, তাহলে এই বাজেটের মধ্যে আমরা সন্তুষ্টি জিনিষটি পাই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে বলতে গেলে আজকে শুধ স্কুলের পর স্কুল তৈরী করে লাভ নেই যদি না স্কুলের ভিতর থেকে আমরা ছেলেদের উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারি। কাজেই আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা quantity expansion এর দরকার তেমনি quality improvement এর ও দরকার আছে। আজকে যে বিস্তৃতিটা হয়েছে তার মধ্যে যাতে qualitative improvement হয় অর্থাৎ যে লেখাপড়া হচ্ছে তাকে আরও উন্নতি করা যায় অর্থাৎ এই পরিবেশের মধ্যে যাতে আরও ভাল ভাবে লেখাপড়া হতে পারে সেই qualityর দিকে

নজর দেওয়ারও একটা প্রয়োজন আছে। শুধু একদিকে বিদ্যালয় তৈরী করে গেলে হল না, বিদ্যালয় তৈরী হল অথচ বিদ্যালয়ে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, তাতে যে পরিমান ছেলে matric পাশ বা তার উপরের শিক্ষায় উঠা উচিত, সেটা যদি না উঠে তাহলে ধৈর্য্য সহকারে তা করতে হবে। কারণ আজকে শিক্ষার জন্য যে অর্থ আমরা বিনিয়োগ করছি, তাকে আমরা বলতে পারি যে এটা একটা national investment for the betterment of the country আজকে যেমনিভাবে ব্যবসার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করলে সেটা বলা হবে investment তেমনি শিক্ষার জন্য যে ব্যয় তা হচ্ছে জাতির পক্ষে একটা বড় investment যেখানে নাকি এক একটা মানুষ ঐশ্বর্য্য হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ মানুষ ভাবে শিক্ষিত হয়ে এমন ক্ষমতা সম্পন্ন হবে যে যাদের মধ্যে চিন্তার জগতে সে একটা নূতন কিছুকে সৃষ্টি করবে। যেমনি ভাবে কর্ম্মের জগতে, বিদ্যার জগতে তার কাজের দ্বারা, উদ্ভাবনী প্রতিভার দ্বারা, শিক্ষার দ্বারা কি Engineering, কি ডাক্তারীতে, কি শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা প্রত্যেকে এক একটা বিরাট প্রতিভা সম্পন্ন হয়ে উঠবে। কাজেই আজকে এই যে qualitative improvement তার ও দরকার আছে। যদিও এই বাজেটের মধ্যে সেটা লেখা নেই তবুও সরকারের আজকে যেমন একটা expansion এর দিক আছে আর একটা শিক্ষার ক্ষেত্রে qualitative improvement এর জন্য ও সরকারের দিক থেকে প্রচেষ্টা রয়ে গেছে। কাজেই এই সকল দিকে সঙ্গতি রেখে বাজেটে অর্থ সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আজকে অনেক বন্ধুরা সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে কৃষি খাতে বাজেটে আরও অর্থ থাকলে ভাল হত। কিন্তু এটা দেখতে হবে যে আমরা যে জিনিষগুলিকে বিনিয়োগ করব, সেটার থেকে যেন উপযুক্ত return আসে। অনেকে অভিযোগ করেছেন যে অনেক জায়গায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে তা ভেঙ্গে গেছে। আমি অন্ততঃ মনে করি যে যারা বাঁধ তৈরী করেছেন, তারা বাঁধ ভেঙ্গে যাক এই চিন্তা শক্তি নিয়ে তা তৈরী করেননি কিন্তু ত্রিপুরাতে তারা যে পরিমান বারিপাত হবে বলে মনে করেছিলেন হয়তো তার তুলনায় এমন বেশী বারিপাত হয়েছে বা যে শক্তি এই বাঁধের হবে, কাজের দোষের জন্যই হউক বা অভিজ্ঞতার স্বল্পতার জন্যই হউক, এমন হয়েছে যে বাঁধটি ভেঙ্গে গেছে। এখন মাননীয় সদস্যরা যে অভিযোগ করেছেন তার সত্যতার অস্বীকার না করে আমি এই কথা বলছি। আমরা দেখি যে যারা কাজ করেছে তারা ত্রিপুরার শ্রমিক, যে ইঞ্জিনীয়ার কাজ করেছে তারা ত্রিপুরার লোক। যে কর্ম্মচারীরা এতে সহযোগীতা করেছে তারা ত্রিপুরার অধিবাসী। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে অন্য দোষ কি আছে না আছে জানি না, তবে একটা জিনিষ আছে যে এই ধরণের বাঁধের কাজ ত্রিপুরাতে ইতিপূর্ব্বে আর হয়নি। কাজেই ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে কৃষি করার যে অবস্থা সেটাও হচ্ছে একটা নূতন পরীক্ষা বা একটা নিরীক্ষা। এবং সেটা করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে। এর আগে ত্রিপুরাতে এইভাবে এত বাঁধ বেঁধে চাষ হবে এবং খাল কেটে জল নিয়ে চাষ করা যায় এই বাংলা অভিজ্ঞতা অনেক কৃষকের ছিল না। এটা আমরা দেখে শুনে শিখে এবং অভিজ্ঞ লোক

এনে চালু করার চেষ্টা করছি। কাজেই আজকে যেখানে দেখা গেছে যে অতীতে এখানেও একটি বাঁধ দিতে গিয়ে তা ভেঙ্গে গেছে। তবে এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে indigeneous Processএ ছোটখাট বাঁধ হয়। আমি আমার ব্যক্তিগত মতবাদ দিয়ে বলতে পারি যে বড় বড় পরিকল্পনার চাইতেও অনেক ক্ষেত্রে indigeneous অর্থাৎ গ্রাম্য প্রথায় ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে যে কাজগুলি করা যায় তাতে দেখা যায় যে ধরণের মূলধন বিনিয়োগ হচ্ছে তার তুলনায় যে Return পাওয়া যাচ্ছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে ভাল।

কাজেই এখন চেষ্টা করা হচ্ছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে indigeneous Process এ ছোটখাট বাঁধ হয়—আমি আমার ব্যক্তিগত মতবাদ দিয়ে বলতে পারি বড় বড় পরিকল্পনার চাইতেও অনেক ক্ষেত্রে indigeneous অর্থাৎ গ্রাম্য প্রথায় ছোট ছোট বাঁধ দিয়ে কাজগুলি করা যায় তাতে দেখা যায় যে, যে ধরণের মূলধন বিনিয়োগ হচ্ছে তার তুলনায় যে return পাওয়া যাচ্ছে সেটা অনেক ক্ষেত্রে ভাল হয়। কাজেই আজকে যেখানে Minor Irrigation এর জন্য ৫০ হাজার টাকা কমপক্ষে ৫০ হাজার টাকা এক একটি বাঁধের জন্য খরচহচ্ছে সেখানে স্বভাবতই আমি আশা করব মাননীয় সদস্য যারা আছেন তারা মনে করবেন এই যে ৪০।৫০ হাজার টাকা যেটা ব্যয়িত হচ্ছে সেটা যেন সৎভাবে ব্যয়িত হয়। অর্থাৎ এই যে সেখানে ৪০।৫০ হাজার টাকা ব্যয়িত হচ্ছে তার থেকে যে সুদ হবে সেই সুদের পরিমান লাভ যদি কৃষকরা পূর্ণভাবে করতে পারে অর্থাৎ কতটুকু পরিমান ফসল সেই অঞ্চলে নির্দিষ্টভাবে বেশী হয় তাহলে বুঝা গেল সেই যে ৪০।৫০ হাজার টাকা বাঁধের জন্য ব্যয় করা হল তার সৎ ব্যয় হল। কাজেই আজকের দিনে পরিকল্পনা করতে গেলে বা একটি বাঁধ দেওয়ায় আগে এই সমস্ত সমস্যাগুলি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে করা উচিত বলে আমাদের প্রত্যেকেরই সেটা মনে হবে এবং সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে যে অর্থ এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, আমি বলব যে সেটা একদিকে আশাতীত, যদি অর্থটাকে আমরা সৎভাবে ব্যয়িত করতে চাই অর্থাৎ যতটুকু অর্থ আমরা একটি বাঁধের জন্য বিনিয়োগ করি তবে পূর্বাহ্নেই আমাদের দেখতে হবে এই যে ৫০ হাজার টাকা বিনিয়োগ করব তার যে এক বৎসরের সুদ সেই পরিমাণ ফসল এই অঞ্চলে কমপক্ষে উদ্বৃত্ত হয়েছে। সেটা যদি হয় তাহলে বুঝা গেল এই ধরণের যে একটি বাঁধ একটি অঞ্চলে দেওয়া হচ্ছে সেটা দ্বারা সত্যি লাভবান হচ্ছে এবং সরকারও এই যে টাকাটা invest করছে তারদ্বারা তার কোন লোকসান হচ্ছে না, কাজেই এধরণের সতর্কতার সঙ্গে যদি কাজগুলি করা যায় তবেই প্রচেষ্টা সার্থক হবে। কেন না আমরা দ্রুততর করতে গেলে পরেও সেটা অনেক ক্ষেত্রে হয় না। কারণ তাড়াহুড়া করে দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক দোষ ত্রুটি তার মধ্যে থেকে যায়। কাজেই সেই দিক থেকে আজকে বাজেটের মধ্যে সেই পরিমাণ অর্থই ধরা হয়েছে যে যেটায় এক বৎসরে যেই ধরণের staff অর্থাৎ কর্ম্মী technical জ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মী যারা আছেত াদেরকে নিয়ে যে পরিমান কাজ একটি বৎসরের মধ্যে করা বাস্তবঅনুযায়ী সম্ভবপর ঠিক সেই পরিমাণ অর্থই এর মধ্যে ধরা হয়েছে। কাজেই এইদিক দিয়ে দেখতে গেলে আজকে আমরা নিশ্চয়ই চাই

যে আমাদের যে কৃষি ব্যবস্থা, ত্রিপুরায়-এটা অতি সত্য কথা যে ত্রিপুরা, আমরা যতই বলি না কেন, সম্পূর্ণভাবে আজও কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং এই ত্রিপুরা আগে Self Supporting ছিল এবং বলতে গেলে ২০।৩০ বৎসর আগে ত্রিপুরায় উদ্বৃত্ত খাদ্য হতো। কিন্তু এখানে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যদিও আগের চাইতে, জমির পরিমাণ বেশী হয়েছে তাহলেও অতিরিক্ত লোক আসার জন্যে বৎসরে অনেক পরিমান খাদ্য ঘাটতি হচ্ছে। একথা সত্য নয় যে আগের চাইতে খাদ্যের উৎপাদন বাড়েনি, যথেষ্ট বেড়েছে এবং অন্যান্য cropsএর পরিমাণও, আগের যে পাট ইত্যাদি হতো আজকে তার পরিমাণ অনেক বেড়েছে একথা সত্যি। তাহলেও যে পরিমাণ লোক সংখ্যা বেড়েছে তাতে আজকে বাইরে থেকে চাউল গম ইত্যাদি আমাদের আমদানী করতে হচ্ছে কাজেই এদিকে স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিকে যথেষ্ট সজাগ থাকা উচিৎ এবং এই বাজেট রচনাকালে সেইদিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে কাজগুলি করাযায় যাতে নিকট ভবিষ্যতে ত্রিপুরা খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে। সেইদিক থেকে যে যে কাজগুলো বাস্তব অনুযায়ী সম্ভবপর সেটা করা হচ্ছে। তারপর ধরুণ কৃষির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে আজ জড়িত আছে সেটা হচ্ছে সারের ব্যবহার করা। ত্রিপুরা আগে যতখানি উর্বরা ছিল আজ সে কথা কি আমরা আশা করতে পারি এত বৎসর পরও আগের মত সেই উর্বরা শক্তি রয়েছে? কাজেই কেমিকেল ফারটিলাইজার ইত্যাদি ব্যবহারের দিকে কৃষকদের যথে নজরই আছে। সেটা ব্যবহার করে তারা যাতে লাভবান হতে পারে তার প্রচেষ্টাও এই বাজেটের মধ্যে রয়ে গেছে যাতে আরও বেশী পরিমাণে কেমিকেল সার এবং অন্যান্য সার যা আছে সেগুলো তো কম বেশী কৃষকরা ব্যবহার করছেনই-তা ছাড়াও যাতে কেমিকেল সার ইত্যাদি ব্যবহার করে কৃষির আরও উন্নতি করতে পারে। বৎসরে যাতে তিনবার ত্রিপুরায় ফসল উৎপন্ন করা যায় সেজন্য কৃষক ভাইরাও সচেষ্ট হবে। অবশ্য সেজন্য এটা কথা নয় যে এক বৎসরের মধ্যে সেটা সম্ভবপর হবে। এইদিক দিয়ে কৃষকদেরও শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন এবং সুষ্ঠ জনমত ত্রিপুরার মধ্যে গড়ে তোলা প্রয়োজন। যার মধ্যে আমরা সকলে সেই সহযোগীতা করতে পারি এবং সেইভাবে যদি আমরা প্রত্যেকে মিলে সহযোগীতা করি যে যার মধ্যে একটা পরিবেশ তৈরী হবে যাতে ত্রিপুরার প্রতিটি কৃষক তার দিক থেকে চেষ্টা করবে যাতে তিনটি ফসল ক্ষেতের মধ্যে উৎপন্ন করা যায়, অন্তত কমপক্ষে প্রতি জমিতে দুইটি ফসল উৎপন্ন করা যায়। এই দিক থেকে অবস্থা অনুযায়ী এটা ঠিক নয়, যে প্রত্যেক জায়গায় এটা কাগজে কলমের কথা নয়—প্রত্যেক জায়গায় একেবারে সব জমিতে তিন ফসল সম্ভবপর হবে। কিন্তু যেখানে যেটা সম্ভবপর তার জন্য যদি একটা পরিবেশ আমরা তৈরী করতে পারি এবং সরকারী পরিকল্পনার মধ্যে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়ে গেছে সেগুলোকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করে এবং সেই ক্ষেত্রে সহযোগীতার দ্বারা বা নুতন কোন পরিকল্পনা যদি

কোন ক্ষেত্রে থাকে তাকে দিয়ে যাতে আমরা কৃষির উৎপাদন আরও বাড়াতে পারি তার দিকে নজর দেওয়া এবং তার জন্য যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার ইঙ্গিত এই বাজেটের মধ্যে রয়ে গেছে। কাজেই আমরা যদি রচনাত্মক দিক দিয়ে এই বাজেটাকে দেখি তা হলে বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে যতখানি ভাল বাজেট তৈরী করা সম্ভবপর হয় এই বাজেটের মধ্যে তার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ভাবে রয়ে গেছে। সেইজন্য এই বাজেটকে সম্পূর্ণ ভাবে অমি সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker—Now I call on Honble Minister Shri Prafulla Kumar Das,

Shri Prafulla Kumar Das, Minister—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৭-৬৮ সালের যে বাজেট হাউসে পেশ করা হয়েছে আমি তার সমর্থনে বলছি। এই বাজেটকে আলোচনা করতে গিয়ে আমার প্রথমে বলা দরকার যে যদিও আজকে ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ মানুষ যা কিছু প্রয়োজন সব প্রয়োজন এই বাজেটে ১ বৎসরের মধ্যে মিটানোর ব্যবস্থা করা হয়নি এবং এই ধরণের আশা করাও যায় না যে যা কিছু প্রয়োজন এই বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ দ্বারা এক বৎসরের মধ্যে সেটা মিঠানো হবে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাজেটে যে ব্যয়বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা সঙ্গতিপূর্ণ এবং সেটা যুক্তি সঙ্গত। এই বাজেটে যেখানে ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে বিভিন্ন খাতে, সেখানে আমরা দেখছি যে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য তিন তিনটি পরিকল্পনা রচনা করে তা রূপায়ণ করেছে successfully সেই পরিকল্পনার সঙ্গে তাল রেখে, সমাজতন্ত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে এই বাজেট তৈরী হয়েছে। যে সমাজতন্ত্রের কথা আমরা বলছি সেটার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকা দরকার। সমাজতন্ত্র বলতে সেটাকে কাল্পনিক কিছু একটা ধরে নিলে সেটা সমীচীন হবে না। বিরোধী পক্ষের বক্তৃতায় তারা সমাজতন্ত্র বলতে গিয়ে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা যে ভাবে তুলে ধরেছেন এবং যে ভাবে তারা অভাব অভিযোগের একটা রাতারাতি আকস্মিক ভাবে সমাধানের জন্য দাবী করেছেন.বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়ে, সেটা আমি মনে করি অবাস্তব, এটা সম্ভব নয়। আজকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌছতে গেলে আমাদের প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই, যে আমাদের এই ভারতবর্ষের যেখানে এই ভাবতবর্ষ বহুদিন ইংরাজের কবলে থেকে ইংরাজের শুধু শাসন নয় শোষনে অজ্ঞতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল, যেখানে ভারতবর্ষের মানুষ তার আর্থিক বুনিয়াদ অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে গিয়েছিল, সেই অবস্থায় স্বাধীনতার পরে আমাদের এই ভারতবর্ষের জাতীয় সরকার এই অবস্থার থেকে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং মানুষের দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ মিটানোর জন্য বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আস্তে আস্তে পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। আজকের যে বাজেট তার এই যে দৃষ্টিভঙ্গি সেটা সমাজতন্ত্রের মুল লক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রচিত হয়েছে। আজকে আমরা দেখেছি যে বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখব এই যে সমাজতন্ত্রের কথাটা জনসাধারণকে বুঝতে হবে সমাজতন্ত্র বলতে কি বুঝায় এবং বুঝছে

হলে তাদের চাই উপযুক্ত শিক্ষা। যদি তারা দেশের নাগরিক হিসাবে বুঝতে না পারে নিজেদের কর্ত্তব্য কি তা হলে সমাজতন্ত্রের রূপায়ণ অসম্ভব। বাজেটে যত টাকাই ধরা হউক না কেন। সেই দিক থেকে যদি বুঝতে হয় সমাজতন্ত্রের মানে তাহলে পরে তাদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলা দরকার। আমরা জানি এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পরি কল্পনার সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং তার সফল রূপায়ণের মাধ্যমে আমরা যতখানি অগ্রগতি লাভ করেছি সেটা সন্তোষ জনক, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখানে শুধু আমরা একটা statistic দিয়ে ক্ষান্ত হলে চলবেনা যে আমরা এতগুলি বিদ্যালয় করেছি, এতগুলি এ করেছি, এতগুলি সে করেছি। আমরা একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি যে আমাদের অগ্রগতি কতখানি হয়েছে'। সেটা আমরা দেখেছি ১৯৫২ সনে যেখানে কমিউনিষ্টদের উৎপাত অপ্রতিরোদ্ধ ছিল আজকে আমরা ১৯৬৭ সনের ইলেকসনে দেখেছি যে যেখানে কমিউনিষ্টরা উৎপাত চালিয়ে যেত প্রতিপত্তি যাদের ছিল সেখানে, সেখান থেকে তারা উৎখাত হয়েছে। এটা কিসের ফল? আমি মনে করি যে আমাদের সরকারের যে শিক্ষার Policy এবং তার যে সফলতা সেটা তারই ফল। অজ্ঞ জনসাধারণ তাদের Communist ধাপ্পাবাজি এতদিন বুঝতে পারছিল না। এইজন্য তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি সেখানে ছিল। আজকে শিক্ষার প্রসার হওয়ার ফলে তাদের কর্ত্তব্য বোধ জেগেছে তারা শিক্ষিত হয়েছে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এজন্য আজকে এত বৎসর পরে সত্যিকারের আমাদের শিক্ষার পলিসি সফল হয়েছে বলে আমরা দাবী করতে পারি এবং তার ফলেই তাদেরকে উৎখাত করেছে, কমিউনিষ্টদের উৎখাত করেছে ক্ষুদ্র এই ত্রিপুরার জঙ্গলাকীর্ণ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং ত্রিপুরার অগ্রগতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এইটুকু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে যেখানে আমাদের পরিকল্পনার আগে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০৪টি ছিল, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে সেখানে আমরা ১৩৭৪টি করতে পেরেছি। যেখানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০টি ছিল, সেখানে আমরা ত্রিপুরাতে ১৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ বিদ্যালয় সেখানে ২৪টি ছিল আমাদের পরিকল্পনার আগে যেখানে আজ প্রায় ৭৫টি High এবং Higher Secondary Schools আছে। ঠিক তেমনি করে যেখানে আগরতলাতে মাত্র ১টি কলেজ ছিল। সেখানে আজকে আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে প্রায় ৪টি কলেজ হয়েছে। এর মধ্যে Eng. college আছে। আজকে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরায় দূর দূরান্ত থেকে উপজাতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক আজকে তারা শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে আগরতলাতে এবং বিভিন্ন জায়গাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারছে। কাজেই এই যে সমাজতন্ত্র লক্ষ্যের দিকে রেখে Education Policy Govt. ঠিক করেছে সেটা যে সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। কেন না আজ দিকে দিকে মানুষ শিক্ষার দিকে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। তারা নিজেদেরকে উন্নত করবার জন্য, বড় করবার জন্য তারা দেশ দেশান্তে

ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজতন্ত্রের ফলে তারা বুঝতে পেরেছে। আজকে সে দিক থেকে আমি আরও উল্লেখ করতে পারি যে এখানে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের expansionই হয়নি, সেই সঙ্গে গরীব উপজাতী ছেলেরা যারা টাকা পয়সার অভাবে লেখাপড়া করতে পারছে না, সেখানে আমাদের সরকার তাদেরকে বৃত্তি দিচ্ছে; তাদের জন্য 'free Boarding stipend দিচ্ছে, তেমনি Scheduled caste এর জন্য দিচ্ছে। Backword class এর জন্য এবং সাধারণ ছাত্রদের জন্যও সেখানে তাদের যোগ্যতার উপরে, তাদের পরীক্ষার ফলের উপরে তাদেরকে বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং class VIII পর্য্যন্ত বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। Scheduled caste এবং Scheduld Tribesদের বেলা বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষা college class পর্য্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিক তেমনি চতুর্থ পরিকল্পনা কালে যাতে ছয় থেকে এগার বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলে মেয়েরা শতকরা ১০০ জনেই স্কুলে আসতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আরও রাখা হয়েছে গরীব ছেলে মেয়ে যারা পোষাকের অভাবে স্কুলে আসতে পারে না, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পোষাক দেওয়ার ব্যবস্থাও Primary stageএ করা হয়েছে। এমনিভাবে এই যে সামগ্রিক চেতনা, মানুষকে শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাওয়া, সেই লক্ষ্যকে আমাদের active করতে হলে যেভাবের ব্যবস্থা দরকার, সেটা শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠার দ্বারাই শেষ হয় না, আন্তরিকতার সঙ্গে যাতে আমরা সে লক্ষ্যে পৌছতে পারি, মানুষকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন, সমাজতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন করে তুলতে পারি সে চেষ্টা চলছে সরকারের। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই চেষ্টা অব্যাহত রেখে আরো যথা সম্ভব বেশী আমরা সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারি। চতুর্থ পরিকল্পনায় শিক্ষার খাতে সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঠিক তেমনি আমরা বুঝতে পারি যে এই সমাজতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করছে আমাদের জনসাধারণের ক্ষুধার খাদ্য যোগানোর উপর। যদি জনসাধারণ ক্ষুধায় পেটে খাদ্য না পায় তা হলে সমাজতন্ত্র সেখানে টিকতে পারে না। দেশের স্বাধীনতা, দেশের সার্ব্বভৌমত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে জনসাধারণের কতখানি খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে পারলাম তার উপর। সেদিকে কৃষির ব্যাপারে ত্রিপুরার যে অগ্রগতি সেটাও প্রশংসার দাবী রাখে। কেননা এই ত্রিপুরা রাজ্য, মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বলে গেছেন, একদিন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে এই রাজ্যের যোগদানের পূর্বে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে যে জন সংখ্যা বাড়ছে তার উপরেও যে পূর্ব্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর আয়ুব শাহীর ষড়যন্ত্র এবং বর্ব্বর আচরণের ফলে সেখান থেকে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে উদ্বাস্তু আমাদের এই ত্রিপুরায় চলে আসছে আশ্রয়ের জন্যে। এবং তার সংখ্যা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যাকে বহুগুণ ছাড়িয়ে গেছে গত কয়েক বছরে। নিঃস্ব এই যে লক্ষ লক্ষ লোককে ভরণ পোষণ করতে হচ্ছে আমাদের এই সরকারকে তার জন্যেই আমাদের দেশে আমাদের ত্রিপুরাতে জমির যে পরিমাণ, জমির যে উৎপাদন সেটা আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা সেটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি প্রতি বছর। আমরা প্রথম পরিকল্পনায়,

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০ হাজার টনের বেশী খাদ্য উৎপাদন করতে পেরেছি। তৃতীয় পরিকল্পনায় আমরা ২০ হাজার টনের উপরও খাদ্য উৎপাদন করতে পেরেছি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে। কিন্তু আমাদের বাড়তি যে খাদ্য এবং আমাদের বাড়তি যে জমি উদ্ধার করতে, reclaim করতে পেরেছি, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। জন সংখ্যা তার বহুগুণ বেশী due to influx of refugee from East Pakistan, সেটা এই সংখ্যাকে বহুগুণ ছাড়িয়া যাচ্ছে। যার ফলে আমাদের অধিক খাদ্য উৎপাদন হলেও সেটা balance রক্ষা করতে পারছেনা, অতিরিক্ত refugee আগমণের ফলে। তথাপি আমরা বলব যে এই যে খাদ্য নীতি এবং খাদ্য বাড়ানোর প্রচেষ্টার যে প্রকল্প আমরা যতখানি করতে পেরেছি সেটা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তি সংগত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই! আমরা শুধু এখানে বক্তৃতা দিয়েই ক্ষান্ত নই, কৃষকদের খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি অল্প দামে দেওয়ার ব্যবস্থা, irrigation প্রকল্প সেখানে introduce করে যেখানে একটি ফসল হয় সেখানে দু ফসল, যেখানে দু ফসল হয় সেখানে তিন ফসল যাতে করানো যায়, যেখানে জলের অভাবে চাষ হয় না সেখানে যাতে irrigation এর ব্যবস্থা করানো যায় সেই দিক থেকে সরকারী levelএ যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে। ঠিক তেমনি কৃষকদেরকে কৃষি ঋণ দাদন ইত্যাদি দিয়ে তাদের কৃষি কাজে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের যে produce, কৃষি থেকে উৎপাদিত শষ্যের মূল্য যাতে তারা যথাযথভাবে পায় তার জন্য বিভিন্ন Co-operative Service, Co-operative, Marketing Co-operative ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ন্যায্য মুল্য পেতে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।' ঠিক এই কৃষির সঙ্গে যুক্ত আর একটা দিক আছে, সেটা হচ্ছে কৃষির সঙ্গে যুক্ত আছে আমাদের Hydroelectric Project, যেটা ভূস্বরের জল বিদ্যুৎ প্রকল্প, সেই প্রকল্পের দ্বারা আমাদের যাতে আরও বেশী জমি কৃষি যোগ্য করতে পারি, যেখানে বন্যা আমাদের ফসল নষ্ট করে, সেখানে বন্যা যাতে নিয়ন্ত্রণ করে বন্যার কবল থেকে আমাদের খাদ্য শষ্য ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তা এই প্রকল্পের মধ্যে আছে। তাছাড়া সেখান থেকে যে বিদ্যুৎ আমরা পাব সেই বিদ্যুৎ 'যাতে agriculture এর product এর উপরে নির্ভর করে ছোট খাট শিল্প গড়ে উঠতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এই শিল্পের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত এখানে বলেছেন। এই যে শিল্প তার Development এর জন্য power অর্থাৎ Electricity একান্ত প্রয়োজন যেটার অভাব আমরা এখানে অনুভব করছি। সেই Hydroelectric Projeet এ আমরা যে বিদ্যুৎ পাব এর দ্বারা কুটির শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প গড়ে তোলার সাহায্য হবে। এবং এই শিল্প বিশেষ করে কৃষি নির্ভর শিল্পই হবে। তার কারণ আমাদের এখানে যে resource যেটা আমরা পাব বলে আশা করছি যা agriculture থেকে পাওয়া সেই resource এর উপরই আমাদের industry নির্ভর করবে। কাজেই সেই দিক থেকেও আমাদের Agriculture এবং আমাদের যে শিল্প সেটাকে সাহায্য

করার জন্য Hydroelectric projectকে সফল করতে পারলে তা সম্ভব হবে বলে আশা করতে পারি। ঠিক তেমনি যদি আমরা বলতে যাই যে আমাদের জনসাধারণের সুবিধার্থে আমরা কৃষির ক্ষেত্রে যেমন উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পেরেছি ঠিক তেমনি জনস্বাস্থ্যের দিকে থেকেও আমরা প্রসংশনীয় কাজ করতে পেরেছি বলে দাবী করি। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে পরিকল্পনার আগে হাসপাতাল একটি মাত্র ছিল এবং এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি মিলিয়ে মাত্র ২৮টি ছিল, সেখানে আজকে আমরা প্রায় প্রতিটি sub-division এ hospital করতে পেরেছি এবং জন বসতিপূর্ণ স্থানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে primary health centre ও dispensary করতে পেরেছি। আগরতলাতে আমরা G. B. Hospitalএ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করতে পেরেছি। সেখানে T. B. Wardএ ৪০টী শয্যা আছে এবং চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সেই শয্যা আরো বাড়াবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এছাড়াও কতগুলি Primary Health Centre এ মানুষের Demand অনুযায়ী যাতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো যায় তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ঠিক তেমনি জনস্বার্থের খাতিরে Primary Health Centre এবং Hospital বাড়ানো হয়েছে সেটা শুধু সংখ্যার দিক থেকে বলে শেষ না করে আমি প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখযোগ্য দিক এখানে mention করতে চাই যে এই ত্রিপুরাতে পূর্ব্বে বৎসরে হাজার হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যেত। আজকে স্বাস্থ্যবিভাগের কল্যাণে এবং প্রকল্পের সার্থক রুপায়ণে আমরা ত্রিপুরাবাসীকে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচাতে পেরেছি। আজকে ম্যালেরিয়া ত্রিপুরাতে নেই বললেই চলে। ঠিক তেমনি ভাবে আজকে যে খাদ্য সমস্যা এবং অন্যান্য সমস্যা তার একটা উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে জন্মহার বৃদ্ধি। সেই জন্মহারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে family planning বলে একটা প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্প খুব successfully কাজ করে যাচ্ছে। এটি আমাদের দেশেরসমস্যা সমাধানেসহায়ক হবে আরো বেশী সে বিষয়ে আমরা আশা করি। এমনি করে আমরা যে কোন দিকেই আলোচনা করি না কেন আমরা দেখব যে আজকে এই বাজেটের মধ্যে শিল্পন্নোয়ন, পশু পালন, অধিক খাদ্য উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্নদিক, যানবাহন, সমষ্টি উন্নয়ন ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে এই বাজেটে আমরা যে ব্যবস্থা রেখেছি সেটা ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতন্ত্রের মূল লক্ষ্যে পৌছবার জন্য আমাদের সাধ্য সঙ্গতির মধ্যে আমরা এই বাজেট রচনা করতে পেরেছি এবং এই বাজেটকে সফল করে তুলতে পারলে আমরা আমাদের বাঞ্ছিত ফল পাব এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজকে এই বাজেটকে শুধু সমালোচনা করে ছেড়ে দিলেই চলবে না। সরকারপক্ষ এবং বিরোধীদল সকলে মিলে এই বাজেটের প্রকল্পগুলিকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। বাজেটের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য জনসাধারণ যে বিশ্বাস নিয়ে আমাদের উপর দায়ীত্ব দিয়েছে, আমরা সেই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব, আপ্রাণ চেষ্টা করব এই আশা রেখেই আমি জনসাধারণের কাছে এবং বিরোধীপক্ষের কাছে সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker (Dy. Speaker) :—Now I call on Hon'ble Member Shri Angju Mag.

Shri Angju Mag, M. L. A. :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বাজেটে কৃষি, পশু পালন, যানবাহন ইত্যাদি প্রকল্প বাবতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন আমি তাহা সমর্থন করি।

Mr. Speaker :—The discussion is over. The House stands adjourned till 11 A. M. on the 28th March, 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Unstarred Question No. 15 by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন—	উত্তর—
(ক) ১৯৬৭ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীমের কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?	জানুয়ারী—১,৪৪,৮০০ টাকা, ফেব্রুয়ারী মাসের খরচের হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই।
(খ) ঐ টাকা কোন বিভাগে কি কি বাবতে খরচ হইয়াছে ?	সংগীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য

STATEMENT.

Sl. No.	Name of the Scheme.	Total.	Sadar.	Khowai.	Kamalpur.	Kailasahar.	Dharmanagar.	Amarpur.	Udaipur.	Belonia.	Sonamura.	Sabroom.
1.	Construction of Boarding House.	21200	11200	—	10000	—	—	—	—	—	—	—
2.	Stipend to Boarding House students.	2000	300	300	150	200	100	150	200	250	100	250
3.	Purchase of text books for students from Class III to V.	3000	400	300	200	300	300	300	240	300	400	300
4.	Purchase of text books for students from Class VI to VIII.	1000	300	100	60	40	60	40	—	150	100	50
5.	Jhumia Rehabilitation.	2600	—	—	—	—	—	—	—	—	2600	—
6.	Jhumia Colonisation.	13200	—	—	200	—	—	—	—	13000	—	—
7.	Purchase of seeds, plant etc. for supply to Scheduled Tribe agriculturists.	800	300	—	100	200	50	100	—	50	—	—
8.	Horticulture.	1000	—	—	—	600	—	—	—	—	400	—
9.	Training to Tribal farmers in improved agriculture.	200	200	—	—	—	—	—	—	—	—	
10.	Village & Small Scale Industries & Production Centres.	8800	1900	—	—	500	300	2100	600	—	—	700
11.	Tribal Development Blocks.	8000	—	—	—	—	—	8000	—	—	—	—
12.	Communication.	62500	—	—	—	5700	—	5600	—	51200	—	—
13.	Planning & Statistical Cell.	500	500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Aid to non-Official voluntary organisatians.	20000	20000	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Total :— Rs. 14,48,00,100

Proceedings of the Tripura Legislative Assembly Assembled Under The Provisions of the Government of Union Territories Act : 1963

28th March, 1967.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday, the 28th March.1967.

Present.

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, Dy. Minister, Dy Speaker, and twenty two Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :— To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question No. 8 by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— আমার একটা এ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশান ছিল।

Mr. Speaker :— This will be taken after question hour.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :— Starred Question No. 8

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 8

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সরকার ত্রিপুরার মোটর শ্রমিকদের তরফ হইতে কোন দাবীর তালিকা পাইয়াছেন কি ?	না।
খ) যদি পাইয়া থাকেন, ঐ তালিকায় কি কি দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে,	নিষ্প্রয়োজন।
গ) ঐ দাবী সমূহ যাহাতে স্বীকৃত হয় তাহার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?	নিষ্প্রয়োজন।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সরকার কি জানেন.........

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member will please address the Chair while asking the supplementary. মাননীয় সদস্য—আপনি চেয়ারকে সম্বোধন করে তারপর সাপ্লিমেণ্টারী বলবেন।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, সরকার কি জানেন গত সাতই অক্টোবর মোটর শ্রমিকরা নয় দফা দাবী সরকারের নিকট পেশ করেন, তাহার মধ্যে আছে পশ্চিম বঙ্গের হারে বেতন, ছুটি, নির্দিষ্ট কাজের পরে ওভার টাইম, মেডিক্যাল সাহায্য, নিয়োগপত্র, প্রফিডেন্ট ফাণ্ড, রেষ্ট হাউস, ইন্সপেক্টার নিয়োগ ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ— ৭/১০ তারিখে শ্রমিক ইউনিয়ান'এর পক্ষ থেকে মালিকদের কাছে যে দাবী করা হয়, তার একটা নকল সরকারকে দেওয়া হয়। তার বেসিসে কন্‌সিলিয়েশান হয়, সেই কন্‌সিলিয়েশানের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষিয় চুক্তি সম্পন্ন হয়, সেখানে তারা তাদের দাবীগুলি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি দ্বারা নিস্পন্ন করেন, তার মধ্যে কতকগুলি সর্ত্ত সাপেক্ষ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপক্ষিয় চুক্তির মধ্যে কোন কোন দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ— এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপক্ষিয় চুক্তিতে যে সমস্ত দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে, সেইগুলি কার্যকরী হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কতকগুলি কার্য্যকরী করা হয়েছে, কতকগুলি কার্য্যকরী করার চেষ্টা চলছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন কোন দাবীগুলি কার্যকরী করা হয়েছে এবং কোন কোনগুলি হয় নাই ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই সম্পর্কে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে রায় দেওয়ার কথা ছিল ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— যে সমস্ত দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে, সেইগুলি কি কি বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে ইনডিভিজুয়েল দাবী হলে পরে তার জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে সমস্ত প্রশ্ন করা আছে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তরগুলি যদি না দিতে পারেন তাহলে এইভাবে প্রশ্ন করার কি সার্থকতা আছে আমি বুঝতে পারছি না।

মিঃ স্পীকার ঃ— অনারেব্যাবল মিনিষ্টার নোটিশ ডিম্যাণ্ড করেছেন, পরে উত্তর দেবেন।

Mr. Speaker :— Starred Question No. 53 asked by Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Starred Question No. 53.

Shri Tarit Moahn Das Gupta :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question. No. 53.

QUESTION.	ANSWER.
1) Whether it is a fact that a circular has been issued by the Medical & Public Health Department, Government of Tripura to the effect that the Government employees would not be entitled to get the benefit of Medical re-imbursement bill unless he/she attends the out-door dispensary of a Govt. hospital ;	Yes.
2). if so, whether the circular is in conformity with the Medical re-imbursement rules as framed by the Government of India ;	Circular has been issued on the basis of latest direction of the Government of India.
3). if not, under what authority the Medical & Public Health Department issues such a circular ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সার্কুলার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কি কি ইনস্ট্রাকশান আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—এই সংক্রান্ত যে ডিটেল্স তা আমার কাছে নেই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—যে ক্ষমতা অনুযায়ী এই সার্কুলার ডি, এইস, এস দিয়েছেন, সেই মেডিকেল এ্যাটেণ্ডেন্স রুলসে ডি, এইস, এস, এর এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার লেটেষ্ট যে ডিসিশান, সেই ডিসিশান অনুবলে এই সার্কুলার দেওয়া হয়েছে।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, what is the meaning of medical attendance ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত—সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে রোগী যারা থাকেন, তারা যেখানে থেকে চিকিৎসিত হতে পারবেন এবং এর জন্য ব্যয়িত অর্থ সরকার দেবে তার অর্থ হচ্ছে মেডিক্যাল এ্যাটেণ্ডেন্স।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী—আইনে কি এমন বিধান আছে, যারা কর্মচারী তাদের বাড়ীতে যদি মেডিক্যাল অফিসার যায়, তাহলে এ্যাটেণ্ডেন্স বলে গণ্য হবে না ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—এই সম্পর্কে আমি নোটিশ চাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয় মারফত, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে সেণ্ট্রাল সার্ভিসেস (মেডিক্যাল এ্যাটেণ্ডেন্স) রুলস ১৯৪৪,এ লেখা আছে যে (medical attendance includes attendance at the Hospital/dispensary, or at the residence of the patient, or at the consulting room of the authorised medical attendent outside hospital/dispensary hours') আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সার্কুলার জারী করা হয়েছে, সেটা ইন কনফরমিটি উইদ দি মেডিক্যাল এ্যাটেণ্ডেন্স রুলস অনুসারে হয়েছে কি না ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—এত অনুসন্ধান করে আমি দেখিনি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—সাধারণতঃ এই রুলসকে এ্যামেণ্ডমেণ্ট না করে এই রকম সার্কুলার দেওয়া চলেনা। যদি সত্যই এই রুলস এ্যামেণ্ডমেণ্ট না করে সার্কুলার দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে এটা আইনানুবর্তী হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাস গুপ্ত—এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত—যদি অনুসন্ধান করে প্রতীয়মান হয় যে এটা রুলস বিরোধী হয়েছে, তাহলে এই অর্ডারটাকে ক্যানসেল করা হবে কিনা।

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—রুলের সঙ্গে কনট্রাডিক্টরী থাকে তা হলে রুলের সঙ্গে কনফেমিটি আনার জন্য যা করা উচিত তাই করা হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে, যে অর্ডার দেওয়া হয়েছে তা ইলিগেল দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এইক্ষেত্রে এই প্রশ্ন আসে না। অনুসন্ধান করে দেখা হলে পরে বলা যাবে যে কি হয়েছে ?

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে, এমনকি এম, এল, এ, গণকেও আউটডোর পেসেণ্ট হিসাবে আউটডোরে যেতে হবে কিনা ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এটা রি-ইমবার্সমেণ্ট প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। কাজেই এইক্ষেত্রে এই সার্কুলারের মধ্যে যারা পড়েছেন তাঁরা যদি রি-ইমবার্সমেণ্ট চান তা হলে যেতে হবে, আর না যদি চান তা হলে যেতে হবে না।

শ্রী প্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—যদি কোন কর্মচারীর স্ত্রী বা অন্য কেহ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে তাকে হাসপাতালে নিযুক্ত করা যাচ্ছে না তখন এই সার্কুলারের মতে মেডিক্যাল রি-ইমবার্সমেন্ট পাওয়ার কোন সুবিধা নাই। অতএব সেখানে এই যে আদেশ, সেই আদেশ তাদের যে অধিকার সেটাকে ব্যাহত করেছে কিনা ?

শ্রী তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমি বলছি যে আমি নিজে এতখানি অনুসন্ধান করে দেখিনি।

Mr. Speaker—Starred question No. 12 asked by Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma—Starred Question No. 12.

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Hon'ble Speaker, Sir, Starred question, No. 12

QUESTION.	REPLY.
ক) কালাছড়া, সীমনা ও ব্রহ্মকুণ্ড চা-বাগান কর্তৃক ত্রিদলীয় চুক্তি অনুসারে পুরা রেশন সাবসিডি অথবা সস্তাদরে চাউল শ্রমিকদের দেন না, তাহাদের বোনা-সের টাকা দেন না, তাহাদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে টাকা জমা দেন না—এই সম্পর্কে শ্রমদপ্তর কোন অভিযোগ পাইয়াছেন কি ?	হ্যাঁ—
খ) যদি পাইয়া থাকেন তবে ঐ বাগান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?	১৯৫২ইং সনের এমপ্লয়িজ প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডস আইন অনুসারে চাবাগান পরিচালকদের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করা হইয়াছে। চাউল অথবা চাউলের পরিবর্তে আর্থিক সাহায্য (সাবসিডি) দেওয়ার এবং ১৯৬৫ইং সনের বোনাস আইন অনুসারে শ্রমিকগণকে বোনাস দেওয়ার জন্য বাগান পরিচালকগণকে প্রবর্তিত করা হইতেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে কালাছড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষ সপ্তাহে কয় টাকা শ্রমিকদের মাথা পিছু রেশন সাবসিডি দেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—রেশনের এটা তো দামের উপর নির্ভর করে। আমি স্মৃতি থেকে বলছি। একটা দর, ২০ টাকা বা ২৫ টাকা দাম নির্দিষ্ট আছে। তার উপর বাজারে যে দর থাকে সেটা সাবসিডি হিসাবে দেওয়া হয়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে সরকার তাদের সস্তা দরে রেশন দেয়না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কোন কোন বাগানে কত করে সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—এটা বাগান কর্তৃপক্ষরা দিয়ে থাকেন। প্রশ্ন করলে আলাদা নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কালাছড়া চা-বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের বোনাস আইন অনুসারে মাথা পিছু কয় টাকা করে বোনাস দিয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বোনাস আইন অনুসারে সর্ব্বোচ্চ বোনাসের পরিমাণ ৪০ টাকা। সেই আইন অনুসারে যেটা আছে সেটাই দেওয়ার কথা। কতখানি দিয়েছেন সেটা আমি বলেছি উত্তরের মধ্যে, যেখানে তাদের দেওয়া হয়নি সেখানে তাদের দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করা হচ্ছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—সীমনা, কালাছড়া, ব্রহ্মকুণ্ড চা-বাগানে কয়েকজন শ্রমিকের মৃত্যুর পর তাদের ওয়ারিশগণকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি সেপারেট নোটিশ চাই।

Mr. Speaker :—Question No. 54.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred question No. 54.

Shri T. M. Dasgupta :—Hon'ble Speaker, Sir, starred question No. 54.

QUESTION	REPLY
1) Whether the Medical & Public Health Department, Government of Tripura has issued any instruction restricting the Medical Officer, Allopathy or/ and Homeopathy or/and Kabiraji in regard to prescription of medicines to the attending patients of the out door dispensary in consideration of the catagories of the posts held by them ;	: No general instruction in this regard has been issued.
2) if so, under what rule or provision of law such instruction is issued ?	: Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন পয়লা মার্চ ১৯৬৭ ইং তে এ, সি, ভট্টাচার্য একটা ইনষ্ট্রাকশন দিয়েছেন যে, "You will please limit your prescription within the list. Costly medicines are prescribed by the specialist. Kabiraj on the dates of its attendence in the dispensary", এই রকম একটা নোটিশ যে দেওয়া হয়েছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এই প্রশ্নের সংগে এটা কিভাবে জড়িত আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার প্রশ্নের মধ্যে আছে যে—Whether the Medical & Puplic Health Department, Government of Tripura has issued any instruction restricting the Medical Officer, Allopathy or/and Homeopathy or and Kabiraji in regard to prescription of medicines to the attending patients of the out door dispensary in consideration of the catagories of the posts held by them ; এটা হল আমার প্রশ্ন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন 'নো'। অর্থাৎ এমন কোন ইন্ট্রাকশন দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আমি যে ইনষ্ট্রাকশন এখানে পড়ে গেছি সেটা হচ্ছে পয়লা মার্চ, ১৯৬৭ এর। এ, সি, ভট্টাচার্য্য একটা ইনষ্ট্রাকশন দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করেছি এই সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন কিনা ? ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে দামী যে সমস্ত ঔষধগুলি সেগুলি যে কবিরাজ থাকেন সেই কবিরাজ দিতে পারবেন না। সেটা প্রেসক্রিপশান করবেন স্পেশালিষ্ট কবিরাজ।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—সম্পর্ক এর সঙ্গে নাই। ডিসপেনসারীর সুব্যবস্থা করবার জন এইরকম ইনষ্ট্রাকশন দেবার তাঁর অধিকার আছে এবং তার বলেই তিনি সাময়িকভাবে সুব্যবস্থা করার জন্য তিনি সেটা দিয়ে থাকবেন এবং দিয়েছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারীতে যে স্পেশালিষ্ট আছেন তিনি সেখানে সপ্তাহে কতদিন যান ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—এই প্রশ্নটা তো আসে না। তবে আমার যতটুকু জানা আছে সপ্তাহে দুই দিন করে যান।

Mr. Speaker :—Supplementary should relate to the main question.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই ধরণের যে নোটিশখানা এখানে দেওয়া হয়েছে তার ফলে যে কবিরাজ অ্যাটেণ্ড করবেন ডেইলী, তাঁর পক্ষে রোগের চিকিৎসা করা সুবিধা হবে না অসুবিধা হবে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি বক্তব্য আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—চিকিৎসা এবং সমস্ত সুবিধা করার জন্য আর একজন স্পেশালিষ্ট নেওয়া হয়েছে এবং খুব অসম্ভব কষ্টলি কোন মেডিসিন যদি হয় তা হলে আর

একজন স্পেশালিষ্টের রেফারেন্স হলে চিকিৎসার সুবিধা হবে, সেই ব্যবস্থা থেকেই এটা করা হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন কোন মেডিসিনের ক্ষেত্রে এই ইনষ্ট্রাকশানটা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—আমি আলাদা ভাবে নোটিশ চাই।

Mr. Speaker : —Starred Question No. 14 by Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Bidya Chandra Deb Barma :—Starred Question No. 14.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 14.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) খোয়াই বান্ধব বেকারীর বিস্কুট খাইয়া যারা যারা মারা গিয়াছিলেন, তাহাদের মৃত্যুর বিষয়ে সরকারী তদন্ত কি শেষ হইয়াছে,	অনুসন্ধান কার্য্য শীঘ্রই শেষ হইবে।
খ) যদি শেষ হইয়া থাকে, তবে তাহার ফলাফল কি,	এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে না।
গ) ঐ বেকারীর মালিককে কি আবার বিস্কুটের দোকান খুলিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে ?	প্রিভেণ্টিভ ফুড এ্যাডালটেরাশান এ্যাক্ট ১৯৫৪ অনুযায়ী বেকারীর মালিককে কোন লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই।
ঘ) তাহার বিরুদ্ধে সরকার হইতে কোন মামলা দায়ের করা হইয়া থাকিলে, তাহা কোন স্তরে আছে ?	খোয়াই থানার দারোগা মামলা দায়ের করিয়াছেন, এবং বেকারীর মালিকের বিরুদ্ধে ফুড এ্যাডাল-টারেশান এ্যাক্ট ১৯৫৪ অনুযায়ী মামলা দায়ের করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

সাপ্লিমেণ্টারী :—

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই বিস্কুট খাইয়া কতজন লোক মারা গিয়াছে এবং কতজন লোক হাসপাতালে গিয়াছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—পূর্ব্বে এই প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে, এখন আমার কাছে এই ফিগার নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— যে সমস্ত লোক এই বিস্কুট খেয়ে মারা গেল, তাদের পরিবার বর্গকে সরকার পক্ষ থেকে কোন সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— এই রকম কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে বলে আমি জানি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— কেউ এই সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছেন কিনা ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :— এর জন্য আমি নোটিশ চাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— এতগুলি খুন করার পরেও তারা কি করে দোকান চালাতে পারে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যদি সি, পি, আই, খুন কোন হয়ে থাকে তাহলে পুলিশে দরখাস্ত করলে পরে আমরা সেই মামলার তদন্ত করব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি একথা বলতে পারেন এটা অত্যন্ত আপত্তিকর।

মিঃ স্পীকার :— I think Hon'ble Minister answered it through mistake.

শ্রী এস, এল, সিংহ : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে—'খোয়াই বান্ধব বেকারীর বিস্কুট খাইয়া যাহারা মারা গিয়াছিলেন, তাহাদের মৃত্যুর বিষয়ে সরকারী তদন্ত কি শেষ হইয়াছে ?' উত্তরে বলা হয়েছে—'ইনভেস্‌টিগেশান ইজ নিয়ারিং কনপ্লিশান।' এখানে যাহারা খুনকে টানিয়া আনিতে পারেন, তাহারা নিশ্চয়ই সেই খুন সম্বন্ধে অবগত আছেন। অতএব তাহারা সেই সম্বন্ধে সরকারের কাছে দরখাস্ত করতে পারেন, আমি সেই কথা বলেছি।

Mr. Speaker :— Starred Question No. 56 asked by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Shri Aghore Deb Barma :— Starred Question No. 56

Shri S. L. Singh :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 56.

QUESTION	ANSWER.
1) Whether the refugees who have migrated to Tripura from East Pakistan in the year of 1963 are entitled to get cattle loan and other benefits ;	No.
2) if not the reason thereof—	Govt. of India do not take any responsibility of the persons who have migrated to Tripura from East Pakistan before 1st January, 1964.

Supplementary.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ১৯৬৩ সালে কতজন এই ধরণের পরিবার পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে ত্রিপুরাতে এসেছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই জন্য নোটিশ চাই।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—যারা ১৯৬৩ সালে এসেছেন, তারা ক্যাটল লোন বা অন্যান্য লোন পাওয়ার দরখাস্ত করেছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে Govt. of India do not take any responsibility of the persons who have migrated to Tripura from East Pakistan before 1st January, 1964. বিভিন্ন লোক বিভিন্ন লোনের জন্য দরখাস্ত করেছেন, সেটা আমরা মুভ করেছি তারা সেই রেস্পনসিবিলিটি নেন নাই, এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা লেখা আছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কেন এবং কি কারণে তাদেরকে এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হল ?

শ্রী এস, এল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে, যারা ১৯৬৪'এর জানুয়ারীর আগে এসেছেন, তারা সাহায্য পান নাই, এই কারণ বশতঃ তারা তাহা পান নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি কারণগুলি জানতে চেয়ে ছিলাম। .

শ্রী এস. এল, সিংহ :—কারণ ওরা ১৯৬৪ এর আগে এসেছেন, এই কারণ বশতঃই তারা পান নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—পরবর্তী অধ্যায়ে যারা এসেছেন, তাদের জন্য কি কোন সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :-পরবর্তী কোন অধ্যায়ে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইহা না বললে আমি সঠিক উত্তর দিতে পারব না।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—১৯৬৪ থেকে আপটু কারেন্ট ফিনানশিয়েল ইয়ার পর্যন্ত যারা এসেছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—১৯৬৪ থেকে এই পর্যান্ত যাহারা আসিয়াছেন, তাদেরকে সরকার নিয়মানুসারে ডোল প্রভৃতি দিয়ে আসিতেছেন এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে রাখিতেছেন এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে তাদেরকে পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা :—তাহলে যারা ১৯৬৪ এর আগে এসেছেন, তারা কি অপরাধ করল ভারত সরকারের কাছে যে তাদের সাহায্য দেওয়া হবে না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই জন্য এসেম্বলীতে এই কোয়েশ্চান করতে পারেন এবং সেটা পার্লামেণ্ট সদস্যদের কাছে পাঠালে পরে তার বিশদ কারণ উনারা জানতে পারবেন।

শ্রী অঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই সম্পর্কে তাঁদের কোন দায়িত্ব বা কর্ত্তব্য আছে বলে মনে করেন না?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—আমাদের যে যে দায়িত্ব আছে সেই সেই দায়িত্ব রক্ষা করেই আমরা কার্য্য করে চলেছি।

শ্রী অঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন, তারা অর্থনৈতিকগতভাবে এই রাজ্যে এস্টাবিলশ্‌ড হয়েছেন, তাদের সাহায্যর দরকার হবে না?

শ্রী এস, এল, সিংহ—কে কিভাবে এষ্টাব্লিস্‌ড হল এই দুনিয়ায় সেটা আমি জানি না, তবে যারা আছেন, তারা এষ্টাবলিস্‌ড হয়েই আছেন, হাওয়ায় কেউ নাই, মাটির উপরেই আছেন, অতএব সেই পরিবেশ অনুসারে নিজেকে সংগঠন করে নেবেন এই বিশ্বাস আমার আছে।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না, রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য তাদেরকে সাহায্য সহায়তা করা দরকার?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই জন্যই প্ল্যান-প্রোগাম নেওয়া হচ্ছে এবং ল্যাণ্ডলেসকে ভূমি দেওয়া, লোন দেওয়া, ইত্যাদির কার্য অব্যাহত গতিতে চলছে এবং আমরা চালিয়ে যাব।

শ্রী অঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ ক্যাটাগরীর লোক এই পর্য্যন্ত কতজন পুনর্বসতি লাভ করেছেন (ডিভিশান ওয়াইজ)।

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা খুব বড় প্রশ্ন, এর সাথে এটা জড়িত নয়, অতএব আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট। তার আগেও কোন কোন সাবডিভিশানে কত ল্যাণ্ডলেস বসান হয়েছে তার একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে, আবার যদি এইভাবে ডিটেলস্‌ প্রশ্ন করেন, তাহলে পরে তাদেরকে জানাতে বাধ্য থাকিব।

শ্রী অঘোর দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আপ্টু ১৯৬৪ যারা এসেছেন, তাদের সংখ্যা কত এবং কোন ভিলেজে কত পরিবার আছেন?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলিয়াছি যে এই সম্পর্কে আমি অবগত নই, আই ডিমাণ্ড নোটিশ অব ইট।

শ্রী এরসাদ আলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যাহারা ল্যাণ্ডলেস তাহাদেরকে ক্যাটল লোন দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না, কিন্তু যাহারা [illegible] [illegible] এসেছেন ১৯৬৪তে তাদের ল্যাণ্ডের এগেইনিষ্টে ক্যাটল লোন দেওয়ার বিধান আছে কিনা?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক্সচেঞ্জ করে এসেছেন, এইরকম কেস সম্বন্ধে আমি অবগত নই। তারা পার্চেজ ডীড্‌স করে এসেছেন, অতএব তার উত্তর আমি এখন দিতে পারব না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—যারা ১৯৬৭'তে এসেছেন তাদের কি সকলকেই ল্যাণ্ডলেস পীজেন্টি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ—তার মধ্যে কেহ কেহ হয়ত শ্রমিক আছেন, কেহ কৃষক আছেন, কেহ কর্মকার আছেন, কেহ কুম্ভকার আছেন, ডিফারেণ্ট ক্যাটাগরীতে আছেন, তাদেরকে তাদের জীবিকা অনুসারে বসান হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ক্যাটাগরী ওয়াইজ করে বলছেন যে একটা অংশ কৃষক, আরেকটা অংশ বিভিন্ন ধরণের শ্রমিক বা অন্যান্য আছে। তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, যারা কৃষক তারা ভূমি পেল, কিন্তু যারা আদার্স সেকশান আছেন তাদের সাহায্যের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রী এস. এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলা হয়েছে যে ল্যাণ্ডলেস সম্পর্কে একরকম বিধান হবে, কুম্ভকারের একরকম হবে, কর্মকারের একরকম হবে, ডেইলি লেবারারের একরকম হবে। অতএব বলা হয়েছে ল্যাণ্ডলেসের বেলায় কি করা হয়েছে ? যারা ল্যাণ্ডলেস তাদের ল্যাণ্ডলেসে রাখা হয়েছে।

Mr. Speaker :—There are four unstarred questions. Nos. 57 & 60 asked by Shri Aghore Deb Barma, Nos. 62 & 79 asked by Shri Bidya Ch. Deb Barma.

The Minister may lay on the Table of the House the reply to the unstarred questions.

(The reply to the unstarred questions were laid on the Table of the House).

ADJOURNMENT MOTION.

Mr. Speaker : —I have received a notice of adjournment motion from Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. on the subject—"কিছুকাল যাবত শিশুপার্ক, কৃষ্ণবন প্রভৃতি এলাকায় সংঘবদ্ধ দুর্ব্বৃত্তদল কর্ত্তৃক শহরের বুকে নারী নির্যাতন"। I am not inclined to give consent to the motion being moved as it does not so relate to any specific matter The matter not being of specific nature is not so urgent as to warrent interruption of the business of the day. However, other opportunities can be availed of to raise this matter under Rule 55.

CALLING ATTENTION.

Mr. Speaker :—There is one Calling Attention given notice of by Shri Aghore Deb Barma, M. L. A., on 20th March, 1967 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 28th March, 1967.

I would now call on the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department to make a statement on—"Acute scarcity of Baby Food and steps taken to meet the situation".

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে অ্যাডজোর্ণমেন্ট মোশন এখানে মোভ করেছি তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কাজেই আজকে শহরের মধ্যে…

Mr. Speaker :—I have given my ruling Hon'ble Member. I would request you to take your seat.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—তা আপনি দিতে পারেন, কিন্তু আমি না বলে পারছি না—

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার, স্যার, যেখানে চেয়ারের রুলিং হয়ে গেছে সেখানে কোন সদস্যের এ বিষয়ে কোন কিছু বলার অধিকার আছে কিনা, এই সম্পর্কে আমি মাননীয় অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

Mr. Speaker :—No, he has no right to speak.

(Shri Aghore Deb Barma continued speaking)

(Noise from all corners)

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, your manner is disorderly. You are violating the rules of procedures in the House.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—আমি এই হাউস ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—আমিও এর প্রতিবাদস্বরূপ হাউস ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

Mr. Speaker :—I would call on the Hon'ble Minister-in-charge of Food and Civil Supplies Department to make a statement on the Calling Attention Notice.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, I draw your attention—whether I shall read the statement or lay on the Table of the House. This is a big statement and will take much time.

Mr. Speaker :—Yes, you may lay the statement on the Table of the House.

(The statement was then laid on the Table of the House)

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

General Discussion on Budget for 1967-68.

Mr. Speaker :—Next business to-day is the General Discussion on budget Estimates for 1967-68 which is continuing. I would now call on Shri Monoranjan Nath to resume discussion.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালের বাজেট, হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন তা আমি সমর্থন করছি এবং আমার বক্তব্য তার সমর্থনে রাখছি। এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তা ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণ মূলক কাজের চিন্তা করে করা হয়েছে এবং যেই - যেই খাতে পরিমিত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, আমি মনে করি এই সমস্ত টাকা যদি ব্যয় হয় তাহলে ত্রিপুরাবাসীর কিছুটা উন্নতি হবে। সুতরাং এই বাজেটকে আমি কল্যাণমূলক বাজেট বলেই মনে করি। বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এই বাজেট হতাশা ব্যাঞ্জক এবং নৈরাশ্য জনক বলে উক্তি করেছেন। আমি বলব সেই সমস্ত উক্তি অমূলক। তারা কেবল বিরোধিতা করার জন্য সেই সমস্ত উক্তি করেছেন, তাদের বক্তব্যের মধ্যে কোন রকম যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না, তাদের বক্তব্যের মধ্যে কোন গঠনমূলক সাজেশান দেন নাই, সুতরাং আমি বলব তারা বিরোধিতা করার উদ্দেশ্য নিয়েই কেবল বিরোধিতা করেছেন।

এখানে অনেক সদস্য কৃষি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, আমি এই সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করব। কৃষি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে, কৃষি, ইরিগেশান এবং এগ্রিকালচারেল ইমপ্রুভমেণ্ট, এই তিনটি ডিম্যাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা দরকার। কৃষি সম্পর্কে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৭'তে ৫৪, ৬৮,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, ইরিগেশানে, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২৪, তাতে ৬, ৮৬,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এ্যাগ্রিকালচারেল ইম্প্রুভমেণ্ট, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৩, তাতে ৮,৪০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি বলব যে এই যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তা যুক্তিসংগত বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা যদি ব্যয় করা হয় তাহলে আমরা কৃষির কিছুটা উন্নতি করতে পারব, খাদ্য সমস্যারও কিছুটা সমাধান করতে পারব। ত্রিপুরায় খাদ্য সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা এবং জটিল সমস্যা, ত্রিপুরায় কেন, সারা ভারতবর্ষের একটি বিরাট সমস্যা, সেই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে-ছেন এবং চেষ্টা করছেন। কিন্তু সেই সম্পর্কে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা করলেই চলবে না, আমাদের কৃষি বিভাগ, ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্টে যে সমস্ত কর্মচারী আছেন তাদেরও সহযোগিতা দরকার, তাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার এবং যারা কৃষক আছেন বা দেশবাসী আছেন তাদের সংযোগিতা করা দরকার, এই উভয়ের সহযোগিতা থাকলে পরেই এই সমস্যা সমাধান করতে পারব। ত্রিপুরা এক সময়ে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল, আজ আর সেই অবস্থা নাই। আজকে খাদ্যে বিরাট জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে. উদ্বাস্তু আগমনে জনসংখ্যা প্রায় তিনগুন বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই অনুপাতে জমির উৎপাদন শক্তি তেমন বৃদ্ধি পায় নাই, সেইজন্য, এই সমস্যাকে সমাধান করার জন্য ইরিগেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে বাঁধ দেওয়া দরকার। আজকে দেখা যাচ্ছে প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রিপুরার শস্য ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যায়। পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে কৃষকরা যে কৃষি করে, সেই সমস্ত ফসল হঠাৎ বন্যা এসে বা অনাবৃষ্টির দরুন নষ্ট হয়ে যায়। যদি বন্যার হাত থেকে এই সমস্ত ফসল রক্ষা করতে পারি তাহলে আমাদের

অনেকটা সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি-যেমন কৈলাশহর'এ ছত্রমিয়ার হাওর, একটা বিরাট অঞ্চ। সেই হাওরের মধ্যে কোন ফসল হয় না। যদি ইরিগেশান ডিপাটমেণ্ট মারফত এই মাঠটাকে রক্ষা করতে পারতাম, তাহলে কৈলাশহরে যে খাদ্যের অভাব আছে, যেখানে ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে খাদ্যের অবস্থ খারাপ, সেই অবস্থাকে আমরা ফিরিয়ে আনতে পারতাম। সেই রকম মনুনদীর জল প্লাবন, উভয় পার্শে যদি বাঁধ দিতে পারতাম, তাহলে আমাদের সেই যে কৈলশহরের দুর্দশা, সেই দুর্দশার হাত থেকে কেলাশহরকে রক্ষা করতে পারতাম। ধর্ম্মনগরে জুরী নদীর উভয় পার্শে যদি বাধ দিতে পারতাম তাহলে ধর্ম্মনগরে যে বন্যা হয় সেই বন্যার হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করতে পারতাম, ধর্ম্মনগরে চাউলের অভাবও হত না।

সেই দিক দিয়ে আমি আমাদের হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং অনুরোধ রাখব যাতে অচিরে সেই কাজগুলি করা হয়। তারপর আরেকটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করছি যে যারা কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী আছেন, স্থানীয় জনসাধারণের সংগে তারা তেমন সহযোগিতা করছেন না। তারা কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন, কৃষকের সংগে যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে সেই সমস্যার সমাধান হবে না। সুতরাং কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী যারা আছেন, B, D. O, আফিসে যারা কৃষি বিভাগ নিয়ে ডীল করেন তাদেরকে আমি বলব যে তারা যেন কৃষকদের সংগে বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন।

মেডিকেল ডিপাটমেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৫, তাতে ৬১, ২৩,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং পাবলিক হেলথ ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৬, তাতে ২৩, ৮৬,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা যুক্তিসংগত বরাদ্দ করা হয়েছে ত্রিপুরা বাসীর স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে কিছুটা উন্নতি করতে পারব। এক সময়ে অস্বাস্থ্যকর ত্রিপুরা ছিল, আজকে সেই ত্রিপুরা নাই, আমি বলব। বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ মেডিক্যাল ডিপাটমেণ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক কিছু বলেছেন, অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন। আমি তাদের বলব যে আপনারা অতীতের ত্রিপুরাবাসীর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করুন এবং বর্ত্তমান ত্রিপুরাবাসীর স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করুন। ত্রিপুরায় পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ লেগেই থাকত, কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এইসব রোগ প্রায় এখন নাই বললেই চলে, সেই দিক দিয়ে ত্রিপুরাবাসীর স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি হয়েছে সেই কথা অনস্বীকার্য্য। আগে ত্রিপুরায় হাসপাতাল এবং ডাক্তারখানা নগণ্য ছিল, সেই তুলনায় অনেক ডিসপেন্সারী এবং হাসপাতাল করতে পেরেছি। পুর্বে একমাত্র ভি, এম, হাসপাতাল ছিল এবং প্রত্যেক সাব-ডিভিশানে একটি করে ডিসপেন্সারী ছিল, আজকে আমরা দেখছি যে প্রত্যেক সাবডিভিশানে হাসপাতাল গড়ে উঠেছে, ১৫টি হেলথ সেণ্টার করা হয়েছে, ১০৫টির মত ডিসপেন্সারী করা হয়েছে এবং ত্রিপুরার আগরতলায় যে জি, বি, হাসপাতাল তা উল্লেখযোগ্য হাসপাতাল আমি বলব। অনেক ষ্টেট'এ এই রকম হাসপাতাল নাই বললেই চলে। ত্রিপুরায় আমাদের ডাক্তারের অভাব আছে, একথা স্বীকার্য্য। তবে ডাক্তার আমার

যাতে অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে পারি তার জন্য মেডিক্যাল ট্রেনিং এ আরও ছাত্র সংখ্যা বাড়ানোর জন্য চেষ্টা চলছে এবং আমরা মনে করি অচিরেই সেই অভাব পূরণ করতে পারব। এখানে মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টে যারা কম্পাউণ্ডার আছেন তাদের সেলারী নিয়ে একটা গোলমাল চলছে, কম্পাউণ্ডারদের কাছ থেকে একটা কমপ্লেন শোনা যাচ্ছে যে এক এক জন কম্পাউণ্ডার এক এক রকম বেতন পান, সেই যে এ্যানামলীজ সেটা যেন দূর করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। তারপর জিনিষপত্রের, দ্রব্যমূল্য অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই জন্য ত্রিপুরায় ভেজালের সংখ্যা অনেক বাড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় আমি বলব ফুড এ্যাডালটারেশান কেস খুব কম হচ্ছে। আমি সেই সম্পর্কে সরকারকে অনুরোধ করব যাতে ফুড এ্যাডলটারেশান কেস ধরা হয় এবং কেস দেওয়া হয়, সেই দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি—নতুবা মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। তারপর আমি বলব ধর্মনগরে একটি এক্সরে মেসিন দীর্ঘদিন যাবত এক্সরে প্লেটের জন্য অচল হয়ে পড়ে আছে, আমি সেই দিক থেকে অনুরোধ রাখব যাতে অচিরেই সেই মেশিনটির জন্য এক্সরে প্লেট দেওয়া হয়। এখানে ফুড এ্যাডালটারেশান সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব ত্রিপুরায় কোন পাব্লিক এ্যানালিষ্ট নাই। সেই ফুড এ্যাডালটারেশান কেসগুলি ধরতে হলে কলিকাতায় পরীক্ষার জন্য পাঠাতে হয়, তাতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, সেই যে অসুবিধা, সেটা দূর করার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব যাতে অবিলম্বে ত্রিপুরায় একটি পাব্লিক এ্যানালিসিস্ লেবরেটেরী করা হয়, সেই সম্পর্কে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এখানে ফেমিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলব। সারা ভারতবর্ষে ফেমিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে বিরাট কাজ চলছে, আমাদের ত্রিপুরায়ও কিছু কিছু কাজ হচ্ছে কিন্তু সেই তুলনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ফেমিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে তেমন কোন প্রচার বা তেমন কোন কাজ হচ্ছে না। খাদ্যের এই জটিল সমস্যার দিনে ভারত সরকার এবং অন্যান্য দেশে ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে বিশেষ জোর দিয়েছেন, কিন্তু প্রতি বৎসর আমরা বাজেটে এই বাবদ ব্যয় বরাদ্দ রাখি, কিন্তু ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে জোরদার কোন প্রচার ত্রিপুরায় হচ্ছে না। অন্যান্য প্রভিন্সে বা ষ্টেটে দেখা যাচ্ছে লুপের ব্যবহার প্রচুর হচ্ছে এবং বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় কেবল আগরতলায় মুষ্টিমেয় কিছু কিছু হয়েছে, অন্যান্য সাবডিভিশানে তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই বলে আমার ধারণা। এই লুপ ব্যবহারে কি লাভ হয় না হয়, সেই সম্পর্কে বিশেষ কোন প্রচারও নেই। এই সম্পর্কে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে লুপের ব্যবহার এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

আমাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন সময়ে রিংওয়েল এবং টিউব ওয়েল ইত্যাদি বসানো হচ্ছে। কিন্তু সেইগুলির মেরামত যথা সময় হচ্ছে না। সুতরাং অকেজো টিউবওয়েল বা রিংওয়েলগুলি সময় মত মেরামত না হলে লোকের এই সম্পর্কে অভাব থেকেই যায়। সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে, যে সমস্ত টিউবওয়েল বা রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে সেগুলি যেন অচিরেই মেরামত করার চেষ্টা করেন।

এডুকেশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে এডুকেশন ডিপার্টমেণ্টের বাজেটে একটা বড় অঙ্ক রাখা হয়েছে। ৩,২৫,৮০,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। সেটা বাজেটে সবচেয়ে বড় অঙ্ক। পূর্বের তুলনায় শিক্ষাদীক্ষায় ত্রিপুরা অনেক অগ্রসর হয়েছে এটা সত্যি কথা। আমাদের ত্রিপুরায় শিক্ষাদীক্ষার যে সুযোগ সুবিধা আছে, অন্যান্য ষ্টেটে সেই সুযোগ সুবিধা নাই। ক্লাস এইট পর্যন্ত কোন ছাত্র-ছাত্রীর বেতন লাগে না। তারপর সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবদের কোন সময়েহ বেতন লাগে না এবং বোর্ডিং ফ্যাসিলিটিজ পেয়েছে এবং ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিও বেতন দেওয়া থেকে মুক্ত। সেই অবস্থায় আমাদের ত্রিপুরা যে শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর হয় নাই, সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না সেই কথাটি আমি স্বীকার করতে পারি না। বিরোধী পক্ষ অবশ্য বলেছেন নানা কথা। সুতরাং শিক্ষাদীক্ষায় আমরা অগ্রসর হয়েছি। ত্রিপুরায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বা পলিটেকনিক স্কুল খোলা হয়েছে। সুতরাং শিক্ষাদীক্ষার দিক দিয়ে আমরা কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছি। তবে আমি পূর্বেই বলেছি যে আমাদের ত্রিপুরাতে ডাক্তারের অভাব আছে। যদি একটা মেডিক্যাল কলেজ আমাদের এখানে খোলা যায় তা হলে আমাদের ডাক্তারের অভাবও মিটতে পারে। সুতরাং সে দিক দিয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

স্কুলের কথা বলতে গিয়ে আমি বলব যে ধর্মনগর বিভাগের পেঁচারথলে একটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হওয়া দরকার। ইতিপূর্বেও আমি এডুকেশন মিনিষ্টারের কাছে এই সম্পর্কে বলেছিলাম এবং আজকেও আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব যে পেঁচারথলে একটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল অবিলম্বে খোলা দরকার। এই জায়গাতে যে পরিমাণ ছাত্র আছে তাতে অবিলম্বে একটা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল প্রয়োজন। সেই এলাকার ছাত্রগুলি অত্যন্ত দরিদ্র এবং স্থানান্তরে গিয়ে যে পড়াশুনা করবে সেই সুযোগ সুবিধা নাই এবং আমি বলব ধর্মনগরে যে বিরাট সংখ্যক ছাত্র প্রতিদিন পড়াশুনা করছে তারা কেউ বাইরে গিয়ে পড়াশুনা করার মত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। সুতরাং ধর্মনগরে যে কতগুলি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে সেই স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অবিলম্বে ধর্মনগরে একটা গভর্ণমেন্ট কলেজ খোলা হউক।

এখানে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান অব জাষ্টিস—ডিমাণ্ড নং ১০, তাতে ধরা হয়েছে ৪,৯৬,০০০ টাকা এবং জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ডিমাণ্ড নং ৯এ ধরা হয়েছে ৪৪,৯৫,০০০ টাকা। সেই দুইটা ডিমাণ্ডের আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব যে ভারত গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে বিচারের স্থান অনেক উচ্চে। সুতরাং আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে অন্ততঃ ললেস্‌নেস্‌ না আসে এবং যাতে লোক সুবিচার পায়। যদি অন্য রকম ঘটে তা হলে ক্রাইম বাড়বে এবং আমাদের গণতন্ত্র অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সুতরাং সেই দিক দিয়ে আমি বলব যে বিচার বিভাগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে যাতে বিচার অল্প সময়ের ভিতরে হয়ে যায়। এখানে আমরা দেখছি যে ডিষ্ট্রিক্ট জজ অনেক দিন আগরতলাতে ছিল না। সম্প্রতি ডিষ্ট্রিক্ট জজ এসে কিন্তু সাব-জজের পোষ্ট দীর্ঘ দিন যাবত নাই এবং জুডিসিয়াল কমিশনারকে আমরা মাত্র কয়েক দিনের জন্য পাচ্ছি। জুডিসিয়াল কমিশনারকে যদি আমরা সব সময়ের জন্য পেতে পারি তা হলে

খুবই ভাল হয়। সেই দিকে সরকারের অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তারপর ইতিপূর্ব্বে আমি বলেছি যে মুন্সেফদের পিকিউনিয়ারী পাওয়ার মাত্র ২,০০০ টাকা। বর্ত্তমানে জায়গার মূল্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হিসাবে মুন্সেফের পাওয়ারটা বাড়ে নাই। ১৫।২০ বৎসর আগে মুন্সেফের যে পাওয়ার ছিল ২,০০০ টাকা, সেটাই এখনও রয়ে গেছে। কিন্তু জায়গার দাম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং ধর্মনগর বা বিলোনীয়া থেকে লোকের আসতে হয় আগরতলা যদি তাদের কেস ২,০০০ টাকার উপর হয়। অথচ ২,০০০ টাকার উপরের কেসের সংখ্যাই দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় গরীব লোকদের অনেক টাকা খরচ করে তাদের সাক্ষীদের নিয়ে অনেক দূর থেকে আগরতলায় আসতে হয়। এ অবস্থায় সে তার নিজের রাইট থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং আমি অনুরোধ করব সরকারকে যে মুন্সেফদের পাওয়ার পর্যন্ত ৫,০০০ টাকা করা হোক। নতুবা লোকযন্ত্রণা ভোগ করবে।

তারপর আমি আর একটি কথা বলব ম্যাজিষ্ট্রেট সম্বন্ধে। ভবিষ্যতে যখন ম্যাজিষ্ট্রেট রিক্রুট করা হবে তখন আমি বলব যে অন্ততঃ ১০ বা ৫ বছরের আইন ব্যবসায়ী এক্সপিরিয়েন্স দেখে যেন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। তাহলে বিচার বিভ্রাট ঘটবে না। সুতরাং আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে আমাদের কনস্টিটিউশনে ডিরেকটিভ প্রিনসিপল অব দি ষ্টেট পলিসিতে আছে বা আর্টিকেল ফিফটিতে আছে সেপারেশন অব জুডিসিয়ারী ফ্রম দি এক্জিকিউটিভ। অনেক রাজ্যেই অবশ্য সেটা পারে নাই। কোন কোন ষ্টেটে অবশ্য চেষ্টা হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরায় কি চেষ্টা হয়েছে আমি জানি না। তবে আমি বক্তব্য রাখব যাতে জুডিসিয়ারীকে এক্জিকিউটিভ থেকে সেপারেট করা হয়। সেইদিক দিয়ে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়। নতুবা অনেক সময় অনেক বিচার বিভ্রাট ঘটে।

এখানে আমি আর একটি কথা বলব যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এস, ডি, ও'দের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর অনুসারে কাজ করতে হয়। ত্রিপুরায় জোনাল এস, ডি, ও, বলে কয়েকটা পোষ্ট আছে। ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওরের বেলায় জোন্যাল এস, ডি, ও, এর কোন প্রভিশান দেখা যাচ্ছে না। আবার এ্যাডিশন্যাল এস, ডি, ও, বা অ্যাডিশন্যাল এস, ডি, এম, বলে ডেজিগনেশন আছে। Criminal প্রসিডিওরে কোথাও সেই বিধান নাই। আমি বলব যে সারা ভারতে যে বিধান নাই এটা আমাদের ত্রিপুরাতে কেন? সুতরাং অনেক সময় বিচার বিভ্রাট ঘটে। এস, ডি, ও, এবং জোন্যাল এস, ডি, ও পোষ্ট আছে। জোন্যাল এস, ডি, ও, র ৪টি পোষ্ট আছে। ৪টি সাবডিভিশনে তারা আছে। একজন জোন্যাল এস, ডি, ও, হয়ত কৈলাসহরে থাকেন সেজন্য অনেক সময় হয়ত তার ধর্ম্মনগরে এসে বিচার করা অসুবিধা হয় এবং অনেক সময় বিচার বিভ্রাট ঘটে। সুতরাং আমি বলব যে সি, আর, পি, সি, অনুসারে আমাদের চলা দরকার। সেই জোন্যাল এস, ডি, ও, র পোষ্ট কোথায় পাওয়া গেল আমি এটা জানি না। সেজন্য আমি এই সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে আর একটা অসুবিধা হয় কি, মুনসেফের যে প্রসেস সার্ভার

ষ্টাফ আছে বা এস, ডি, ও'দের পিওন আছে, তারা প্রসেস সার্ভ করে। সেই প্রসেস সার্ভ করতে গিয়ে তাদের অনেক দূর পর্য্যন্ত যেতে হয়, এমন কি ৬০ মাইল দূরেও তাদের যেতে হয়। কিন্তু তাদের কোন ডি, এ, বা টি, এ, দেওয়া হয় না। সেই পিওন মাত্র ৬০ টাকা মাসিক বেতন পায়। সে সেখানে মফঃস্বলে ৩।৪ দিন কাটাবে, তার কি করে চলে এবং প্রসেস জারী করতে বা সমন জারী করতে তার অনেক সময় লাগে সেই সম্পর্কে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে রেজিষ্ট্রেশান ডিমাণ্ড নাম্বার ৭—তাতে আছে ১,৩৮,০০০ টাকা। এখানে রেজিষ্ট্রেশান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব রেজিষ্ট্রেশন অফিস প্রত্যেক সাব ডিভিশানেই আছে।

বৃটিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানেও আমি দেখেছি, বর্ত্তমানে পাকিস্তানেও আছে, প্রায় থানায় রেজিষ্ট্রেশান অফিস আছে। আমাদের অবস্থাটা হয় কি? যেমন কাঞ্চনপুর থেকে একজন লোক ধর্ম্মনগর রেজিষ্ট্রী করতে আসল, তার অনেক ব্যয় করতে হয়, সুতরাং আমি বলব এটা দুরতিগম্য। যেমন মনু থেকে একজন লোককে যদি কৈলাশহর গিয়ে দলিল রেজিষ্ট্রী করতে হয়, তার পক্ষে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য। কাজেই এই অসুবিধা দূর করার জন্য আমি বলব কাঞ্চনপুর বা মনু এই সমস্ত জায়গায় সাব-রেজিষ্ট্রেশান অফিস খোলা হউক। যদি সরকারের কোন অসুবিধা থাকে তা হলে, আমি দেখছি বৃটিশ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানে অনারারী পোষ্টে সাব- রেজিষ্ট্রার করা হয়েছে সেই রকম করা হউক। এবং আমি বলব যে সমস্ত সাব-ডিভিশনাল রেজিষ্ট্রার আছেন তাদের স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হউক আপীল শোনার জন্য। যদি ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলায় একটা সাধারণ শুনানীর জন্য আসতে হয়, বিরাট ব্যয় তাকে করতে হবে সাক্ষী প্রমাণ নিয়ে আসার জন্য। ধর্মনগর, কৈলাসহরে যদি এই সমস্ত জায়গায় সাব-রেজিষ্ট্রার থাকে, আইনের ভিতর তার প্রভিশান আছে, তাহলে লোকজনের অনেকটা সাহায্য হতে পারে। তারপর আমি বলব গত কয়েক বছর আগে আগরতলায় যে ফ্লাড হয়ে গেছে তাতে অনেক ভল্যুম বহি, রেকর্ড নষ্ট হয়ে গেছে। সেই সমস্ত নকলের জন্য দরখাস্ত দিলে লোকজন সেই সব নকল পায় না, সেই সমস্ত পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার থেকে চেষ্টা করা হউক। কারণ সেই সমস্ত রেকর্ডের উপর অনেকের সম্পত্তি নির্ভর করছে। সুতরাং সেই দিক দিয়ে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তারপর পুলিশ ডিমাণ্ড—ডিমাণ্ড নাম্বার ১২, তাতে ১,২৬,২৮,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুলিশ শান্তি রক্ষা, সীমান্ত রক্ষা করেন এবং দেশের যে অশান্তি তা দূর করেন। সুতরাং সেই পুলিশ ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে বিরোধী দল যে অনেক কথা বলেছেন, আমি তার যৌক্তিকতা আছে বলে মনে করি না। যারা শান্তিপ্রিয় লোক, তারা পুলিশকে ভয় পায় না, যারা শান্তি চায় না তারাই পুলিশকে ভয় করে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্যাটল স্মাগলিং হচ্ছে, ব্ল্যাক মার্কেটিং হচ্ছে, আগের তুলনায় কম হলেও সেটা হচ্ছে, কাজেই পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে আরও সক্রিয় হতে বলব। কিন্তু একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি যে থানাতে পুলিশের সংখ্যা ১০/১২ বছর আগে যা ছিল, যেমন ২ জন কনষ্টেবল, একজন এস, আই, সেই পজিশান আজকেও

রয়ে গেছে, কাজ কিন্তু দিনের পর দিন আরও বাড়ছে। কিন্তু সেই তুলনায় পুলিশ স্টাফ বৃদ্ধি পায় নাই, বিভিন্ন কাজ বেড়ে চলেছে। সুতরাং আমি বলব থানাতে পুলিশ সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করা হউক। এখানে আমি আরেকটা কথা বলব, ইতিপূর্ব্বেও বলেছি। আমাদের ত্রিপুরাতে সায়েনটিফিক ইনভেষ্টিগেশানের কোন স্কোপ নাই। গত বছর আমাদের ধর্মনগরে ক্রমান্বয়ে তিন চারটি মার্ডার হয়ে গেল। যেমন একজন লোক নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী ফিরছে, রাস্তায় তার গলা কেটে দেওয়া হল, মার্ডার হল। এই যে অবস্থা সেটা ডিটেক্ট করা যাচ্ছে না। প্রকৃত আসামী ধরা যাচ্ছে না। সেই জন্য সায়েন্টিফিক ইনভেষ্টিগেশান দরকার, তাহলে মানুষ নিশ্চিন্ত মনে বাস করতে পারবে, নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারবে। সুতরাং সেই দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে ত্রিপুরায় একটি ফরেনসিক লেবরেটারী করা হয়, সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭ এ পি, ডবল্যুডি এবং ডিমাণ্ড নাম্বার ৪২ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব, পূর্ত্ত বিভাগ আমাদের ত্রিপুরায় যথেষ্ট কাজ করছেন। ত্রিপুরায় আগে রাস্তা ঘাট ছিল না বললেই চলে। সেই জায়গায় ত্রিপুরায় অনেক রাস্তাঘাট হয়েছে। তবে আমি কয়েকটি কথা এখানে বলব। ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৬২ সালে, চাইনিজ এগ্রেশানের সময় কতকগুলি রাস্তা হাফ্ ডান হয়ে পড়ে আছে সেই দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, যাতে করে সেই সমস্ত রাস্তা অবিলম্বে কমপ্লীট হয়। সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। এখানে প্রসঙ্গক্রমে আরেকটি কথা বলব, যদিও এটা এর মধ্যে নাই, রেলওয়ে লাইন যেটা ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এসেছে সেই রেলওয়ে লাইন যাতে একটেণ্ড করা হয়, সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৮—এখানে আছে এ্যাসেম্বলী ইত্যাদি সম্পর্কে। তাতে ৫,১১,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। আমাদের এ্যাসেম্বলী ১৯৬৩ ইং থেকে চলছে। আমি সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব, আজ পর্য্যন্ত আমাদের মেম্বার্স হোষ্টেল হয় নাই। আমি সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। অনেক মেম্বার মফঃস্বল থেকে আসেন, অবিলম্বে যাতে মেম্বার্স হোষ্টেল হয় তার দিকে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমাদের এ্যাসেম্বলীর স্টাফ যদি ইনসাফিশ্যান্ট থাকে, তাহলে সেই সমস্ত অবিলম্বে রিক্রুট করে যাতে কাজ আরও সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সেই দিকে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৬ ষ্ট্যাম্পস সম্পর্কে আমি কয়েটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। এখানে জুডিশ্যাল এবং নন-জুডিশ্যাল ষ্ট্যাম্প অনেক সময় সর্ট হয়। সেই জন্য পাবলিক হ্যারাস্‌ড হয়, সেই সম্পর্কে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যেমন নন-জুডিশ্যাল ষ্ট্যাম্প এক টাকার দরকার। সেই জায়গাতে কোন কোন সময় এক টাকার ষ্ট্যাম্পের অভাবে তাকে তিন টাকার ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করতে হয়। সেই সম্পর্কে আমি সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে

এ সমস্ত অসুবিধা অবিলম্বে দূর করা হয় এবং যথাসময়ে ষ্ট্যাম্প যাতে সাপ্লাই করা হয় সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করবনা। আমি যে সব পয়েন্টস এখানে বললাম, আশা করি সরকার সেই সমস্তগুলির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবেন, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Chief Minister to participate in the discussion. Hon'ble Minister will be allowed only 25 minutes.

Shri S. L. Singh. Chief Minister :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখনই এই বাজেট আরম্ভ করেছি, প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হয়েছে ত্রিপুরার আয়ের উপর। ত্রিপুরায় যে আয় তা দিয়ে একটা মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্টের যে ব্যয় হচ্ছে সেটাই ঠিকভাবে পরিচালনা করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পরত যদি ভারত সরকার থেকে অতিরিক্ত এই ব্যয় বরাদ্দ আমরা মঞ্জুর করাতে না পারতাম। প্রথমে আমি এখানে বিরোধী পক্ষের যে সমালোচনা এই বাজেটের উপর করা হয়েছে তার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। আমার মনে হয় বিরোধীদলের মাননীয় সদস্যবর্গরা ভুলে গিয়েছিলেন বা ভুলে গিয়েছেন ত্রিপুরার আয়ের কথা। ত্রিপুরার যে আয় হচ্ছে সেই আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তারা তা চিন্তা করছেন না, অবশ্য চিন্তা করতে পারেনও না। সেই চিন্তা তাদের নির্ভর করছে ভারত সরকারের দানের উপর এবং সেটার উপর নির্ভর করেই তারা হয়ত এর বিরোধিতা করছেন। তাই তাদের বিরোধিতা নির্ভর করছে একটা কাল্পনিক অবস্থার উপর। ত্রিপুরার অবস্থার উপর নির্ভর করেই আমাদের বিভিন্ন খাতে ব্যয় বাড়াবার যে পরিকল্পনা সেটা ভারত সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং কখন কোন খাতে কত বেশী অর্থ আমরা নিয়োগ করব ত্রিপুরাকে উন্নত করার জন্য সেটা ভারত সরকারের বিভিন্ন যে বিভাগ, তার মঞ্জুরীর উপর নির্ভর করছে। সেই অনুসারে আমাদের পরিবেশের উপর নির্ভর করে আমাদের বাজেটকে সন্নিবিষ্ট করেছি। সেটা করতে গিয়ে আমরা জানি উনারা কয়েকটা জায়গায় হয়ত লক্ষ্য করেন নি যে মেডিক্যাল অ্যাণ্ড পাবলিক হেলথে—মেডিক্যালে ৬১,২৩,০০০ টাকা এবং পাবলিক হেলথে ২৩,৮৬,০০০ টাকা, এডুকেশনে ৩,২৫,৮০,০০০ টাকা, ফরেষ্টে ৪০ ৭২,০০০ টাকা, ক্যাপিটেল আউটলে অন ইনডাষ্ট্রিয়েল এণ্ড ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট হল ৮লক্ষ টাকা এবং ইরিগেশন নেভিগেশন, ব্রীজ-তার জন্য ৭ লক্ষ টাকা, পাবলিক ওয়ার্কসে ক্যাপিটেল আউটলেতে ১,৪৯,৮৫,০০০ টাকা, ক্যাপিটেল আউটলে জন্য হচ্ছে অন আদার ওয়ার্কসে ৩,৮৫,০০০ টাকা, ক্যাপিটেল আউটলে অন স্কীমস অন গভর্ণমেন্ট ট্রেডিং, সেটাতে আছে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। লোনস এণ্ড অ্যাডভান্সেস বাই দি ষ্টেট গভর্ণমেন্ট, সেটাতে ধরা হয়েছে ৩৬,০৭,০০০ টাকা। আর মিসলেনীয়াস ডিমাণ্ড—৩৪ এর ৪১,২৩,০০০ টাকা, পাবলিক ওয়ার্কস ইণ্ডাষ্ট্রি এণ্ড রোডস উপজাতি রোডের জন্য ধরা হয়েছে ২,৫১,৪২,০০০ টাকা। অতএব উপজাতিদের উন্নয়নের ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে সেই সম্বন্ধে তারা টেনে এনেছেন ফিফ্‌থ সিডিউলকে। ফিফ থ সিডিউল তাঁরা কেন এনেছিলেন তাও

আমরা চিন্তা করব। ত্রিপুরার আদিবাসীরাও তা চিন্তা করেছেন। কারণ বিরোধী দলের সদস্যরা নাগাজাতিদের এবং মিজোর যে আন্দোলন সেই আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মারফতে এবং বক্তৃতার মারফতে। এই ফিফ্‌থ সিডিউলকে নির্ভর করে তারা নেমেছিলেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন ত্রিপুরার আদিবাসী জনতাকে উস্‌কানি দিয়ে তাঁরা নন্‌-ট্রাইবেল এবং ট্রাইবেল এর মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে বিদ্রোহীদের সাথে সমতালে চলবেন। তাকেই ভিত্তি করে তাঁরা ১৯৬২তে তেনালীতে এক কনফারেন্স করেছেন। সেই কনফারেন্সে তাঁরা রিজলিউশান গ্রহণ করেন যে ত্রিপুরার আদিবাসী যারা ছিলেন তারা সব সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কংগ্রেসী শাসনের ফলে তারা সংখ্যা লঘিষ্ঠে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার কোন জবাব কোন ষ্ট্যাটিষ্টীকস্‌ থেকে অদ্যাবধি তারা দিতে পারেন নি। বরঞ্চ আমরা দেখিয়েছিলাম যে, যে সিডিউলড ট্রাইব ৪৫ হাজার ছিল তারা আজকে কংগ্রেসী শাসনের আওতায় এসে ৩ লক্ষের উপর দাঁড়িয়েছে। তাঁরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ হননি। তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু তাঁরা এই সত্‌টাকে গোপন রেখে দোষ দিয়েছিলেন যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে, তারা আদিবাসীদিগকে শিকারে পরিণত করেছে, ভূমিহীন করেছেন। এই অভিযোগ তারা তেনালীতে কনফারেন্সে করেছিল এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ব্যাপার নিয়ে তারা ত্রিপুরার জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ত্রিপুরার আদিবাসী জনতা এবং ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ লোক এই যে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা, তেনালী কনফারেন্সের প্রচারণার সমুচিত উত্তর দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন এই যে ধেবর কমিশনের অলটারনেটিভ প্রপোজাল টি, ডি, ব্লক, সমস্ত রাজ্যে ছয়টি ব্লক খোলা হয় এবং খোলা খোলা হয়েছে এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরার প্রতিটি ভূমির উপর তাদের পুনর্ব্বাসনের প্রায়রিটি দেওয়া হয়েছে। ট্রাইবেল, সিডিউল কাষ্ট তারা প্রায়রিটি পাবে ত্রিপুরার ভূমিতে। কেবল একটা অঞ্চলে নয়, ত্রিপুরায় সর্ব্বত্র তাদের জন্য এই প্রায়রিটি দেওয়া হয়েছে। তারি ফলে ত্রিপুরার ঐক্যকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরার ১৫ লক্ষ জনতা যে ইন্টীগ্রেশনের ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছেন আমার বিশ্বাস হয় বিরোধী দলেরা সেই ইন্টিগ্রেশনকে ভঙ্গ করার জন্য এবম্বিদ কার্যে আর হস্তক্ষেপ করবেন না। কারণ ত্রিপুরার অবস্থান এই রকম যে তার চতুর্দিকে পাকিস্তান এবং পাকিস্তানও বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্র নয়। মিজো এবং নাগা অভ্যুত্থানে পাকিস্তান থেকে থেকে ট্রেন আপ করে মিজো, নাগাল্যাণ্ডে পাঠাচ্ছে। তাই ত্রিপুরার মানুষেরা জানে ত্রিপুরার ইনটিগ্রিটিকে যদি রক্ষা করতে আমরা না পারি তাহলে ত্রিপুরা ধ্বংস হয়ে যাবে।

সেই সত্যকে উপলব্ধি করে ত্রিপুরার পনর লক্ষ জনতা রায় দিয়েছেন যে আমরা ত্রিপুরার ইনটিগ্রীটিকে রক্ষা করে, চতুর্দিকে পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত যে ত্রিপুরা, তার ঐক্যকে, সংহতিকে বজায় রাখব। তাই আমরা দেখছি ১৯৬২ সালে, ১৯৬৫ তে ত্রিপুরার প্রতিটি নাগরিক ঐক্যবদ্ধভাবে চৈনিক আক্রমণ এবং পাকিস্তানের আক্রমণের বিরোধিতা করে যে ঐক্যকে সংরক্ষণ করেছেন, সেইজন্য ত্রিপুরার পনর লক্ষ জনতাকে আমি জানাই অভিনন্দন।

তারপর তারা বলেছেন এই যে ত্রিপুরার বর্ডার রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেই ব্যবস্থাতে ত্রিপুরার অর্থনীতি ব্যাহত হচ্ছে বলে তারা তার যৌক্তিকতা দাঁড় করতে চেস্টা করেছিলেন। কারণ ওয়ার যখন লাগে, এ্যাগ্রেশান যখন আসে, তখন ওয়ার যে ইকনমি, সেই ইকনমি আমরা অবলম্বন করিনি। আমরা নিয়েছিলাম প্ল্যান বেসিস ইকনমি এবং সেই অনুসারে আমরা আমাদের অর্থনীতি দাঁড় করাতে চেষ্টাকরেছি। সেই বেসিসে জোর দেওয়া হয়েছে, জয় জোয়ান, জয় কিষাণকে জয়যুক্ত করার জন্য ত্রিপুরার অধিবাসীরা এই জয় জোয়ান, জয় কিষাণ এই শ্লোগানকে জয়যুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং সেই অনুসারে আমরা দেখেছি ত্রিপুরায় অনবরত সংখ্যালঘু পাকিস্তানী ভাইয়ের যে আসছেন, খাদ্যে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও যেখানে ত্রিপুরায় দুই লক্ষ একরের মত জমি ছিল আবাদি, আজকে ছয়লক্ষ একর জমি এই কিষাণ ভাইয়েরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগঠিত হয়ে এই জমি আবাদ করেছেন এবং তাতে শস্য ফলিয়েছেন। তারা যদি মনে করে থাকেন জমি আবাদ বিনা আয়াসে সম্ভবপর হয়েছে, তাহলে পরে এটা তাদের অলিক স্বপন আমি বলব, তারা অলিকের পৃথিবীতে ঘুরছেন। কারণ এক একটা জমি পরিষ্কার করতে কম পক্ষে তিন বছরের মত লাগে তাকে চাষবাদযোগ্য করে তোলার জন্য। ত্রিপুরার পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে তারা হয়ত এটা কল্পনা করেন নি। ভাবতে পারেন নি যে টিলা টংকর, যে গাছ দেখি এবং তারা যদি লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন সেই সমতল ভূমিতে শত শত বৎসরের আগের বিরাট বিরাট গাছের গুড়ি পড়ে আছে। তাকে পরিষ্কার করে হাল চাষ উপযোগী করতে হবে. তাকে পরিষ্কার করতে হবে। তারপর আছে বাঁশের গুড়ি তারা হয়ত পর্য্যবেক্ষণ করেন নি। কারণ বাস্তবের ভূমিতে তারা বিচরণ করেন না। তার গুড়ি পরিস্কার করে এক একটা জমি কৃষি উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে পরে তাকে কমপক্ষে তিন বছর সেই জায়গা পরিশ্রম করতে হয়। আজকে আমরা যে সব রাস্তার দুই পাশে বিরাট বিরাট জমিতে মেস্তা দেখতে পাচ্ছি, তার দুই পাশে জমি গড়ে উঠল কেন? তাদের সেইদিকে চিন্তা করতে হবে। যদি কোন জমিকে কৃষি উপযোগী করতে হয় তাহলে রাস্তার উভয় পার্শ্ব পরিষ্কার করতে হয় এবং এই যে একটা বিরাট সাধনা, কৃষি উপযোগী করে গড়ে তোলার সাধনা, তার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকে ত্রিপুরার আবাদি জমির পরিমান প্রায় ছয় লক্ষ একরের মত। কারণ তার মধ্যদিয়ে একধারে আবাদ করার কাজ এবং নিজেদের জীবিকাকে চালিয়ে গিয়েছিল এবং তারা হচ্ছেন আমাদের কৃষক উদ্বাস্তু ভাইয়েরা জুমিয়া ভাইয়েরা। তারা তাদের যে একমাত্র সম্বল যন্ত্রপাতি, সেই সম্বলকে মূলধন করে তা তারা করেছিল।

এবং টিলাতে তারা মেস্তা ও চীনা বাদামের চাষ করেছেন। অতএব তাদের পরিশ্রমের ক্ষমতা আছে, চিন্তা শক্তি আছে। তাই তাদেরকে আধুনিক কৃষিতে নামাতে গেলে, তাদের যে মনোভাবের পরিবর্ত্তন দরকার সেইকথা চিন্তা করতে হবে। অনেক জায়গায় তারা বলেছেন যে লিফ্ট ইরিগেশান করা হউক, পাম্পিং ইরিগেশান করা হউক এবং ৬ ইঞ্চি অথবা তিন ইঞ্চি টিউব ওয়েল করা হউক। মাননীয় সদস্যরা তা বলতে পারেন, কারণ বাস্তবের সাথে কোন সম্পর্ক যাদের নাই, তারা ত্রিপুরার এই পরিবেশে এ কথা বলতে পারেন। কিন্তু পরিকল্পনাকে যদি জোরদার করতে হয় তা হলে পাওয়ার চাই, পাওয়ার হলেই হলনা, কালেক্টিভ লেবার চাই।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Chief Minister to conclude his speech within five minutes.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার সময় থেকে কিছুটা সময় যদি আমাদের দলের নেতাকে দেওয়া হয়, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

Mr. Speaker :—Do you want to spare some time from you ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Yes I agree to spare -

Mr. Speaker :—Yes, go on please.

শ্রী এস, এল, সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী) :—যেমন পাঞ্জাবে লিফ্ট ইরিগেশান, টিউবওয়েল ইরিগেশান হয়েছে, তার কারণ হল যন্ত্রপাতির সম্বন্ধে যারা অভিজ্ঞ তাদের মধ্যে অতি দ্রুত এই পরিকল্পনা কার্যকারী হয়। তার কারণ হল ৬ ইঞ্চি টিউবওয়েল যে জল উঠল সাড়ে ছয় ঘটিকাতে সেই জলকে ছেড়ে দিল, পাওয়ার চলতে সুরু করল, ফিফটিন থাউজেনড গ্যালন অব ওয়াটার পার আওয়ার আসতে সুরু করল। সেই সময়ে জলকে ভূমিতে নিয়ে কাজ করার যে ক্ষমতা সেটা যদি না গড়ে উঠে, তাহলে সেখানে ৬ ইঞ্চি টিউবওয়েলে জলই থাকবে। ঘণ্টাসাফিক সমস্ত কৃষক এক জায়গাতে জমায়েত হয়ে সেই জলকে জমিতে ব্যবহার করে তার থেকে ফসল উৎপাদন করা অত্যন্ত কষ্টকর। সেজন্য আমরাও চুপ করে বসে নেই আমরা এক্সপেরিমেণ্ট অনুসারে ৬ ইঞ্চি টিউবওয়েল করে ইরিগেশনের ব্যবস্থা করেছি এবং তাকে পরিচালনার জন্য সেই কিষাণকে অনুরোধের মধ্য দিয়ে আমরা তা করিয়ে যাচ্ছি। তার ফলে এই কৃষি পরিকল্পনাকে সার্থক করবার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করতে পারব এই বিশ্বাস নিয়ে বাজেটের মধ্যে আমরা পাওয়ারের জন্য পরিকল্পনা রেখেছি। পাওয়ার যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আসবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কি এই ত্রিপুরার কৃষকেরা বসে থাকবে ? নিশ্চয় না। তার জন্য ডিজেল মেশিনে আজকে ত্রিপুরাতে আমাদের পাওয়ারের ক্ষমতাহল ২০ হাজারের কিলোওয়াটের উপর। অতএব অন্তর্বর্ত্তী সময় হিসাবে এই ডিজেলের মেসিন দিয়ে চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। উমিয়াম

এবং ডুম্বুর স্কীম যখন জয়যুক্ত হবে ১৯৬৮-৬৯ সালে, আমরা বিশ্বাস করি তাতে ২১ হাজার কিলোওয়াট পাওয়ার আমরা উৎপাদন করে সায়েনটিফিক ওয়েতে যে কৃষি, তা'র প্রচলনের একটা সুবর্ণসুযোগ কৃষকদের মধ্যে এনে দিতে পারব তখন সায়েনটিফিক অ্যাগ্রিকালচার জয়যুক্ত হবে। কারণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকে যদি পরিচালন করতে হয়, আমি যখন কেমিক্যাল ম্যানিউর দেব, তখন তাতে দিতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং তার সাথে সাথে ভূমির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করতে হবে। কেমিক্যাল ম্যানিউর যখন ভূমিতে দেব তখন ভূমিতে কি কি এলিমেনটের অভাব হল এবং সেই অভাকে পূরণের জন্য কেমিক্যাল ম্যানিউরের ষ্টোর স্থাপন করতে হবে এবং তারজন্য সয়েল অ্যানালাইসিসের একটা ব্যবস্থা এখানে খোলা হয়েছে। কারণ আমরা বিশ্বাস করি বৈজ্ঞানিক প্রথাকে আমরা ত্রিপুরাতে আনব। তার মধ্যদিয়ে আমরা ত্রিপুরাকে কৃষির ব্যাপারে উন্নতশীল একটি দেশ হিসাবে দাঁড় করাতে পারব। তার সাথে সাথে চিন্তা করতে হবে ত্রিপুরায় যে ভূমিক্ষয় হচ্ছে, তা নিবারণ করতে হবে। সেই ভূমি ক্ষয় নিবারণের জন্য একটা ইউনিটের কাজ সেখানে চলছে এবং কি করে ভূমিকে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি, ভূমিক্ষযের হাত থেকে, তার ব্যববস্থার জন্য এখানে কার্য্যধারা পরিচালিত হচ্ছে ভূমিক্ষয়কে নিবারণ করে কেমিক্যাল ম্যানিউর দেব, ইরিগেশনের ব্যবস্থা করব। তা ছাড়া আবার চিন্তা করতে হবে যে জমির উপর ত্রিপুরার প্রাণ নির্ভর করছে। সেই ত্রিপুরার জমিকে খরার হাত থেকে, বাঁচাতে গিয়ে হয়ত তাড়াতাড়ি ইরিগেশনের ব্যবস্থা করা যাবে না, তাড়াতাড়ি বন্যার হাত থেকে তাকে বাঁচানো যাবে না। কারণ আমি আমার সমস্ত সম্বল নিঃশেষ করে দিয়েছি জমির উপর এবং তার থেকে যে ফসল হবে সেই ফসলই হবে আমার প্রাণ রক্ষার একমাত্র নিয়ামক। আর যদি সংরক্ষণ করতে না পারি তাহলে আমার ভবিষ্যত হবে অনিশ্চিত। প্রথমেই বন্যার হাত থেকে জমিকে বাঁচাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই অনুসারে সুখ সাগরে, ছত্রমিয়ার হাওরে গড়ে উঠেছে ধলাই বিল। ইতিমধ্যেই আরও একটা প্রচেষ্টা চলছে রুদ্রসাগরকে সুইসগেটের মধ্য দিয়ে ফ্লাডের হাত থেকে সংরক্ষণ করে তার সাথে সাথে মৎস্য চাষের উৎপাদনকে বৃদ্ধি করার জন্য। অতএব সেই দিক দিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী রেখেই ত্রিপুরার কৃষি ব্যবস্থাকে জয়যুক্ত করার জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করা হচ্ছে, বাজেটে তার একটা প্রতিফলন আমরা পেতে পারি। তারপর কৃষকের মধ্যে গরুর যে অভাব আছে সেই অভাবকে পূরণ করতে গেলে গো-জাতিকে রক্ষা করতে হবে রোগের হাত থেকে। তারি জন্য রিণ্ডারপেষ্ট ফাউল টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্য ৫টি ভেটেরিনারী ডিসপেনসারীকে হাসপাতালে উন্নীত করা হচ্ছে, তাছাড়া আগরতলা ভেটেরিনারী হাসপাতালটির সম্প্রসারণ, ৫টি ভেটেরিনারী ডিসপেনসারী ও ২০টি ষ্টকমেন সেন্টার, ক্লিনিক্যাল লেবরেটরী সম্প্রসারণ, ৫টি ভেটেরীনারী ডিসপেন-

সারী ও কর্মচারীদের আবাস গৃহ নির্মাণ, পশুচিকিৎসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণযুক্ত কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। উন্নতধরণের কৃষিকার্য্য করতে গেলে পশুপালন থেকে সুরু করে বন্যা নিবারণ, ইরিগেশন, সয়েল সংরক্ষণ, ভূমির আবাদ কার্য পরিচালনা করা এবং সয়েল এক্সপেরিমেণ্টাল লেবেরেটরী করা দরকার। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই এই বাজেটকে আমরা রূপায়িত করেছি। তারপর আমরা বিশ্বাস করি যে, গো-জাতির উপরে মোরগ-হাঁসের উপরে এবং যেটা শুয়রের উপরে যে রোগ এসেছে, তার হাত থেকে সেই পশুকে রক্ষা করে কৃষকের হস্তকে শক্তিশালী করে কৃষকের অর্থনীতিকে জয়যুক্ত করতে হবে। সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে এই কার্য্যকে পরিচালিত করতে হচ্ছে। মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা সেই ভাবে চিন্তা করে কিষাণ ভাইদের মধ্যে যদি প্রচার করেন বিশেষ করে এই বৈজ্ঞানিক প্রথাকে যাতে ত্রিপুরার জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধভাবে গ্রহণ করেন, তাহলে ত্রিপুরায় কৃষির একটা নূতন অধ্যায় স্থাপন করা হবে। তাই আমি বিশ্বাস করি, সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে প্ল্যান ওয়েতে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাকে জয়যুক্ত করার জন্য এই বাজেটকে হাউসের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রতিটি উন্নতিকামী মানুষ এই ব্যবস্থাকে জয়যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং সেই চেষ্টা ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবেন। আর বর্ত্তমানেও সেটাকে উন্নত করার জন্য সক্রিয়ভাবে তারা কার্য্য করে যাবেন, এই বিশ্বাস আমার আছে। তারপর আমরা চিন্তা করছি ত্রিপুরার ইনডাষ্ট্রীকে কিসের উপর আমরা সংস্থাপন করব। আমরা লক্ষ্য রাখছি ত্রিপুরার যে শিল্প তার যোগান দেবে কৃষি, ত্রিপুরার জমি আর যোগান দেবে ত্রিপুরার বনসম্পদ, যে সম্পদকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করা হচ্ছে। তাই আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে বনের বিরুদ্ধে জাতি বা সমাজ জেহাদ ঘোষণা করেছিল, তার পরিণাম শুভ হয় নাই। সিন্ধু উপত্যকার ইতিহাস যদি আমরা অধ্যয়ন করি, তাহলে আমরা দেখব যে সেই জায়গাতে একদিন একটা বিরাট বনজসম্পদ ছিল। সেই বনের উপর যেই সমাজ নির্মম আঘাত হেনেছিল যার ফলে সিন্ধু উপত্যকার যে সভ্যতা, মিলিয়ে গিয়েছিল মাটির নীচে। তাই বনের বিরুদ্ধে, বনসম্পদের বিরুদ্ধে যখনই মানুষকে লেলিয়ে দেওয়া হবে তাকে ধ্বংশ করার জন্য, তার পরিণাম যে কত ভয়াবহ সেটা চিন্তা করে প্রতিবাদ করলে পরে সভ্যতা সংরক্ষিত হবে, দেশ বাঁচবে, জাতি বাঁচবে। বন কেবল মাত্র বনের জন্যই নয়, আমাদের ঔষধের থেকে আরম্ভ করে খাদ্যের যোগান, জ্বালানী কাঠ, ঘরের ছাউনি থেকে সুরু করে প্রতিটি জিনিষের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে এই বনসম্পদের উপর।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister, I think Hon'ble Finance Minister will require at least 15 minutes time for reply. I now call on Hon'ble Finance Minister to give his reply. I would request the Hon'ble Minister to conclude his speach within 15 minutes i e. by 1 P. M.

শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটের জেনারাল ডিসকাশনকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি দুই চারটি কথা হাউসের সামনে পেশ করছি। বিরোধী পক্ষ বাজেট বক্তৃতার সূচনাতেই এই বাজেট সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে বাজেটটি ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে রচিত হয়নি এবং ত্রিপুরার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট রচিত হয়নি। অবশ্য এই মামুলি কথাটা তারা বরবরই বলে আসছেন, এটা নতুন নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা কোন অলটারনেটিভ প্রপোজাল রাখতে পারেন নি হাউসের সামনে যেটা ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থের অনুকূলে হত বা আমাদের যেখানে ত্রুটি আছে বাজেট লে-আউটে, সেটা দেখিয়ে যদি বলতেন, এখানে দোষ আছে, এই খাতে কমিয়ে, ঐ খাতে বাড়ানো হউক বা এ খাতে বাড়িয়ে ঐ খাতে কমান হউক। এইভাবে যদি একটা কনক্রীট প্রপোজাল রাখতেন তাহ'ল আমি বুঝতাম, তাদের কথার একটা যৌক্তিকতা আছে। কিন্তু তারা কোন অলটারনেটিভ প্রপোজাল রাখতে পারেন নি যে এই করলে ত্রিপুরা আরও বেনিফিটেড হতে পারে, এই জাতীয় কোন প্রপোজাল তারা রাখতে পারেন নি। কারণ তারা নিজেরাও জানেন যে আমাদের মেক্সিমাম টাকা আমরা সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে আনি এবং সেই অনুপাতে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে যেভাবে এলোকেশান করলে পরে বা ডিষ্ট্রীবিউশান করলে পরে বাজেট ভাল হয়, ঠিক সেই ভাবে ডিষ্ট্রিবিউশান করি। যখনই তারা বলবেন যে এই খাতে বেশী রাখা উচিত ছিল, তখনই একটা অলটারনেটিভ প্রপোজাল দেওয়া তাদের উচিত যে অমুক খাতে টাকাটা কমানো উচিত, কিন্তু তারা এই সবের মধ্যে যাবেন না। শুধু বলবেন বাজেট ঠিক ত্রিপুরার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়নি। কিন্তু আমার কথা হল তারা যদি কোন অলটারনেটিভ সাজেশান রাখতেন তাহলে পরে আমি অর্থমন্ত্রী হিসাবে তাদের প্রপোজালটা বিবেচনা করে দেখতাম যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে বা রিভাইজড বাজেটে আমরা সেটাকে, যদি তার মধ্যে জন স্বার্থের অনুকূলে কিছু থাকে, তাহলে গ্রহণ করতে পারি কিনা। কিন্তু এই জাতীয় কোন সাজেশান তারা আজ পর্য্যন্ত রাখেননি। শুধু একটা সমালোচনার ভিতর দিয়ে তাদের বক্তব্য শেস করেছেন। বাজেট ডিষ্ট্রিবিউশান সম্বন্ধে তাদের কোন কনক্রিট প্রপোজাল তারা এই হাউসের সামনে প্লেস করতে পারেননি। তাই আমি বলব সুচিন্তিত ভাবে ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে, ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট যেভাবে আমরা পেশ করেছি, আমি আশা করব এই হাউস গ্রহণ করবেন। তারা প্রথমে তাদের বক্তৃতায় কৃষি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরায় তুলার উৎপাদন কমেছে। তুলার উৎপাদন কিছুটা কমা স্বাভাবিক। কারণ আমরা জুমিয়া রিহ্যাবিলিটেশান করছি, যারা জুম করত তাদের জমি দিয়ে রি-সেটেলমেণ্ট দিচ্ছি, তুলাটা জুম চাষের দ্বারা বেশী হত, কাজেই জুম চাস বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তুলার উৎপাদন কিছুটা কমা স্বাভাবিক।

কিন্তু তার জন্য বাজেটে ফোর্থ প্ল্যানে একটা ডেভেলাপমেণ্ট স্কীম রাখা হয়েছে। সেটার কাজ অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে এবং কিভাবে কালটিভেশন বাড়ানো যায় এবং ইম্প্রুভড

ভ্যারাইটি অব সীডস দিয়ে কিভাবে তুলার উৎপাদন বাড়ানো যায় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। গুড়ের উৎপাদন সম্বন্ধে তারা বলেছেন যে গুড়ের উৎপাদন কমে গেছে। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। গুড়ের উৎপাদন ফার্ষ্ট প্ল্যানের শেষে ছিল ৬,২৪১ টন, সেকেণ্ড প্ল্যানের শেষে হয়েছে ৭,৭২২ টন এবং থার্ড প্ল্যানের শেষে হয়েছে ৯,৯৫০ টন। সুতরাং গুড়ের উৎপাদন মোটেই কমে নি।

তারপর এগ্রিক্যালচারের দাদন প্রথা সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন যে দাদন প্রথা অ্যাবলিশ করে দেওয়া উচিত। সেটা সময় সাপেক্ষ এবং সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করছেন যে এই দাদন প্রথাকে কিভাবে বন্ধ করা যায়। সেটা সঠিকভাবে সরকার চিন্তা করছেন এবং সে সম্বন্ধে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা হয়ত সত্বরই অবলম্বন করা হবে। এগ্রিক্যালচারেল লোন লিকুইডেট করার কথা বলেছেন। লোন দিলে যদি সবটাই লিকুইডেট করতে হয় তা হলে সেটা খুব ভাল লক্ষণ নয়। লোন যখন দেওয়া হবে সেই লোনটা নিয়ে কৃষকরা কাজে লাগাবে এবং সেটা ফেরত দেবে, এটাই আশা করা উচিত। যে সব ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে লোন মকুব দেওয়া উচিত সে সব ক্ষেত্রে সরকার সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে স্যাংশন এনে মকুব দেবেন এবং দিয়েও দিয়েছেন। রিলিফের লোনও মকুব দিয়েছেন। এগ্রিক্যালচার লোনেরও এই কথা। যেখানে নাকি প্রয়োজন, যেখানে একটা বিশেষ সারকামস্টেন্স অ্যারাইজ করে সেটা সরকারের বিবেচনাধীন। কিন্তু এইভাবে সামগ্রিকভাবে অ্যাগ্রিক্যালচারাল লোন মকুব দেওয়া সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। আর একটি কথা বলেছেন যে এই এগ্রিক্যালচারাল লোন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বিতরণ করা হউক। সেটা খুব ভাল কথা। কিন্তু বর্তমানে যে লোন দেওয়া হয় সেটা এস, ডি, ও মারফতে এবং সার্কেল অফিসারের মারফতে এনকোয়ারী করে দেওয়া হয়। তাদের একটি মেশিনারী আছে এবং সেই মেশিনারীর থ্রুতে ফর্মালিটিজগুলি অবজার্ভ করা খুব সহজ হয়। কিন্তু কো-অপারেটিভ গ্রামে গ্রামে না হলে বা কো-অপারেটিভ টর্ণ আপ না হলে সেটা করা সম্ভব নয়। অবশ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক থেকে অ্যাগ্রি মার্কেটিং এর বাবদ যথেষ্ট টাকা লোন দেওয়া হচ্ছে ইন অ্যাডিসান টু দি লোন গিভেন থ্রু দি এস, ডি, ও অলসো। এটা কো-অপারেটিভ ব্যাংক দিচ্ছেন। প্রায় ২৪ লক্ষ টাকার উপর তারা লোন দিচ্ছেন। মাইনর ইরিগেসন সম্পর্কে তারা বলেছেন যে এটা সাকসেসফুল হয় নি। কিন্তু হয়ত দুয়েকটা ক্ষেত্রে সাকসেসফুল হয় নি। সেটা আমাদের এষ্টীমেট কমিটির রিপোর্টেও রয়েছে। কিন্তু অনেকগুলি মাইনর ইরিগেশন স্কীম আছে যার বেনিফিট কৃষকরা নিচ্ছেন না। যেমন খাল কেটে ইরিগেশনের বাঁধ দিয়েও দেওয়া হল; কিন্তু সেখান থেকে খাল কেটে তাদের জমিতে জল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরা করছেন না। তাঁরা মনে করছেন হয়ত সরকারই খালটি কেটে দেবেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। তাদিগকে, আমাদের মাননীয় সদস্য যাঁরা আছেন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাদের কনভিন্স করতে হবে যে এই জলের বেনিফিট তাদের নেওয়া উচিত এবং তাদের নিজেদের জমিতে এই খাল কেটে নিয়ে যাওয়া উচিত।

রিক্লেমেশন ল্যাণ্ড সম্বন্ধে বলেছেন যে সেটার কাজ ভাল হচ্ছে না। কিন্তু আমি একটা ফিগার দিচ্ছি যে রিক্লেমেশন অব ল্যাণ্ড দুই রকম আছে। একটা হচ্ছে অ্যাগ্রিক্যালচারাল পার-

পাসে, আর একটা হচ্ছে ফিসারী পারপাসে। অ্যাগ্রিক্যালচার্যাল পারপাসে যে রিক্লেমেশন অব ল্যাণ্ড করা হয়েছে সেটা সেকেণ্ড প্ল্যানের শেষে ৬,৪২০ একর এবং থার্ড প্ল্যানের শেষে সেই অ্যাগ্রিক্যালচার্যাল রিক্লেমেশনটা হয়েছে ১৪,৩৭৩ একর। আর ফিসারী রিক্লেমেশন সেকেণ্ড প্ল্যানের শেষে ৩০০ একর ছিল। আর থার্ড প্ল্যানে করা হয়েছে ৪৪৩ একর। ফোর্থ প্ল্যানে প্রতি বছর দেড়শ একর, ৫০ একর গভর্ণমেণ্ট সাইডে এবং ১০০ একর প্রাইভেট সেকটারে লোন দিয়ে এইভাবে ১৫০ একর করে প্রতি বছর ধরা হয়েছে ফিসারী। তাই রিক্লেমেশনের দিকটাও যথাসম্ভব বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং ফোর্থ প্ল্যানে সেটা ধরা হয়েছে।

পি, ডব্লিও, ডি, সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনারা বলেছেন যে প্ল্যানের যে টাকা সেটা রাস্তায় এবং ব্রীজে ঠিকমত খরচ করা হয় না। এটা অত্যন্ত ভুল কথা। রাস্তা এবং ব্রীজের টাকা ফেরত যায় না কোন সময়েই। বিলডিং এর টাকা ফেরত যায়। বিলডিং এর সিমেণ্ট পেতে হয়ত দেরী হয়, লোহা পেতে হয়ত দেরী হয়, সময়মত এসে পৌঁছায় না, লেবারের অভাব, স্কিল্ড লেবারের অভাব। তার জন্য দেরী হয়। কিন্তু রাস্তার টাকা ফেরত যায় না। ব্রীজের টাকাও ফেরত যায় না এবং এখানে আসাম—আগরতলা রোডে কুলা, ধলাই, জুরি, এই তিনটি নদীর উপর পার্মানেণ্ট ব্রীজ কনষ্ট্রাকশন আরম্ভ হয়ে গেছে। আর খোয়াই নদীর উপর পর্মানেণ্ট ব্রীজ কনষ্ট্রাকশন আরম্ভ হয়ে গেছে। আগরতলা বিশ্রামগঞ্জের রোডে ব্রীজ কনষ্ট্রাকশন চলেছে। গোমতীর ব্রীজের কনষ্ট্রাকশন চলেছে। আর এক বছর লাগবে কনষ্ট্রাকশন শেষ হতে। মুহুরীর উপর কনষ্ট্রাকশন অব ব্রীজ আরম্ভ হয়ে গেছে। আর তেলিয়ামুড়া থেকে খোয়াই যাওয়ার পথে খোয়াই নদীর উপর পার্মানেণ্ট ব্রীজ কনষ্ট্রাকশন আরম্ভ হয়ে গেছে। তা ছাড়া আসাম—আগরতলা রোডের উপর অনেকগুলি ব্রীজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাই ব্রীজের কাজ ঠিকমতই চলবে এবং রাস্তাও ঠিকমত চলবে। রাস্তার টাকা কোন সময়ে ফেরত যায় না। এটা মাননীয় সদস্যদের জানা থাকা উচিত। আর কতটা রাস্তা করা হয়েছে, সেটাও আমার বলা উচিত। কারণ প্রথম ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ৩৮১ মাইল রাস্তা ছিল, সেকেণ্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ৫৩১ মাইল এবং থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ৯৮৭ মাইল রাস্তা করা হয়। আর পি, ডব্লিউ, ডি, যে পাওয়ার জেনারেটর তাতেও আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত এবং যদিও আমরা আসাম থেকে উমিয়াম পাওয়ার আনতে পারি নি, ডুম্বরের পাওয়ার এখনো কমপ্লিট হয় নি কিন্তু তা সত্বেও ডিমাণ্ড মিট আপ করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেমন ধরুন ফার্ষ্ট প্ল্যানের আগে ছিল ২৮০ কিলোওয়াট পাওয়ার ফার্ষ্ট প্ল্যানে হয়েছে ৪৯০ কিলোওয়াট এবং সেকেণ্ড প্ল্যানের শেষে হয়েছে ১,০৫৩ কিলোওয়াট এবং থার্ড প্ল্যানের শেষে হয়েছে ২,৩৯৩ কিলোওয়াট। সুতরাং পাওয়ারের দিক থেকেও যথাসম্ভব চাহিদা আমরা মিট আপ করে যাচ্ছি। অবশ্য উমিয়াম পাওয়ার এলে এবং ডুম্বরের পাওয়ার এলে সেটা আরও বাড়বে এবং তখন শিল্পের দিক দিয়ে আমরা অনেক পাওয়ার ডাইভার্ট করতে পারব এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই এবং সেই কাজ অলরেডি আরম্ভ হয়ে গেছে, সেটা সকলেরই জানা আছে।

ইণ্ডাষ্ট্রি সম্বন্ধে তারা বলেছেন যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল লোন যে দেওয়া হয় তার কতটা পাবলিক বেনিফিটে ইউটিলাইজ হয়, সেটা সম্বন্ধেও তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ইণ্ডাষ্ট্রীয়্যাল লোন ১৯৬৫-৬৬ সালে এবং ৬৬-৬৭তে যা দেওয়া হয়েছে, আমার জানা আছে যে সেই লোন নাইনটি পারসেন্টের উপর ইউটিলাইজ করা হয়েছে। আর বাকী যে টেন পারসেন্ট সেটা নন-অপারেটিভ ফাণ্ডে রয়েছে। টাকা নষ্ট হয় নাই। ইন্দ্রনগরের আই, টি, আই, সম্বন্ধে বলেছেন যে. প্রডাকশন কাম ট্রেনিং সেণ্টার আছে কিনা। কিন্তু ইন্দ্রনগরে যে স্কীমটি সেটি ডিরেক্টার জেনারেল অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ ট্রেনিং, তাঁর যে স্কীম, অল ইণ্ডিয়ার যে প্যাটার্ণ, সেই প্যাটার্ণ অনুযায়ী সেটা স্থাপিত হয়েছে এবং কথা হল যে এখানে কোন প্রডাকশন সেণ্টার থাকবে না। শুধু ছাত্রদের ট্রেনিং দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী এখানে ছাত্রদের শুধু ট্রেনিং দেওয়া হয়। সেখানে কোন প্রডাকশন ইউনিট করা হয়নি এবং অল ইণ্ডিয়া প্যাটার্ণে সেটা নাই।

এডুকেশন সম্বন্ধে বলেছেন যে অনেক স্কুল গ্র্যাণ্ট ইন অ্যাড পায় না। কিন্তু আমি জানি যে প্রায় সব স্কুলই গ্র্যাণ্ট-ইন-এইড পেয়ে গেছেন। এই ইয়ার এণ্ডিং এ মার্চ্চে যে সমস্ত পাওনা ছিল তাদের সমস্ত পাওনা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। দুয়েকটি স্কুল, যারা ইউটিলাইজেশন সার্টি-ফিকেট দিতে পারেনি তাদের টাকা আটকিয়ে রাখা হয়েছে। টাকা রয়েছে, টাকা রিলিজ করা হচ্ছে না। ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট না দিলে টাকাটা রিলিজ করা যাচ্ছে না। এই ডিফিক্যালটির জন্য আমি পার্সন্যালী ভেরিফাই করেছি যে প্রায় প্রত্যেক স্কুল তাদের গ্র্যাণ্ট ইন এইড এর টাকা পেয়ে গেছেন। তাদের কোন টাকা আটকায় নাই। ফিনান্সেও নাই, এডুকেশনেও নাই। আর একটি প্রস্তাব দিয়েছেন যে সমস্ত প্রাইভেট প্রাইমারী স্কুলগুলি গভর্ণমেণ্টের নিয়ে নেওয়া উচিত। আছেই মাত্র ১৭/১৮টি স্কুল, বাকী সবগুলি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। এটা গভর্ণমেণ্টের পলিসি নয় যে প্রাইভেট স্কুলগুলি জোর করে গভর্ণমেণ্টের নিয়ে নেওয়া যদি কেউ দিতে চায়, সেটাকে গভর্ণমেণ্ট সারকামষ্টেন্স বুঝে নিয়ে নেয়। কিন্তু এইভাবে প্রাইভেট স্কুলগুলিকে গভর্ণমেণ্টের কবলে নিয়ে নেওয়া সেটা গভর্ণমেণ্টের পলিসি নয়। কারণ তাতে প্রাইভেট ইনিসিয়েটিভ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সেটা ঠিক মনে করেন না। প্রাইভেট ইনিসিয়াটিভে স্কুল কলেজ হওয়া দরকার। সেটা আমরা অনুভব করি এবং তার জন্য আমরা প্রেসার দিই না যে গভর্ণমেণ্টের কবলে এসে পড়ে সব সময় ট্রাইবেল বোর্ডিং হাউস আছে, অথচ ছাত্র নেই। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও ১০ মিনিট সময় দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ— দশ মিনিট নয় পাঁচ মিনিট। অল রাইট, ইউ গো অন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—I shall finish within ten minutes.

মিঃ স্পীকার ঃ—Alright you go on please.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বোর্ডিং আছে, ছাত্র নাই এ যে কমপ্লেন তারা করেছেন, কোন্ স্কুলে বা বোর্ডিং হাউসে ছাত্র নেই তার নাম তারা বলতে পারেননি। ফার্স্ট ফাইভ ইয়ার প্ল্যানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার থেকে প্রাইমারী স্কুলের সঙ্গে এ্যাটাচ্ড কতকগুলি বোর্ডিং হাউস করা হয়েছিল, প্রাইমারী স্কুল সাধারণতঃ বাড়ীর সঙ্গে থাকে, বাড়ী থেকে গিয়ে স্কুল করা যায়, সেখানে ছাত্রদের থাকার কোন প্রয়োজন হয় না। থাকলেও বোর্ডিং হাউস স্টাইপেণ্ড দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যেগুলি বহু আগে হয়েছিল, সেগুলি হয়ত হতে পাবে। বর্তমানে যে সমস্ত বোর্ডিং হাউস করা হয়েছে, সেগুলিতে ছাত্র নেই, এই রকম কেস আছে বলে আমার মনে হয় না। বুক গ্র্যাণ্ট স্টাইপেণ্ড, যারা উপযুক্ত ছাত্র তারা পাচ্ছেন না বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে তা সত্য নয়। কারণ বুক গ্র্যাণ্ট স্টাইপেণ্ড মার্কের বেসিসে দেওয়া হয়। জেনারেল ষ্টুডেণ্টদের ক্ষেত্রে একটু বেশী মার্ক পেতে হয়, কিন্তু সিডিউল কাষ্ট সিডিউল ট্রাইবসদের বেলায় যাদের এ্যাপ্লিকেশান আসে, তাদের বেলায় বড় একটা বাদ যায় না। ইন কেস দুই একটা বাদ যেতে পারে কিন্তু ইট ইজ আওয়ার প্রিন্সিপাল সকলেই যাতে পেয়ে যায়।

ফরেষ্ট সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সার্ভে করে দেখা গেছে সেখানে প্ল্যানটেশান নেই। এই রকম কেস একটা হয়েছিল নাগবাই এবং পাক্‌কাতুলসী অঞ্চলে। এই দুইটী অঞ্চলে সেটা হয়েছিল কারণ সেখানে যারা জুম করে তাদের গ্রাণ্ট বা টাকা দিয়ে দেওয়া হয়, তারা জুমের সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাণ্টেশানগুলি করে। কিন্তু পরে দেখা গেল সেখানে প্ল্যানটেশান তারা করেনি। সেই বিষয়ে এনকোয়ারী করা হয়েছে এবং এনকোয়ারী থেকে দেখা গেছে সেই জায়গাটা নন প্ল্যানটেড এবং তার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং সেখানকার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। রি-সার্ভে করে দেখা গেছে জুমিয়ারা যে টাংগীয়া সিসটেমে জুমের সংগে সংগে প্ল্যানটশান করার কথা ছিল সেটা তারা করেনি এবং যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটাও তারা ইউ লাইজ করেনি।

মেডিক্যাল সম্বন্ধে আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী উত্তর দিয়েছেন এবং এই সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু আমি বলতে চাই না।

ট্রাইবেল রিসেপশান সেল সম্বন্ধে সেটা বলা হয়েছে সেটা কোন পারপাস সার্ভ করে না' সেটা ঠিক নয়। সেই রিসেপশান সেলে ট্রাইবেলরা আসেন। সদরে ডেইলি ১২জন থেকে ২০ জন থাকেন, কৈলাশহরে থাকেন ১৫ থেকে ১৭ জন, ধর্ম্মনগরে থাকেন ১০ থেকে ১২ জন, অমরপুরে থাকেন ১৩ থেকে ১৫ জন এবং অন্যান্য জায়গায় সাত থেকে আট জন পর্য্যন্ত থাকেন। কাজেই ট্রাইবেল সেল কোন পার্পাস সার্ভ করছেনা বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটা সত্য নয়। আর নাম বদলে দেওয়া হয়েছে, আগে ছিল ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্কীম, এখন ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস হয়েছে। এই ধরণের যে অভিযোগ করেছেন সেখানে আমি বলব যে সেটা নামই কেবল বদল করা হয়েছে। যাতে কোন বেনিফিটের তার ম্য কর

হয় নি। সিডুল ট্রাইব যে বেনিফিট আগে পেত সেটা পুরাপুরি রয়েছে। কারণ প্ল্যানে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা দেখলেই বুঝা যাবে, সিডুল ট্রাইবসদের জন্য ফোর্থ প্ল্যানে ১,৩৯,৭৭,৪০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সিডুল কাষ্ট ১৩,৭৭,৪০০ টাকা ধরা হয়েছে। কাজেই যদিও নামটা বদল করা হয়েছে, সিডুল ট্রাইবের যে টাকা সেটা সিডুল ট্রাইবের জন্যই খরচ হবে। সিডুল কাষ্টের টাকা সিডুল কাষ্টের জন্যই খরচ হবে এবং ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটির টাকা তাদের জন্যই খরচ করা হবে। এর টাকা ওর জন্য, ওর টাকা তার জন্য কোন সময় নেওয়া হয় না। ফোর্থ প্ল্যানের বরাদ্দ থেকে দেখা যাবে সিডুল ট্রাইবের জন্য কতটা হাই এ্যামাউন্ট বরাদ্দ করা হয়েছে দ্যাট ইজ ১,৩৯,৭৭,৪০০ টাকা। ট্রাইবেলের দখলিকৃত জমি নন-ট্রাইবেলরা বাই ফোর্স অকুপাই করছেন বলে যে অভিযোগ করেছেন, এই জাতীয় কোন রিপোর্ট আমাদের কাছে নেই।

আগরতলা ওয়াটার সাপ্লাই সম্বন্ধে বলা হয়েছে পাইপ লীক করছে। পাইপগুলির মেরামতের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। ওভার সাপ্লাই অব ওয়াটার অর্থাৎ যে পরিমাণ জল এই ওয়াটার সাপলাই থেকে সরবরাহ করতে পারে সেই পরিমাণ জল সরবরাহ হচ্ছে না বলেই পাইপ জায়গায় জায়গায় ফেটে যাচ্ছে। কারণ আরও দুটি ট্যাঙ্ক—একটা কুঞ্জবন এবং অপরটি কলেজ টিলা। অরুন্ধতিনগরে ট্যাংক হয়নি বলেই এই উপরি জলে পাইপ মাঝে মাঝে লীক করছে এবং ফেটে যাচ্ছে। অবশ্য সেগুলি রিপেয়ার করা হচ্ছে এবং কনষ্ট্রাকশান আরম্ভ হয়ে গেছে। ট্যাংকগুলি হয়ে গেলে পরে জলের প্রেসার কম থাকবে এবং ঐ লীক আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাবে, পাইপ ফাটার কেস আর হবে না। স্বর্ণ শিল্পীদের বেলায় বলা হয়েছে যে তারা কোন বেনিফিট পাচ্ছে না। সিডুল ট্রাইব এবং সিডুল কাষ্টকে যে প্রিন্সিপ্যালে সাহায্য দেওয়া হয়, সেই প্রিন্সিপ্যালে তাদেরও সাহায্য দেওয়া হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে স্বর্ণ শিল্পী কোথায়? ৮০২ জন স্বর্ণ শিল্পী নাম রেজিষ্ট্রী করেছিল, কিন্তু দেখা গেল তার মধ্যে ৩৭ জন রিজেকটেড কারণ তারা প্রমাণ করতে পারেনি যে তারা স্বর্ণ শিল্পী। আর বাকী যারা আছেন তারা পুনরায় গোল্ড ট্রেড চালু করার জন্য লাইসেন্স নিয়ে গেছেন, সার্টিফিকেট নিয়ে গেছেন এই বলে যে তারা আবার সোনার ব্যবসা করতে চান। যখন নাকি সোনার ব্যবসা করার জন্য লাইসেন্স বা সার্টিফিকেট নিয়ে যায়, তখন তারা আর ডিষ্ট্রেসড গোল্ড স্মিথ এর বেনিফিট পেতে পারে না। যদি এখন কেউ সার্টিফিকেট সারেণ্ডার করতে চায়, তা হলে সরকার থেকে যে ৫০ ০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে, সেখান থেকে তাদের লোন দেওয়া হবে এবং অন্যান্য ইণ্ডাষ্ট্রী এবং এ্যাগ্রিক্যালচারে তাদের ডাইভার্ট করা হবে। যদি তারা সেই সার্টিফিকেট সারেণ্ডার না করেন তাহলে তারা এই বেনিফিট কি করে পাবেন সেটা আমি বলতে পারি না।

খাদ্য সম্বন্ধে বলেছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেটা স্বাভাবিক। কারণ ধর্মনগর-কৈলাশহর গতবার ফ্লাড যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। খাদ্যের ডেফিশিট শুধু এখানেই নয়, সারা ভারতবর্ষে এই ডেফিশিট রয়েছে এবং প্রত্যেকটি ষ্টেট আজকে চিন্তান্বিত যে খাদ্য সমস্যা কি করে ট্যাকল করবে। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে প্রেসার দিচ্ছে অবিলম্বে যাতে খাদ্য প্রেরণ করা হয়। যদি সেটা পাওয়া যায় তা হলে আরও রেশান শপ খুলতে পারব তাতে হয়ত দামটা কিছু কমবে।

মোটামুটি যে সমস্ত পয়েন্টস তারা রেইজ করেছিল, সেইগুলির যথাসম্ভব সব কয়টি আমি ব লাম। আরেকটা কথা জানাচ্ছি যে শিক্ষা ব্যাপারে এডুকেশান্যাল সার্ভে আমরা গ্রহণ করেছি। সেই সার্ভে রিপোর্ট থেকে বুঝা যাবে কোথায় কি দরকার। কোথায় হাই এবং কোথায় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল দরকার সেটা জানা যাবে এবং নেসাসিটি বুঝে স্কুলের সংখ্যা বাড়ানোর কাজ আরম্ভ হয়ে যাবে। এই বাজেটে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তার মধ্যে এডুকেশন খাতে যেটা ধরা হয়েছে সেটা সবচেয়ে হাইয়েষ্ট এ্যামাউন্ট এবং সেইটা শিক্ষাখাতে একটা অদ্ভুত প্রেরণা আনবে সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনের অনুপাতে টাকা ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের যে নেসাসিটি সেই নেসাসিটি অনুযায়ী টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং সেটা জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে এবং এই বাজেটকে আমি মনে করি যে, ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থের এবং ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির পক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য বাজেট। আমি আশা করি হাউস এই বাজেট গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— General Discussion on Budget Estimates for 1967-68 is over.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday, the 29th March, 1967.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Unstarred Question No. 57—By Shri Aghore Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। নির্ব্বাচন চলাকালীন বিশালগড ব্লক এলাকাতে কতটি পুরাণ রাস্তা মেরামত ও কতটি নুতন রাস্তা করান হইয়াছে ;	নির্ব্বাচন চলাকালীন কোন রাস্তা মেরামত বা নূতন রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হয় নাই। প্রকল্পের ধাপ অনুসারে উক্ত ব্লক এলেকায় রাস্তা নির্ম্মাণ ও সংস্কারের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। ২৩টি রাস্তা নির্ম্মাণ ও ৩টি রাস্তা সংস্কারের জন্য মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে।
২। যদি রাস্তার কাজ করান হইয়া থাকে রাস্তাগুলির নাম এবং কোন রাস্তার বাবত কত টাকা মঞ্জুর হইয়াছে ;	প্রকল্পের ধাপ অনুসারে যে সমস্ত রাস্তা করা হইয়াছে তাহার বিবরণ এতৎসহ দেওয়া হইল।
৩। রাস্তাগুলির টাকা কত তারিখে মঞ্জুর করা হইয়াছিল এবং রাস্তার কাজ বিলি করার পূর্ব্বে কোন টেণ্ডার নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল কিনা ?	যে যে তারিখে রাস্তাগুলির টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহা উপরোক্ত বিবরণে দেখান হইয়াছে। ভারত সরকারের নির্দ্দেশানুসারে আঞ্চলিক সংস্থা ও গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলির মাধ্যমে উপরোক্ত কাজগুলি করান হইয়াছে।

STATEMENT

Sl. No.	Name of the Road.	Nature of Work	Date of Amount sanctioned	
1.	Biramganj Golaghati Road via Jorpukur.	Repair	21, 1. 67 Rs.	10,000/-
2.	Nehalchandranagar P. W. D. Road to Tribal Colony.	Repair	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
3.	Madhupur to Kamarhati (group-I)	Repair	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
4.	Takrabari to Anandanagar via Pramodenagar..	Construction	21. 1. 67 Rs.	5,000/-
5.	Konaban to Debipur Road via South Kanaiya.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
6.	West Pratapghar to Bishalghar Road via Kalipada Master Para.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
7.	Sadhutila to Central Road	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
8.	Pratapghar to Jogendranagar upto bridge.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
9.	Bardoali-Milansangha to West Pratapghar.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
10.	Anandanagar to Mahishkhala Kalibari Road	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
11.	Brojendranagar Colony to Kanchanmala Road.	,,	9. 2. 67 Rs.	5,000/-
12.	Takarjala to Ganimara Road (Gr. I)	,,	9. 2. 67 Rs.	5,000/-
13.	Amtali (Takarjala) to Jampujala Bazar (Gr. I & II)	,,	9. 2. 67 Rs.	10,000/-
14.	Jarulbachai Colony Bazar to South Cobra para.	,,	10. 2. 67 Rs.	10,000/-
15.	South Anandanagar to Jarulbachai Road.	,,	10. 2. 67 Rs.	14,955/-
16.	South Anandanagar Bazar to Kanchanmala Road.	,, ,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
17.	South Anandabazar to Dhupcherra Road	,,	10. 2. 67 Rs	9,850/-
18.	Dhariacherra Tularban Road.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
19.	Kanaibari to Bishalghar	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/r
20.	Bishalghar Bazar to Lalshimura	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
21.	North Charilam to Aratila.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
22.	Charilam to Lalshimura Road.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
23.	Charilam to Barjala Road	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
24.	Bhasabari to Balucherra Road.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
25.	Sipahijala Tribal area to Golaghati Road.	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-
26.	Madhupur to raiardhepa Road	,,	10. 2. 67 Rs.	5,000/-

Unstarred Question No. 60—By Shri Aghore Deb Barma

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী (১৯৬৭ইং) বিশালগড় ব্লক অফিস হইতে চড়িলাম ও বিশালগড় বিধানসভার নির্ব্বাচন কেন্দ্রে কতটি রেডিও বিতরণ করা হইয়াছে,	ব্লক অফিস হইতে কোনও রেডিও বিতরণ করা হয় নাই।
২। কোন কোন গ্রামে এবং কাহার নামে এই রেডিওগুলি মঞ্জুর করা হইয়াছে ?	প্রশ্ন উঠে না

Unstarred Question No. 62.
by Shri BIDYA CHANDRA DEB BARMA

প্রশ্ন

ক) ১৯৬৭ সনে আগরতলায় যে পরিকল্পনা মেলা (Exhibition) খোলা হয় তাতে সরকারী কোন দপ্তরের মোট কত টাকা খরচ হইয়াছে।

উত্তর

১)	কারা অধিকার—	৪৩৭·৯১
২)	পরিসংখ্যান বিভাগ—	৭৬৫৫·০০
৩)	তপশীলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তর—	২০,৪৭৪·৯৫
৪)	স্বাস্থ্য অধিকার—	১১,৯৯৯·২৫
৫)	সমবায় বিভাগ—	৯০০০·০০
৬)	পুলিশ সুপারের কার্যালয়	২৩৪৬·৫৭
৭)	শিল্প অধিকার—	১১,৭৯৮·০০
৮)	কৃষি অধিকার—	১২,৫৩৭·৩০
৯)	বন বিভাগ—	১২,৪৬০·০০
১০)	শিক্ষা অধিকার—	১৪,৮৮০·৪২
১১)	শ্রম অধিকার—	৫,২৫০·০০
১২)	পশু পালন বিভাগ—	৫,৫৯৯·৮৫
১৩)	পূর্ত্ত বিভাগ—	১৫,৪২৪·০০
১৪)	জনসংযোগ কার্য্যালয়—	৬৪,০৪৪·২৫
	মোট—	১,৯২,৯০৭·৫০

প্রশ্ন	পত্রিকা	টাকা
খ) এই মেলায় প্রচারের জন্য কোন পত্রিকাকে কত টাকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে।	১) জাগরণ (দৈনিক) আগরতলা	৬৪০·০০
	২) দৈনিক গণ অভিযান, (দৈনিক) আগরতলা	৫৪০·০০
	৩) সেবক (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৮১৫·০০
	৪) সমাচার (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৯৫০·০০
	৫) মানুষ (অর্দ্ধ সাপ্তাহিক) আগরতলা	৯৫০·০০
	৬) ত্রিপুরা (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৯৫০·০০
	৭) রুদ্রবীণা (সাপ্তাহিক) আগরতলা	১,০৮৫·০০
	৮) ন্যায়দণ্ড (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৫৫০·০০
	৯) স্ফুলিঙ্গ (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৮১৫·০০
	১০) গণ অভিযান (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৭৩০·০০
	১১) ভারত কল্যাণ (সাপ্তাহিক) আগরতলা	১,০৮৫·০০
	১২) ত্রিপুরা টাইমস (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৮১৫·০০
	১৩) নবজ্যোতি (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৫২০·০০
	১৪) সমবায় বার্ত্তা (সাপ্তাহিক) আগরতলা	১৮০·০০
	১৫) নবোদয় (সাপ্তাহিক) আগরতলা	৯০·০০
	১৬) সন্ধানী (সাপ্তাহিক) ধর্মনগর	৫০৪·০০
	১৭) দৈনিক বসুমতি কলিকাতা	৭১২·০০
	মোট—	১২,০০১·০০

গ) মেলা বাবদ সরকারের যদি কোন আয় হইয়া থাকে তবে তাহার পরিমাণ কত ?	টাঃ ৩২,৪০৭'১৫

Unstarred Question No. 79—By Shri Bidya Chandra Deb Barma

প্রশ্ন	উত্তর
ক) খোয়াই গনকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গত পাঁচ বছরে কাহাকে কাহাকে জলসেচ ও মৎস্যচাষের জন্য পুকুর কাটার টাকা (ফিসারী:কাম ইরিগেসন লোন) দেওয়া হইয়াছে।	গত ৫ বছরে খোয়াই গণকি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জলসেচ সমেত মৎস্যচাষের পুকুর কাটার জন্য কোন ফিসারী কাম ইরিগেশন লোন দেওয়া হয় নাই।
খ) ইহাদের মধ্যে কে কে এ পুকুর কাটেন নাই।	এ প্রশ্ন উঠে না।
গ) যাহারা পুকুর কাটেন নাই, তাহাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?	এ প্রশ্ন উঠে না।